জেমস প্যাটারসন-এর

ম্যাক্সিমাম রাইড

দ্য অ্যাঞ্জেল এক্সপেরিমেন্ট

অনুবাদ : জাহিদ হোসেন

অদ্ভুত কিছু চরিত্র, ৯৮ শতাংশ মানুষ হলেও ২ শতাংশ পাখি। নিজেদের বাবা-মা, জন্মপরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানে না। ওড়ার জন্য পাখির মতো ডানা আছে তাদের। এটা অনেকের কাছে স্বপ্নের মতো একটি ব্যাপার হলেও তাদের জন্য বিভীষিকাময়। সেই বিভীষিকার চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয় দলের সবচেয়ে ক্ষুদে সদস্য অ্যাঞ্জেলকে অপহরণ করার মধ্য দিয়ে। একদল অমানবিক বৈজ্ঞানিকের এক্সপেরিমেন্টের শিকার ছোট্ট আর আদুরে অ্যাঞ্জেল। ম্যাক্সের নেতৃত্বে তাদের দল উদ্ধারে নামে, মুখোমুখি হয় আরেকদল ভয়ঙ্কর নেকড়ে-মানবের। অভিযানে নেমে ম্যাক্স আরেকটা সত্য জানতে পারে–কি সেই সত্য জানতে হলে পড়ুন জেমস প্যাটারসনের হাই-ফাই অ্যাডভেঞ্চার ম্যাক্সিমাম রাইড সিরিজের *দ্য অ্যাঞ্জেল এক্সপেরিমেন্ট*।

'দুর্দান্ত গতির একটি ফ্যান্টাসি অ্যাডভেঞ্চার...'

-এইজ, মেলবোর্ন

'শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ননস্টপ অ্যাকশনের এই উপন্যাসটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো'

–কিরকুস রিভিউ

'একেবারেই ভিন্নধর্মী একটি ফ্যান্টাসি অ্যাডভেঞ্চার...নতুন একটি জগতে নিয়ে যাবে পাঠককে'

–দ্য সানডে টাইমস

'এটিকে বলা যেতে পারে নিও-ফিউচার অ্যাডভেঞ্চার...ভালো আর মন্দের চিরায়ত দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে...সেইসাথে কতিপয় বিজ্ঞানীর অমানবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টিও ভাবিয়ে তুলবে সবাইকে'

–দ্য নর্দান একো

'চরিত্রগুলো নিখুঁতভাবে চিত্রিত করা হয়েছে...টান টান উত্তেজনার একটি ফ্যান্টাসি অ্যাডভেঞ্চার'

–ওয়াশিংটন পোস্ট

ISBN ৭৮৪৮৭২৭৩৭-৭
9 789848 729397

জনপ্রিয় আমেরিকান থৃলার লেখক জেমস বি. প্যাটারসন ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পড়ালেখা শেষ করে অ্যাডফার্মে চাকরি করেছেন তিনি, তবে ১৯৮৫ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। মার্ডার মিস্ট্রি থেকে শুরু করে ফ্যান্টাসি অ্যাডভেঞ্চার-প্রায় সর্বত্রই তিনি সফল। এ পর্যন্ত ৭১টি উপন্যাস লিখেছেন যার মধ্যে পরপর ১৯টি উপন্যাস নিউইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলারের তালিকায় ঠাঁই করে নেয়ার মতো বিশ্বরের্ডও সৃষ্টি করেছে।

২০০৫ সালে জেমস প্যাটারসন পেইজ টার্নার নামে একটি অ্যাওয়ার্ডের প্রবর্তন করেন। থৃলার সাহিত্য জনপ্রিয় করার কাজে ভূমিকা রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল-কলেজকে মোট ৮৫০০০০ ডলার দান করেন তিনি। এছাড়াও, ইন্টারন্যাশনাল থৃলার-রাইটার্স অর্গানাইজেশন গঠনে বিরাট ভূমিকা ছিলো এই জনপ্রিয় লেখকের।

এডগার অ্যাওয়ার্ডসহ অনেক পুরস্কারে ভূষিত জেমস প্যাটারসন বর্তমানে বিভিন্ন লেখকের সাথে যৌথভাবে লেখালেখি করে যাচ্ছেন।

ম্যাক্সিমাম রাইড

দ্য অ্যাঞ্জেল এক্সপেরিমেন্ট

জেমস প্যাটারসন-এর

ম্যাক্সিমাম রাইড

দ্য অ্যাঞ্জেল এক্সপেরিমেন্ট

অনুবাদ জাহিদ হোসেন

বাতিঘর প্রকাশনী

ম্যাক্সিমাম রাইড

দ্য অ্যাঞ্জেল এক্সপেরিমেন্ট

মূল : জেমস প্যাটারসন

অনুবাদ : জাহিদ হোসেন

Maximum Ride

The Angel Experiment

copyright©2011 by Batighar Prokashoni

স্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১১

প্রচ্ছদ: দিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

সতর্কবার্তা

তুমি যদি এই গল্পটা পড়ার দুঃসাহস দেখাও,
তাহলে একটি পরীক্ষার অংশে পরিণত হবে।
জানি, কথাটা বেশ রহস্যজনক মনে হচ্ছে–
কিন্তু এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলতে পারছি না।

– ম্যাক্স

পূর্বাভাস

অভিনন্দন। তুমি এখনো এটা পড়ছো যার মানে আগামী জন্মদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য এক বিশাল পদক্ষেপ নিয়েছো তুমি। হ্যা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছো–তোমাকেই বলছি। বইটা না পড়ে রেখো না। আমি এ ব্যাপারে খুবই আন্তরিক–তোমার জীবন নির্ভর করতে পারে এটার উপর।

এটা আমার গল্প, আমার পরিবারের গল্প। কিন্তু খুব সহজেই এটা তোমারও গল্প হতে পারে। বিশ্বাস করো, আমাদের সবার ভাগ্য এর সাথে জড়িত।

আমি আগে কখনোই এরকম কিছু করি নি। তাই, সোজা মূল কথায় চলে যাচ্ছি। চেষ্টা করো, আমার সাথে তাল মিলিয়ে চলার।

আমি ম্যাক্স। বয়স ১৪। থাকি পরিবারের সাথে–যে পরিবারে রয়েছে আমার মতোই আরো পাঁচ-পাঁচটা বাচ্চা। তারা আমার রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয় নয় তবুও ওরাই আমার পরিবার।

আমরা...সত্যি কথা বলতে গেলে বলতেই হয়, বিস্ময়কর। আমি মোটেও অহংকার করছি না, আমাদের মতো কাউকে তুমি কখনোই দেখো নি।

মূলত, আমাদেরকে চমৎকার, কেতাদুরস্ত বা ঠান্ডা মেজাজের বলা যায় সহজেই। তবে আমরা কোনভাবে গড়পরতা মানের কেউ নই। আমাদের ছয় জনকে–আমি, ফ্যাং, ইগি, নাজ, গ্যাসমান এবং অ্যাঞ্জেল–ইচ্ছে করেই এভাবে বানানো হয়েছে। আর এটা করেছেন কয়েকজন মারাত্মকভাবে মনোবিকারগ্রস্ত 'বিজ্ঞানী,' একটি পরীক্ষার অংশ হিসেবে। যে পরীক্ষায় আমরা ৯৮ শতাংশ মানুষে পরিণত হই। বলতে বাধ্য হচ্ছি, বাকি ২ শতাংশ বিশাল প্রভাব ফেলে।

আমরা বেড়ে উঠি একটা সায়েন্স ল্যাবের কারাগারে যাকে স্কুল নামে ডাকা হয়। খাঁচার ভেতরে অনেকটা ল্যাবের ইঁদুরদের মতো। এটা বেশ বিস্ময়কর যে আমরা চিন্তা করতে বা কথা বলতে পারি। কিন্তু আমরা ঠিকই এসব করতে পারি– সেইসাথে আরো অনেক কিছু।

স্কুল আরেকটা পরীক্ষা চালায়–যা থেকে তৈরি হয় এমন এক জাতের যারা আংশিক মানুষ ও আংশিক নেকড়ে। তারা সবাই শিকারী আর তাদেরকে ডাকা হয় ইরেজার নামে। তারা প্রচণ্ড কঠোর এবং প্রায় নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য। দেখতে তারা মানুষের মতই কিন্তু যখন তারা চায় তখনই নেকড়ে মানবে পরিণত হতে

পারে। যে নেকড়ে মানবের গভীর লোম, তীক্ষ্ণ দাঁত আর নখর আছে। স্কুল তাদেরকে রক্ষক, পুলিশ ও দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে ব্যবহার করে।

তাদের কাছে আমরা স্রেফ ছয়টি চলন্ত টার্গেট–যে বুদ্ধিমান শিকারগুলোকে মজাদার চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়া যায়। আসলে আমাদের টুঁটি টিপে মারতে চায় তারা। সেইসাথে বাইরের কেউ যাতে আমাদের সম্পর্কে জানতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে চায়।

কিন্তু আমি এখনিই হাল ছেড়ে দিচ্ছি না। বুঝতে পেরেছো?

এই গল্পটা তোমাকে নিয়ে বা তোমার সন্তানকে নিয়েও হতে পারে। হয়তোবা আজ নয়, কিন্তু খুব শীঘ্রই। তাই দয়া করে আমার কথা গুরুত্বসহকারে নাও। আমি অনেক বড় ঝুঁকি নিচ্ছি এসব কিছু বলতে গিয়ে...কিন্তু তোমার এগুলো জানা দরকার।

পড়তে থাকো...কেউ যাতে তোমার পড়ায় ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে।

ম্যাক্স এবং আমার পরিবার : ফ্যাং, ইগি, নাজ, গ্যাসমান আর অ্যাঞ্জেল।

আমাদের দুঃস্বপ্নে স্বাগতম।

অধ্যায় ১

আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে এক মজার ব্যাপার ঘটে। চারপাশের আর সবকিছুকেই তখন আমরা ভুলে যাই। এই মুহূর্তটার কথাই ধরো।

দৌড়াও! আরো জোরে দৌড়াও! ভালো করেই জানো, এটা করতে পুরোপুরি সক্ষম তুমি।

বুক ভরে শ্বাস নিলাম আমি। চরকির মতোই যেন ঘুরছে আমার মাথা; জীবন বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ দৌড়াচ্ছি। আমার একমাত্র লক্ষ্য পালিয়ে যাওয়া। আর কোনকিছুতেই কিছু যায় আসে না।

ঐ কাঁটাযুক্ত ঝোঁপ পার হওয়ার সময় তো আমার হাতের চামড়া ছিঁড়ে দফারফা হবে? কোন ব্যাপারই না।

আমার খালি পা তো তীক্ষ্ণ পাথর, ধারালো শিকড়-বাকড় ও আগাছার সাথে লেগে যাচ্ছে? এটা কোন সমস্যাই না।

আমার ফুসফুস একটুখানি শ্বাস নেয়ার জন্য আকুপাকু করছে? খুব সহজেই আমি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবো তা।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ও ইরেজারদের মধ্যে দূরত্ব রক্ষা করা যায়।

হ্যা, ইরেজার। অর্ধেক মানুষ অর্ধেক নেকড়ে। সাধারণত সশস্ত্র অবস্থায় থাকে এবং সবসময়ই রক্তপিপাসু। এইমুহূর্তে তারা আমার পিছু ধাওয়া করছে।

দেখলে তো? একটা ঘটনা কত সহজেই আর সবকিছুর গুরুত্ব ঢেকে দেয়।

দৌড়াও। তুমি ওদের চেয়ে অনেক দ্রুত। যে কাউকে হারাতে পারো তুমি।

স্কুল থেকে আগে কখনো এত দূরে আসি নি আমি। মনে হচ্ছে পথ হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তবুও আধো-অন্ধকারের মধ্যে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে দৌড়াতে লাগলাম। ওদেরকে খুব সহজেই হারাতে পারবো, শুধু যদি একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে যাই যেখান থেকে...

ওহ্, না। গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাডহাউন্ডের গন্ধ ভেসে আসছে। বমি বমি করতে লাগলো আমার। আমি মানুষদের দৌড়ে হারিয়ে দিতে পারি, আমাদের সবাই তা পারে, এমনকি ছয় বছর বয়সী অ্যাঞ্জেলও। কিন্তু আমাদের কেউই একটা বিশাল কুকুরকে হারাতে পারবে না।

এই কুত্তা, ভাগ। আমাকে আরেকটা দিন বাঁচতে দে।

আস্তে আস্তে তারা কাছে এগিয়ে আসছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে মৃদু আলো আমার মুখে এসে পড়েছে...ফাঁকা জায়গা? শুধুমাত্র ফাঁকা জায়গাই

আমাকে বাঁচাতে পারে।

আমি গাছপালার মধ্য দিয়ে ছুট লাগালাম; বুকটা হাঁপরের মতো ওঠানামা করছে, ত্বকে জমেছে ঘাম।

হ্যা!

না, ওহ্, না!

হাত-পা ছুঁড়ে পাথুরে মাটিতে প্রাণপণে থামতে চাইলাম আমি।

এটা মোটেও ফাঁকা জায়গা নয়। আমার সামনেই সুউচ্চ পাহাড়চূড়া হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেছে। হাজারো ফিট নিচে দেখা যাচ্ছে গিরিখাদটির মেঝে।

আর আমার পেছনে জঙ্গলভর্তি বাডহাউন্ড ও বন্দুক হাতে উন্মাদ ইরেজারের দল অপেক্ষা করছে। দুটোর একটাও বেছে নেয়ার মতো না।

কুকুরগুলো উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করছে, তারা শিকার খুঁজে পেয়েছে।

আমি মাথা বাড়িয়ে ভয়ংকর খাদটা আবার দেখে নিলাম।

আসলেই, আমার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। আমার জায়গায় থাকলে তুমিও একই কাজ করতে। চোখ বন্ধ করে আমি হাতজোড়া মেলে ধরলাম...ঝাঁপ দিলাম পাহাড় চূড়ার কিনারা থেকে।

ইরেজারদের রাগত চিৎকার শোনা গেল, সেইসাথে কুকুরদের উন্মত্ত ঘেউ ঘেউ। তারপর আমি কেবল শুনলাম দ্রুত বাতাস কেটে যাওয়ার শব্দ।

আহা, কী শান্তি! হেসে উঠলাম আমি।

তারপর লম্বা করে শ্বাস নিয়ে আমার ডানা দুটো দ্রুত মেলে ধরলাম। হঠাৎ করেই যেন আমাকে উপরের দিকে টেনে তোলা হলো। মনে হতে পারে মাঝ আকাশে কোন প্যারাশুট খুলেছে।

নিজের প্রতি সতর্কবাণী : আচমকা ডানা ঝাপটানো যাবে না।

নিজের সমস্ত শক্তি জড়ো করে ডানাগুলো নিচে *ঠেললাম* আমি, তারপর উপরে উঠালাম, তারপর আবারো নিচে নামালাম।

হে ঈশ্বর, আমি উড়ছি...যেমনটা আমি সবসময় কল্পনা করেছি।

ধীরে ধীরে আমি পাহাড়চূড়ার লেভেলের উপরে উঠে গেলাম। ছায়াময় পাহাড়চূড়াটি এখন আমার নিচে। হেসে উঠে আগে বাড়লাম। বাতাস আমার পালকে পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে, মুছে দিচ্ছে মুখের ঘাম।

আমি পেরিয়ে গেলাম চূড়ার কিনারা, তারপর অতিক্রম করলাম বিস্মিত হাউন্ড ও ক্রোধে উন্মত্ত ইরেজারদের।

এর মধ্যে লোমশ মুখের একজন তার বন্দুক তুলে ধরলো। আমার ছিন্ন নাইটগাউনে দেখা দিলো একটা লাল বিন্দু। *আজ নয়, আহাম্মক,* ভাবলাম আমি। তারপর দ্রুত পশ্চিমে মোড় ঘুরলাম যাতে সূর্য তার চোখের উপর গিয়ে পড়ে।

আজ আমি মারা যাচ্ছি না।

অধ্যায় ২

অকস্মাৎ এক ঝাঁকি খেয়ে বিছানায় উঠে বসলাম, পাগলের মতো হাঁপাচ্ছি আমি।

নাইটগাউন চেক করলাম। কোন লেজার বিন্দু নেই। নেই কোন গুলির দাগ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবারো বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি এই স্বপ্নটাকে। সবসময় স্বপ্নে একই জিনিস ঘটে স্কুল থেকে দৌড়ে পালানো, ইরেজার ও কুকুরদের আমার পিছু ধাওয়া, চূড়া থেকে লাফ মারা, তারপর হঠাৎ করেই ডানা বের·করে উড়ে পালিয়ে যাওয়া। সবসময় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার এক অনুভূতি নিয়েই ঘুম থেকে জেগে উঠি আমি।

আবহাওয়া বেশ ঠান্ডা, কিন্তু তবুও জোর করে বিছানা থেকে উঠলাম। পরিষ্কার সোয়েট শার্ট পরে নিলাম, বোঝাই যাচ্ছে, নাজ লন্ড্রির দেখভাল করেছে।

বাকি সবাই এখনো ঘুমে। যাইহোক, নিজের জন্য শান্তিময় কয়েকটি মুহূর্ত পাওয়া গেল।

রান্নাঘরে যাওয়ার পথে একবার হলঘরের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে নিলাম। আমি খুবই ভালোবাসি এই দৃশ্য সকালবেলা সূর্যরশ্মি পর্বতগাত্রে পড়ে জ্বলজ্বল করছে, পরিষ্কার আকাশ আর আশেপাশে কোন জনমনিষ্যির চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমরা একটি উঁচু পাহাড়ে নিরাপদেই আছি, কেবলমাত্র আমি এবং আমার পরিবার।

আমাদের বাড়িটি দেখতে অনেকটা ইংরেজি অক্ষর 'E'-এর মতো। খাড়া পাহাড়টিতে বাড়িটা এমনভাবে তৈরি যে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে মনে হয় বাতাসে ভেসে আছি। বাড়িটার চমৎকারিত্ব নিয়ে যদি কোন রেটিং হয় তাহলে দশ এর মধ্যে খুব সহজেই এটা পনেরো পাবে।

এখানে আমি ও আমার পরিবার নিজেদের মতো থাকতে পারি, উপভোগ করতে পারি স্বাধীনতা। স্বাধীনতা কথাটা আক্ষরিক অর্থেই বুঝাচ্ছি, যেনবা আমরা আর খাঁচার মধ্যে থাকি না।

সে অনেক লম্বা কাহিনী। পরে এক সময় বলা যাবে।

তবে এখানে থাকার সবচেয়ে ভালো দিকটি হচ্ছে বয়স্ক কোন মানুষের

অনুপস্থিতি। যখন আমরা প্রথম এখানে আসি তখন জেব ব্যাচেল্ডার আমাদের দেখভাল করতো, অনেকটা বাবার মতই। আমাদেরকে বাঁচায় সে। আমাদের কারোরই বাবা-মা ছিল না, জেবই ছিল আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষ।

দু'বছর আগে সে উধাও হয়ে যায়। আমি জানি সে মারা গেছে, আমরা সবাই তা জানি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা আর কথা বলি না। তারপর থেকে আমরা একদম একা।

এখন আমাদের কেউ বলে না কী করতে হবে, কী খেতে হবে বা কখন বিছানায় যেতে হবে। কেবল আমি বাদে। আমি সবচেয়ে বড়, তাই চেষ্টা করি এখানকার সবকিছু ঠিকভাবে চালাতে। এটা খুব কঠিন, প্রায় ধন্যবাদহীন একটি কাজ। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো এই কাজটা করতেই হবে।

আমরা স্কুলেও যাই না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ইন্টারনেট নামক একটা জিনিসের জন্য। ওটা না থাকলে আমরা কিছুই জানতাম না। কোন স্কুল নেই, ডাক্তার নেই, কোন সমাজকর্মীও আমাদের বাসায় এসে দরজা ধাক্কায় না। কারণটা খুব সাধারণ কেউ যদি আমাদের সম্পর্কে না জানে তবেই আমরা বেঁচে থাকতে পারবো।

আমি রান্নাঘরে যখন খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছি তখন পেছনে পা-ঘষার আওয়াজ শুনলাম।

"সুপ্রভাত, ম্যাক্স।"

অধ্যায় ৩

"সুপ্রভাত, গ্যাজি," টেবিলে বসে থাকা মোটা শরীরের আট বছর বয়সির উদ্দেশ্যে বললাম আমি। তার পিঠে হাত বুলিয়ে কপালে চুমু খেলাম। বাচ্চাবয়স থেকেই তাকে গ্যাসম্যান বলে ডাকা হয়। আমি আর এরচেয়ে বেশি কীইবা বলতে পারি? বাচ্চাটির হজম ব্যবস্থায় কিছুটা গন্ডগোল আছে। বিচক্ষণদের প্রতি সতর্কবাণী   ওর কাছ থেকে একটু দূরে বসো।

গ্যাসম্যান আমার দিকে চোখ পিটপিট করে তাকালো। তার চমৎকার নীলাভ চোখজোড়ায় আস্থার ছাপ। "আজকের নাস্তা কি?" সে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো। তার মাথাভর্তি সোনালী চুল বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

"উম, এটা একটা সারপ্রাইজ," যেহেতু আমার নিজেরই এ ব্যাপারে কোন ধারণা ছিল না তাই কোন কিছু না পেয়ে এটাই বলে দিলাম।

"আমি জুস ঢেলে দিচ্ছি," গ্যাসম্যান আমার কাজের বোঝা কিছুটা লাঘব করার জন্য বললো। সে খুবই মিষ্টি একটি বাচ্চা; তার বোনও তাই। সে আর ছয় বছর বয়স্ক অ্যাঞ্জেলই আমাদের মধ্যে একমাত্র রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়, তারা দু'জন ভাই-বোন। তবে রক্ত সম্পর্কের হই আর না হই, আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য।

শীঘ্রই লম্বা ও ফ্যাকাশে চেহারার ইগি রান্নাঘরে প্রবেশ করলো। চোখ বন্ধ অবস্থাতেই সে নিজের শরীরের ভার ঢেলে দিলো একটা কাউচে। এভাবে চলাফেরায় তার তেমন কোন সমস্যা হয় না। শুধু আমরা যখন কোন আসবাবপত্র আগের জায়গা থেকে সরাই তখনই সে সামান্য সমস্যায় পড়ে।

"ইগ, উঠে পড়ো," আমি বললাম।

"আমাকে আরো একটু ঘুমাতে দাও," সে ঘুমন্ত অবস্থাতেই বিড়বিড় করে উঠলো।

"ঠিক আছে," আমি বললাম। "তাহলে নাস্তা না খেয়েই থাকো।"

আমি ফ্রিজের দিকে তাকালাম কিছুটা বুনো আশা নিয়ে যে হয়তোবা রূপকথার রাজ্য থেকে পরীরা এসে খাবার-দাবার দিয়ে ফ্রিজটা ভরে রেখে গেছে। তখনই আমার গলায় কেউ চিমটি কাটলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি।

"তুমি কি এসব করা বন্ধ করবে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ফ্যাং সবসময় এভাবে নিঃশব্দে চলাফেরা করে। সে আমার দিকে শান্ত

চোখে তাকালো, তার কালো লম্বা চুল ব্যাকব্রাশ করা। বয়সে সে আমার চার মাসের ছোট কিন্তু লম্বায় ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে আমাকে। "কি বন্ধ করবো?" শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলো সে। "নিঃশ্বাস নেয়া?"

কপট বিরক্তিতে চোখ উল্টালাম আমি। "তুমি সেটা ভালো করেই জানো।"

এক ধরণের ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে ইগি সামনে এগিয়ে আসলো। "আমি ডিম ভাজছি," সে ঘোষণা করলো।

আমি রান্নাঘরের দিকে একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিলাম। নাস্তা বানানো ঠিকঠাক ভাবেই এগিয়ে চলছে। "ফ্যাং? তুমি টেবিলে খাবার লাগাও। আমি নাজ ও অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে আসছি।"

মেয়ে দুটো সবচেয়ে শেষের ছোট্ট বেডরুমটাতে ঘুমায়। আমি দরজা খুলে এগার বছর বয়সী নাজকে আবিষ্কার করলাম বিছানায়, চাদরের কুন্ডলীর মধ্যে। মুখ বন্ধ অবস্থায় তাকে প্রায় চেনাই যায় না, মুচকি হেসে ভাবলাম। যখন সে জাগ্রত অবস্থায় থাকে তখন আমরা তার মুখকে ডাকি নাজ চ্যানেল নামে।

"এই যে আমার মিষ্টি প্রিয়তমা, উঠে পড়ো," আমি তার কাঁধে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে বললাম। "নাস্তা সকাল দশটায়।"

নাজ চোখ পিটপিট করে তাকালো, তার বাদামী চোখজোড়া সে ঠিকমতো মেলতেই পারছে না। "কি?" তার বিড়বিড়ানি শোনা গেল।

"সকাল হয়ে গেছে," আমি বললাম। "উঠে পড়ো।"

নাজ গোঙানির মতো একটা শব্দ করে বিছানায় উঠে বসলো।

ঘরটার অন্যপাশের এক কোণে একটা মোটা পর্দা টাঙানো। অ্যাঞ্জেল সবসময় ছোট্ট জায়গা পছন্দ করে। পর্দার ওপাশে তার বিছানা অনেকটা পাখির বাসার মতো দেখতে–স্টাফ করা পশু-পাখি, বই ও জামাকাপড়ে বোঝাই হয়ে আছে তা। মুখে হাসি নিয়ে আমি পর্দা সরিয়ে ঢুকলাম।

"আরে, তুমি তো কাপড়-চোপড় পরে প্রস্তুত হয়েই আছো," ঝুঁকে তাকে জড়িয়ে ধরলাম আমি।

"হাই, ম্যাক্স," অ্যাঞ্জেল জবাবে বললো। "তুমি কি আমার বোতামগুলো এঁটে দেবে?"

"অবশ্যই।" আমি তার ছোট্ট দেহখানা ঘুরিয়ে বোতামগুলো লাগানো শুরু করলাম।

অ্যাঞ্জেলকে আমি কী পরিমাণ ভালোবাসি তা অন্যদেরকে কখনোই বলি নি। হয়তোবা অ্যাঞ্জেলকে একদম ছোটবেলা থেকেই দেখাশোনা করছি বলেই

তার প্রতি আমার এই প্রচণ্ড ভালোবাসা। সে খুবই মিষ্টি একটি বাচ্চা. এটাও একটা কারণ হতে পারে।

"হয়তোবা আমি অনেকটা তোমার পিচ্চি মেয়ের মতো," আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো অ্যাঞ্জেল। "তবে, দুঃশ্চিন্তা করো না, ম্যাক্স। আমি ব্যাপারটা কাউকে বলবো না। আর, তাছাড়া আমিও তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি।" কথাটা বলে সে তার রুগ্ন দুই বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে গালে থ্যাবড়া এক চুমু বসিয়ে দিলো। আমিও তাকে জড়িয়ে ধরে রইলাম। ওহ্, হ্যা...এটা হচ্ছে অ্যাঞ্জেলের বিশেষত্ব।

সে মানুষের মনের কথা পড়তে পারে।

অধ্যায় ৪

"আমি আজকে স্ট্রবেরি পাড়তে যেতে চাই," অ্যাঞ্জেল বেশ জোর দিয়ে কথাটা বলে উঠলো। সে ফর্ক দিয়ে ডিম খাচ্ছে। "ওগুলো পেকে গেছে।"

"ঠিক আছে, অ্যাঞ্জেল, আমি তোমার সাথে যাব," গ্যাসম্যান বলে উঠলো। ঠিক তখনই সে তার নামের যথার্থতা প্রমাণ করতে সশব্দে গ্যাস ছাড়লো, তারপর নির্বিকারভাবে খিলখিলিয়ে হাসতে লাগলো।

"ওহ্, জেসাস, গ্যাজি," আমি নাক কুঁচকে বলে উঠলাম।

"গ্যাস...মাস্ক!" ইগি তার মুখ অন্যদিকে সরিয়ে বলে উঠলো।

"আমার খাওয়া শেষ," ফ্যাং বললো। সে দ্রুত চেয়ার থেকে উঠে পেটটা সিঙ্কে নিয়ে গেল।

"দুঃখিত," অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কথাটা বললো গ্যাসম্যান, তবে সে খাওয়া চালিয়ে যেতে লাগলো।

"আমার মনে হয় আমাদের কিছুটা সতেজ বাতাসের দরকার। আমি বাইরে যাচ্ছি।"

"আমরা সবাই যাচ্ছি," আমি বলে উঠলাম।

বাইরে খুব চমৎকার একটি দিন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আকাশ পরিষ্কার ও মেঘমুক্ত। আমরা বালতি ও ঝুড়ি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসলে, অ্যাঞ্জেল আমাদেরকে বুনো স্ট্রবেরি ঝোপের দিকে নিয়ে চললো।

সে আমার হাত ধরলো। "তুমি যদি কেক বানাও তাহলে আমি স্ট্রবেরি শর্টকেক বানাব," সে বেশ প্রফুল্ল স্বরে কথাটা বলে উঠলো।

"হ্যা, ম্যাক্স কেক বানালে তো দিনটার বারোটা বাজিয়ে দেবে," আমি ইগিকে বলতে শুনলাম। "কেক বরঞ্চ আমিই বানাব, অ্যাঞ্জেল।"

আমি পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। "ওহ্, ধন্যবাদ!" কিছুটা কর্কশভাবে কথাটা বলে উঠলাম আমি। "ঠিক আছে, আমি হয়তোবা অসাধারণ কোন রাঁধুনী নই। তবে তোমার পাছায় ঠিকই ভালোমতো লাথি কষাতে পারবো। আর কথাটা জিন্দেগিতে ভুলো না।"

ইগি অস্বীকার করার ভঙিমায় হাত দুটো তুলে হাসছিল। নাজ আপ্রাণ চেষ্টা করছে না হাসার, এমনকি ফ্যাংয়ের মুখেও আকর্ণবিস্তৃত হাসি দেখা গেল। আর গ্যাসম্যান মুখে ঝুলিয়ে রেখেছে একটা শয়তানি হাসি।

"কথাটা কি তুমি বলেছিলে?" আমি গ্যাজিকে জিজ্ঞেস করলাম।

মুখে হাসি ঝুলিয়ে রেখেই সে শ্রাগ করলো। সে চেষ্টা করছে যাতে নিজেকে খুব বেশি আনন্দিত না দেখায়। তিন বছর বয়স থেকেই গ্যাসম্যান যে কোন শব্দ বা কণ্ঠস্বর নকল করতে পারে। এই কণ্ঠস্বর নকল করা নিয়ে কতবার যে গ্যাজির সাথে মারামারি বাধার উপক্রম হয়েছিল ইগি ও ফ্যাংয়ের।

এ এক অদ্ভুত ক্ষমতা, আমাদের সবারই এরকম কোন না কোন ক্ষমতা আছে। সেটা যাই হোক না কেন, জীবনকে বর্ণিল করে তুলতে সাহায্য করেছে তা।

আমার পাশেই থাকা অ্যাঞ্জেল হঠাৎ ভয়ে জমে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো।

বিস্মিত হয়ে আমি তার দিকে তাকালাম। ঠিক পরবর্তী মুহূর্তেই আমি দেখতে পেলাম নেকড়ে চেহারার কিছু মানুষ, বিশাল কয়েকটি কুকুর নিয়ে আকাশ থেকে অনেকটা মাকড়সার মতো মাটিতে পড়ছে। ইরেজার! আর এটা মোটেও কোন স্বপ্ন নয়।

অধ্যায় ৫

ভাবার মতো সময় ছিল না হাতে। জেব আমাদের শিখিয়েছিল খুব বেশি চিন্তা না করে সোজা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে। আমি এক ইরেজারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম আর সেইসাথে এক ভয়ানক লাথি কষিয়ে দিলাম তার বুকে। তার মুখ থেকে উফ্-এর মতো এক আওয়াজ বেরিয়ে এল; আওয়াজের সাথে সাথে তার মুখের দুর্গন্ধও বাইরে বেরিয়ে আসলো। যেন কেউ পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীর নালা খুলে রেখেছে।

এরপর সবকিছু অনেকটা ফিল্মের মতোই ঘটলো। আমি আরেকটা ঘুষি ছুঁড়ে দিলাম, তারপর এক ইরেজার আমাকে এত জোরে ঘুষি মারলো যে মুখ দিয়ে রক্ত পড়া শুরু করলো। চোখের কোণা দিয়ে দেখলাম একজন ইরেজারের সাথে ফ্যাংকে লড়াই করছে, আরো দু'জন ইরেজার যোগ দিলো, তার মুখ ঢেকে গেল তাদের নখরযুক্ত হাতের আড়ালে।

ইগি এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তবে তার এক চোখ ফুলে গেছে ভয়ংকরভাবে।

আমি কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম গ্যাসম্যানকে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে থাকতে।

তার দিকে ছুটে যেতে চাইলাম, কিন্তু দু'জন ইরেজার আমাকে জাপটে ধরলো। তারা আমার হাত দুটো নিয়ে গেল দেহের পিছনে। আরেকজন ইরেজার আমার দিকে ঝুঁকে এল, তার রক্তিম চোখ উত্তেজনায় চকচক করছে। সে তার হাতটি মুঠো পাকিয়ে প্রচণ্ড জোরে আমার পাকস্থলীতে মারলো। এক অসহ্য ব্যথা আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো, আমি পাথরখন্ডের মতোই টুপ করে মাটিতে পড়ে গেলাম।

অস্পষ্টভাবে আমি শুনতে পেলাম অ্যাঞ্জেলের চিৎকার ও নাজের কান্নার ধ্বনি।

উঠে দাঁড়াও! নিজেকে বললাম আমি, আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি ঠিকমতো নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য। উঠে দাঁড়াও!

রুপান্তরিত বাচ্চা হিসেবে আমরা যেকোন সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি শক্তিশালী। কিন্তু ইরেজাররা তো সাধারণ মানুষ নয় আর তারা আমাদের চেয়ে সংখ্যায়ও অনেক বেশি। আমি উবু হয়ে বসলাম, চেষ্টা চালাচ্ছি যাতে বমি না হয়।

টলমলভাবে উঠে দাঁড়ালাম আমি, চোখে জিঘাংসা। দু'জন ইরেজার নাজের হাত-পা ধরে আছে। তারা তাকে শূন্যে ছুঁড়ে মারলে সে উড়ে গিয়ে ধাক্কা খেলো একটা গাছের সাথে। আমি একটা মৃদু কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম, তারপর তার দেহ নিথর হয়ে পড়ে রইল পাইন গাছের গোড়ায়।

কর্কশ একটা চিৎকার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো আমার, দৌড়ে গিয়ে এক ইরেজারের লোমশ কান দু'টোতে সজোরে চাপড় মারলাম। কানের পর্দা ফেটে গেলে ইরেজারটি আর্তনাদ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।

"ম্যাক্স!" অ্যাঞ্জেলের ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল। সাথে সাথে ঘুরে দাঁড়ালাম। একজন ইরেজার তাকে আটকে রেখেছে। দৌড়ে তার দিকে ছুটে গেলাম আমি। কিন্তু আরো দু'জন ইরেজারের উদয় ঘটলো। তারা আমাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিলো আর একজন তার হাঁটু চেপে ধরলো আমার বুকে। আমি মুক্ত হবার জন্য ছটফট করতে লাগলাম। অন্যদিকে, একজন তার নখরযুক্ত মুঠি দিয়ে আমার মুখে ক্রমাগত ঘুষি মারতে লাগলো।

দু'জন ইরেজারের অবিরাম মারের চোটে চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলাম। এর মাঝেই একরাশ ভীতি নিয়ে দেখলাম, আমার ছোট্ট অ্যাঞ্জেলকে তিনজন ইরেজার একটা বস্তাতে ভরছে। অ্যাঞ্জেল চিৎকার করে করে কাঁদছিল, একজন ইরেজার তাকে আঘাত করে চিৎকার থামালো।

মুক্ত হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালালাম। চেষ্টা করলাম তীব্র আর্তনাদ করে উঠতে, কিন্তু আমার মুখ দিয়ে স্রেফ ভাঙা একটা কান্নার স্বরই বেরিয়ে আসলো। "আমাকে ছেড়ে দাও, বেকুব কোথাকার," কথা শেষ করতে না করতেই আবারো প্রচণ্ড জোরে আঘাত করা হলো আমাকে।

একজন ইরেজার আমার দিকে ঝুঁকে এলো, তার মুখে ভয়ানক হাসি।

"ম্যাক্স," বলে উঠলো সে। আমি কি একে কোনভাবে চিনি? "আবার তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে," সে খোশালাপের ভঙ্গিতে বলে চললো। "তোমাকে বিষ্ঠার মতো দেখাচ্ছে। তোমার দলের মধ্যে তুমিই একমাত্র ভালো কেউ ছিলে। সেই তোমারই এই অবস্থা দেখে চমৎকার লাগছে আমার।"

"কে তুমি?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে, এখনো কিছুটা হাঁপাচ্ছি আমি।

ইরেজারটি দাঁত বের করে হাসলো। "আমাকে চিনতে পারছো না? হয়তোবা বেশ বড় হয়ে গেছি আমি।"

আমার চোখগুলো বড় হয়ে উঠলো হঠাৎ করে তাকে চিনতে পারার ধাক্কা সামলাতে না পেরে।

"আরি," ফিসফিসিয়ে বলে উঠলাম আমি। আমার কথা শুনে সে উন্মত্তের মতো হেসে উঠলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো সে। আমি দেখলাম তার বিশাল

কালো বুট আমার মাথার দিকে এগিয়ে আসছে. সেইসাথে অনুভব করলাম মাথাটা লাথির আঘাতে অন্যপাশে ঘুরে গেল। তারপর সবকিছু অন্ধকার।

আমার সর্বশেষ চিন্তাটা ছিল স্রেফ অবিশ্বাস আরি হচ্ছে জেবের ছেলে। তারা তাকে ইরেজার বানিয়ে দিয়েছে। অথচ সে মাত্র ৭ বছর বয়সী।

অধ্যায় ৬

"ম্যাক্স?" গ্যাসম্যানের কণ্ঠস্বরটা বেশ ভীত শোনাচ্ছে।

আমি শুনলাম ভয়ানক এক গোঙানি, তারপর বুঝতে পারলাম ওটা আমার মুখ দিয়েই বেরিয়েছে।

গ্যাসম্যান ও ফ্যাং আমার উপর ঝুঁকে আছে, তাদের রক্তমাখা মুখে পরিষ্কার আতঙ্ক।

"আমি ঠিক আছি," কোনমতে বলে উঠলাম। আস্তে আস্তে সবকিছু মনে পড়তে লাগলো আমার, আমি উঠে বসার চেষ্টা করলাম। "অ্যাঞ্জেল কোথায়?"

ফ্যাং অনেক কষ্টে আমার চোখে চোখ রেখে বললো, "তারা ওকে ধরে নিয়ে গেছে।"

আমার মনে হলো আমি আবারো বেহুঁশ হয়ে যাবো। আমার মনে পড়ে যাচ্ছে নয় বছর বয়সের একটা ঘটনার কথা। ঐ দিন আমি ল্যাবের জানালা দিয়ে আধো-অন্ধকারের মাঝে ইরেজারদের দেখছিলাম। বিজ্ঞানীরা শিম্পাঞ্জিদের ছেড়ে দিয়েছিল স্কুল মাঠে আর তাদের পিছনে লাগিয়েছিল নতুন বানানো ইরেজারদেরকে। এটা করার উদ্দেশ্য ছিল ইরেজারদের শিকার করা শেখানো।

এখনো আমার মনে গেঁথে আছে শিম্পাঞ্জিদের অসহায় আর্তনাদ।

ঐ ইরেজারদের হাতেই এখন অ্যাঞ্জেল।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম আমি, কেন তারা ওর জায়গায় আমাকে নিয়ে গেল না? কেন একটা ছোট্ট বাচ্চাকেই ওদের নিতে হলো?

টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার মাথা ঘুরছে, যার জন্য ফ্যাংয়ের দেহে ভর দিয়ে আমাকে ভারসাম্য রক্ষা করতে হলো। "ওকে উদ্ধার করতেই হবে আমাদের," আমি তাড়া দিয়ে বলে উঠলাম। "তারা কোনকিছু করার আগেই ওকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হবে।" ভীতিকর কিছু দৃশ্য আমার মাথায় খেলতে লাগলো–অ্যাঞ্জেলকে ধাওয়া করা হচ্ছে, আঘাত করা হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে। আমি ঢোক গিললাম, চেষ্টা করলাম দৃশ্যগুলো ঝেঁটিয়ে বিদায় করার।

"তোমরা কি অ্যাঞ্জেলকে উদ্ধার করার কাজে অংশ নিতে প্রস্তুত?" আমি তাদের চারজনকেই ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম। ওদের চোখে-মুখে সব হারানোর হতাশা।

"হ্যা," নাজ অশ্রুসজল কণ্ঠে বলে উঠলো।

"আমি যাব," ইগি বললো, কাটা ঠোঁটের কারণে তার গলাটা একটু মোটা শোনাচ্ছে।

গ্যাসম্যান আমার দিকে মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানালো।

উষ্ণ অশ্রু কিছু সময়ের জন্য আমার চোখ ঝাপসা করে দিলো। হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে মুছে ফেললাম তা।

ঠিক তখনই কোন একটা শব্দ শোনার জন্য ইগি তার মাথাটা সামান্য ঘোরালো। আমিও তার দেখাদেখি কান পাতলাম। শুনতে পেলাম শব্দটা একটা অস্পষ্ট ইঞ্জিনের আওয়াজ।

"ঐ যে!" ইগি হাত দিয়ে শব্দের উৎস নির্দেশ করলো।

আমরা পাঁচজন শব্দের ঐ উৎসের দিকে দৌড় লাগালাম। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একশ গজ মতো যাওয়ার পর হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ খাদের মুখোমুখি হলাম ওটার ফুট পঞ্চাশেক নিচে একটা পুরাতন এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা।

তখনই আমি জিনিসটা দেখলাম ধূলোয় ভরা একটি কালো হামভি ঐ ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। আমার মন ধক করে উঠলো। কেন জানি মনে হচ্ছে আমার ছোট্ট সোনামণি অ্যাঞ্জেল ঐ গাড়িতেই আছে। সে এমন এক জায়গায় যাচ্ছে যেখানে মৃত্যু অনেকটা আর্শীবাদের মতো।

তবে আমি যত সময় বেঁচে আছি ওটা ঘটছে না।

"চলো তাকে নিয়ে আসি!" আমি সবার উদ্দেশ্যে বলে উঠলাম, তারপর কিনারা থেকে দশ ফিটের মতো পিছালাম। অন্যরা আমার সামনে থেকে সরে দাঁড়ালে আমি দৌড়ে এসে খাদের কিনার থেকে শূন্যে লাফ মারলাম।

ঐ রাস্তার দিকে দ্রুত ধাবিত হলাম আমি।

তখন বাতাসে ভেসে থাকার জন্য আমার ডানা মেলে ধরলাম।

উড়তে থাকলাম আমি।

অধ্যায় ৭

যে দুঃস্বপ্ন আমি দেখেছিলাম তা বাস্তব জীবন থেকে খুব ভিন্নতর কিছু নয়। আমি ও আমার বন্ধুরা সবাই স্কুল নামক একটি হতচ্ছাড়া জায়গায় সত্যিকার অর্থেই বেড়ে উঠেছি। আমাদেরকে তৈরি করেছে বিজ্ঞানীরা। তারা আমাদের জিনে এভিয়ান ডিএনএ ঢুকিয়ে দিয়েছে। জেবও একজন বিজ্ঞানী ছিল কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে সে প্রচণ্ড মনস্তাপে ভুগছিল। সে আমাদের ঠিকমত লালন-পালন করে এবং সেই নরক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

আমরা ছিলাম পক্ষীশিশু, ছয়জনের একটি দল। আর ইরেজাররা আমাদের নিকেশ করে দিতে চেয়েছিল। এখন তাদের কাছে আছে ছয় বছর বয়সী অ্যাঞ্জেল।

আমি আমার ডানাগুলো উপর-নিচে জোরে জোরে ঝাপটাতে লাগলাম। তারপর ধেয়ে গেলাম হামভির দিকে। একবার পিছনে তাকিয়ে দেখলাম নাজ, ইগি, গ্যাসম্যান ও ফ্যাং আমার পিছন পিছন আসছে। একসাথে গতি পরিবর্তন করে আমরা গাড়িটার দিকে এগুলাম। ফ্যাং একটা গাছের মরা ডাল ভেঙে নিল। হঠাৎ করে নিচে নেমে হামভির সামনের উইন্ডশিল্ড ভেঙে দিলো সে।

বাহনটির গতি সামান্য কমিয়ে জানালার কাঁচ নামানো হলে সেই জানালা দিয়ে একটা বন্দুকের ব্যারেল বেরিয়ে আসলো। আমার পাশ দিয়ে বেশ কয়েকটি বুলেট সাঁই সাঁই করে গিয়ে বিদ্ধ হলো পিছনের গাছে। নিমেষেই বাতাস ভরে উঠলো উত্তপ্ত ধাতু ও গুলির ধোঁয়ায়। আমি গাছের আড়াল নিয়ে পিছু নিতে থাকলাম গাড়িটাকে। ফ্যাং আবারো উইন্ডশিল্ড ভাঙলো। এবার বুলেট ছুটে আসলো বেশ কয়েকটি জানালা থেকে। ফ্যাং বিচক্ষণতার সাথে পাশ কাটালো সব কয়টা।

"অ্যাঞ্জেল!" আমি চিৎকার করে উঠলাম। "আমরা সবাই এখানে! তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি উদ্ধার করব।"

"সামনে দেখো," ফ্যাং বলে উঠলো। দুইশ গজ সামনে আমি একটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেলাম। গাছের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে একটি চপারের সবুজাভ অবয়ব দেখা যাচ্ছে এখন। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে হামভিটি ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি একবার ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম, সে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালো। আমাদের একমাত্র সুযোগ হচ্ছে যখন অ্যাঞ্জেলকে গাড়ি থেকে চপারে নেওয়া হবে তখন।

অবশ্য সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি ঘটতে থাকলো। খুব বিশ্রিভাবে ব্রেক

কষলো হামভি। গাড়ির দরজা সশব্দে খুলে গেলে একজন ইরেজার লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসলে ফ্যাং তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অবশ্য কিছুক্ষণ পরই তাকে আর্তনাদ করে পিছিয়ে আসতে হলো, তার হাত থেকে রক্ত ঝরতে দেখা গেল। ইরেজারটি ছুটে গেল চপারের দিকে, কাছে গিয়ে দ্রুত ঢুকে গেল খোলা হ্যাচের মাধ্যমে। দ্বিতীয় আরেকজন ইরেজার তার বিশাল হলুদ দাঁত দেখিয়ে গাড়ি থেকে নেমে বাতাসে কিছু একটা ছুঁড়ে মারলো। চিৎকার করে উঠে নাজ ইগির হাত ধরলো, তড়িঘড়ি করে পিছিয়ে আসলো সে। তখনই তাদের সামনে ভয়ানক শব্দ করে একটি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো, যার আঘাতে চারিদিকে ছিটকে পড়লো ধাতব বস্তু ও গাছ-পালার উৎক্ষিপ্ত অংশ।

চপারের রোটর ঘুরছে প্রচণ্ড বেগে, আমি গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসলাম। তারা আমার পিচ্চিটাকে কোনভাবেই নিতে পারবে না।

আরি গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলো। তার হাতে বস্তা যেখানে অ্যাঞ্জেলকে রাখা হয়েছে।

আমি ছুটে গেলাম চপারের দিকে, ভয়ানক রাগ ও ভীতি যেন আমাকে পাগল করে দেবে। আরি চপারের খোলা হ্যাচে ছুঁড়ে মারলো বস্তাটা। তারপর, পিছু পিছু নিজেও লাফ দিয়ে উঠে পড়লো।

রাগত গর্জন ছেড়ে আমি ছুটে গিয়ে চপারের ল্যান্ডিং স্কিড আঁকড়ে ধরলাম। রোদের কারণে স্কিডটি গরম হয়ে আছে, তাছাড়া ধরে রাখার জন্য জিনিসটা যথেষ্ট প্রশস্ত। তবুও কোনমতে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখলাম জিনিসটা।

বিশাল রোটরের ঘূর্ণনের কারণে আমার ডানাগুলো কেটে টুকরো টুকরো হবার দশা হচ্ছিল প্রায়। ডানা দুটো সরিয়ে আনলাম। আমার দুরাবস্থা দেখে হেসে উঠলো ইরেজাররা, তারপর লাগিয়ে দিলো গাস হ্যাচটি। আরিও তাদের সাথেই আছে। সে একটা রাইফেল তুলে আমার দিকে তাক করলো।

"তোমাকে একটা গোপন কথা বলা যাক, দোস্ত আমার," আরি চিৎকার করে বলতে লাগলো। "তুমি আমাদের সম্পর্কে ভুল ভাবছো। আমরাই ভালো মানুষ!"

"অ্যাঞ্জেল," অশ্রুপূর্ণ নয়নে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলাম আমি। আরির নখর ট্রিগারের উপর চেপে বসলো। সে ঠিকই আমাকে গুলি করবে। আর মারা গেলে আমি কারো কোন কাজে আসবো না।

ভগ্ন হৃদয়ে আমি উড়ন্ত চপারের ল্যান্ডিং স্কিড ছেড়ে দিলাম, দ্রুত পড়তে থাকলাম নিচে।

মৃত্যুর দিকে উড়ে যাচ্ছে আমার বাচ্চা।

অথবা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর কিছুর দিকে হয়তো।

অধ্যায় ৮

আমাদের দৃষ্টিশক্তি একজন গড়পড়তা মানুষের চেয়ে খুবই ভালো। তাই দীর্ঘক্ষণ ধরে অসহ্য ব্যথা বুকে চেপে রেখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকলাম চপারের উড়ে যাওয়ের দৃশ্য। কান্নায় গলা বুজে আসতে লাগলো আমার। অ্যাঞ্জেল, যাকে আমি লালন-পালন করে আসছি ছোটবেলা থেকে যখন তার ডানা ছিল ছোট মুরগির মতো। আমার মনে হলো তারা যেন আমার ডান হাতটা সমূলে কেটে ফেলেছে।

"তারা আমার বোনকে ধরে নিয়ে গেছে!" মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে বিলাপ করতে লাগলো গ্যাসম্যান। রাগে-দুঃখে মাটিতে কিল দিতে লাগলো সে। ফ্যাং তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে থাকলো।

"ম্যাক্স, আমরা এখন কি করবো?" অঝোর ধারায় পানি ঝরছে নাজের চোখ বেয়ে। তার শরীরে অসংখ্য কাঁটা-ছেঁড়ার দাগ, মুখ রক্তাক্ত। "তারা অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে গেছে।"

আমার মনে হলো আমি কান্নায় ভেঙে পড়বো। কোন কথা না বলে দ্রুত ডানা ঝাঁপটিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম।

আমি উড়ে গেলাম সবার দৃষ্টিসীমার বাইরে। সামনেই একটা বিশাল ফারের গাছ, ঐ গাছের উপরের একটা ডালে...হয়তোবা মাটি থেকে ১৭৫ ফুট উপরে...নামলাম আমি। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে একটা ডাল আঁকড়ে ধরলাম।

ঠিক আছে, ম্যাক্স, ভাবো। ভাবো। অ্যাঞ্জেলকে উদ্ধারের কোন একটা উপায় খুঁজে বের করো।

আমার মাথা জুড়ে আছে চিন্তা, আবেগ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, রাগ ও ব্যথায়। আমার নিজেকে সামলানো দরকার।

কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারছি না আমি। মনে হচ্ছে যেন আমি আমার ছোট্ট বোনকে হারিয়েছি। মনে হচ্ছে যেন আমি আমার ছোট্ট মেয়েকে হারিয়েছি।

"ওহ্, ঈশ্বর, অ্যাঞ্জেল, অ্যাঞ্জেল, অ্যাঞ্জেল!"

চিৎকার করে উঠলাম আমি। তারপর মুঠো পাকিয়ে ফারের গাছে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি দিতে থাকলাম। ততক্ষন পর্যন্ত ঘুষাতে থাকলাম যতক্ষন পর্যন্ত না ব্যাথা অনুভূত হচ্ছে। আঙুলের গাঁটের দিকে তাকিয়ে আমি রক্ত ও ছড়ে যাওয়া চামড়া দেখতে পেলাম।

শারীরিক ব্যাথার চেয়ে মানসিক ব্যাথা অনেক বেশি কষ্টকর।

আমার অ্যাঞ্জেলকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। সে এখন কয়েকজন রক্তপিপাসু নেকড়েমানবদের কাছে যারা তাকে ল্যাবে পাঠিয়ে দিবে আর সেখানে আরো পরীক্ষার জন্য তাকে কাঁটা-ছেঁড়া করা হবে।

তখন আমি কাঁদতে থাকলাম, গাছের সাথে এমনভাবে ঝুলে থাকলাম যেনবা ওটা টাইটানিকের কোন লাইফবোট। আমি কাঁদতেই থাকলাম ততক্ষন পর্যন্ত যতক্ষণ না নিজেকে অসুস্থ মনে হলো। ক্রমান্বয়ে কান্নাটা পরিণত হলো কাঁপুনিতে, আমি শার্টের হাতায় মুখ মুছে নিলাম।

নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে না হওয়া পর্যন্ত গাছে বসে রইলাম। অবশ্য হাতে খুব ব্যাথা করছে। নিজের প্রতি সতর্কতা প্রাণহীন কোন বস্তুকে ঘুষি মারা থেকে বিরত থাকো।

ঠিক আছে। সময় হয়েছে এখন ঘরে ফিরে সবাইকে সাহস জোগানোর এবং প্ল্যান বি নিয়ে কাজ করার। আরেকটা জিনিস, আরির সর্বশেষ কথা আমার মাথায় ঘুরতে থাকলো আমরাই ভালো মানুষ।

অধ্যায় ৯

আমার মনেই নেই কিভাবে আমি বাড়ি ফিরলাম। ভগ্নহৃদয়ে যখন আমরা রান্নাঘরে ঢুকছিলাম তখন আমার প্রথম নজরে পড়লো টেবিলে রাখা অ্যাঞ্জেলের নাস্তার প্লেটের উপর। আর্তনাদ করে উঠে কাউন্টারের উপর রাখা মগে ধাক্কা মারলো ইগি। উড়ে গিয়ে মগটি ফ্যাংয়ের মাথার একপাশে লাগলো।

"দেখে চলো, গর্দভ কোথাকার!" ইগির উদ্দেশ্যে রাগতস্বরে বলে উঠলো ফ্যাং। তখনই সে জিভ কেটে বুঝতে পারলো আসলে কি বলেছে সে ইগিকে। অসহায় চোখে আমার দিকে তাকালো সে।

আমার গাল বেয়ে তখন চোখের পানি পড়ছে। গালের ক্ষতস্থানে তা লাগার কারণে বেশ জ্বলছে। ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে এসে গ্যাসম্যানের কাঁটা-ছেঁড়া পরিষ্কার করতে লাগলাম আমি। চারিদিকে তাকালাম একবার। নাজের গাল থেকে রক্ত পড়ছে; শার্পনেলের আঘাতে এমনটা ঘটেছে। সে কাউচে গুটিশুটি মেরে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

গ্যাসম্যান আমার দিকে তাকালো।

কিভাবে তুমি এটা ঘটতে দিলে, ম্যাক্স?

আমিও নিজেকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি।

এটা সত্য যে আমি তাদের নেতা। আমি অদম্য ম্যাক্স, কিন্তু স্রেফ ১৪ বছরে এক বাচ্চাই আমি। জেবের চলে যাবার পর প্রায় সময়ই মনে হয় কতোটা একা আমরা! দলের সবাই আমার ওপর নির্ভরশীল, তাদেরকে আশাহত করতে পারি না আমি। তখনই আমার মাথায় সেই ধরণের চিন্তা-ভাবনা খেলা করতে লাগলো। তখন আমি জেবের ফিরে আসার আশা করতে লাগলাম, এমনকি আশা করতে লাগলাম, আমি সাধারণ একটা বাচ্চা হয়ে গেছি! অথবা আমার বাবা-মা আছে!

"তুমি দেখে চলো!" ইগি চিৎকার করে ফ্যাংয়ের উদ্দেশ্যে বললো। "কি ঘটলো? তোমাদের সবারই তো দেখার ক্ষমতা আছে, তাই না? কেন তোমরা অ্যাঞ্জেলকে উদ্ধার করতে পারলে না?"

"তাদের কাছে একটি চপার ছিল!" চিৎকার করে প্রতিউত্তর দিলো গ্যাসম্যান। "সেইসাথে বন্দুক! আমরা তো বুলেটপ্রুফ নই!"

"বন্ধুরা! বন্ধুরা!" আমিও গলা চড়ালাম। "আমাদের সবারই মেজাজ

খারাপ হয়ে আছে। কিন্তু আমরা পরস্পরের শত্রু নই। ওরাই হচ্ছে আমাদের শত্রু।"

গ্যাসম্যানের মুখে ব্যান্ডএইড লাগানো শেষ করে আমি ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে থাকলাম। "কয়েক মিনিট চুপ করে থাকো যাতে আমি চিন্তা করতে পারি," শান্তভাবে বললাম আমি। আমাদের উদ্ধার অভিযান সফল না হওয়ার জন্য ওদেরকে দায়ি করা যায় না। অ্যাঞ্জেল আমাদের মাঝে নেই, সেজন্যও ওদেরকে ঠিক দায়ী করা যায় না।

ইগি কাউচে গিয়ে নাজের গা ঘেঁষে বসলে নাজ তার কাঁধে হাত রেখে ভালোভাবে বসার জায়গা করে দিলো।

"গভীরভাবে শ্বাস নাও," গ্যাসম্যান আমায় পরামর্শ দিলো, বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। আবারো কান্নায় ভেঙে পড়ার জোগাড় হলো আমার। আমি তার বোনকে কিডন্যাপ হতে দিয়েছি, তাকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছি আর সে কিনা আমাকে নিয়ে চিন্তিত।

ফ্যাং মুখ অন্ধকার করে চুপচাপ বসে আছে। সে একটা রাভিওলি'র ক্যান খুললো; তারপর তার ব্যান্ডেজযুক্ত হাত দিয়ে তুলে নিল ফর্ক।

"তারা যদি তাকে অথবা আমাদেরকে খুন করতে চাইতো তাহলে খুব সহজেই তা করতে পারতো," নাজ কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলো। "তাদের হাতে বন্দুক ছিল। কোন একটা কারণে তারা অ্যাঞ্জেলকে জীবিত রাখতে চাচ্ছিলো। আর আমরা বাঁচি বা মরি তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। আমি আসলে এটাই বুঝাতে চাচ্ছি যে, আমাদেরকে মেরে ফেলা তাদের অভিপ্রায় ছিল না। কাজেই অ্যাঞ্জেলকে উদ্ধারের আরো চেষ্টা আমরা নিতে পারবো।"

"কিন্তু তাদের সাথে তো একটা চপার ছিল," গ্যাসম্যান বললো। "সেটা দিয়ে তারা যে কোন জায়গায় যেতে পারে।" তার নিচের ঠোঁট কেঁপে উঠলো। "চায়না অথবা এরকম কোন জায়গায়।"

আমি কাছে গিয়ে তার এলোমেলো চুলে হাত বুলিয়ে আরো এলোমেলো করে দিলাম। "আমার মনে হয় না তারা তাকে চায়না নিয়ে গেছে, গ্যাজি।"

"আমরা ভালো করেই জানি তারা তাকে কোথায় নিয়ে গেছে।" ফর্কটা ক্যানের গভীরে ঢুকালো ফ্যাং।

"কোথায়?" ইগি মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলো, অতিরিক্ত কান্নার ফলে তার চোখদুটো রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে।

"স্কুলে," ফ্যাং ও আমি একসাথে বলে উঠলাম।

অধ্যায় ১০

কথাটা শুনে নাজ আঁতকে উঠলো। বিস্ময়ে ও ভীতিতে চোখ দু'টো বড় হয়ে গেল তার।

গ্যাসম্যানকেও ভীত দেখালো। তবে সে চেষ্টা করলো তাড়াতাড়ি তা মুছে ফেলতে।

ইগি মেরুদন্ড সোজা করে বসে রইলো, তার মুখ বরফের মতোই শীতল। স্কুলে থাকার সময় বিজ্ঞানীরা তার চোখের উপর একটা পরীক্ষা চালায়। তার চোখের কোন উন্নতি হয় নি, তবে মাঝখান দিয়ে সে চিরজীবনের জন্য অন্ধ হয়ে গেছে।

"তারা অ্যাঞ্জেলকে স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে?" গ্যাসম্যান যেন কিছুটা বিভ্রান্ত।

"তাই তো মনে হচ্ছে," কণ্ঠে নেতা-সুলভ আত্মবিশ্বাস ঢেলে জবাব দিলাম আমি। তবে যতই আত্মবিশ্বাস দেখাই না কেন ভেতরে ভেতরে আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

"কিন্তু কেন?" নাজ ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো। "চার বছর হয়ে গেছে। আমি তো মনে করেছিলাম তারা আমাদের কথা ভুলেই গেছে।"

"তারা আমাদের ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে," ফ্যাং বললো।

আমরা এ ব্যাপারে কখনো কথা বলি নি। এটা ছিল আমাদের চিন্তা-ভাবনার বাইরে। আমরা আসলে চেষ্টা চালিয়ে গেছি ঐ নারকীয় জায়গার স্মৃতি ভুলে যেতে যেখানে আমাদেরকে কিছু বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষের খেলার পুতুলে পরিণত হতে হয়েছিল।

"তারা আমাদের কখনোই ভুলবে না। আমরা যে পালিয়ে এসেছি এটা ওদের স্বাভাবিকভাবে নেয়ার কথা না," গ্যাসম্যানকে মনে করিয়ে দিলাম আমি।

"কেউ যদি আমাদের ব্যাপারটা জানতো তাহলে সেটাই হতো স্কুলের পরিসমাপ্তি," ফ্যাং বলে উঠলো।

"তাহলে আমরা কেন কাউকে কিছু জানাচ্ছি না?" নাজ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলো। "আমরা কোন একটা টিভি স্টেশনে গিয়ে সবাইকে ব্যাপারটা খুলে বলতে পারি। আমরা বলবো, তারা আমাদের উপর পৈশাচিক ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে, আমাদের গায়ে পাখিদের মতো ডানা

লাগিয়েছে। অথচ আমরা স্রেফ কয়েকটি কম বয়েসী বাচ্চা এবং..."

"হ্যা, এতে তারা সবকিছু বুঝবে," ইগি তাকে বাধা দিয়ে বললো। "তবে আমাদের জায়গা হবে চিড়িয়াখানায়।"

"তাহলে আমরা এখন কি করবো?" গ্যাসম্যানকে বেশ আতংকিত মনে হচ্ছে।

ফ্যাং হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। কিছুক্ষন পরেই ফিরে আসলো সে, তার হাতে কয়েকটা হলদেটে কাগজ। সে ঝেড়ে কাগজের ময়লা সরালো।

শার্টের হাতায় নাক মুছে নাজ বললো, "এটা কি?"

"দেখো," আমার দিকে কাগজগুলো ঠেলে দিল ফ্যাং।

কাগজগুলো জেবের ফাইল থেকে পাওয়া গেছে। সে নিখোঁজ হওয়ার পর আমরা তার ডেস্কের সমস্ত জিনিসপত্র একটা আলমিরায় ঢুকিয়ে রাখি।

কিচেন টেবিলে আমরা কাগজগুলো ভালো করে ছড়িয়ে দিলাম। ওগুলোতে একবার চোখ বুলাতেই মাথার চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে গেল আমার।

ফ্যাং কাগজগুলোর দঙ্গল ঘাঁটতে লাগলো। একটা বড় ম্যানিলা এনভেলাপ খুঁজে পেল সে, মোম দিয়ে সিল করা। আমার দিকে তাকালো; মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম আমি। নখ দিয়ে খুঁটে সে সিল খুলে ফেললো।

"কি এটা?" গ্যাসম্যান জিজ্ঞেস করলো।

"ম্যাপ," ফ্যাং একটা ঝাপসা হয়ে আসা ড্রইং বের করে বললো।

"কিসের ম্যাপ?" নাজ মাথা বাড়িয়ে ফ্যাংয়ের কাঁধের উপর দিয়ে দেখতে চাইলো।

"একটা গোপন ফ্যাসিলিটির ম্যাপ," বললাম আমি। মনে করেছিলাম আর কখনোই ওটা দেখতে হবে না, খুলতে হবে না ওই সিলগালা। "ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত ওটা। স্কুল।"

অধ্যায় ১১

“কি?” তীক্ষ্ণ এক চিৎকার দিলো গ্যাসম্যান।

ইগির ফর্সা মুখ আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

“ওখানেই ওরা অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে গেছে,” আমি বললাম। “তাকে উদ্ধার করার জন্য ওখানেই যেতে হবে আমাদেরকে।”

“ওহ্,” বলে উঠলো নাজ। “হ্যা, অ্যাঞ্জেলকে আমাদের উদ্ধার করতেই হবে। কোনমতেই ওদের সাথে থাকতে দিতে পারি না ওকে। ওরা পিশাচ। অবশ্যই অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে তাদের ভয়ঙ্কর কোন পরিকল্পনা আছে। হয়তোবা তারা ওকে খাঁচায় ঢুকিয়ে রাখবে, অত্যাচার করবে। কিন্তু আমরা এখানে পাঁচজন আছি। তাই আমাদের উচিত...”

আমি হাত দিয়ে তার মুখচাপা দিলাম। সে আমার আঙুলগুলো সরিয়ে বললো, “কতদূরে জায়গাটা?”

“ছয়শো মাইলের মতো হবে,” ফ্যাং উত্তরে বললো। “অন্তত সাতঘণ্টা লাগবে। অবশ্য আমি কোন যাত্রাবিরতি না ধরে বলছি।”

“এটা নিয়ে আলোচনা করার মতো দুঃসাহস আমরা কিভাবে দেখাই?” ইগি জিজ্ঞেস করলো। “ওদের মতো জনবল তো আমাদের নেই।”

“তা ঠিক।” ম্যাপটা আমি ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখলাম। ইতিমধ্যেই বের করে ফেললাম যাত্রাপথ, যাত্রা বিরতির স্থান ও ব্যাকআপ প্ল্যান।

“আমরা কি ভোটাভুটির মতো কিছু একটা করতে পারি? তাদের কাছে বন্দুক আছে। সেইসাথে আছে একটা চপারও।” ইগির তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

“ইগি, এটা গণতন্ত্র না,” জবাবে বললাম আমি। তার ভীতিটা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু এ ব্যাপারে এখন কিছুই করার নেই। “এটা হচ্ছে ম্যাক্সতন্ত্র। তুমি ভালো করেই জানো অ্যাঞ্জেলকে উদ্ধারের চেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। তারা তাকে ধরে নিয়ে যাবে আর আমরা চুপচাপ বসে থাকবো, তা তো হতে পারে না। যে কোন পরিস্থিতিতেই আমরা ছয় জন পরস্পরকে দেখে রাখব এটাই তো কথা ছিল। আর আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন কাউকেই আবারো খাঁচায় বন্দী হতে দেব না।” লম্বা করে একবার শ্বাস নিলাম। “আসলে নাজ, ফ্যাং ও আমি অ্যাঞ্জেলের খোঁজে যাচ্ছি। আমি চাই তুমি ও গ্যাসম্যান এখানেই থাকো। হয়তোবা অ্যাঞ্জেল পালিয়ে ফিরেও আসতে পারে।”

আমার কথা শেষ হওয়া মাত্রই ঘরে এক অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল।

"আবোল-তাবোল বকো না," ইগি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো। "শুধুমাত্র এই একটা কারণে তুমি আমাদের এখানে থাকতে বলছো না, এটা বললেই তো হয়?"

"ঠিক আছে," কণ্ঠে যতদূর সম্ভব মাধুর্য এনে বললাম আমি। "হ্যা, এটা সত্য যে আমি চাচ্ছি না তোমরা আমাদের সাথে আসো। বাস্তবতা হচ্ছে, তুমি অন্ধ। এখন, তুমি হয়তোবা খুব ভালো উড়তে পারো; কিন্তু ইরেজারদের সাথে কোন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অনুপযুক্ত তুমি।"

ইগির মুখমন্ডল রাগে লাল হয়ে উঠলো। মুখ খুললো সে কিছু একটা বলার জন্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত না বলারই সিদ্ধান্ত নিল।

"কিন্তু আমার ব্যাপারটা?" তীব্রভাবে কথাটা তুললো গ্যাসম্যান। "তাদের হাতে বন্দুক বা চপার যাই থাকুক না কেন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সে আমার বোন।"

"ঠিকই বলেছো তুমি। তবে তারা যদি অ্যাঞ্জেলকে নেয়ার জন্য এত উতলা হয়ে থাকে, তাহলে তোমাকেও ছাড় দেয়ার কথা না," আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম। "তাছাড়া, যদিওবা তুমি খুব ভালো উড়তে পারো কিন্তু মাত্র আট বছর বয়স তোমার। আর আমাদের দীর্ঘক্ষণ আকাশে উড়ে বেড়াতে হবে।"

"জেব থাকলে কখনোই আমাদের ফেলে যেত না," ইগি রাগতস্বরে বলে উঠলো। "কখনোই না, কোনভাবেই না।"

শক্তভাবে নিজের ঠোঁটদুটো চেপে ধরলাম আমি। "হ্যা, সে হয়তোবা তাই করতো," স্বীকার করলাম কথাটা। "তবে আমরা তা আর জানতে পারবো না যেহেতু জেব মারা গেছে। এখন তোমরা সবাই তোমাদের গিয়ার বের করো।"

অধ্যায় ১২

"প্ল্যান বি সম্পর্কে কি আমাদের সবার ধারণা পরিষ্কার?" আমি উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম যাতে ফ্যাং ও নাজ বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে আমার কথা শুনতে পারে।

আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছি। সাংগ্রে ডি ক্রিস্টো পর্বতমালা পিছনে ফেলে আমরা ছুটে যেতে থাকলাম ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে। আমরা যদি কোন বায়ু ঘূর্ণিমালায় পড়ি তাহলে সহজেই গতি আরো বিশ মাইল বাড়ানো যাবে।

নাজ বললো, "আমরা যদি কোনভাবে আলাদা হয়ে যাই, ধরো হয়তোবা কেউ একজন মেঘের মধ্যে আটকে গেলাম তোমার কি মনে হয় এরকম কিছু ঘটতে পারে? মেঘের ভিতরে আমি কখনো ঢুকি নি। নিশ্চয়ই ব্যাপারটা খুবই ভীতিকর। আচ্ছা, মেঘের ভেতরটা কি তুমি কখনো দেখেছ?"

আমি তার দিকে ঈষৎ বিরক্তি নিয়ে তাকালাম। সে থেমে দ্রুত তার কথা শেষ করলো, "আমরা কেউ যদি হারিয়ে যাই তাহলে লেক মিডের উত্তর অংশে অন্যদের জন্য অপেক্ষা করব।"

আমি মাথা নাড়লাম। "আর স্কুলটা জানি কোথায়?"

"ডেথ ভ্যালিতে, বেড-ওয়াটার বেসিন থেকে মাইল-আটেক উত্তরে।" সে মুখ খুললো আরো কথা বলার জন্য, কিন্তু আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। আমি নাজকে খুব ভালোবাসি, সে চমৎকার একটি বাচ্চা। কিন্তু তার বকবকানি স্বভাব এমনকি মাদার তেরেসাকেও বিরক্ত করে তুলতে পারে।

"যাইহোক, ব্যাপারটা তুমি ধরতে পেরেছো," আমি তাকে বললাম। "চমৎকার।" তোমরা কি ঠিকানাটা শুনেছো? ডেথ ভ্যালি। বেড ওয়াটার বেসিনের উপরে।

বাতাস আমার চুলগুলো এলেমেলো করে দিচ্ছে, সেগুলো বিরক্তিকরভাবে আমার মুখে এসে পড়ছে। নিজের প্রতি বার্তা : চুল কেটে ছোট করো।

গ্যাসম্যান ও ইগি মোটেও খুশি হয় নি যখন আমরা তাদেরকে না নিয়েই ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসি। তবে আমার মনে হয় আমি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি। নেতা হওয়ার এই এক সমস্যা। নেতাদের হাতে কখনো ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল থাকে না।

আমি ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম, দেখলাম তার শান্ত-সমাহিত মুখভঙ্গি,

তবে সেখানে খুশির আভা নেই। ফ্যাং কোন সময়েই খুশি নয় কিন্তু সবসময়ই প্রসন্ন। তার কাছে এগিয়ে গেলাম আমি।

"গুণের কথা ভাবলে, উড়ে বেড়ানো প্রচণ্ড মজার," বললাম আমি। সে আমার দিকে মুচকি হেসে তাকালো। তার ডানা দুটো সূর্যের আলোয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। বাতাস শিস কেটে বয়ে যাচ্ছে আমাদের কানের পাশ ঘেঁষে; আমরা মাইলের পর মাইল রাস্তা দেখতে পাচ্ছি। কিছু সময়ের জন্য ভ্রম হয় যে আমরাই ঈশ্বর!

সত্যিই তাই! "আর দোষের কথা ভাবলে, আমরা হচ্ছি কয়েকজন রুপান্তরিত বাচ্চা যারা আর কখনোই স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারবে না।"

ফ্যাং শ্রাগ করলো। "কোন কিছু অর্জনের জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকারও করতে হয়।"

আমি কাষ্ঠ হাসি হেসে নাজের দিকে তাকালাম। সে আমাদের চেয়ে তিন বছরের ছোট। বয়সের তুলনায় সে অনেক লম্বা ও রোগা, ওজন খুব সম্ভবত ষাট পাউন্ডের বেশি হবে না।

ঘণ্টা প্রতি নব্বই মাইল যথেষ্ট দ্রুত নয়। স্কুলের 'বিজ্ঞানীরা' এই সাত ঘণ্টায় অনেক ক্ষতি সাধন করে ফেলতে পারে। তা সত্ত্বেও আমি ভালো করেই জানি যে ওখানে পৌছানোর আগে আমাদেরকে একবার থামতে হবে। স্কুলে যদি হামলা চালাতেই হয় তাহলে আমাদের পর্যাপ্ত বিশ্রামের দরকার আছে।

ঘড়ি দেখলাম আমি, প্রায় দু'ঘণ্টা যাবত আমরা উড়ছি। ইতিমধ্যেই আমার যথেষ্ট ক্লান্ত লাগছে। দীর্ঘ উড্ডয়নের পর আমার বেশিরভাগ সময় এত ক্ষুধা লাগে যে মনে হয় পুরো একটা গরু সাবাড় করে ফেলতে পারবো, এমনকি কোন ফর্কও লাগবে না। জানি যত দ্রুত সম্ভব অ্যাঞ্জেলের কাছে পৌছানো দরকার, কিন্তু এও জানি খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কথা।

"ম্যাক্স?" নাজ তার বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো। "আমি ভাবছিলাম "

আবারো বকবকানি শুরু হলো।

"রওনা দেয়ার আগে জেবের পুরনো ফাইলগুলো ঘাঁটছিলাম। এর মধ্যে কয়েকটা আমাদের সম্পর্কে। অথবা আমার সম্পর্কে। আমি ফাইলের পৃষ্ঠায় আমার নাম দেখতে পাই, আমার আসল নাম মনিক। সেইসাথে আরো অনেকের নাম দেখি, একটা জায়গার নাম টিপিস্কো, আরিজোনা। ম্যাপ ঘেঁটে দেখলাম টিপিস্কো অবস্থিত আরিজোনা-ক্যালিফোর্নিয়া সীমান্ত ঘেঁষে। দেখে মনে হলো ছোট্ট একটি শহর। যাই হোক আমি ভাবছিলাম আমরা কেউই আমাদের সত্যিকার বাবা-মা সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর আমরা সবসময়েই

এ নিয়ে চিন্তা করেছি, অন্তত আমি করেছি যে আমার বাবা-মা'কে স্বেচ্ছায় আমাকে ঐ বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন নাকি?"

"নাজ। আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা। কিন্তু ঐ নামগুলো তোমার সাথে সম্পর্কিত নাও হতে পারে। আমরা এও জানি না আমরা টেস্টটিউব বেবি কিনা। তাই এখন অ্যাঞ্জেলের ব্যাপারেই মনোযোগ দাও।"

উত্তর নেই।

"নাজ?"

"হ্যা, ঠিক আছে। আমি স্রেফ চিন্তা করছিলাম।"

আমি ভালো করেই জানি এই প্রশ্নটা আবারো উত্থাপিত হবে।

অধ্যায় ১৩

তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। মাথা ব্যাথা করছে সেইসাথে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ। অ্যাঞ্জেল চোখ পিট পিট করে তাকালো, চেষ্টা করছে ঘুম থেকে ওঠার। তার উপরে একটা বাদামি প্লাস্টিকের ছাদ। একটা খাঁচা। একটা কুকুরের ক্রেট। এলেমেলো চিন্তা বুদবুদের মতো তার মাথায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সে কোনোমতে উঠে বসলো। জানে কোথায় আছে সে, এই কেমিক্যালের গন্ধ দুনিয়ার যে কোন জায়গায় সে চিনতে পারবে। এই মুহূর্তে সে স্কুলে আছে।

নতুন ডানাওয়ালা মেয়ে।

অ্যাঞ্জেল দ্রুত ফিরে তাকালো যেখান থেকে চিন্তাটা ভেসে আসছে সেদিকে।

তার পাশের ক্রেটে তার চেয়েও ছোট দু'টি বাচ্চা রয়েছে। তারা বড় বড় চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"হাই," অ্যাঞ্জেল ফিসফিসিয়ে বললো। সে কোন বিজ্ঞানীদের উপস্থিতি অনুভব করছে না, স্রেফ এই বাচ্চা দুটোর বিক্ষিপ্ত চিন্তাই অনুভব করতে পারছে।

ডানাওয়ালা মেয়েটি কথা বলছে।

বাচ্চা দুটো তার সম্বোধনের জবাব না দিয়ে কেবল তাকিয়ে রইলো। মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে অ্যাঞ্জেল তাদের দিকে আরো মনোযোগসহকারে তাকালো। তার কাছে মনে হচ্ছে দুটা বাচ্চাই ছেলে। এর মধ্যে একজনের ত্বক রুক্ষ ও আঁশসদৃশ্য, অনেকটা মাছের মত। তবে এই আঁশ সারা দেহে ছড়িয়ে নেই।

অন্যজনের হাতে ও পায়ে অতিরিক্ত আঙ্গুল দেখা যাচ্ছে আর তার ঘাড় বলতে গেলে নেই। তার চোখ দুটো বিশাল আকৃতির এবং চুল আঙ্গুলি-পরিমাণ। ওর দিকে তাকাতেই অ্যাঞ্জেলের খারাপ লাগছে।

"আমি অ্যাঞ্জেল," আবারো ফিসফিসিয়ে বললো সে। "তোমাদের নাম কি?"

ছেলেদুটোকে ভীত দেখালো, তারা সরে গিয়ে খাঁচার কোণায় আশ্রয় নিল।

অ্যাঞ্জেল চুপ করে রইলো। ম্যাক্স ও বাকিদের কি হলো? তারাও কি

কোন খাঁচায় বন্দী?

একটা দরজা খুলে গেলে কয়েকটি পদশব্দ ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হলো। পদশব্দ শোনার সাথে সাথে খাঁচায় বন্দী ছেলে দুটোর ভীতি, আতঙ্ক ও উন্মত্ততা অনুভব করতে পারলো অ্যাঞ্জেল। তারা দুজনই খাঁচার পিছনে জড়াজড়ি করে বসে রইলো। কিন্তু সাদা কোট পরিহিত দুজন অ্যাঞ্জেলের সামনে এসে দাঁড়ালো।

"ওহ্, ঈশ্বর, হ্যারিসন ঠিকই বলেছিল," খাঁচার শিকের ভিতর দিয়ে তাকাতে তাকাতে তাদের একজন বলে উঠলো। "তারা একে অবশেষে খুঁজে পেয়েছে! তুমি কি জানো কতদিন ধরে আমার হাত নিশপিশ করছিল একে পাওয়ার জন্য?" লোকটা উত্তেজিতভাবে সাদা কোট পরিহিত অপরজনের দিকে তাকালো। "তুমি কি কখনো এই রিকমবিন্যান্ট গ্রুপ সম্বন্ধে ডিরেক্টরের পারসেপ্ট রিপোর্ট পড়েছো?"

"হ্যা, তবে আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারি নি," অপরজন জবাবে বললো। "তুমি কি বলতে চাচ্ছো এই পিচ্চি মেয়েটিই সাবজেক্ট এগারো?"

প্রথমজন তার হাত দুটো খুব উৎসাহের সাথে ঘষতে লাগলো। "হ্যা, তুমি এই মুহূর্তে সাবজেক্ট এগারোর দিকেই তাকিয়ে আছো।" সে ঝুঁকে খাঁচার দরজা খুললো। "চলে আসো, পিচ্চি। তোমাকে ল্যাব সাতে দরকার।"

রুক্ষ হাতে টেনে তাকে খাঁচার বাইরে নিয়ে আসলো তারা।

ছেলেদুটোর মনে প্রশান্তির অনুভূতি খেলে গেল এটা দেখে যে ল্যাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য তাদেরকে নয়, বরঞ্চ অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তবে এই মর্মান্তিক অনুভূতির জন্য তাদেরকে ঠিক দোষও দেয়া যায় না।

অধ্যায় ১৪

"ম্যাক্স, আমার প্রচণ্ড খিদে লেগেছে।"

আধা ঘণ্টা ধরে আমি নিজেই পেটে ছুঁচোর নাচন উপেক্ষা করে আসছি। অবশ্যই ব্যাপারটা মুখ ফুটে স্বীকার করে আমি ফ্যাংকে পরবর্তীতে ক্ষ্যাপানোর সুযোগ দিতে পারি না, পারি কি? তবে একজন নেতা হিসেবে আমার নাজের প্রতি বেশকিছু দায়িত্ব রয়েছে। তাই যতই সময়ক্ষেপণ করাকে ঘৃণা করি না কেন বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হবে।

"ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আমাদের খাবার দরকার।" দেখলে তো আমি কত তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধারবুদ্ধিসম্পন্ন নেতা! "ফ্যাং! আমাদের কিছু খাবার-দাবারের প্রয়োজন। তোমার মাথায় কি কোন আইডিয়া আছে?"

ফ্যাং চিন্তা করতে লাগলো। এটা ভেবে আমি সবসময়ই অবাক হয়েছি যে চরম বিপদের সময়ও কিভাবে ফ্যাং তার মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে। মাঝে মাঝে মনে হয় ও বুঝি কোন অনুভূতিহীন রোবট।

আমাদের নিচেই পর্বতমালা, ম্যাপের ভাষ্যমতে এটার নাম সানফ্রান্সিসকো পিকস।

ফ্যাং ও আমি পরস্পরের দিকে তাকালাম। "স্কি স্লোপস," আমি বললাম। আমার কথা শুনে মাথা নেড়ে সায় জানালো সে। "এখনো স্কিয়িংয়ের মৌসুম শুরু হয় নি। তাই ভ্যাকেশন হাউজ খালি থাকার কথা।"

"ওখানে কি খাবার থাকবে?" নাজ জিজ্ঞেস করলো।

"চলো দেখে আসি," উত্তরে বললাম আমি।

আমরা একটা বড় বৃত্ত রচনা করে পর্বতের কিনারা ধরে উড়তে থাকলাম। পর্বতের পাদদেশে শহরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললাম গাছপালার আড়ালে অবস্থিত কয়েকটি বাড়ির উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে একটি ঘর অন্যান্যগুলোর চেয়ে একটু দূরে। ঘরটির সামনে কোন গাড়ি পার্ক করা নেই, চিমনি দিয়ে ধোঁয়াও বের হচ্ছে না। কেউ কি বাড়িতে নেই?

ডানাগুলো গুটিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকলাম আমি।

আমরা সবাই একশ গজ দূরে নামলাম। এত সময় ধরে ওড়াওড়ি করার কারণে আমার পা দুটোতে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেছে। দুটো পা'ই ভালোমতো ঝেড়ে ডানাগুলো দেহের পাশে ভাঁজ করে রাখলাম।

নাজ ও ফ্যাংও একই কাজ করলো।

আমরা গাছপালার ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দে এগুতে লাগলাম। প্রাণের কোন চিহ্নই নেই। পাইন গাছের পাতায় ভরে আছে পোর্চ, ড্রাইভওয়েটি ব্যবহার করা হয় না অনেকদিন ধরে আর ফুলের ঝোপ না ছাঁটার কারণে অনেক বেড়ে গেছে।

আমি নাজকে থাম্বস-আপ দেখালাম। জবাবে সে হাসলো তবে বিস্ময়করভাবে নিশ্চুপই থাকলো।

বাড়িটা ভালো করে ঘুরে দেখে কোন অ্যালার্ম সিস্টেম বা মোশন ডিটেক্টরের খোঁজ পেলাম না। অবশ্য অ্যালার্ম লাগানোর মতো আলিশান বাড়ি এটা নয়। এটা স্রেফ ছোট্ট একটা ভ্যাকেশন কটেজ।

পকেটনাইফ বের করে জানালার স্ক্রিন কেটে ল্যাচটা খুললাম আমি। স্ক্রিনটা খুব সহজেই উঠে গেল, তারপর এটাকে সতর্কভাবে বাড়ির পাশে রেখে দিলাম।

এরপর আমি ও ফ্যাং মিলে পুরনো ঐ জানালার ফ্রেমটা নাড়াতে থাকলাম যতক্ষণ না উপরের লক খোলে। প্রথমে ফ্যাং জানালা বেয়ে উঠলো, তারপর নাজকে আমি ঠেলেঠুলে উঠালাম; সবশেষে আমি হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে অন্যপাশে নেমে জানালা লাগিয়ে দিলাম।

সবকিছুতেই ধূলো লেগে আছে। ফ্রিজটার সুইচ অফ করা, তবে এর দরজা সটান খোলা। আমি রান্নাঘরের কাপবোর্ডগুলো খুলতে লাগলাম। "বিংগো," একটা ধূলায় ভর্তি সুপ ক্যান দেখিয়ে বললাম আমি। মটরশুটির ক্যান, ফলমূল, কনডেন্সড মিল্কসহ আরো অনেক কিছু পেলাম। এমনকি আমাদের সবার প্রিয় রাভিওলি পর্যন্ত। "সোনার খনি খুঁজে পেয়েছি!"

ফ্যাং কয়েকটা ময়লা অরেঞ্জ সোডার বোতল খুঁজে পেলে আমরা সেগুলোর মুখ খুললাম। আধা-ঘণ্টা পর আমরা ছাতা ধরা কাউচে গা এলিয়ে বসে আছি, আমাদের চোখগুলো ঢুলুঢুলু, পেট সম্পূর্ণ ভর্তি।

"উমমম," গুঙিয়ে উঠলো নাজ। "কংক্রিটের মতো লাগছে নিজেকে।"

"চলো, কিছু সময় বিশ্রাম নেয়া যাক," ফ্যাং তার চোখ বন্ধ করে বললো। সে পায়ের উপর পা তুলে কাউচে গা ছড়িয়ে বসলো। "খাবার ঠিকমত হজম হলে ভালো লাগবে আমাদের।"

"আমিও তোমার সাথে একমত," নিজের চোখ দুটো বুজে বিড়বিড়িয়ে বললাম আমি। আমরা আসছি, অ্যাঞ্জেল। মিনিটখানেকের মধ্যে।

অধ্যায় ১৫

"চলো তাদের সমস্ত জিনিসপত্র খাদে ছুঁড়ে ফেলে দেই," ইগি ক্ষিপ্ত হয়ে দরজায় ঘুষি মেরে বললো।

অন্ধ বলে তাকে নেয়া হয় নি এটা ঠিক হজম করতে পারছে না সে। "তাদের বিছানাও খুব সম্ভবত হলের জানালা দিয়ে ফেলা যাবে!"

গ্যাসম্যানের চেহারা অন্ধকার হয়ে আছে। "আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমি বাড়িতে পড়ে আছি অথচ তারা গেল আমারই বোনকে উদ্ধার করতে।"

লাল স্নিকারটাতে জোরে লাথি মারলো সে। ঘরটাকে শূন্য ও প্রচণ্ড নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে। অ্যাঞ্জেলের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য যে সে উৎকর্ণ হয়ে আছে, এটা বুঝতে পারলো গ্যাসম্যান। তারই তো বোন সে। তার যে কোন ভালো-মন্দের জন্য সে-ই দায়ি।

কাউন্টারে রাখা একটা খোলা সিরিলের ব্যাগ থেকে একমুঠো সিরিল বের করে খেল সে। তারপর হঠাৎ সে ব্যাগটা তুলে দেয়ালে ছুঁড়ে মারলে ব্যাগ খুলে ভেতরের সবকিছু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

"খেতা পুড়ি সবকিছুর!" গ্যাসম্যান চিৎকার করে উঠলো।

"ওহ, তোমার মাথায় কি ব্যাপারটা এইমাত্র ঢুকলো?" ইগির কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর।

"চুপ করো," গ্যাসম্যান জবাবে বললো। বিস্মিত ইগির ভ্রু উপরে উঠে গেল। "জিনিসটা একবার চিন্তা করে দেখো। ম্যাক্স আমাদেরকে ফেলে গেছে কারণ তার মনে হয়েছে আমরা চ্যালেঞ্জটা নিতে পারবো না।"

ইগির মুখ কথাটা শুনে শক্ত হয়ে গেল।

"কিন্তু সে কি এটা ভেবে দেখেছে ইরেজাররা এখানে আসলে কি ঘটতে পারে?" জিজ্ঞেস করলো গ্যাসম্যান। "তারা অ্যাঞ্জেলকে ধরে নিয়ে যায় যে জায়গাটা থেকে সেটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আমাদের সবাইকে দেখেছেও তারা। কাজেই তারা সহজেই বুঝে ফেলতে পারে যে আমরা কাছাকাছি কোথাও থাকি। আমাদেরকে ধরার জন্য তারা তো আবারও আসতে পারে?"

"হুম," ইগি চিন্তিত স্বরে বলে উঠলো। "তবে এই জায়গাটা খুঁজে পেতে ওদের অনেক সমস্যা হবে; উঠতেও।"

"কিন্তু যদি ওদের কাছে চপার থাকে," গ্যাসম্যান বুঝিয়ে দিলো ব্যাপারটা। "যা ওদের সত্যিই আছে ।"

"হুম," বলে উঠলো ইগি। গ্যাসম্যান এটা ভেবে খুব গর্ব বোধ করলো যে ইগি জিনিসটা চিন্তা করে বের করার আগে সে নিজেই বের করে ফেলেছে। ইগি তো তার চেয়ে বেশ বড় অনেকটা ম্যাক্স ও ফ্যাংয়ের সমবয়সী।

"আমরা কি এভাবে বসে থেকে আঙ্গুল চুষবো?" কাউন্টারে ধড়াম করে কিল বসিয়ে বললো গ্যাসম্যান। "না! আমরা এখানে বসে বসে ইরেজারদের আসার অপেক্ষা করবো না! আমরা অনেক কিছুই করতে পারি, নতুন কোন পরিকল্পনা বানাতে পারি। ম্যাক্স আমাদের সম্বন্ধে যাই ভাবুক না কেন, আমরা অকেজো নই।"

"ঠিক," ইগি মাথা নেড়ে সায় জানালো। সে কাউন্টারে গ্যাসম্যানের পাশে এসে বসলো। "আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাচ্ছো।"

"আমাদের মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। সেইসাথে আমরা মানসিকভাবে বেশ শক্তও। ম্যাক্স হয়তোবা আমাদের ক্যাম্পকে নিরাপদ রাখার কথা চিন্তা করে দেখে নি। কিন্তু আমরা ব্যাপারটার দিকে নজর দিতে পারি।"

"কিন্তু কিভাবে?"

"আমরা ফাঁদ পেতে রাখতে পারি! স্যাবোটাজ করতে পারি! তারপর বোমা তো আছেই!" গ্যাসম্যান উত্তেজনায় তার হাত দুটো ঘষতে লাগলো।

ইগি মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "বোমা খুব ভালো জিনিস। আমি খুব পছন্দ করি জিনিসটা। গত বর্ষাকালের কথা মনে আছে? বোমা মেরে আমি প্রায় তুষার ধসের জোগাড় করেছিলাম।"

"ওটা তো করা হয়েছিল বনের মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরির জন্য। তাছাড়া এতে ম্যাক্সের সম্মতিও ছিল।" গ্যাসম্যান হঠাৎ করেই ঘাঁটতে থাকলো কিছু পুরাতন কাগজ, কোন একজনের বহুল ব্যবহৃত মোজা, একটা খাবার রাখার বাটি অবশেষে সে বের করতে সমর্থ হলো যা খুঁজছিলো : একটি তেল চিটচিটে মেমো প্যাড।

"জানতাম এখানেই কোথাও আছে জিনিসটা," বিড়বিড় করে বললো সে, প্যাড থেকে ছিঁড়ে ফেললো কয়েকটা ব্যবহৃত পৃষ্ঠা। আবারো কিছু সময় আঁতিপাঁতি করে খুঁজে আধ-খাওয়া পেন্সিল বের করলো সে। "আমাদের একটা চমৎকার পান দরকার। তো প্রথমেই কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত।"

ইগির মুখ থেকে যন্ত্রণাসূচক একটা ধ্বনি বেরিয়ে আসলো। "ওহ্ না, ম্যাক্সের প্রভাব ভালোমতোই পড়েছে তোমার উপর। তার মতো করেই কথা বলছো তুমি।"

ইগির দিকে একবার ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে লিখতে শুরু করলো গ্যাসম্যান। "নাম্বার এক আগুন বোমা বানানো শুধুমাত্র আমাদের নিরাপত্তার জন্য। নাম্বার দুই শয়তান ইরেজাররা যখন আসবে তখন তাদেরকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া।" কাগজটা হাতে তুলে পুণরায় পড়লো সে, মুখে হাসি ফুটে উঠলো তার। "হুমম। আমাদের ভালোই অগ্রগতি হচ্ছে। এটা তোমার জন্য, অ্যাঞ্জেল!"

অধ্যায় ১৬

অ্যাঞ্জেল জানে এভাবে আর বেশি সময় বেঁচে থাকতে পারবে না সে।

গত একঘণ্টা যাবত মনে হচ্ছে তার ফুসফুস যেন ফেটে যাবে; পায়ের পেশীও ঠিকমতো অনুভব করতে পারছে না। কিন্তু যখনই সে দৌড়ানো থামাচ্ছে, রাইলি নামক এক সাদা কোট পরিহিত বিজ্ঞানী লাঠির মতো একটা জিনিস দিয়ে তাকে বাড়ি মারছে। এতে বৈদ্যুতিক শক খাচ্ছে সে, কাজেই বাধ্য হয়েই তাকে দৌড়াতে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তার গায়ে চারটা পোড়া দাগ পড়ে গেছে এবং সেগুলো খুব জ্বলছে। তবে সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে, সে বিজ্ঞানীটার মনোভাব বুঝতে পারছে, লোকটা তাকে আঘাত করতে চাচ্ছে।

চাইলে লোকটা তাকে লক্ষবার আঘাত করতে পারে। আর সে দৌড়াতে পারবে না।

সিদ্ধান্তটা নেয়ার পর এক অদ্ভুত প্রশান্তি নেমে এলো তার দেহে। অনুভব করলো ট্রেডমিলের উপর পা গুটিয়ে পড়ে যাচ্ছে সে। বৈদ্যুতিক লাঠিটি আবারো তার উপর নেমে আসলো, একবার, দুবার, তিনবার। কিন্তু সত্যিকারের ব্যথার চেয়ে এক ধরণের অস্বস্তিকর জ্বালা অনুভব করলো সে। তারপর অ্যাঞ্জেল হারিয়ে গেল এক স্বপ্নে, যে স্বপ্নে ম্যাক্সও আছে। ম্যাক্স তার ঘর্মাক্ত চুলে মমতাভরে হাত বুলাচ্ছে আর কাঁদছে।

অ্যাঞ্জেল বুঝতে পারলো এটা একটা স্বপ্ন কারণ ম্যাক্স কখনো কাঁদে না। তার দেখা সবচেয়ে শক্ত মানুষ হলো ম্যাক্স।

নতুন, তীব্র এক ব্যথা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়লে তন্দ্রা ছুটে গেল তার। সে চোখ পিটপিট করতে লাগলো সাদা বাতির আলোয়। হাসপাতালের বাতি, কারাগারের বাতি। একজোড়া হাত তার শরীরে লাগানো ইলেকট্রোড টান মেরে খুলে নিচ্ছে।

"ওহ্, ঈশ্বর, সাড়ে তিন ঘণ্টা," রাইলি বিড়বিড় করে বলছিল। "আর এটার হার্টরেট কেবল সতেরো পার্সেন্ট বেড়েছে। শুধু শেষের ২০ মিনিটে এটার অক্সিজেন লেভেল ভেঙে যায়।"

এটা! অ্যাঞ্জেল কথাটা শুনে চিৎকার করে উঠতে চাইলো। আমি কোন জন্তু নই।

"আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না সাবজেক্ট এগারো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়া গেছে। গত চার বছর ধরে এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি,"

আরেকটা নিচু কণ্ঠ বলে উঠলো। "এর বুদ্ধিমত্তার মান বেশ আগ্রহোদ্দীপক ব্রেনের একটা নমুনা পাওয়ার জন্য হাত নিশপিশ করছে।"

অ্যাঞ্জেল তাদের আনন্দ অনুভব করতে পারছে। তাদের পছন্দ তার দৈহিক সব ভুল-ভ্রান্তি ও অস্বাভাবিকতা। তাদের কথাবার্তায় একটা জিনিসই প্রতীয়মান হয় অ্যাঞ্জেল একটি পরীক্ষার অংশ। এই বিজ্ঞানীদের কাছে সে অনেকটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মতো। তাদের কাছে তুচ্ছ এক গিনিপিগ ছাড়া আর কিছুই নয় সে।

কেউ একজন তার মুখে স্ট্র ঢুকিয়ে দিলো। পানি। দ্রুত গিলতে লাগলো সেযেনবা অনেকদিন পানি খায় নি। তারপর আরেকজন সাদা কোটধারী তাকে কাঁধে তুলে নিলো।

কিভাবে এখান থেকে বের হওয়া যায় তা চিন্তা করে দেখতে হবে আমাকে, সে নিজেকে কথাটা মনে করিয়ে দিলো। কিন্তু এই মুহূর্তে তার সমস্ত চিন্তাই বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

কেউ একজন কুকুরের ক্রেটটা খুলে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। যেখানে তাকে ফেলা হয়েছে সেখানেই শুয়ে পড়লো সে। কিছু সময় ঘুমাতে হবে তাকে। তারপর পালানোর কথা ভাবা যাবে।

চোখ পিটপিট করে দেখতে পেল মাছের আঁশযুক্ত ছেলেটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। অন্য ছেলেটিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বেচারা ছেলেটাকে সকালবেলা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আর ফিরে আসে নি। হয়তোবা কখনোই আসবে না।

আমার অবস্থা ঐ ছেলেটার মতো হবে না, ভাবলো অ্যাঞ্জেল। আমি লড়ে যাব। খানিকক্ষণ...বিশ্রাম...নেয়ার...পর।

অধ্যায় ১৭

"উহহহ..."

বিছানাটা তো ভয়াবহ! হঠাৎ আমার বিছানার হলো কি?

বিরক্তি হয়ে বালিশটাতে চড়-চাপড় মেরে একটু ঠিক করতে চাইলাম, কিন্তু ধূলো কুন্ডলী পাকিয়ে নাকে ঢুকে গেল। ভয়ানকভাবে হাঁচতে শুরু করলাম আমি।

"হ্যাচ্চো!" আমি নাক আঁকড়ে ধরলাম হাঁচি থামানোর জন্য। কিন্তু হঠাৎ এই নড়াচড়ায় ভারসাম্য হারালাম, সজোরে পড়লাম নিচের ফ্লোরে।

"আউচ!" কোনোমতে উঠে দাঁড়াতে চাইলাম আমি। আমার হাত স্পর্শ করলো একটি টেবিলের রুক্ষ প্রান্ত। ঝাপসা চোখে একবার উঁকি মেরে তাকালাম।

কোথায় আমি? এবার উন্মত্তের মত চারিদিকে তাকাতে থাকলাম। আমি একটা...কেবিনে। কেবিনে! ওহ্। কেবিন। ঠিক, ঠিক।

বেশ অন্ধকার চারদিকে, এখনো সকাল হয় নি।

পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পুরো ঘরটা একবার খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলাম আমি। শঙ্কিত হওয়ার মতো কিছুই পেলাম না। শুধুমাত্র এটা বাদে–ফ্যাং, নাজ ও আমি ঘুমিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি!

হায়, ঈশ্বর! একটি রিক্লাইনারে পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা নাজের দিকে ছুটে গেলাম আমি। "নাজ! নাজ! উঠো! ওহ্..."

আমি ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম, দেখলাম একটি কাউচ ছেড়ে উঠার চেষ্টা করছে। একবার হেঁচে উঠলো সে, তারপর মাথা নাড়লো।

"কয়টা বাজে?" শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলো ফ্যাং।

"প্রায় সকাল হয়ে গেছে!" হতাশ কণ্ঠে বললাম আমি। "পরবর্তী দিনের!"

ইতিমধ্যেই সে রান্নাঘরের কাপবোর্ডের দিকে রওয়ানা দিয়েছে। একটা তাকে প্রাগৈতিহাসিক জমানার ব্যাকপ্যাক খুঁজে পেয়ে তা ভরতে লাগলো টুনার ক্যান ও ক্র্যাকার্সের ব্যাগ দিয়ে।

"কি হচ্ছে?" নাজ ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

"আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!" শোয়া অবস্থা থেকে তাকে টেনে তুলে বললাম আমি। "ওঠো! আমাদের যেতে হবে!"

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে আমি কাউচের নিচ থেকে জুতা খুঁজে বের করে ফুঁ দিয়ে ধূলো সরালাম। "ফ্যাং, তুমি এত কিছু বহন করতে পারবে না," বললাম আমি। "এটা তোমার গতি অনেক মন্থর করে ফেলবে। ক্যানের চেয়ে ভারি আর কিছু নেই।"

ফ্যাং শ্রাগ করে ব্যাকপ্যাক কাঁধে তুললো। ছোকরাটা বেশ একরোখা! সে নিঃশব্দে ঘরটি অতিক্রম করে জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল অনেকটা ছায়ার মতই।

আমি তাড়াহুড়া করে নাজের পায়ে জুতা লাগাতে লাগলাম, সেইসাথে পিঠে হাত বুলিয়ে তার ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করলাম। এমনিতেই ঘুম থেকে উঠতে নাজের একটু বেশি সময় লাগে। ঘুমিয়ে থাকলে ওর বকবকানি স্বভাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের তাড়াতাড়ি রওয়ানা দেয়া দরকার।

বলতে গেলে এক প্রকার ঠেলা-গুঁতা দিয়ে নাজকে জানালা দিয়ে বাইরে বের করলাম আমি। তারপর নিজে বাইরে এসে জানালার স্ক্রিনটা জায়গামত লাগিয়ে দিলাম।

দৌড় লাগালাম আমরা রাস্তা দিয়ে, প্রাণপণ ডানা ঝাপটাচ্ছি উপরে ওঠার জন্য।

দুঃখিত, অ্যাঞ্জেল। দুঃখিত, দুঃখিত, দুঃখিত, সোনা আমার।

অধ্যায় ১৮

সদ্য ভোরের আলোর প্রখরতা সত্ত্বেও উড়ে গাছের শীর্ষদেশ ছাড়ানোর পর বেশ প্রসন্ন বোধ করলাম আমি।

কিন্তু তবুও! প্রচণ্ড বোকামি হয়ে গেল না? কতবড় আহাম্মক আমি, একটি উদ্ধার অভিযানের মাঝখানে সবাইকে নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে দিলাম! আমাদের জন্য অপেক্ষারত অ্যাঞ্জেলের মুখের ছবি ভেসে উঠলো মনের পর্দায়, সাথে সাথে তীব্র ব্যথা বোধ করলাম। মরিয়া হয়ে মোড় নিলাম ১০ থেকে ১২ ডিগ্রি দক্ষিণ-পশ্চিমে। আশঙ্কা যেন আমার ডানার ঝাপটানি ও ওড়ার গতি বাড়িয়ে দিলো, খুঁজতে লাগলাম তীব্র বায়ুঘূর্ণন।

"বিশ্রাম নেয়ার প্রয়োজন ছিল আমাদের," ফ্যাং আমার পাশে এসে বললো।

মেজাজ বিগড়িয়ে তাকালাম ওর দিকে। "তাই বলে দশ ঘণ্টার জন্য?"

"আজকে আমরা আরো চার ঘণ্টার মতো যেতে পারবো," বললো সে। "কোন বিরতি না নিয়ে ওখানে পৌছানো এমনিতেই সম্ভব হতো না। তাছাড়া, ওখানে পৌছানোর আগে আরেকবার থেমে বিশ্রাম নিতে হবে আমাদের।"

শুষ্ক যুক্তির চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু নেই!

অবশ্য ফ্যাং ঠিকই বলছে–সত্যিই আমাদের আরেকবার থামতে হবে। আমরা এখনো এমনকি ক্যালিফোর্নিয়া সীমান্তেও পৌছাতে পারি নি। বেশ দূরেই আছি সীমান্ত থেকে।

"আমরা ওখানে ঢুকবো কিভাবে? প্রচণ্ড আক্রমণ হেনে?" এক ঘণ্টা পরে জিজ্ঞেস করলো ফ্যাং।

"হ্যা, ম্যাক্স, আমিও চিন্তা করছিলাম তোমার পরিকল্পনাটা কি এ নিয়ে," নাজ আমার পাশে এসে বললো। "আমরা মাত্র তিনজন আর ওরা এক দঙ্গল লোক। তাছাড়া ইরেজারদের কাছে বন্দুকও আছে। আমরা কি গেট বরাবর ট্রাক চালিয়ে ঢুকে পড়বো? অথবা, আমরা রাত নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি। তারপর চুপিসারে ঢুকে অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে চলে আসবো।"

এইসব পাগলামি চিন্তায় তাকে বেশ উৎফুল্ল মনে হলো। আমি নিশ্চুপ থাকলাম, আমার বলতে আর সাহস হলো না যে ওখানে গিয়ে সফল হওয়া

আর উড়ে উড়ে চাঁদে চলে যাওয়া প্রায় একই জিনিস। তবে অবস্থা যদি খুবই খারাপ হয়, তাহলে প্ল্যান সি কাজে লাগাতে হবে।

ওটা সফল হলে সবাই ঠিকমত পালাতে সক্ষম হবে।

শুধু আমি বাদে। তবে তাতে কোন সমস্যা নেই।

অধ্যায় ১৯

আমি নিজে উদ্বেগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও চারপাশের আবহটা যে বেশ চমৎকার এটা মানতেই হবে। এত উঁচুতে খুব বেশি পাখি নেই, স্রেফ কয়েকটি বাজ পাখি ছাড়া। মাঝে মাঝে দু'একটা পাখি অদ্ভুত চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, হয়তোবা ভাবছে, এই নতুন পাখিগুলো কি বিশ্রি দেখতে!

এত উঁচু থেকে নিচের সবকিছু বাচ্চাদের খেলনার মতো লাগছে। গাড়িগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে ব্যস্ত পিঁপড়া, খাদ্যের সন্ধানে ব্যাপৃত। কখনো কখনো আমি নিচের খুব ছোট্ট একটা জিনিস মনোযোগ দিয়ে দেখে বুঝতে চেষ্টা করছি ওটা কি। উপর থেকে সুইমিংপুল দেখতে যে কি চমৎকার লাগে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না!

"না জানি ইগি ও গ্যাসম্যান এখন কি করছে?" বললো নাজ। "হয়তোবা তারা টিভিটা ঠিক করে দেখছে। আশা করি তারা মন খারাপ করে বসে নেই। বাড়িতে থাকাটা ওদের জন্য ভালো হলেও মনে হয় না তারা ঘর-দোর পরিষ্কার বা কোন কিছু ধোঁয়া-মোছার কাজ করছে।"

আমি নিশ্চিত, তারা আমার নামে সকাল-সন্ধ্যা অভিসম্পাত দিচ্ছে। তবে অন্তত তারা নিরাপদ আছে। নিচের একটা চলন্ত কাঠামোয় মনোযোগ দিলাম আমি। ছোট্ট ঐ বিন্দুটি আস্তে আস্তে পরিণত হলো মানুষে। আসলে ঐ বিন্দুটি হচ্ছে এক দঙ্গল বাচ্চা, যারা হয়তোবা আমার চেয়ে ছোট অথবা বড়। যাদের মতো কখনোই হতে পারবো না আমরা।

কিন্তু তাতে কিইবা হলো? ভাবলাম আমি। মাটিতে আটকে থাকা হতভাগা কয়েকজন তারা, যাদের দিন কাটছে হোমওয়ার্ক করে করে। সেইসাথে লাখো বয়স্ক তাদেরকে অনবরত বলে যাচ্ছে কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে। অ্যালার্ম ক্লকের আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গা, সকালে উঠে স্কুলে যাওয়া, সন্ধ্যা পর্যন্ত চাকরি করা। সময় কাটানো বিরক্তিকর সোপ অপেরা দেখে দেখে। যখন আমরা মুক্ত, স্বাধীন। রকেটের মতো আকাশ চিরে যাচ্ছি, বাতাসে দুলছি। যা ইচ্ছা তাই করছি।

বেশ ভালো, তাই না? নিজেকে কথাটা প্রায় বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছিলাম!

আবারো নিচটা ভালো করে দেখে নিলাম আমি। সাথে সাথেই ভ্রু কুঁচকে গেল আমার। প্রথম দেখায় মনে হয়েছিল এক দঙ্গল বাচ্চা স্কুলে যাচ্ছে কিন্তু এখন ভালো করে খুঁটিয়ে দেখায় বুঝতে পারলাম কয়েকটি বিশালদেহী বাচ্চা একটি ছোট বাচ্চাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। হতে পারে আমি ভুল দেখছি, তবে

শপথ নিয়ে বলতে পারি, বড় বাচ্চাগুলোকে বেশ ভীতিকর দেখাচ্ছে।

বড় বাচ্চাগুলো হচ্ছে ছেলে। আর তাদের মাঝখানে ছোট বাচ্চাটি একটি মেয়ে।

কাকতালীয় কোন ঘটনা? মনে হয় না।

দয়া করে আমাকে নারীবাদী বানিয়ে দিয়ো না! ভুলে গেলে চলবে না আমি তিন জন ছেলের সাথে থাকি। তারা তিনজনই খুব ভালো ছেলে, তবে দুনিয়াতে তো খারাপদের সংখ্যাও কম নেই।

আমি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। এটা এমন এক সিদ্ধান্ত যা পরবর্তীতে হয়তোবা আমার বিশাল মূর্খামি অথবা অসাধারণ বীরত্বমূলক কাজ হিসেবে গণ্য হবে। মন কেন জানি বারবার প্রথমটার কথাই বলছে।

আমি ফ্যাংয়ের দিকে তাকিয়ে মুখ খুললাম কথাটা বলার জন্য।

"না," সে বললো।

চোখ সরু হয়ে গেল আমার...তারপর আবারো মুখ খুলে বলতে চাইলাম আমার সিদ্ধান্তের কথা।

"না।"

"লেক মিডের উত্তর অংশে আমার সাথে দেখা করো," বললাম আমি।

"কি? কি বলছো তুমি?" জিজ্ঞেস করলো নাজ। "আমরা কি থামছি? আমার আবারো খিদে পেয়েছে।"

"ম্যাক্স কিছু সময়ের জন্য সুপারগার্ল হয়ে দুর্বলকে সাহায্য করতে চাচ্ছে," ফ্যাংয়ের কণ্ঠে বিরক্তি স্পষ্ট।

"ওহ্।"

নিচে নেমে মেয়েটিকে সাহায্য করার জন্য একটি বৃত্ত রচনা করতে লাগলাম। মাথায় শুধু এই চিন্তাই ঘুরছিল, অ্যাঞ্জেলের মত ঐ মেয়েটাও তো বিপদে পড়ে থাকতে পারে, তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ হয়তোবা এগিয়ে আসছে না।

আমি ফ্যাংয়ের উদ্দেশ্যে বললাম, "দুই সেকেন্ডের মতো লাগবে। তোমরা চল্লিশ মাইল যাওয়ার আগেই তোমাদের ধরে ফেলবো আমি। এই পথ ধরেই যেতে থাকো, তবে উল্টাপাল্টা কিছু ঘটলে আমরা লেক মিডে দেখা করবো।"

ফ্যাং সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, বাতাস তার চুল এলেমেলো করে দিচ্ছে। বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ হচ্ছে না ওর।

সবসময় তো আর সবাইকে খুশি করা যায় না।

"ঠিক আছে, তাহলে," দ্রুত বলে উঠলাম আমি। "আশা করি, কিছুক্ষণের মধ্যে আবার দেখা হবে।"

অধ্যায় ২০

ইগি সম্বন্ধে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যে, মাঝে মাঝে সে একজন সত্যিকার বিজ্ঞানীর মতই কোন কিছু বের করে ফেলে। সে এতই সুপার স্মার্ট।

"আমাদের কাছে কি ক্লোরিন আছে?" ইগিকে জিজ্ঞেস করলো গ্যাসম্যান। "কোন কিছুর সাথে মেশালে এটা অনেকটা এক্সপ্লোসিভের মতো কাজ করে।"

ভ্রু কোঁচকাল ইগি। "অনেকটা তোমার মোজার মতো, তাই না? না, আমাদের কাছে ক্লোরিন নেই। এই ওয়্যারটা কোন রঙের?"

গ্যাসম্যান ঝুঁকে রান্নাঘরের টেবিলের ওপর রাখা জঞ্জালগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করলো। "ওয়্যারটা হলুদ।"

"ঠিক আছে। হলুদ ওয়্যারটার দিকে লক্ষ্য রাখো। বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ, দয়া করে এটাকে লালের সাথে গুলিয়ে ফেলো না।"

গ্যাসম্যান ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা একটা ডায়াগ্রাম দেখলো। সকালবেলায় ইগি সিপিইউ'র ভিতরের কম্প্রেসর ফ্যান ঠিক করে ফেলেছে, যার জন্য কম্পিউটার আগের মত দশ মিনিট পর পর শাট ডাউন হয়ে যাচ্ছে না। ছোকরা একটা কম্পিউটার ঠিক করে ফেলেছে, হুমম!

"ঠিক হ্যায়," গ্যাজি পাতা উল্টাতে উল্টাতে জবাব দিল। "পরবর্তী ধাপে আমাদের একটা টাইমিং ডিভাইস দরকার।"

কথাটা শুনে কিছু সময় ভাবলো ইগি। তারপর তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। এমনকি তার চোখ দুটোও মনে হচ্ছে হাসছে।

"শয়তানী হাসি দিচ্ছো দেখছি," অস্বস্তি মাখা কণ্ঠে বলে উঠলো গ্যাজি।

"যাও ম্যাক্সের অ্যালার্ম ক্লকটা নিয়ে এসো। মিকি মাউস অ্যালার্ম ক্লক।"

অধ্যায় ২১

সজোরে মাটিতে এসে নামলাম আমি। আরিজোনার কোন এক জায়গায় আছি আমি, একটি পরিত্যক্ত গুদামের পিছনের ঝোপ-ঝাড়ের জঙ্গলে। উড়াউড়ির কারণে অবসন্ন ডানাগুলোকে মেরুদণ্ডের পাশে গুটিয়ে নিয়ে উইন্ডব্রেকারটা পরে নিলাম। এই তো আমাকে একদম স্বাভাবিক দেখাচ্ছে।

গুদামঘরটা ঘুরে সামনে এসে তিনজন ছেলেকে দেখলাম, খুব সম্ভবত পনেরো-ষোল বছর বয়স। মেয়েটাকে কম বয়স্ক মনে হচ্ছে, হয়তোবা বারো বা ওরকম কিছু হবে।

"আমি তোমাকে বলেছিলাম অরিটজ ও আমার ব্যাপারটা নিয়ে কাউকে কিছু না বলতে," একটা ছেলে মেয়েটাকে চিৎকার করে বলছে। "ওটা তোমার দেখার কোন বিষয় না। তাছাড়া ওকে একটা শিক্ষা দেয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।"

মেয়েটাকে একই সাথে ক্ষিপ্ত ও ভীত দেখাচ্ছে। "তাই বলে, তাকে পিটিয়ে শাস্তি দিতে হলো? তাকে দেখে মনে হলো কোন একটা গাড়ি তাকে চাপা দিয়ে গেছে। তাছাড়া, সে তো তোমার কিছু করে নি," মেয়েটা জবাবে বললো।

"এখনো শ্বাস নিতে পারছে সে," ছেলেটা বললো। কথাটা শুনে তার বন্ধুদের মাঝে হাসির হলা উঠলো। ঈশ্বর, কি ঘৃণ্য পশু এরা! সশস্ত্র পশু। তাদের মধ্যে একজনের হাতে শটগান। আমেরিকায় সবার অধিকার আছে বন্দুক রাখার এবং এরকম আরো কত বালছাল অধিকার যে আমেরিকানদের আছে! এই আহাম্মকগুলোর বয়স কত? ওদের বাপ-মা কি জানে ওদের কাছে বন্দুক আছে?

এই যে শক্তিশালীরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, এটা আমার কাছে দিনদিন খুবই ক্লান্তিকর হয়ে উঠছে। আমার জীবনের কাহিনী এটা, সেইসাথে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের। এইসব বিকৃত ও আহাম্মক পোলাপানদের দেখতে দেখতে অরুচি ধরে গেছে আমার।

আমি বিল্ডিংয়ের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসলাম। মেয়েটি আমাকে দেখতে পেল, তার চোখের তারায় ফুটে উঠলো বিস্ময়। ছেলেগুলোও পেছনে ঘুরে তাকালো।

আরেকটা বেকুব মেয়ে, তারা ভাবলো। তাদের চোখগুলো ঘুরে বেড়ালো

আমার মুখ-মন্ডলে, কিন্তু তারা আমার উপর গুরুত্বসহকারে নজর রাখলো না। এটা ওদের প্রথম ভুল।

"তো, এলা, নিজের ব্যাপারে কি কিছু বলার আছে তোমার?" নেতা গোছের ছেলেটার কণ্ঠে তীব্র ব্যঙ্গ। "তোমাকেও শিক্ষা না দেয়ার পেছনে কি কোন কারণ দেখাতে পারো?"

"তিনজন ছেলের বিপক্ষে একজন মেয়ে। বেশ সমানে-সমানে লড়াই হচ্ছে দেখছি!" বললাম আমি। চেহারায় যাতে রাগের বহিঃপ্রকাশ না ঘটে সেজন্য হিমশিম খেতে হচ্ছে আমাকে।

"চুপ কর, ছুকরি," ছেলেদের মধ্য থেকে একজন বললো। "নিজের ভালো চাইলে ভাগ এখান থেকে।"

"সম্ভব না," হেঁটে এলা নামক মেয়েটার পাশে এসে দাঁড়ালাম আমি। মেয়েটা দু'চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে তাকালো আমার দিকে। "আসলে, তোমাদের পাছায় আচ্ছামতো লাথি না কষালে শান্তি পাচ্ছি না আমি।"

হেসে উঠলো তারা। দ্বিতীয় ভুল।

দলের অন্যান্যদের মতো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বদৌলতে গড়পড়তা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক শক্তিশালী আমি। নিজেদের কিভাবে রক্ষা করতে হয় তার ভালো প্রশিক্ষণ আমরা জেবের কাছ থেকে পেয়েছি। আমার ভালোই দক্ষতা আছে। গতকালের আগ পর্যন্ত এই দক্ষতা কাজে লাগাতে হয় নি। যদি কোনমতে এলাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে পারি...

"বাচালটার মুখ বন্ধ করো," নেতাগোছের ছেলেটি বললে সাথে সাথে অন্য দু'জন আমার দিকে এগিয়ে এলো।

আর এটা হচ্ছে ওদের তিন নাম্বার ভুল।

দ্রুতবেগে আমি এগিয়ে গেলাম এবং কোনকিছু বুঝার সুযোগ না দিয়েই সজোরে লাথি বসিয়ে দিলাম নেতার পেটে। পাঁজরের হাড় ভাঙ্গার শব্দ পেলাম। বিস্ময়ে বিমূঢ় ছেলেটা উলটে পিছনে পড়ে গেল।

অন্য ছেলে দুটো আমার দিকে ছুটে আসলো। আমি পাক খেয়ে তাদের একজনের হাত থেকে শটগানটা নিয়ে নিলাম। তারপর ব্যারেল ধরে ঘুরিয়ে আঘাত করলাম তার মাথায়। *ক্র্যাক!* টলোমলো পায়ে হতবিহবল ছেলেটা এপাশ-ওপাশ দুলতে লাগলো, তার মাথার ক্ষত থেকে লাল রক্ত বেরোচ্ছে।

ঘুরে তাকিয়ে দেখলাম এলা তখনো দাঁড়িয়ে আছে, বেশ ভীত দেখাচ্ছে তাকে। আশা করছি, আমাকে দেখে সে ভীত নয়।

"পালাও!" তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললাম আমি। "পালাও এখান থেকে!" কিছু সময় ইতস্তত করার পর ঘুরে দৌড় দিলো সে।

তৃতীয় ছেলেটি আমার হাত জাপটে ধরলো। হ্যাচকা টান মেরে হাত ছাড়িয়ে নিলাম আমি, মুঠো পাকিয়ে ঘুষি দিতে চাইলাম তার চোয়ালে কিন্তু নাকে গিয়ে লাগলো তা। নাক ভাঙ্গার শব্দে মুখ বিকৃত হয়ে উঠলো আমার, গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগলো। মানুষেরা ডিমের খোসার মতই ভঙ্গুর।

বখাটেগুলোর অবস্থা তখন শোচনীয়। তারপরও তারা হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ালো, রাগে ও লজ্জায় তাদের মুখ কুৎসিত আকার ধারণ করেছে। তাদের মধ্যে একজন শটগান হাতে তুলে নিল।

"এরজন্য তোমাকে পস্তাতে হবে," ছেলেটি থুতু মেরে রক্ত ফেললো মুখ থেকে। তারপর আমার দিকে এগিয়ে এলো।

"আমার তা মনে হয় না," বললাম আমি। কথাটা বলেই জঙ্গলের দিকে ছুট লাগালাম।

অধ্যায় ২২

ওড়া শুরু করলে এত সময়ে আমাকে আকাশে একটা বিন্দুর মত দেখা যেত। কিন্তু ঐ বেকুবদের আমি আমার ডানা দেখাতে চাচ্ছিলাম না। অবশ্য কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে আমি জঙ্গলে ঢুকে গেলাম।

ঝোপঝাড় মাড়িয়ে, ডালপালা সরিয়ে দৌড়াতে লাগলাম আমি। তবে কোথায় যে যাচ্ছি সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই আমার।

পিছনে ঐ বখাটে ছেলেগুলোর চেঁচামেচি ও গালিগালাজ শুনতে পেলাম। আমাদের মধ্যেকার দূরত্ব আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি আমি।

শটগান থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম, একটা গাছের বাকল আমার মাথায় বিস্ফোরিত হয়ে পড়লো। ঐ হতচ্ছাড়া বন্দুকটা।

আমি যা ভাবছি তোমরাও কি তাই ভাবছো? তোমরা কি এটাই ভাবছো, আমি আমার সেই দুঃস্বপ্নের সাথে এই উদ্ভট অবস্থার মিল খুঁজে পাচ্ছি কি না? হ্যা, খুঁজে পাচ্ছি। যত যাই হোক, আমি তো আর আহাম্মক নই।

পরবর্তী মুহূর্তেই আরেকটা গুলির আওয়াজ, প্রায় সাথে সাথেই বাম কাঁধে একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করলাম আমি। চকিতে চেয়ে দেখলাম জামার হাতায় রক্ত। ঐ গর্দভটা আমাকে সত্যিকার অর্থেই গুলি করেছে!

তারপর দুর্ভাগ্যজনকভাবে একটা গাছের শিকড়ের সাথে পা লেগে পড়ে গেলাম আমি, প্রচণ্ড ব্যথা পেলাম বাম কাঁধের ক্ষতস্থানটাতে। পাগলের মত হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপঝাড় ও পাথর মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। চেষ্টা করলাম হাত বাড়িয়ে কিছু একটা ধরতে, কিন্তু বাম হাতটাকে ঠিকমতো নাড়ানো যাচ্ছে না আর ডান হাতটা যেন নিয়ন্ত্রণহীনভাবে হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

পরিশেষে, একটা গভীর উপত্যকার পাদদেশে এসে থামলাম আমি। উপরে তাকিয়ে দেখলাম স্রেফ সবুজের সমারোহ আমি পুরোপুরি ঢেকে আছি লতাপাতা ও গুল্মে।

একদম স্থির হয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। অনেক উপর থেকে বুনো ছেলেগুলোর চেঁচামেঁচি ও গুলির আওয়াজ ভেসে এলো। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যেন একপাল হাতি বনবাদাড় ভেঙ্গে এগুচ্ছে।

মনে হচ্ছে কোন কুৎসিত দৈত্য আমাকে আচ্ছামতো কষে পিটিয়েছে। বাম হাতটা নাড়াতেই পারছি না, নাড়াতে গেলেই প্রচণ্ড ব্যথা পাচ্ছি। চেষ্টা করলাম ডানাগুলো মেলে দিতে কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম ওখানেও

আঘাত লেগেছে। কাঁধের উপর দিয়ে ক্ষতস্থানটা দেখতে পাচ্ছি না আমি, কিন্তু অনুভব করতে পারছি অসহনীয় ব্যথা।

সব জায়গায় বিশ্রিভাবে ছড়ে গেছে আমার, উইন্ডব্রেকারটাও হারিয়ে ফেলেছি, খুব সম্ভবত আমি বিছুটির উপর বসে আছি।

অসহ্য ব্যথা সামলে উঠে দাঁড়ালাম। এখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে যেতে হবে। সূর্যের অবস্থান দেখে উত্তর দিকে পা চালালাম আমি। ভেতরে ভেতরে গুঙ্গিয়ে উঠলাম এই ভেবে যে ফ্যাং ও নাজ নিশ্চয়ই আমার চিন্তায় অস্থির হচ্ছে।

আমি সবকিছু ভজঘট পাকিয়ে দিয়েছি। অ্যাঞ্জেলও নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করছে, অবশ্য যদি সে এখনো বেঁচে থাকে। আমাকে নিয়ে তাদের সব আশা-ভরসা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছি আমি।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হচ্ছে, আমি বিশ্রিভাবে আহত হয়েছি আর বন্দুক নিয়ে কয়েকটা ম্যানিয়াক আমার পিছু নিয়েছে। চমৎকার!

ক্ষিপ্ত হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি। আন্ডারডগদের হয়ে লড়াই করাটা আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জেব সবসময় আমায় বলতো, এটাই আমার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।

ঠিকই বলতো জেব।

অধ্যায় ২৩

"ফ্যাং? আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে, বুঝতে পেরেছো?" ম্যাক্স চলে যাওয়ার পর প্রায় একঘণ্টা কেটে গেছে। নাজ এখনো পুরোপুরি বুঝতে পারে নি আসলে কি ঘটেছে কিংবা ম্যাক্স কোথায় গিয়েছে।

ফ্যাং মাথা দিয়ে একটা ইশারা করলে নাজ সাথে সাথে সামান্য মোড় ঘুরে তার পিছু পিছু চলতে লাগলো।

একটি খাড়া পাহাড়ের উপরে এসে উপস্থিত হলো তারা, মসৃণ শীর্ষদেশটি ভর্তি পাথরখন্ডে। ফ্যাং একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন খাদের দিকে এগিয়ে গেলে নাজ ব্যাকপেডাল করে প্রস্তুতি নিল মাটিতে নামার। আরো সামনে পৌছালে অন্ধকারাচ্ছন্ন খাদটা পরিণত হলো একটি বড় গুহায়। নাজ মাথা নিচু করে গুহার ভিতরে ঢুকলো।

নীরবে তার পাশে এসে নামলো ফ্যাং।

গুহাটি লম্বায় পনেরো ফিট আর প্রস্থে বিশ ফিটের মতো। এর মেঝে বালুময় ও শুষ্ক। নাজ খুশিমনেই বসে পড়লো।

ফ্যাং ব্যাকপ্যাক খুলে তার হাতে খাবার ধরিয়ে দিলো।

"ওহ, হ্যা, হ্যা," নাজ শুকনো ফলের একটি ব্যাগ খুলে বললো।

ফ্যাং তার মুখের সামনে একটি চকোলেট বার নাড়ালে তা দেখে আনন্দে নাজের মুখ থেকে ছোট্ট একটা চিৎকার বের হয়ে এলো। "ওহ্, ফ্যাং, এটা তুমি কোথায় পেলে? তুমি নিশ্চয়ই এটা লুকিয়ে রেখেছিলে-তোমার কাছে চকোলেট ছিল অথচ কিছুই তো বল নি আমায়। ওহ্ ঈশ্বর, কি মজার চকোলেটটা..."

মুচকি হেসে বসে পড়লো ফ্যাং। সে নিজের চকোলেটে একটা কামড় দিয়ে চোখ বুজে তা চিবাতে লাগলো।

"তো ম্যাক্স কোথায়?" কয়েক মিনিট পরে জিজ্ঞেস করলো নাজ। "সে ওই জায়গায় নেমে গেল কেন? এত সময়ে কি তার ফেরার কথা না? আমাদের তো সোজা লেক মিড পর্যন্ত যাওয়ার কথা, তাই না? সে যদি শীঘ্রই না আসে তো আমরা কি করবো," হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো ফ্যাং।

"একজন বিপদে পড়েছিল তাই ম্যাক্স সাহায্য করার জন্য নিচে নেমে যায়," শান্ত স্বরে বললো সে। "আমরা এখানেই ওর জন্য অপেক্ষা করবো; আমাদের ঠিক নিচেই হচ্ছে লেক মিড।"

নাজ বেশ শঙ্কিত বোধ করছে। প্রত্যেক সেকেন্ডের মূল্য আছে। তারা অনর্থক এখানে বসে আছে কেন? ম্যাক্স এমন কি করছে যা অ্যাঞ্জেলের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ? খাওয়া শেষ করে চারিদিকে একবার তাকালো সে।

বামদিকে লেক মিডের নীল প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। উঠে দাঁড়ালো নাজ; তার মাথা ছাদ ছুঁইছুঁই করছে। সে গুহাটার বাম দিকের কিনারে এসে দাঁড়ালো যাতে লেকটাকে ভালোভাবে দেখা যায়।

জমে গেল যেন সে। "উহ্, ফ্যাং?"

অধ্যায় ২৪

ফ্যাং বাইরে বেরিয়ে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। গুহার কিনারাটা বাঁকা হয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই ও সরু গাছগাছালিতে ভরে আছে জায়গাটা।

ঐ পাথরের খন্ড ও গাছগুলোতে ফুট দুয়েক লম্বা পাখির বাসা দেখা যাচ্ছে। আর বেশিরভাগ বাসায়ই বিশালাকায় পাখির ছানাদের দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ ছানারই বৃহৎ আকৃতির বাবা-মা আছে যারা এই মুহূর্তে শিকারীর শীতল চোখে নাজ ও ফ্যাংকে লক্ষ্য করছে।

"এগুলো কি?" নাজ অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো।

"ফেরুজিনিয়াস প্রজাতির বাজ পাখি," ফ্যাং শান্ত কণ্ঠে বললো। "আমেরিকার সর্ববৃহৎ শিকারী পাখি। খুব ধীরে ধীরে বসে পড়ো। বেমক্কা কোন নড়াচড়া করো না, তাহলে কিন্তু পাখির খাদ্যে পরিণত হতে হবে।"

ঠিক আছে, নাজ ভাবলো, ক্রমান্বয়ে সে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসছে। ঘুরে দৌড় দিতে চাইলো সে কিন্তু বুঝতে পারলো তা করলে আক্রমণের শিকার হতে হবে। এখানকার বেশিরভাগ পাখির নখরই ভয়াবহ মনে হচ্ছে তার কাছে। তাছাড়া ভয়ালদর্শন ঠোঁটের কথাই বা বাদ যাবে কেন, যা তীক্ষ্ণভাবে বাঁকানো।

"তোমার কি মনে..." সে মৃদুভাবে শুরু করলো কিন্তু ফ্যাং তাকে ইশারায় কথা না বলার জন্য বললো।

পাখিদের দিকে চোখ রেখে ফ্যাং ধীরে ধীরে বসে পড়লো নাজের পাশে। একটা বাজ পাখির মুখে খন্ডিত ইঁদুরের দেহ ঝুলছে। তার ছানাগুলো ঐ খাবারের ভাগ পাওয়ার জন্য চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে।

বেশ কয়েক মিনিট পর নাজের ইচ্ছে হলো জোরে একটা চিৎকার দেয়ার। চুপচাপ বসে থাকতে ঘৃণা করে সে। তাছাড়া তার মনে আকুলি-বিকুলি করছে নানা প্রশ্ন, জানে না আর কত সময় চুপচাপ বসে থাকতে পারবে।

মৃদু নড়াচড়া তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ফ্যাং আস্তে আস্তে তার একটি ডানা মেলে ধরছে।

প্রতিটি বাজ পাখির মাথা ঘুরে গেল তার দিকে, তাদের চোখ অনেকটা লেজারের মতই ডানাটি দেখছে।

"আমার গায়ের গন্ধের সাথে ওদেরকে অভ্যস্ত করাচ্ছি।" সামান্য ঠোঁট নেড়ে বলে উঠলো ফ্যাং।

মনে হলো যেন প্রায় বছরখানেক পর বাজ পাখিদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসলো। তারা দেখতে বিশাল এবং তাদের ডানার আকৃতি প্রায় পাঁচ ফুটের মত। আর পালকের রং অনেকটাই বাদামী।

কয়েকটি বাজপাখি তাদের হাঙ্গামারত ছানাদের খাবার খাওয়াচ্ছে, আর কয়েকটি খোঁজ করছে খাদ্যের। আরো কয়েকটা ফেরত আসছে খাবার নিয়ে।

"বিরক্তিকর," ঘেন্নায় মুখ বাঁকালো নাজ যখন সে দেখলো একটি বাজপাখি ঠোঁটে করে একটা মোচড়াতে থাকা সাপকে ধরে নিয়ে আসছে। ছানাগুলো সাপটা দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠে খাওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু করে দিলো।

"আরো বেশি বিরক্তিকর।"

ফ্যাং তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁত বের করে হাসলে নাজও সেই হাসি ফিরিয়ে দিলো।

বেশ ভালোই লাগছে এখানে এই রৌদ্রের মাঝে, বিরাট বিরাট পাখির ভিড়ে ডানা ছড়িয়ে বসে থাকতে। আরো কিছু সময় এভাবে বসে থাকলে নিশ্চয় খুব খারাপ হয় না, ভাবলো নাজ।

অধ্যায় ২৫

তবে খুব বেশি সময় বসে থাকা যাবে না।

"অ্যাঞ্জেল আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে," নাজ কিছুক্ষণ পর বললো। "মানে সে আমার ছোট বোনের মত, আমাদের সবার ছোট বোনের মত।"

সে তার রোদে পোড়া পা থেকে ময়লা ঝাড়লো। "রাতে ঘুমানোর সময় আমি আর অ্যাঞ্জেল কথা বলতাম, হাসি-ঠাট্টা করতাম।" তার ধূসর বাদামী চোখ ফ্যাংয়ের উপর নিবদ্ধ হলো। "বাসায় ফিরলে কি আমাকে ঐ ঘরে একলা একলা ঘুমাতে হবে? ম্যাক্সের তো ফিরে আসা উচিত। সে নিশ্চয় অ্যাঞ্জেলের আশা ছেড়ে দেয় নি, তাই না?"

"না," ফ্যাং বললো। "সে অ্যাঞ্জেলের আশা এত সহজে ছেড়ে দেবে না। আচ্ছ ঐ যে বড় বাজপাখিটাকে দেখছো, যেটার কাঁধে কালো কালো দাগ–দেখো ওটা কিভাবে উপরে উঠার সময় কত দ্রুত নিজের একটা ডানা ঝাপটাচ্ছে? এর ফলে ওর উড়ার গতি অনেক স্বচ্ছন্দ হচ্ছে। আমাদেরও এরকম চেষ্টা করা উচিত।"

নাজ তার দিকে তাকালো। ফ্যাংয়ের মুখ থেকে এত লম্বা-চওড়া ভাষণ সে আগে আর কখনো শুনে নি।

সে এবার ঐ বাজ পাখিটার দিকে দৃষ্টি দিলো। "হ্যা, বুঝেছি তুমি কি বলতে চাচ্ছো।" তবে তার কথা শেষ হবার আগেই ফ্যাং উঠে দাঁড়িয়ে পর্বতচূড়ার কিনারা দিয়ে আস্তে আস্তে দৌড়াতে থাকলো এবং একসময় বাতাসে ছেড়ে দিলো নিজের দেহ। তার সুবিশাল, শক্তিশালী ডানা তাকে ক্রমান্বয়ে উপরে টেনে তুললো। অন্যান্য বাজপাখিরা যেখানে অনেকটা ব্যালে নাচের ভঙ্গিমায় জড়ো হয়েছে, সে জায়গাটার নিকটবর্তী হলো ফ্যাং।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো নাজ। সে খুব করে চাচ্ছিলো ম্যাক্সের উপস্থিতি। ম্যাক্স কি কোনভাবে আহত? তাদের কি ফিরে যাওয়া উচিত? ফ্যাং ফিরে আসলে জিজ্ঞেস করবে সে।

ঠিক তখনই উড়ে উড়ে তার পাশ ঘেঁষে গেল ফ্যাং। "আরে ওঠো!" চিৎকার করে উঠলো সে। "চেষ্টা করে দেখোই না। অনেক ভালোভাবে উড়তে পারবে তাহলে।"

নাজ আবারো দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শার্ট থেকে চকোলেটের টুকরো-টাকরা ঝেড়ে ফেলে দিলো। ফ্যাং কি অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে একটুও চিন্তিত নয়? যদি সে

চিন্তিত হয়েও থাকে তবু হয়তোবা ইচ্ছে করেই নিজের উদ্বেগ দেখাচ্ছে না, ভাবলো নাজ। সে ভালো করেই জানে অ্যাঞ্জেলকে কতটা ভালোবাসে ফ্যাং–অ্যাঞ্জেলকে গল্প পড়ে শুনাতো ফ্যাং, এখনো যখন কোন কারণে অ্যাঞ্জেলের মন খারাপ থাকে তখন ফ্যাং তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়।

আমারো ঐ ওড়ার পদ্ধতিটা প্র্যাকটিস করা উচিত। কোন কিছু না করার চেয়ে এটা করাই তো ভালো। পর্বতচূড়ার প্রান্তে এসে বাতাসে শরীর ভাসিয়ে দিলো সে, এক অনির্বচনীয় আনন্দ তার সারা শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসে ডানা ঝাপটে ভেসে বেড়ানোর অনুভূতিটা কি চমৎকার, কি সুন্দরই না লাগে সবকিছু!

ফ্যাংয়ের পাশ ঘেঁষে উড়তে লাগলো সে। ফ্যাং তাকে পদ্ধতিটা একবার দেখিয়ে দিলো। সে ভালো করে দেখে হুবহু নকল করলো। হ্যা, বেশ ভালোই কাজ করছে এটা!

বিরাট এক বৃত্ত রচনা করে, বাজপাখিদের কাছ ঘেঁষে, উড়ে বেড়াতে লাগলো। আপাতত বাজপাখিগুলো তাকে সহ্য করে যাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ম্যাক্স বা অ্যাঞ্জেলের কথা মনে হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালোই থাকবে সে।

সন্ধ্যায় নাজ উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে দেখছিল মা বাজপাখি তাদের ছানাদের খাওয়াচ্ছে। আহা, কি আদর করেই না খাওয়াচ্ছে তারা! ঐ হিংস্র পাখিগুলো কি সতর্কতার সাথেই না তাদের বাচ্চাগুলোর পালক ঠিক করে দিচ্ছে, মুখে তুলে খাওয়াচ্ছে, শেখাচ্ছে কিভাবে উড়তে হয়।

গলা ভারি হয়ে উঠলো তার। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

"কি হলো?" জিজ্ঞেস করলো ফ্যাং।

"ওই পাখিগুলো," নাজ চোখের পানি মুছে বললো, নিজেকে বোকা বোকা মনে হচ্ছে তার। "ঐ হতচ্ছাড়া বাজ পাখিগুলোরও মা আছে, কিন্তু আমার নেই। বাবা-মা'রা তাদের বাচ্চাদের দেখভাল করছে। কিন্তু কেউ তো আমার দেখভাল কখনো করে নি। শুধু ম্যাক্স বাদে। কিন্তু সে তো আমার মা নয়।"

"বুঝতে পেরেছি।" ফ্যাং তার দিকে না তাকিয়েই বললো। তার কণ্ঠস্বরটা প্রচণ্ড বিষন্ন।

সূর্য একসময় ডুবে গেল, বাজপাখিগুলো আশ্রয় নিলো তাদের নীড়ে। অবশেষে হট্টগোল করতে থাকা ছানারা শান্ত হলো। এর ঘণ্টাখানেক পর ফ্যাং নাজের কাছ ঘেঁষে এসে তার মুষ্ঠিবদ্ধ বাম হাত সামনে মেলে ধরলো। কিছুসময় তাকিয়ে থেকে নিজের মুষ্ঠিবদ্ধ হাত এর উপরে রাখলো নাজ। ঘুমাতে যাবার আগে তারা সবসময় এই কাজটা করতো।

অবশ্য গতকালকে কেবিনে ঘুমানোর সময় আর এটা করা হয় নি।

নাজ তার ডান হাত দিয়ে ফ্যাংয়ের মুঠিতে টোকা মারলে ফ্যাংও একইভাবে নাজকে টোকা মারলো।

"শুভরাত্রি," ফিসফিসিয়ে বললো নাজ। তারপর গুহার দেয়াল ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

"শুভরাত্রি, নাজ," মৃদুস্বরে জবাব দিলো ফ্যাং।

অধ্যায় ২৬

ওহ্! এটা অবশ্যই আমার জীবনের সেরা দিন নয়। যদিওবা কয়েক ঘণ্টা যাবত চেপে ধরে রেখেছি তবুও কাঁধ চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। আর একটু ধাক্কা লাগলেই আঙ্গুল বেয়ে গলগলিয়ে উষ্ণ রক্ত বইছে।

ওই বন্দুকবাজ ক্লাউনদের মুখোমুখি আর হই নি আমি। তবে মাঝে-মধ্যেই তাদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। একটি বিশাল বৃত্ত রচনা করে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমি যাতে কেউ অনুসরণ করলে বিভ্রান্তিতে পড়ে। যতবার তাদের কণ্ঠস্বর কানে এসেছে ততবার ভয়ে জমে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে আমার। সাথে সাথে গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছি।

তারপর আবারো অসাড় পা নিয়ে হাঁটা শুরু করেছি। যদি তারা আমাকে ধরার জন্য কুকুর নিয়ে আসে সেই ভয়ে আমি অন্তত চারবার ঝর্ণার বরফ-ঠান্ডা জলে গা ধুয়ে এসেছি।

আমি কাঁধ ও ডানার কয়েক জায়গা ভালো করে টিপেটুপে দেখেছি। দেখে মনে হলো গুলিটা কিছু মাংস ও ডানার কয়েকটা খন্ড উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তবে গুলিটা ভেতরে আটকে থাকে নি। যাইহোক না কেন, বাহু ও ডানায় প্রচণ্ড ব্যাথা করছে।

অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। অ্যাঞ্জেল দূরে কোথাও আটকে পড়ে না জানি কোন বিভীষিকার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। হয়তোবা সে আমার কথাই চিন্তা করছে। শক্ত করে ঠোঁট চেপে ধরলাম, চেষ্টা করছি কান্না আটকানোর। উড়তে পারছি না আমি, যেতে পারছি না ফ্যাং ও নাজের কাছে। এতক্ষণে তারা হয়তোবা রেগে কাঁই হয়ে আছে। এমন তো না যে আমি তাদের সেল ফোনে কল করে আমার অবস্থা জানিয়ে দিতে পারবো!

বলাই বাহুল্য অবস্থা শোচনীয় এবং এটা হয়েছে আমারই গাধামির জন্য।

হঠাৎ করেই বৃষ্টি পড়া শুরু হলো।

তো আমি ভেজা গাছপালা, লতাপাতা, কাদা মাড়িয়ে পথ চলতে লাগলাম। প্রচণ্ড শীত লাগছে, সেইসাথে খিদেয় পেটটা জ্বলছে। নিজের ওপর রেগেও আছি মাত্রাতিরিক্ত ভাবে।

ছেলেগুলোর কণ্ঠস্বর বেশ কিছু সময় ধরে শুনছি না, হয়তোবা বৃষ্টির কারণে তারা বাড়িতে ফিরে গেছে।

মিনিটখানেক বাদে আমি চোখ থেকে পানি সরিয়ে সরু চোখে সামনে

তাকালাম। সামনেই কোথাও থেকে আলো আসছে।

যদি এটা কোন দোকান-টোকান জাতীয় কিছু হয় তাহলে সবাই বাসায় ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো। তারপর না হয় রাতের জন্য এখানে আশ্রয় নেয়া যাবে। ফুট দশেক দূরত্বে এসে ভেজা গাছপালার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে একবার দেখলাম। এটা একটা বাসা।

জানালার ওপাশে একটা মানুষের ছায়া নড়তে দেখা গেল। সাথে সাথে বিস্ময়ে ভ্রু উপরে উঠে গেল আমার। এটা হচ্ছে ওই মেয়েটা, এলা যার নাম। খুব সম্ভবত এটাই ওর বাসা।

ঠোঁট কামড়ে ধরলাম আমি। সে হয়তোবা এখানে ওর স্নেহপ্রবণ বাবা-মা ও ভাইবোনদের নিয়ে থাকে। এরকম পরিবার নিয়ে থাকা নিশ্চয়ই চমৎকার। যাই হোক আমি খুশি যে সে নিরাপদে বাসায় ফিরতে পেরেছে। এত কিছু করার পরও যদি ঐ পাষণ্ডগুলো ওকে মারতো তাহলে নিজেকে কখনোই ক্ষমা করতে পারতাম না আমি।

হিমশীতল বৃষ্টির ধারায় ভিজে কেঁপে কেঁপে উঠছি। প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম আমি আরেকটু হলে। এখন আমার কি করা উচিত, একটু ভেবে কোন একটা আইডিয়া বের করো...

যখন আমি চমৎকার কোন ফন্দি বের করার চেষ্টায়রত তখন বাড়ির পাশের দরজাটা খুলে গেল। এলা একটা বিশাল ছাতা মাথায় ধরে বেরিয়ে এলো। একটা ছায়া তার পায়ের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওটা ছিল চর্বিতে ভরপুর একটা মোটা কুকুরের ছায়া।

"তাড়াতাড়ি করো, ম্যাগনোলিয়া। নিশ্চয়ই তুমি বেশি ভিজতে চাচ্ছো না," এলা বলে উঠলো।

কুকুরটা বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে উঠানের প্রান্ত শুঁকতে লাগলে এলা মাথা ঘুরিয়ে হাঁটা শুরু করলো। আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে আছে সে।

মরিয়া হয়ে উঠলাম আমি। তারপর লম্বা করে শ্বাস নিয়ে এগিয়ে গেলাম এলার দিকে।

অধ্যায় ২৭

ঠিক আছে, আর দুইটা বাড স্যাম্পল দরকার তাহলে গ্লুকোজ এসে সম্পন্ন হবে। তারপর ইইজি করা যাবে।

এটা শেষ হচ্ছে না কেন? ম্যাক্স, কোথায় তুমি? অ্যাঞ্জেল বিষন্ন মনে চিন্তা করতে লাগলো। ঠিক তখনই সাদা কোট পরিহিত একজন বিজ্ঞানী সামনে এগিয়ে এলো। অ্যাঞ্জেলের খাঁচার দরজা খুলে গেলে লোকটা হাঁটু গেড়ে বসে তাকে দেখতে লাগলো। সাথে সাথে খাঁচার দূরতম কোণে পিছিয়ে গেল সে।

লোকটা হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেলে মুখের দাগ লক্ষ্য করলো। সে ঘাড় ঘুরিয়ে সহচারীদের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। "কি হয়েছে এর?"

"ওটা রাইলি'কে কামড়ে দিয়েছিল," কেউ একজন বললো। "যার জন্য রাইলি তাকে আঘাত করে।"

অ্যাঞ্জেল চাইলো জড়োসড়ো হয়ে একটা বলের মতো আকৃতি নিতে। তার মুখের বা পাশটা ব্যাথায় দপদপ করছে। কিন্তু রাইলি'কে কামড় দিয়ে সে খুব খুশি। সে ওকে ঘৃণা করে, ঘৃণা করে ওদের সবাইকে।

বেকুব রাইলি। এখানে কাজ করার চেয়ে বরঞ্চ গাড়ি মোছার কাজ করা উচিত ওর। সে যদি এই নমুনাটার কোন ক্ষতি করে, তাহলে গলা টিপে মেরেই ফেলবো ওকে। "সে কি বুঝতে পারছে না এই সাবজেক্টটা অন্যগুলোর চেয়ে কতটুকু ভিন্ন?" ঐ বিজ্ঞানীটা রাগতস্বরে বলে উঠলো। "ওর বুঝা উচিত, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এগারো। ও কি জানে না আমরা কতদিন ধরে এটা খুঁজছি? তুমি রাইলি'কে বলো সে যেন এটার কোন ক্ষতি না করে।"

লোকটা আবারো হাত বাড়িয়ে অ্যাঞ্জেলের হাত ধরতে চাইলো।

অ্যাঞ্জেল বুঝতে পারছিল না কি করবে। তার হাতের উল্টোপিঠে লাগানো প্লাস্টিকের ডিভাইসের কারণে বেশ ব্যাথা করছে। তাই সে বুকে জড়িয়ে আছে সেই হাতটা। সারাদিন সে কিছু খায় নি। তবে একসময় তারা তাকে ভয়াবহ মিষ্টি একজাতীয় কমলার রস খেতে দেয়। তারা তার হাত থেকে রক্ত নেয়। কিন্তু সে ওদের কাজে বাধা দেয়, লড়াই করে এবং একপর্যায়ে একজনকে কামড় দেয়। কাজেই রক্ত নেয়ার কাজটা সহজ করার জন্য তারা তার হাতের উল্টোপিঠে একটা প্লাস্টিকের ডিভাইস লাগায়। ইতিমধ্যেই তিনবার রক্ত নেয়া হয়ে গেছে।

কান্না আসার উপক্রম হলো অ্যাঞ্জেলের, কিন্তু চোয়াল দৃঢ় করে আটকালো তা।

আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল খাঁচার দরজার সামনে। তারপর হাত বাড়িয়ে দিলো ল্যাবের ঐ লোকটার দিকে।

"এই তো," শান্তস্বরে বলে সে একটা টেস্টটিউব লাগানো সূঁচ বের করলো। ডিভাইসটা সরিয়ে সূঁচটা ঢুকালো সে। "এতে তুমি মোটেও ব্যাথা পাবে না। সত্যি বলছি।"

অ্যাঞ্জেল চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিল।

খুব বেশী সময় লাগলো না এতে, খুব ব্যাথাও লাগলো না তার। হয়তোবা লোকটা জেবের মতই একজন ভালো বিজ্ঞানী।

অধ্যায় ২৮

"ঠিক আছে," ইগি বললো "আমরা তো প্রচণ্ড সতর্কতা অবলম্বন করেছি। হ্যালো? গ্যাজি? আমরা প্রচণ্ড সতর্কতা অবলম্বন করেছি, তাই না?"

"কিস্তিমাত," গ্যাসম্যান এক্সপ্লোসিভের প্যাকেজটা দেখিয়ে বললো।

"কি, পেরেক চাও?"

গ্যাসম্যান জারটা নাড়ালো। "কিস্তিমাত।"

"তারপুলিন? রান্নার তেল?"

"কিস্তিমাত, কিস্তিমাত।" গ্যাসম্যান মাথা নাড়লো। "আমরা জিনিয়াস। ইরেজাররা বুঝতেই পারবে না কি তাদেরকে আঘাত করেছে। ইশ, আমরা যদি একটা ছোট গর্ত খোঁড়ার সময় পেতাম!"

"হ্যা, সেইসাথে গর্তের নিচে বিষযুক্ত লাঠি রেখে দিলে," ইগি স্বীকার করলো। "কিন্তু আমরা যা বানিয়েছি তাই যথেষ্ট। এখন আমাদের উচিত উড়ে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়া, রাস্তাঘাট চেক করে দেখা আশেপাশে কোথাও ইরেজাররা ক্যাম্প করেছে কিনা।"

"ঠিক আছে। তারপর আমরা পেরেক ছড়িয়ে দেব রাস্তায় রাস্তায়," হাসির চোটে গ্যাসম্যানের দাঁত বেরিয়ে পড়লো। "তবে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে ধরা না পড়ি।"

"হ্যা, বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হবে কাজটা," ইগি জবাবে বললো। "আচ্ছা, রাত কি নেমেছে?"

"হ্যা, নেমেছে। তোমার জন্য কয়েকটা কালো পোশাক বের করে রেখেছি।" গ্যাসম্যান একটা শার্ট ও প্যান্ট ইগির হাতে ধরিয়ে দিলো। "আর নিজের জন্যও। তো, তুমি কি তৈরি?" মনে মনে সে আশা করলো ইগি তার কণ্ঠের উৎকণ্ঠা ধরতে পারবে না। এটা অসাধারণ একটা প্ল্যান; তাদেরকে সফল করতেই হবে তা, কিন্তু ব্যর্থতা হবে মহা বিপর্যয়ের। খুব সম্ভবত মারাত্মকও।

"হ্যা। যদি কোন সুযোগ আসে সেই আশায় আমি বিগ বয়কেও নিয়ে আসছি।" ইগি কাপড় পাল্টে বাসায় তৈরি করা বোমাটি ব্যাকপ্যাকে ভরে কাঁধে ঝুলালো তা। "ভয় পেয়ো না," বললো সে, যেনবা গ্যাসম্যানের অভিব্যক্তি দেখতে পারছে। "টাইমার সেট না করলে ফাটবে না। এটা অনেকটা সেফটি বোমের মতো।"

গ্যাসম্যান জোর করে হাসার চেষ্টা করলো। হলের জানালা পুরোপুরি খুলে কার্নিশে বসলো সে। তার হাত ঘামছে, পেট গুড়গুড় করছে কিন্তু অন্য কোন উপায়ও নেই অ্যাঞ্জেলের। তার পরিবারের কারো অনিষ্ট করলে এর পরিণাম কি হতে পারে তা দেখানোর জন্যই এই অভিযান।

সে বড় করে ঢোক গিলে রাতের বাতাসে নিজের শরীর ছেড়ে দিলো। ডানা ছড়িয়ে ওড়াটা কি অসাধারণ এক অনুভূতি! এক কথায় চমৎকার। রাতের বাতাসের মৃদু পরশ পেয়ে ভালো লাগতে লাগলো তার। নিজেকে অনেক শক্তিশালী ও বিপজ্জনক মনে হলো তার। মোটেও আট বছর বয়সী কোন রূপান্তরিত দানব হিসেবে নয়।

অধ্যায় ২৯

"উম, এলা?"

হঠাৎ আমার কণ্ঠস্বর শুনে মেয়েটা বিস্মিত হয়ে লাফিয়ে উঠলো।

আমি ঝোপঝাড় ছেড়ে সামনে এগুলাম যাতে সে আমার মুখ দেখতে পায়। "আমি, ভয় পেয়ো না।" বললাম তাকে, নিজেকে কেন জানি বেকুব বেকুব লাগছে। "কিছুক্ষণ আগে তোমার সাথে দেখা হয়েছে।"

দ্রুত চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসছে, বৃষ্টিও পড়ছে অঝোর ধারায় তবুও আশা করলাম সে যেন আমায় চিনতে পারে। কুকুরটি দৌড়ে এসে আমাকে দেখে সতর্কতাসূচক একটি মৃদু গর্জন করলো।

"ওহ্, হ্যা। ধন্যবাদ, আমাকে সাহায্য করার জন্য," বললো এলা। "তুমি কি ঠিক আছো?" তার কণ্ঠস্বরটা বেশ উদ্বিগ্ন শোনালো।

"আমি ঠিক আছি," দুর্বল কণ্ঠে বললাম। "আসলে...আমার সাহায্যের দরকার।" এ ধরণের কোন কথা আমার মুখ দিয়ে কখনো বের হয় নি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমার এই দুরবস্থা দেখার জন্য জেব এখানে নেই।

"ওহ," এলা বললো। "আচ্ছা। ঐ ছেলেগুলো কি..."

"ওদের একজন আমার গায়ে গুলি লাগাতে সমর্থ হয়," আরো কিছুটা সামনে এগিয়ে এসে বললাম আমি।

এলা আঁতকে উঠে মুখে হাতচাপা দিলো। "ওহ, না! তুমি এ কথাটা আগে কেন বলো নি? আঘাত পেয়েছো তুমি? সোজা হাসপাতালে গেলে না কেন? ওহ, ঈশ্বর, আসো ভেতরে আসো।"

ঘরের ভেতরে ঢোকার জন্য সে সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়ে আমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গন্ধ শুঁকতে থাকা ম্যাগনোলিয়াকে সরিয়ে দিলো।

আমি কিছুটা ইতস্তত করতে থাকলাম। সিদ্ধান্ত নেয়ার এখনই সময়। বাড়ির ভেতরে পা দেয়ার আগপর্যন্ত আমি সহজেই ঘুরে দাঁড়িয়ে পালাতে পারি। কিন্তু একবার ভেতরে ঢুকে গেলে, পালানো অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। কোন জায়গায় আটকা পড়ে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার। অবশ্য আমার দলের সবারই একই দশা হয়। খাঁচায় অনেক দিন আটকা থাকলে এটা বোধহয় যে কারোরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এভাবে খুব বেশি সময় আমি চলতে পারবো না এই ঠান্ডার মাঝে, আহত ও ক্ষুধার্ত শরীর নিয়ে। সাহায্য আমাকে নিতেই হবে। সেটাও অচেনা আগন্তুকদের কাছ থেকে।

"তোমার বাবা-মা কি বাড়িতে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"শুধুমাত্র আমার আম্মুই আছে," এলা জবাবে বললো। "চলো, ভেতরে চলো। আম্মু তোমাকে সাহায্য করতে পারবে। ম্যাগনোলিয়া, এদিকে আয়।" এলা ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে রওয়ানা দিলো। কাঠের সিঁড়িতে পা দিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালো সে। "তুমি কি ঠিকভাবে হাঁটতে পারবে?"

"হ্যা।" ধীরে ধীরে আমি এলার বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলাম। মাথাটা কেন জানি হালকা-হালকা লাগছে। আজকের দিনে করা মারাত্মক ভুলগুলোর মধ্যে এটা হয়তোবা আরেকটা মারাত্মক ভুল হতে যাচ্ছে।

আমি আমার আহত হাতটা ভালো হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলাম।

"ওহ্, ঈশ্বর, ওটা কি রক্ত?" এলা আমার ফ্যাকাশে নীল শার্টের দিকে তাকিয়ে বললো। "ওহ্, না, চলো চলো, তাড়াতাড়ি তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া দরকার।" সে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরে দরজা খুলে দাঁড়ালো। "আম্মু! আম্মু! এই মেয়েটার সাহায্য দরকার।"

ডাক শুনে আমি যেন জমে গেলাম। থাকবো না পালাবো। থাকবো না পালাবো। থাকবো?

অধ্যায় ৩০

"তোমার কি মনে হয় এই তারটা টিকবে?" গ্যাসম্যান ফিসফিসিয়ে বললো।

ইগি মাথা নেড়ে সায় জানালো, ভ্রু কুঁচকে তখন সে দুটা তারকে সংযুক্ত করছে পায়ার্সের সাথে। একটা পাইন গাছের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। তারটা যথেষ্ট টাইট হওয়ার পর স্ক্রু লাগিয়ে দিলো ওটাতে। "এর ফলে কিছুটা টিকবে জিনিসটা," ফিসফিসিয়ে জবাব দিলো সে। "যদি না কোন দ্রুতগামী হামার এসে এটাতে আঘাত করে।"

গ্যাসম্যান গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লো। কি একখান রাতই না কাটলো তাদের! এক রাতে তারা অনেক কিছু করেছে, এমনকি ম্যাক্সও এতকিছু এত ভালোভাবে করতে পারতো না। সে আশা করলো ম্যাক্স এতক্ষণে অ্যাঞ্জেলকে উদ্ধার করে ফেলেছে। সে আরো আশা করলো ওদের অভিযানে কোন উল্টাপাল্টা কিছু ঘটে নি। যদি ঐ বিজ্ঞানীদের খপ্পরে পড়ে যায় অ্যাঞ্জেল...কয়েক মুহূর্তের জন্য সে যেন অ্যাঞ্জেলকে দেখতে পেল, নিষ্প্রাণ হয়ে শুয়ে আছে সে স্টিল স্ল্যাভে যখন সাদা কোটের ঐ বিজ্ঞানীরা ঘুরে ঘুরে লেকচার দিচ্ছে। ঢোক গিলে ভয়াবহ দৃশ্যটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললো ও। চারপাশে আবারো একবার তাকিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনলো গ্যাসম্যান।

"এখন কি সোজা বাসায়?" ইগি জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা।" কথাটা বলে গ্যাসম্যান মাটি ছেড়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠতে থাকলো। সে ইগির অন্ধকার ছায়া অনুসরণ করতে করতেই মোড় ঘুরলো পশ্চিম দিকে, বাসার পানে। উপর থেকে গ্যাসম্যান তাদের কাজের কিছুই দেখতে পেল না, যা বেশ ভালো লক্ষণ। তারা চায় না ইরেজারদের চপারগুলো তাদের ফাঁদ এত সহজে ধরে ফেলুক।

"আমরা প্রায় সবকিছুই ঠিকঠাক মতো করেছি," ভালো উচ্চতায় ওঠার পর সে ইগির উদ্দেশ্যে বললো। "তেল, রাস্তায় পেরেক ছড়ানো, তার। এতে কাজ হয়ে যাওয়ার কথা।"

ইগিও কথাটায় সায় জানালো। "বিগ বয় ব্যবহার করতে না পেরে মেজাজটা খিঁচড়ে আছে," সে বললো। "তবে ওটা আমি অপচয়ও করতে চাচ্ছি না। জিনিসটা ব্যবহারের জন্য আসলে ওদেরকে ঠিকমতো দেখতে হবে

আমাদের। আমাদের বলতে আমি তোমার কথাই বুঝাচ্ছি।"

"হয়তোবা আগামীকাল," গ্যাসম্যান উৎসাহের সুরে বলে উঠলো। "বাইরে বের হয়ে দেখব কি পরিমাণ ধ্বংস আমরা করতে পেরেছিলাম।"

"পেরেছিলাম না, পেরেছি।"

"যাই হোক," গ্যাসম্যান হিমেল বাতাস বুক ভরে টেনে বললো। আরে, একটু অপেক্ষা করে দেখোই না ম্যাক্স পুরো প্ল্যান দেখে কি টাশকি খায়।

অধ্যায় ৩১

একজন কালো চুলের মহিলা দরজা আরো মেলে ধরলেন, তার চেহারায় উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট। "কি হয়েছে, এলা? কি সমস্যা?"

"আম্মু, এ হচ্ছে," এলা মাঝপথেই থেমে গেল।

"ম্যাক্স," আমি বললাম। একটা ভুয়া নাম কেন দিলাম না? কারণ আমি এ ব্যাপারে চিন্তাই করি নি।

"আমার বন্ধু ম্যাক্স। এর কথাই আমি তোমাকে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম। ওই আমাকে হোসে, ডোয়াইন আর তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের হাত থেকে বাঁচায়। তবে সেটা করতে গিয়ে গুলি খায় ও।"

"ওহ্, না!" এলার মা'র বিস্ময়-বিমূঢ় চিৎকার। "ম্যাক্স, দয়া করে ভেতরে আসো। তোমার আব্বা-আম্মাকে কি ফোন করবো আমি?"

আমি তখনো ম্যাট্রেসেই দাঁড়িয়ে আছি, চাচ্ছিলাম না ওদের ফ্লোর বৃষ্টির ফোঁটা ও রক্ত দিয়ে ভিজিয়ে দিতে। "উম..."

তখনই এলার মা আমার রক্তের দাগ মাখা শার্টটা দেখলেন। সেই সাথে আমার ছড়ে যাওয়া গাল ও কালসিটে চোখও তার দৃষ্টি এড়ালো না। সাথে সাথে পুরো পরিস্থিতিই অন্যদিকে মোড় নিল।

"আমার জিনিসপত্র নিয়ে আসি," তিনি মৃদুস্বরে বললেন। "তুমি জুতা খুলে এলার সাথে বাথরুমে যাও।"

কাঁদা ছিটাতে ছিটাতে হলওয়ে দিয়ে হাঁটা ধরলাম আমি। "কি জিনিসপত্র নিয়ে আসবেন তিনি?" আমি ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

এলা বাতি জ্বালিয়ে আমাকে একটি মান্ধাতার আমলের বাথরুমে নিয়ে আসলো। এর টাইলস সবুজ রংয়ের আর সিঙ্কে অল্প-বিস্তর মরচে ধরেছে।

"তার ডাক্তারি জিনিসপত্র," এলাও ফিসফিসিয়ে জবাব দিলো। "তিনি একজন পশুডাক্তার। কাজেই যে কোন আঘাতের চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি বেশ ভালো, কথাটা মানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।"

একজন পশুডাক্তার! আমি ক্ষীণভাবে হাসতে হাসতে টাবের প্রান্তে বসলাম। একজন পশুডাক্তার। তারা নিশ্চয়ই অবাক হবে যখন দেখবে আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কতটুকু প্রযোজ্য।

এলার মা একটা ফার্স্ট এইডের বক্স নিয়ে আসলেন। "এলা, যাও তো ম্যাক্সের জন্য কিছু জ্যুস নিয়ে আসো। এখন তার শরীরে প্রচুর পরিমাণে সুগার ও পানি দরকার।"

"জ্যুস আসলেই খুব চমৎকার হবে," আমি কথাটায় সায় জানালাম।

এলা জ্যুস আনার জন্য হলের দিকে রওয়ানা দিলো।

"মনে হয় তুমি চাও না তোমার আব্বু-আম্মুকে ব্যাপারটা জানাই আমি," এলার মা মৃদু স্বরে বললেন, শার্টের গলার দিকটা ততক্ষণে কাটছেন তিনি।

"উহু, না।" হ্যালো, ল্যাব। আমি কি একটা টেস্ট টিউবের সাথে কথা বলতে পারি?

"অথবা পুলিশকে?"

"তাদেরকে জড়ানোর কোন দরকার নেই," আমি স্বীকার করে নিলাম কথাটা। তারপর গভীর করে শ্বাস টেনে নিলাম যখন তার আঙ্গুল আমার আহত জায়গাটা খুঁজে পেল। "আমার মনে হয় গুলিটা স্রেফ একপাশ ছুঁয়ে গেছে।"

"হ্যা, ঠিকই বলেছো তুমি। তবে কিছুটা গভীরে ঢুকেই সমস্যাটা পাকিয়েছে। আর এদিকে," আমি নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে অনেকটা নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম। অনেক বড় ঝুঁকি নিয়েছি। তোমাদের কোন ধারণাই নেই কত বড় ঝুঁকি। দলের বাইরে আর কাউকে কখনোই আমার ডানা দেখাই নি। কিন্তু এই পরিস্থিতিটা আমি নিজে নিজেও সামাল দিতে পারছিলাম না। বলতে গেলে পুরো ব্যাপারটাই জঘন্য।

এলার মা ঈষৎ ভ্রু কোঁচকালেন। তিনি শার্টটার গলার কাছটা কেটে মেলে ধরলেন। আমি আমার ট্যাঙ্ক টপ পরে অনেকটা মূর্তির মতো বসে রইলাম। ভেতরে ভেতরে এক ধরণের শীতলতা অনুভব করছি যার সাথে বৃষ্টিতে ভেজা কাপড়-চোপড়ের কোন সম্পর্কই নেই।

"এই যে, নাও।" এলা আমার হাতে অরেঞ্জ জ্যুসের একটি বিশাল গ্লাস ধরিয়ে দিলো। তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে প্রায় বিষমই খেতে বসেছিলাম। ওহ, ঈশ্বর, কি মজাদার!

"এটা," এলার মা'র বিস্মিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি আঙ্গুল বুলিয়ে যাচ্ছেন আমার ডানার প্রান্তে যা মেরুদন্ডের সাথে সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখা। আরো একটু ভালো করে দেখার জন্য মাথা নিচু করলেন তিনি।

আমি মোজার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি আমার মাথাটা ঘুরিয়ে আমার চোখের দিকে তাকালেন।

"ম্যাক্স।" তার বাদামী চোখজোড়া একই সাথে উদ্বিগ্ন, ক্লান্ত ও বিস্মিত। "ম্যাক্স, এগুলো কি?" পালকে হাত দিয়ে তিনি শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

ঢোক গিললাম আমি, বুঝতে পারলাম এলা বা তার মা'র সাথে স্বাভাবিক সর্ম্পক বজায় রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। মনে মনে পালানোর নকশাটাও এঁকে ফেললাম হলে যাওয়ার জন্য ডান দিকে মোড়, তারপর বা দিকে এবং অবশেষে সোজা সদর দরজা দিয়ে পগার পার। স্রেফ কয়েক সেকেন্ড লাগবে এর জন্য। সহজেই এটা করতে পারবো আমি। এমনকি যাওয়ার সময় নিজের বুটজোড়াও নিয়ে যেতে পারবো।

"এটা একটা...ডানা," আমি ফিসফিসিয়ে জবাব দিলাম। চোখের কোণা দিয়ে এলাকে ভ্রু কোঁচকাতে দেখলাম। "আমার, উম, ডানা।" অস্বস্তিকর নীরবতা। "ওটাতেও আঘাত পেয়েছি।"

লম্বা করে শ্বাস টেনে ডানাটা ভালো করে মেলে ধরলাম আমি যাতে এলার মা দেখতে পারেন কোথায় গুলি লেগেছে।

তাদের চোখগুলো বড় বড় হয়ে উঠলো। বড় হতেই থাকলো। আমার তো মনে হলো কপাল ফুঁড়ে না বেরিয়ে যায় ওগুলো!

"কি..." হতবাক এলা শুধু এটাই বললো।

এলার মা নীচু হয়ে আরো ভালো করে পরীক্ষা করলেন সেটা। আশ্চর্যজনকভাবে তিনি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছেন। যেনবা ঠিক আছে, তোমার ডানা আছে। তো কি এমন হলো!

আমি তখন প্রচণ্ড জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছি, মাথাটা অনেক হালকা হালকা লাগছে।

"হ্যা, তোমার ডানায়ও গুলি লেগেছে," এলার মা বিড়বিড় করে বললেন। "আমার মনে হয় গুলিটার কারণে হাড়টা সামান্য ছড়ে গেছে।" তিনি বসে আমার দিকে তাকালেন।

তার চোখের দৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমি এ ধরণের পরিস্থিতিতে পড়েছি তা বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছিল। ফ্যাং আমাকে খুন করবে। আমার মৃত্যুর পর সে আবারো আমাকে খুন করবে।

এটা আমার প্রাপ্য।

এলার মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "ঠিক আছে, ম্যাক্স," তিনি শান্ত,

নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠে বললেন। "প্রথমে, তোমার ক্ষত পরিষ্কার করে রক্ত পড়া থামাতে হবে। শেষবার কবে তুমি টিটেনাস ইনজেকশন নিয়েছিলে?"

আমি তার চোখের দিকে তাকালাম। মনে হচ্ছে না তিনি ফালতু কোন কথা বলছেন, তাকে খুব যত্নশীল মনে হচ্ছে আমার প্রতি। গত কয়েকদিন ধরে কথায় কথায় চোখে পানি এসে যাচ্ছে, তাই অবাক হলাম না যখন অশ্রুধারা আমার দৃষ্টি ঝাপসা করে দিলো।

"উম, কখনোই না।"

"ঠিক আছে। ওটারও ব্যবস্থা করা যাবে।"

অধ্যায় ৩২

"আরে, সবকিছু আরো দ্রুত ঘটছে না কেন?" গ্যাসম্যান বলে উঠলো। সে পাইন গাছের ডাল ধরে এতো জোরে লটকে আছে যে তার আঙ্গুল ব্যথা করছে।

"কি ঘটছে?" ইগি অধৈর্য কণ্ঠে বলে উঠলো। "আমাকে সবকিছু খুলে বলো।"

সবে সকাল হয়েছে, তারা দুজন একটি পরিত্যক্ত রাস্তার পাশে একটি পুরনো পাইন গাছের ডালে বসে আছে। পুরো পরিস্থিতি তারা ইতিমধ্যেই পর্যালোচনা করে দেখেছে, গ্যাসম্যানের কথাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে : সেদিন যেখানে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করেছিল তার অনতিদূরে নিদেনপক্ষে দুজন বা তারও বেশি ইরেজার ক্যাম্প করেছে। এটা মোটামুটি পরিষ্কার যে ইরেজাররা তাদেরকেই খুঁজছে।

গ্যাসম্যান এখনো মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে, সে স্কুলে ফিরে গেছে। সেখানে সাদা কোটের বিজ্ঞানীরা তার দেহ থেকে রক্ত নেয়, সিরিঞ্জের মাধ্যমে বিভিন্ন ঔষধ ঢুকায় তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। রক্ত চলাচল প্রক্রিয়া পরীক্ষার জন্য তাকে দৌড়াতে, লাফ দিতে আর রেডিওএকটিভ ডাই খেতেও বাধ্য করে। কত দুর্দশাময় দিনই না তাদের কেটেছে খাঁচায় বন্দী থেকে! ওখানে ফিরে যাওয়ার চেয়ে গ্যাসম্যান মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় মনে করে। অ্যাঞ্জেলও ঐ একই কাজ করতে কিন্তু ওর হাতে তো অন্য কোন উপায় ছিল না।

"একটা হামার আসছে," অনেকটা নিঃশ্বাস বন্ধ রেখেই কথাটা বললো গ্যাসম্যান।

"ডান দিকের রাস্তায়?"

"হ্যা। তারা প্রচণ্ড জোরে গাড়ি চালাচ্ছে।" গ্যাসম্যানের মুখে উৎকণ্ঠিত হাসি।

"নিরাপদে কিভাবে গাড়ি চালাতে হয় তা তারা শেখে নি। কি আফসোস!"

"ঐ যে, তারা আসছে," গ্যাসম্যান বিড়বিড়িয়ে বললো। "আরো সিকি মাইল দূরে।"

"তুমি কি তারপুলিন দেখতে পাচ্ছো?"

"না।"

গ্যাসম্যান দুরু দুরু বুকে দেখতে থাকলো কালো হামভিটিকে রাস্তা দিয়ে ছুটে আসতে। "যে কোন সময়," সে ফিসফিসিয়ে ইগির উদ্দেশ্যে বললো যে

কিনা উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছে।

"আশা করছি তারা তাদের সিটবেল্ট পরে নি!"

তারপরই ব্যাপারটা ঘটলো।

এটা যেন অনেকটা ছবি দেখার মতো। প্রথমে দেখা গেল কালো বাহনটি রাস্তা কাঁপিয়ে আসছে। পরমুহূর্তেই তীক্ষ্ণ ও কর্কশ ব্রেকের আওয়াজ, সাথে সাথে গাড়িটি বাম দিকে ঘুরে গেল। রাস্তাজুড়ে বেশ কয়েকবার এরকম ঘূর্ণনের পর গাড়িটি লাফ মেরে একপাশে গাছের প্রান্তে আঘাত করে শূন্যে উঠে গেল তা। ফুট পনের উঠার পর ভয়াবহ এক শব্দ করে নিচে পতিত হলো।

"ওয়াও," গ্যাসম্যান নরম স্বরে বললো। "সত্যিই অবিশ্বাস্য।"

"দুই সেকেন্ডে পুরো ঘটনাটা খুলে বলো," ইগির অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"গাড়িটা প্রথমে তারপুলিনে আঘাত করে। তারপর লক্ষ্যচ্যুত হয়ে সোজা ধাক্কা মারে গাছে," গ্যাসম্যান তাকে বললো। "এখন এটা উল্টো হয়ে পড়ে আছে, অনেকটা মৃত তেলাপোকার মতো।"

"জোশ!" ইগি বাতাসে মুঠি ছুঁড়লো। "প্রাণের কোন নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে?"

"উহ্, হ্যা। হ্যা, একজন জানালা ভেঙ্গে ফেলেছে। এখন তারা একে একে বেরিয়ে আসছে। বেশ ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছে তাদেরকে। বেশ সাবলীলভাবেই হাঁটছে তারা, তারমানে আঘাত অত গুরুতর নয়।" গ্যাসম্যান চাচ্ছিলো ইরেজাররা এই দূর্ঘটনা থেকে যেন বেঁচে বর্তে না ফিরতে পারে। সেইসাথে ওরা সত্যিকার অর্থে মারা গেলে কি রকম অনুভূতি হত সে সম্পর্কে অতটা নিশ্চিত নয় ও।

তারপরই তার মনে পড়লো তারা অ্যাঞ্জেলকে ধরে নিয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত সে ইরেজারদের এই জীবন-সংশয়ী দূর্ঘটনার স্বাদ দিতে পেরে তৃপ্তি বোধ করলো।

"ধ্যাত।" ইগিকে বেশ হতাশ মনে হলো। "ওদের উপর কি এখন বিগ বয় ফেলা যায়?"

গ্যাসম্যান মাথা নাড়লো। পরমুহূর্তেই তার মনে পড়লো ইগি তো মাথা নাড়াও দেখতে পাচ্ছে না। তাই সে যোগ করলো, "না। তারা এখন ওয়াকি-টকিতে কথা বলছে, সোজা জঙ্গলের দিকে রওনা দিয়েছে। এখন বিগ বয় ফেললে পুরো জঙ্গলে আগুন ধরে যাবে।"

"হুমম।" ভ্রু কোঁচকালো ইগি। "ঠিক আছে। এখন আমাদের উচিত দ্বিতীয় ধাপের জন্য পরিকল্পনা করা। পুরনো কেবিনটাতে বসলে কেমন হয়?"

"চমৎকার," গ্যাসম্যান জবাবে বললো। "চলো যাই। আজকের দিনের জন্য অনেক কিছু করা হয়ে গেছে।"

অধ্যায় ৩৩

আশি বছর আগে কাঠুরেরা তাদের কাজের সুবিধার জন্য একটা অস্থায়ী কেবিন তৈরি করেছিল। গত ত্রিশ বছর ধরে এটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, যার ফলে রীতিমত ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে কেবিনটা। পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে তাদের দলের সদস্যরা এটাকে এখন ক্লাবহাউজ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

"তো, প্রথম ধাপ শেষ হয়েছে," একটি ভাঙ্গা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে বললো ইগি। সে কিছু সময় বাতাসে গন্ধ শুঁকলো। "অনেকদিন ধরে আমরা এখানে আসি না।"

"হ্যা," চারপাশে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বললো গ্যাসম্যান। "এখনও এটা আস্তাকুড়েই আছে।"

"এটা সবসময় আস্তাকুড়ে ছিল," ইগি বললো। "সেজন্যই তো আমরা এটা এত পছন্দ করি।"

"দূর্ঘটনাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না, ঐ তেলে চুবানো তারপুলিন হামারটাকে প্রায় শেষই করে দিচ্ছিল," গ্যাসম্যান বললো। "পুরো ব্যাপারটা ছিল বেশ ভীতিকর।"

ইগি ব্যাকপ্যাক খুলে বিগ বয় বের করলো। এক্সপ্লোসিভের প্যাকেজটাতে অতি সন্তর্পণে হাত বুলাতে লাগলো সে।

"ইরেজারদের নিকেশ করে দিতে হবে আমাদের," বিড়বিড়িয়ে বললো সে। "যাতে তারা আর কখনোই আঘাত করতে না পারে।"

"যাতে তারা আর কখনোই অ্যাঞ্জেলকে নিতে না পারে," গ্যাসম্যান চোখ সরু করে বললো। "চল ওদের চপারটা বোমা মেরে উড়িয়ে দেই।"

ইগি কথাটায় সায় জানিয়ে উঠে দাঁড়ালো। "হ্যা। চলো, বাসায় গিয়ে আরো পরিকল্পনা করা যাবে।"

পরমুহূর্তেই ফ্লোরবোর্ড সামান্য কেঁপে ওঠায় যেন জমে গেল ইগি। গ্যাসম্যান দ্রুত তার দিকে তাকালো, দেখলো ইগির দৃষ্টিহীন চোখ এদিক-সেদিক ঘুরছে।

"তুমি কি শুনতে পেয়েছো?" গ্যাসম্যান ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলে ইগি মাথা নেড়ে সায় জানালো। "হয়তোবা একটা রেকুন..."

"দিনের বেলা তো থাকার কথা না," ইগি অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দিলো।

দরজায় মৃদু নখ ঘষটানোর আওয়াজ শুনে রক্ত যেন হিম হয়ে গেল গ্যাসম্যানের। নিশ্চয়ই এটা কোন জন্তু, কোন খরগোশ অথবা ওরকম...?

"শূকর ছানারা, আমাকে ভেতরে আসতে দাও।" ফিসফিস করে বলে ওঠা শান্ত কণ্ঠস্বরটি বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগলো অনেকটা বিষাক্ত কোন সাপের মতই। এটা ছিল একটা ইরেজারের কণ্ঠ।

শঙ্কিত গ্যাসম্যান চারপাশটা একবার ভালো করে দেখে নিলো। একটা দরজা। দুটো জানালা, একটা মেইন রুমে আর অন্যটা বাথরুমে। তবে তার সন্দেহ হলো বাথরুমের ওটা দিয়ে বের হওয়া সম্ভব হবে কিনা।

আবারো দরজায় নখ ঘষটানোর আওয়াজ শোনা গেল। সাথে সাথে কাঁধের লোমগুলো যেন দাঁড়িয়ে গেল গ্যাসম্যানের। ঠিক আছে, তাহলে এই ঘরের জানালাই সই। সে জানালার দিকে এগুতে থাকলো, শব্দ শুনে তার পেছনে পেছনে চললো ইগি।

ধড়াম!

দরজাটা সশব্দে খুলে গেল, কাঠের টুকরো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লো এদিক-সেদিক।

গ্যাসম্যান ইগিকে ফিসফিসিয়ে জানালার অবস্থান জানালো। ঘরে তখন ধীরে ধীরে ঢুকছে হৈ-হল্লারত ইরেজারটি। সে পেশি টানটান করে জানালা দিয়ে লাফ মেরে বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিলো কিন্তু জানালার কাঁচের ওপাশে একটি বিশাল, হাস্যমুখর মুখ দেখা গেল।

"এই যে, শুকর ছানারা," ধূলি-ধূসর কাঁচ ভেদ করে ভেসে আসলো ইরেজারটির কণ্ঠস্বর।

বছরের পর বছর ম্যাক্সের কাছ থেকে কষ্ট করে শেখা বিভিন্ন কলা-কৌশল মনে পড়লো গ্যাসম্যানের। দরজায় বাধা। জানালায়ও বাধা। তাদেরকে ঘিরে ফেলা হয়েছে, পালানোর কোন পথ নেই। সে বুঝতে পারলো, লড়াইটা হবে খুব কঠিন।

নিজেদের বাঁচামরা হয়তোবা এই লড়াইয়ের ফলাফলের ওপরই নির্ভর করছে।

অধ্যায় ৩৪

ইতিমধ্যেই চারবার ঘুম ভেঙেছে নাজের। শেষ পর্যন্ত চোখ মেলে তাকালো সে।

সকাল হবো হবো করছে। ফ্যাংয়ের টিকিটিরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথমে অ্যাঞ্জেল, তারপর ম্যাক্স আর এখন ফ্যাং।

ফ্যাং নাই! চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে চারপাশ উন্মত্তের মতো খুঁজলো নাজ। অবুঝ আতঙ্কই মনে হয় মানুষকে সত্যিকার অর্থে জাগিয়ে তোলে, সজাগ করে তোলে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে। নাজ একইসাথে সতর্ক ও ভীত, এই মুহূর্তে অনেক চিন্তা তার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ কিছু গতিবিধি তার নজরে আসলো। ঘাড় ঘুরিয়ে এক ঝাঁক বাজ পাখিকে স্বচ্ছ নীল আকাশে উড়তে দেখলো সে। ঐ চমৎকার ও ঐশ্বর্যময় পাখিগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সাথে মিশে গেছে।

তাদের একজন হচ্ছে ফ্যাং।

নাজ দ্রুত উঠে দাঁড়ালো, মাথাটা নিচু ছাদে প্রায় লাগিয়েই দিয়েছিল। দ্বিধাহীনচিত্তে পাহাড়ের কিনারে গিয়ে ঝাঁপ দিলো সে, তারপর ডানার ভাঁজ খুলে ভাসতে থাকলো আকাশে।

সে বাজপাখিদের দিকে এগিয়ে গেল। কয়েকমুহূর্ত কটমট দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পাখিগুলো তার জন্য জায়গা করে দিলো যাতে সেও তাদের সাথে যোগ দিতে পারে। ফ্যাং তার দিকে তাকিয়ে আছে। নাজ তার মুখের অভিব্যক্তি দেখে অবাক হয়ে গেল–কি প্রাণবন্তই না দেখাচ্ছে তাকে! ফ্যাংকে সবসময়ই একটু কঠিন মনে হয়, যেন ধনুকের টানটান ছিলা। কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে যথেষ্ট জীবন্ত ও নরম দেখাচ্ছে।

"শুভ সকাল," সে বললো।

"খিদে লেগেছে," নাজ বললো।

সে কথাটায় সায় জানালো। "শহর তিন মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। আসো আমার সাথে।" সে ডানা না ঝাপটিয়ে এমন এক নতুন উপায়ে দেহ ঘুরালো যে তা তাকে উপরের দিকে নিয়ে গেল। অনেকটা পেনের মতো। নাজও এই উপায়ে চেষ্টা চালালো, কিন্তু তার জন্য অত ভালো ফল বয়ে আনতে পারলো না তা। সে এই নতুন পন্থা শেখার জন্য আরো অনেক প্র্যাকটিস করবে।

তাদের নিচেই একটা সরু দুই লেনের হাইওয়ে। হাইওয়ের পাশে বেশ কয়েকটা দোকান, তারপর রাস্তাটি গিয়ে মিশেছে মরুভূমিতে। ফ্যাং মাথা নিচু করলো একটা ফাস্টফুড স্টোরের পেছনেই বিশাল ডাস্টবিন। এত উপর থেকেও নাজ একজন কর্মীকে কার্ডবোর্ডের বাক্স ফেলতে দেখলো।

তারা কিছুসময় বৃত্তাকারে উড়ে লক্ষ্য রাখলো কর্মীটি আবারো বাইরে আসে কিনা। তারপর নিশ্চিত হয়ে তারা দ্রুত নিচে নামতে থাকলো, অনেকটা নিপতিত বোমার মতই। ডাস্টবিনটার ত্রিশ ফুট উপরে থাকতেই নামার গতি কমিয়ে দিলো তারা। তারপর নিঃশব্দে ডাস্টবিনের ধাতব অংশে অবতরণ করলো।

"নির্বাণ লাভ," ফ্যাং খাবার খুঁজতে খুঁজতে বললো। "বার্গার?"

নাজ কিছুসময় চিন্তা করে মাথা নাড়লো। "জানি না, ঐ বাজ পাখিগুলোকে ছিঁড়ে-খুবড়ে খাবার খেতে দেখে অরুচি ধরে গেছে কিন্তু এই যে দেখো সালাদ। আর কয়েকটা আপেল পাই। বোনাস!"

তারা তাড়াতাড়ি খাবারগুলো তাদের জ্যাকেটের ভিতর ভরতে লাগলো। তারপর, মিনিট তিনেকের মধ্যে আবারো আকাশে উঠলো তারা, মুখে ঝুলে আছে রাজ্যজয়ের হাসি।

খাওয়ার পর নিজেকে বেশ ঝরঝরে লাগছে নাজের। সে তৃপ্তির ঢেকুর ফেলে গুহামুখে বসে থেকে বাজপাখিদের ওড়াওড়ি দেখতে থাকলো।

ফ্যাং তার পঞ্চম হ্যামবার্গার খেয়ে জিন্সে আঙ্গুল মুছলো। "আমার মনে হয় তারা ছোঁ মেরে একে অন্যের সাথে বার্তা আদান-প্রদান করে," বললো সে। "যেনবা তারা বলছে কোথায় শিকার পাওয়া যেতে পারে অথবা ঐ রকমই কিছু একটা। আমি এখনও ব্যাপারটা ধরতে পারি নি। তবে শীঘ্রই পারবো।"

"ওহ্।" নাজ বসে ডানা ছড়িয়ে দিলো, উপভোগ করছে পালকে সূর্যের উষ্ণতা। সে চাচ্ছিলো চুপচাপ বসে থাকতে কিন্তু মিনিট পাঁচেক পর বিরক্ত লাগা শুরু করে তার।

"ফ্যাং? আমাদের ম্যাক্সকে খুঁজে বের করতে হবে," সে বললো। "অথবা আমাদের কি উচিত ম্যাক্সকে ছাড়াই অ্যাঞ্জেলকে উদ্ধারের চেষ্টা চালানো?"

ফ্যাং বাজপাখিদের ওপর থেকে তার মনোযোগ সরিয়ে আনলো। "আমরা পিছু ফিরে গিয়ে ম্যাক্সের খোঁজ করবো, বলে উঠলো সে। "ম্যাক্স নিশ্চয়ই কোন একটা ঝামেলায় পড়েছে।"

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লো নাজ, তবে বুঝতে পারছে না কি রকম ঝামেলা ম্যাক্সকে আটকে রাখতে পারে। সে এ ব্যাপারে খুব বেশি চিন্তাও করতে চাচ্ছে না।

ফ্যাং উঠে দাঁড়িয়ে নাজের দিকে তাকালো, তার মুখ কোমল ও শান্ত।

“তুমি কি তৈরি?”

নাজ লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় থেকে বালু ঝেড়ে পরিষ্কার করলো। “অবশ্যই। উম, আমাদের কোথা থেকে শুরু...”

কিন্তু ফ্যাং ইতিমধ্যে চলে গেছে, বাতাসের তোড়ে দ্রুত উপরে উঠছে।

নাজও ওর পিছু পিছু পাহাড়ের কিনারে গিয়ে লাফ দিলো।

“টারজান!” চিৎকার করে উঠলো সে। এ কথার মাধ্যমে সে কি বুঝাতে চাইলো আল্লাহ্ মালুম।

অধ্যায় ৩৫

শরীরে ব্যান্ডেজ লাগানো অবস্থায় ঘুম থেকে উঠলাম আমি।

আমার মনে হচ্ছিলো মৃত্যুর কথা।

সবসময়কার মতো জেগে ওঠার পর কয়েক সেকেন্ড আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রইলাম, বুঝতে পারছিলাম না কোথায় আছি। আমার চোখ দেয়ালে ফুলেল ওয়ালপেপারের উপস্থিতি লক্ষ্য করলো। একটি নরম, উষ্ণ বিছানা যা থেকে মৃদু গন্ধ ভেসে আসছে। নিচের দিকে তাকালাম, দেখলাম কার্টুনের ছবিওয়ালা একটি বিশাল টি-শার্ট পরে আছি।

আমি আছি এলার বাসায়। আমাদের প্ল্যান ছিল অ্যাঞ্জেলকে উদ্ধার করার, যদি সে এখনো বেঁচে থাকে। ফ্যাং ও নাজ হয়তোবা এখন আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে। ওদেরকে অবশ্য খুব একটা দোষও দেয়া যায় না।

হঠাৎ করে কাঁধ ও ডানায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতে শুরু করলাম যা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো। মনে আছে একবার আমার কাঁধ স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছিল। কি ভয়ানক ব্যথাই না পাচ্ছিলাম! আমি এলোমেলো পায়ে কাঁধ চেপে হাঁটছিলাম, চেষ্টা করছিলাম না কাঁদার। জেব আমার সাথে কথা বলে বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলো। তারপর আমি কিছু বুঝে ওঠার আগে, একদম হঠাৎ করেই স্থানচ্যুত কাঁধটাকে জায়গায় লাগিয়ে দেয় সে। তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যথা দূর হয়ে যায়। সে হেসে উঠে আমার ঘামে ভেজা চুলে হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করে, ং আমাকে লেমোনেড খেতে দেয়। আর আমি চিন্তা করছিলাম, বাবারাই বোধহয় নিজের সন্তানের জন্য এরকম করতে পারে।

জেবের কথা চিন্তা করে হঠাৎ কান্না আসলো আমার।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেলাম। কারণ, আমার শোবার ঘরের দরজা খুব ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছিলো।

দৌড়াও! আমার মন চিৎকার করে উঠলো।

এলার উৎসুক বাদামী চোখ দরজার ওপাশ থেকে উঁকি মারলো। সে মৃদু স্বরে ঘাড় ঘুরিয়ে কারো উদ্দেশ্যে বললো, "আমার মনে হয় তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে।"

এলার মা দেখা দিলেন। "সুপ্রভাত, ম্যাক্স। তুমি কি ক্ষুধার্ত? প্যানকেক ভালো লাগে তোমার?"

"আর ছোট আকারের সসেজ?" এলা যোগ করলো। "সেইসাথে কিছু ফলমূল?"

এত এত খাবারের কথা শুনে জিভে জল এসে গেল আমার। মাথা নাড়িয়ে সায় জানালাম। তারা হেসে চলে গেল। তখনই আমি বিছানায় কাপড়-চোপড়গুলো দেখতে পেলাম। আমার জিন্স ও মোজা ধুয়ে রাখা হয়েছে, সাথে একটা নতুন ল্যাভেন্ডার সোয়েট শার্ট।

ঠিক জেবের মতোই এলার মা আমার দেখভাল করছেন। আমি জানি না এটা কিভাবে নেব, কিভাবেই বা তার কথা বলবো।

যে কোন সাধারণ মেয়ে ঠিকই জানতো।

অধ্যায় ৩৬

যত দ্রুতই ইরেজাররা তাদেরকে খুন করুক না কেন, গ্যাসম্যান জানে এটা অনন্তকালের মতোই অনুভূত হবে।

"উপরে উঠে ভাগো," ইগি শ্বাস আটকে বলে উঠলো। ইঞ্চি ইঞ্চি করে কাছে আসছে সে।

উপরে উঠে ভাগো? ভ্রু কোঁচকাল গ্যাসম্যান। ইগি নিশ্চয়ই মজা করছে। সোজা উপরে?

ধড়াম!

গ্যাসম্যান লাফ মেরে উঠলো যখন সশব্দে তার পেছনের জানালা ভেঙ্গে গেল। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো কাঁচের ভাঙ্গা টুকরা। একজন ইরেজার ভাঙ্গা জানালা গলিয়ে ভেতরে আসার চেষ্টা চালাতে লাগলো, তার মুখে নিঃশব্দ হাসি।

"কল্পনা করতে পারো?" প্রথম ইরেজারের মুখেও বিগলিত হাসি। "আমরা পিচ্চিটাকে পেয়ে গেছি, এখন তারা আর তোমাদের জীবিত রাখতে চাচ্ছে না।" উন্মাদের মত হাসি শোনা গেল, ধীরে ধীরে তাদের চেহারার পরিবর্তন হয়ে নেকড়ের রূপ ধারণ করলো, নাকমুখের বৃদ্ধি ঘটলো অস্বাভাবিকভাবে। তাদের দাঁতগুলোও আরো লম্বা হতে থাকলো। এখন ওগুলোকে অনেকটা ধারালো ছুরির মতই লাগছে দেখতে।

"বাচ্চারা, বাচ্চারা," ঘড়ঘড় আওয়াজ করে একজন বলে উঠলো। "কেউ কি তোমাদের কখনো বলে নি? তোমরা দৌড় দিতে পারলেও লুকাতে কিন্তু পারবে না।" তার ঝলমলে চুলের পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে, সেইসাথে হাতে দ্রুত গজাচ্ছে লোম। সে ঠোঁটে জিহবা বুলিয়ে বিশাল লোমশ হাত দুটি ঘষতে লাগলো, দেখে মনে হতে পারে সে বোধহয় কার্টুন ফিল্ম থেকে উঠে আসা কোন মন্দ ব্যক্তি।

"প্রস্তুত?"

ইগির কণ্ঠস্বর এতই ক্ষীণ ছিল যে গ্যাসম্যান পুরোপুরি নিশ্চিত নয় সে ঠিকমত শুনেছে কিনা। প্রত্যেক সেকেন্ডকে এখন মনে হচ্ছে অনন্তকাল। অজান্তেই হাত মুঠি পাকালো। সে প্রস্তুত।

"এই উদ্ভট পশুটা অন্ধ," ইগিকে দেখিয়ে একজন ইরেজার বললো। "ভয়

পেয়ো না, বাছা। শীঘ্রই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। তখন তোমাকে আর এই অন্ধত্ব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। তবে এটা বেশ পরিতাপের বিষয় যে তারা তোমাকে তাদের নতুন এক জোড়া চোখ দেয় নি, ঠিক আমারই চোখের মতো একজোড়া চোখ।"

গ্যাসম্যান তার দিকে তাকালো। সাথে সাথে ভিতরে এক ধরণের প্রতিক্রিয়া হওয়া শুরু করলো তার যখন সে বুঝতে পারলো ইরেজারের বক্তব্য। ইরেজারটির চোখের জায়গায় একটা স্টেইনলেস স্টিলের বল। লেজারের মত লাল দীপ্তিতে মনে হচ্ছে চোখ ভরে আছে রক্তে। দাঁত বের করে ইরেজারটি ফিরে তাকালো গ্যাসম্যানের দিকে। একটা লাল বিন্দু গ্যাসম্যানের শার্টে আর্বিভূত হলো, ধীরে ধীরে ঐ জায়গাটি পুড়ে গিয়ে সেখানে ছোটখাট গর্তের সৃষ্টি হলো।

হেসে উঠলো ইরেজাররা।

"সাম্প্রতিক প্রযুক্তি তোমার ওপর প্রয়োগ করার আগেই তুমি পালিয়ে এসেছো," একজন বললো। "তোমারই ক্ষতি হলো।"

হ্যা, ঠিক বলেছো, বিতৃষ্ণা ভরে ভাবলো গ্যাসম্যান।

"কি মনে হয়, শূকরছানারা?" প্রথম ইরেজারটি জিজ্ঞেস করলো। "তোমরা কি পালানোর চেষ্টা করতে চাও? কে জানে, হয়তোবা তোমাদের ভাগ্য ভালোও হতে পারে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও।"

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে ইরেজাররা তাদের দিকে এগুতে লাগলো।

"তিন গোনা পর্যন্ত।"

আবারো গ্যাসম্যান নিশ্চিত নয় সে ইগিকে ঠিকমত শুনতে পেরেছে কিনা নাকি স্রেফ কল্পনা করছে।

"এক।"

গ্যাসম্যানের পা স্নিকারের ভেতরে যেন স্থির হয়ে আছে।

"দুই।"

যখন ইগি চিৎকার করে বললো, "তিন!" গ্যাসম্যান ডানাগুলো মেলে ধরে লাফ মেরে শূন্যে উঠে গেল। ক্ষুব্ধ গর্জন ছেড়ে এক ইরেজার তার পা আঁকড়ে ধরলো। ততক্ষণে ইগি কেবিনের নড়বড়ে ছাদ ভেঙে বাইরে বেরিয়ে গেছে। গ্যাসম্যান হ্যাচকা টান মেরে ইরেজারের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

তারপর ছাদের ফোকর গলিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালালো সে। ডানাগুলো দেহের সাথে মিশিয়ে অবশেষে বেরুতে সমর্থ হলো।

বেরুনোর পর দ্রুত উচ্চতা হারাতে লাগলো সে, আনাড়ির মত ছাদের বিমে গিয়ে পড়লো। পড়ার পর পিছলাতে থাকলো সে, মরিয়ার হয়ে ধরতে চাইলো কোন অবলম্বন।

বিশ ফিট উপর থেকে ইগির চিৎকার ভেসে এলো, "গ্যাজার! পালাও!"

ছাদের প্রান্ত থেকে পিছলিয়ে পড়ার সাথে সাথে ডানা মেলে ধরলো গ্যাসম্যান। তারপর, নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ডানা উপর-নিচ করতে থাকলো সে। ইগিকে যখন সে প্রায় ধরে ফেলেছে তখন ইগি কেবিনের দিকে আন্দাজ করে একটা প্যাকেজ ছুঁড়ে মারলো।

"সরো, সরো, সরো!" ইগি চিৎকার করে উঠলো, পাখা ঝাপটাচ্ছে সে উন্মত্তের মত। কয়েক সেকেন্ডের ভিতরেই তারা শ'গজ দূরত্ব অতিক্রম করে ফেললো।

বুম!

বিস্ফোরণের শব্দে তারা শরীর কুঁকড়ে রাখলো। শকওয়েভের প্রচণ্ডতা না সামলাতে পেরে অনেক দূর ছিটকেও পড়লো তারা। গ্যাসম্যান সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নিচে তাকালো, চোখ বড় বড় করে দেখলো কেবিনের জায়গায় আগুনের দাপাদাপি।

বাক্যহারা হয়ে পড়লো সে।

বিগ বয় নামক বোমাটি বিস্ফোরণের পর কেবিনটি উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে লাগলো, এর পুরনো, পচে যাওয়া কাঠ নিমেষে পরিণত হলো আগুনের খোরাকে। আগুনের লেলিহান শিখা যেনবা আকাশ ছুঁতে চাচ্ছে, পাশের সবুজ গাছেও ছড়িয়ে পড়ছে তা।

কি অসাধারণই না লাগছে দেখতে!

"তো," ইগি অনেকক্ষণ পর বলে উঠলো, "তাদেরকে একটা উচিত শিক্ষা দেয়া গেল।"

গ্যাসম্যান মাথা নাড়লো, তার বমি বমি লাগছে। একটা কৃষ্ণকায় দেহ বিস্ফোরণের তীব্রতায় উড়ে আসে উপরে, তারপর ভূমিতে পতিত হয় জ্বলন্ত কয়লা হিসেবে। অন্য ইরেজারটি কোন রকমে হাত-পায়ে ভর দিয়ে কেবিনের বাইরে বের হয়ে আসে, জ্বলন্ত দেহটি একসময় আছড়ে পড়ে মাটিতে।

"অবশ্য যদি তারা পালাতে অসমর্থ হয়," ইগি যোগ করলো।

ইগি অবশ্যই কিছু দেখতে পায় নি। গ্যাসম্যান গলা পরিষ্কার করলো। "না," সে বললো। "তারা মারা গেছে।" নিজেকে হঠাৎ অপরাধী মনে হলো তার। তারপরই মনে পড়লো অ্যাঞ্জেলের কথা, কিভাবে তিন রাত আগে তারা

দু'জন ভাগাভাগি করে আইসক্রিম খেয়েছে। স্রেফ ঈশ্বরই জানেন কি ভয়াবহ পরীক্ষাই না এখন অ্যাঞ্জেলের উপর চালানো হচ্ছে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো গ্যাসম্যানের।

"নে, হারামজাদারা। এবার মজা বুঝ!" সে বিড়বিড় করে বললো। "এটা আমার বোন অ্যাঞ্জেলের জন্য, নোংরা বেজন্মারা।"

তারপর সে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া কালো হামারটিকে কেবিনের উদ্দেশ্যে দ্রুত আসতে দেখলো। একজন ইরেজার জানালা দিয়ে মুখ বের করে আছে, তার হাতে বাইনোকুলার।

"চলো, ইগি," গ্যাসম্যান বললো। "এখান থেকে কেটে পড়ি।"

অধ্যায় ৩৭

ঘণ্টার তীক্ষ্ণ ধ্বনি শোনা গেল, তারপর অ্যাঞ্জেলকে সামনে ঠেলে দিলো একজোড়া খসখসে হাত। সে হোঁচট খেল, তবে একদম শেষ মুহূর্তে নিজেকে রেজর ওয়্যারের ওপর পড়ার হাত থেকে কোনমতে বাঁচালো।

অ্যাঞ্জেলের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। সে সারা দিন ধরেই এই কাজ করছে আর এখন শেষ বিকেল।

প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে তার এবং প্রতিটি পেশিতে ব্যথাও হচ্ছে খুব কিন্তু তবুও তারা তাকে বাধ্য করছে দৌড়াতে।

অ্যাঞ্জেল জানে, এ এক গোলকধাঁধা।

তারা এটা বানিয়েছে স্কুলের মেইন বিল্ডিংয়ে, একটা বিশাল জিমের মত ঘরে। ঘণ্টা বাজিয়ে তারা তাকে সামনে ঠেলে দেয় এবং তাকে অসম্ভব দ্রুত দৌড়ে খুঁজে বের করতে হয় বের হবার রাস্তা। প্রত্যেকবার গোলকধাঁধাটা থাকে ভিন্ন, বের হবার রাস্তাটাও থাকে ভিন্ন জায়গায়। যখনই সে গতি কমিয়ে দেয় তখনই তাকে মগজ তোলপাড় করা ইলেকট্রিক শক দেয়া হয় অথবা পা জ্বলে যায় নিচের আগুন-গরম ওয়্যারে। তাই কান্নাভেজা চোখে বেরুবার রাস্তা খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত অন্ধের মত দৌড়ে চলে অ্যাঞ্জেল।

তারপর সে এক চুমুক পানি ও মিনিট পাঁচেকের বিশ্রাম পায়। ততক্ষণে গোলকধাঁধাটি নতুন করে বানানো হয়।

ফুঁপিয়ে উঠলো অ্যাঞ্জেল, চেষ্টা করছে শান্ত থাকার। পুরো ব্যাপারটায় ঘেন্না ধরে গেছে তার!

উঠে দাঁড়ালো সে, খানিকটা যেন উত্তেজিত। চোখ বন্ধ করে বিজ্ঞানীরা কি ভাবছে তা শোনার চেষ্টা চালালো সে।

এক বিজ্ঞানী চাচ্ছে গোলকধাঁধায় এক ইরেজারকে ছেড়ে দিতে। তাতে তারা বুঝতে পারবে ইরেজারের সাথে লড়াই করার মত শক্তি তার মাঝে আছে কি নেই। আরেকজন চিন্তা করছে তাদের উত্তপ্ত ওয়্যারের সংখ্যা আরো বাড়ানো উচিত। এতে সবসময়ই ওগুলোর উপর দিয়ে অ্যাঞ্জেলকে দৌড়াতে হবে। যার ফলে চাপ সহ্য করার পরিমাণটাও পরীক্ষা করে নেয়া যাবে।

আর অ্যাঞ্জেল চাচ্ছিলো ওদের সবাইকে অনন্তকাল পর্যন্ত পুড়াতে!

ওদের একজন এখন পরবর্তী গোলকধাঁধার ডিজাইন করছে।

অ্যাঞ্জেল তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করলো ঐ সাদা কোট পরিহিত

বিজ্ঞানীটার উপর। তবে সে ভাব করছে যেনবা বিশ্রাম নিচ্ছে। কেউ একজন তার হাতে পানি ধরিয়ে দিলে সে দ্রুত গলধঃকরণ করলো তা। গোলকধাঁধাঁর খসড়া নকশা দেখতে পাচ্ছে সে! এটা দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছে অ্যাঞ্জেল কারণ ঐ বিজ্ঞানীটির মনের কথা পড়তে পারছে সে। ইচ্ছা করেই বেশ কয়েকবার জোরে জোরে শ্বাস নিলো যাতে তাকে প্রচণ্ড ক্লান্ত দেখায়। কিন্তু তার শরীরে তখন বয়ে যাচ্ছে এক নতুন সম্ভাবনার জোয়ার।

সে ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে। সে এখন জানে পরবর্তী গোলকধাঁধাঁ দেখতে কি রকম হবে। ক্লান্তভাবে চোখ পিটপিট করে উঠে বসলো অ্যাঞ্জেল। কিন্তু মনে মনে তখন গোলকধাঁধাঁর লে-আউট বিশ্লেষণ করছে প্রথমে ডান দিকে যেতে হবে, তারপর আবারো ডানে, তারপর মোড় নিতে হবে বামে, এরপর তিনটা রাস্তা ফেলে চতুর্থ রাস্তায় নিতে হবে একটা বাঁক...এভাবেই বের হবার রাস্তা আসার আগ পর্যন্ত দৌড়ে যেতে হবে।

সে দেখতে পাচ্ছে সব ফাঁদ, কানাগলি ও ভ্রান্ত পথ।

ওদের সবার মাথা নষ্ট করে দেয়ার জন্য আর তর সইছে না তার। আহ, কি মজাই না হবে!

একজন সাদা কোট তাকে ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দিলো নতুন গোলকধাঁধাঁটির প্রবেশমুখে।

ঘণ্টা বেজে উঠলো।

কেউ একজন ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলে দিলো তাকে।

অ্যাঞ্জেল দৌড়াতে শুরু করলো। ওয়্যারগুলো অনেক গরম থাকতে পারে এটা ভেবে যথেষ্ট জোরে দৌড়াচ্ছে সে। প্রথমে সে ডানদিকে মোড় নিলো, তারপর আবারো ডানে, এরপর বামে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক, এভাবেই চলতে থাকলো। দ্বিধাহীনচিত্তে রেকর্ড গতিতে এগিয়ে চললো অ্যাঞ্জেল। এবার একবারের জন্যও সে ইলেকট্রিক শক খায় নি কিংবা পায়ে গরম ওয়্যারের ছ্যাঁকাও অনুভব করে নি।

ধাঁধাঁর গমনপথ বেয়ে ছুটে বেরিয়ে আসলো সে, তারপর কাঠের মেঝেতে গিয়ে আছড়ে পড়লো।

সময় বয়ে যেতে লাগলো।

খুচরো-খাচরা কথা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে অসাধারণ। চিন্তা করার অসামান্য দক্ষতা। সমস্যা থেকে উত্তরণের সৃজনশীল পদ্ধতি। ওর মগজের ব্যবচ্ছেদ করো। সংরক্ষণ করো অর্গানগুলো। পরীক্ষা চালানোর জন্য ডিএনএ বের করা উচিত।

একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আমরা এখনই ওর মগজ ব্যবচ্ছেদ করতে

পারবো না।" বক্তাটি হেসে উঠলো যেন খুব মজার কোন কথা বলে ফেলেছে। তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো যেন সে ঐ একই কণ্ঠস্বর কোন রূপকথায় শুনেছে, অথবা কোন এক রাতে বাসায় ম্যাক্সের সাথে থাকার সময় শুনেছে।

চোখ পিটপিট করে অ্যাঞ্জেল বাস্তব দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইলো। চোখ তুলে তাকিয়ে ভুলই করলো সে। একজন বৃদ্ধ মানুষ ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে ওয়্যার-রিমড গ্লাস এবং মুখ ভরতি হাসি। তাকে দেখতে...

"হ্যালো, অ্যাঞ্জেল," দয়ালু কণ্ঠে বললো জেব বেচেল্ডার। "কত্তো দিন তোমায় দেখি না। অনেক অভাব বোধ করেছি তোমার, সোনামণি।"

অধ্যায় ৩৮

ফ্যাং আসলে কি প্রত্যাশা করছে তা নাজ ঠিক বুঝতে পারছে না। তাদের দিকে উড়ে উড়ে আসবে ম্যাক্স? অথবা নিচে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করবে? ম্যাক্সের দেহ নিথর হয়ে পড়ে আছে, দ্রুত এই দৃশ্যটা চোখ থেকে মুছে ফেলল নাজ। অপেক্ষা করে যাবে সে। ফ্যাং যথেষ্ট বুদ্ধিমান; ম্যাক্স তাকে বিশ্বাস করে। নাজও তাকে বিশ্বাস করে।

কত দূর আগে তাদের থেকে আলাদা হয় ম্যাক্স? নাজের মনে নেই। সে এবং ফ্যাং বিশাল বিশাল বৃত্ত রচনা করে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে উড়ে চলেছে। ম্যাক্স তো তাদেরকে পেরিয়েও যেতে পারে। এখন হয়তোবা সে লেক মিডে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

"ফ্যাং? তোমার কি মনে আছে কোন জায়গায় আমরা ম্যাক্সকে ছেড়ে রওয়ানা দেই?"

"হ্যা।"

"আমরা কি ওখানে ফিরে যাব?"

বিরতি। "সমস্যা না হলে তো ফিরে যাওয়ার কোন কারণ দেখি না।"

"কিন্তু কেন? হয়তোবা ম্যাক্স আহত হয়ে পড়ে আছে, আমাদের সাহায্য চাচ্ছে। হয়তোবা অ্যাঞ্জেলকে রক্ষা করতে যাওয়ার আগে আমাদের ম্যাক্সকে রক্ষা করা দরকার।"

এভাবে মিশনগুলো পৃথক করে রাখাটা বেশ কঠিন। প্রথমে অ্যাঞ্জেল, তারপর ম্যাক্স, তারপর আবার অ্যাঞ্জেল।

বাজপাখিদের অনুকরণ করে বাম দিকে নিচু হয়ে বাঁক খেল ফ্যাং। নাজও একই কাজ করলো। তাদের নিচের আবহাওয়া প্রচণ্ড শুষ্ক; শুধু মাঝে মাঝে কিছু রাস্তা, ক্যাকটাস ও ঝোপ-ঝাড় বাদে।

"নিজে নিজেই ব্যথা পাওয়ার কথা নয় ম্যাক্সের," ফ্যাং আস্তে করে বললো। "হঠাৎ করে কোন গাছের সাথে ধাক্কা লাগার কথা নয় তার। কাজেই সে যদি আহত হয়েই থাকে তাহলে এর মানে দাঁড়ায় কেউ তাকে আঘাত করে আহত করেছে। তার মানে কেউ একজন তার সম্বন্ধে জানে। আমরা অবশ্যই চাইব না ওই কেউ একজন আমাদের সম্বন্ধেও জানুক। আমরা যদি ম্যাক্সকে খুঁজতে ওখানে যাই তাহলে তারা ঠিকই আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনে যাবে।"

চোয়াল হা হয়ে গেল নাজের।

"আর যদি ব্যস্ত থাকার কারণে ম্যাক্সের আসতে দেরি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ওখানে ফিরে যাওয়াটা অনর্থক সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। ব্যস্ততা কমলে সে ঠিকই ফিরে আসবে। তো এখন আমরা অপেক্ষা করে যাব চারপাশটা খুঁজে দেখব। তবে আমরা অবশ্যই সেই আগের জায়গায় ফিরে যাচ্ছি না।"

নাজ তার মস্তিষ্কে ম্যাক্সের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল   চিন্তা করে কোনকিছু বলো। কাজেই সে মুখ বন্ধ রেখে চিন্তা করতে লাগলো। সে ভেবে পাচ্ছিলো না কিভাবে ফ্যাং ম্যাক্সকে উদ্ধার করতে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করতে পারে। এতে যদি তারা বন্দী হয় বা আঘাত পায় তাতেও তো নিষেধাজ্ঞা দেয়া উচিত নয়। অ্যাঞ্জেলকে উদ্ধার করতে গিয়েও তো তারা সবাই আহত কিংবা বন্দী হতে পারে, ঠিক না? তাহলে ম্যাক্সের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন কেন? ম্যাক্স তো অ্যাঞ্জেলের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, অপরাধী মনে ব্যাপারটা স্বীকার করে নিল নাজ। ম্যাক্স তাদের দেখভাল করেছে, পুরো সংসারটা চালিয়েছে।

সে ফ্যাংয়ের দিকে একবার তাকালো। ফ্যাং খুব বেশি বন্ধুবৎসল বা স্নেহপ্রবণ না হলেও এমনিতে যথেষ্ট পরিমাণে ভালো। সে যোগ্য ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। কিন্তু ম্যাক্স যদি না থাকে সে কি সবার দেখভাল করবে? নাকি সে তাদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না দেখিয়ে অন্য কোন জায়গায় গিয়ে বসবাস করা শুরু করবে? নাজ জানে না ফ্যাং আসলে কি ভাবছে।

হঠাৎ নাজকে চোখ থেকে পানি মুছতে দেখা গেল। ওহ্, ঈশ্বর। ম্যাক্সকে ছাড়া বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। কয়েকবার চোখ পিটপিট করে সে চাইলো দৃষ্টি পরিষ্কার করতে, চেষ্টা করলো অন্য কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে। সে নিচের রাস্তা দিয়ে একটা সাদা ট্রাককে আসতে দেখলো। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে সে বের করতে চাইলো ট্রাকটা কি বহন করছে অথবা কোথা থেকেই বা আসছে। কিন্তু এতে কিইবা যায় আসে। বড় বড় করে শ্বাস টানলো সে, মোটেও চাচ্ছে না ফ্যাংয়ের সামনে কাঁদতে। তাকে হয়তোবা খুব শীঘ্রই দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হওয়া শিখতে হবে। এখন থেকেই তার প্র্যাকটিস করলে খারাপ হয় না।

ট্রাকটা একটা ইন্টারসেকশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে বেশ কিছু দিক-নির্দেশনা দেখা যাচ্ছে। ভালো করে তাকালো সে, দেখলো নির্দেশনাগুলো আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসছে। এখন ওগুলো পড়া যাচ্ছে। একটাতে লেখা, ক্যালিফোর্নিয়া ওয়েলকাম সেন্টার, ১৮ মাইল। আরেকটাতে লেখা, লাস ভেগাস, উত্তর, ৯৮ মাইল। অন্য আরেকটায় লেখা, টিপিস্কো, তিন

মাইল।

টিপিস্কো! টিপিস্কো, আরিজোনা! এখানেই তো নাজের জন্ম! ওখানেই তো তার বাবা-মা'র থাকার কথা। ওহ্, ঈশ্বর, তাদেরকে কি এখনো খুঁজে পাওয়া যাবে? তারা কি তাকে আবারো গ্রহণ করবে? এত বছর কি তারা তার অভাব অনুভব করে নি?

"ফ্যাং!" সে নিচের দিকে নামতে নামতে চিৎকার করে উঠলো। "নিচেই টিপিস্কো! আমি ওখানে যাচ্ছি!"

"কোনভাবেই না, নাজ," ফ্যাং তার দিকে এগিয়ে এসে বললো। "এখন আমাদের আলাদা হওয়া ঠিক হবে না। আমার সাথে থাকো।"

"না!" জবাবে বললো নাজ। নিজেকে বেশ সাহসী ও মরিয়া মনে হচ্ছে তার। সে কাঁধ ও মাথা ঝুঁকিয়ে আস্তে আস্তে নিচে নামতে থাকলো। "আমার নিজের বাবা-মা'কে খুঁজে বের করতে হবে। যদি ম্যাক্স চলে যায় তাহলে আমার কারোর না কারোর দরকার পড়বে।"

ফ্যাংয়ের কালো চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। "কি? নাজ, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। চলো, কোথাও বসে ঠান্ডা মাথায় এ নিয়ে কথা বলি।"

"না!" তার চোখ বেয়ে আবারো পানি বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো। "আমি নিচে নামছি, তুমি আমাকে আটকাতে পারবে না।"

অধ্যায় ৩৯

"ইরেজাররা আমাদের গন্ধ পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা মোটামুটি নিরাপদে আছি," গ্যাসম্যান ফিসফিসিয়ে ইগিকে বললো। তারা একটা সরু গিরিশৃঙ্গের ফোকরে বসে আছে, সামনে কিছু এবড়োখেবড়ো ঝোপঝাড়। তাদেরকে ধরতে হলে ইরেজারদের পাহাড় বেয়ে উঠতে হবে অথবা চপার ব্যবহার করতে হবে।

ইগি তার হাত হাঁটুর উপর রাখলো। "কি বালের একখান ঝামেলায়ই না পড়লাম!" বিরসবদনে বললো সে। "আমি তো ভাবলাম ঐ দুই ইরেজারদেরকে হটালে আমরা অন্তত কিছু সময়ের জন্য শান্তির নিঃশ্বাস নিতে পারব। তারা নিশ্চয়ই কেবিনে আক্রমণ করার আগেই একটা ব্যাকআপ টিম পাঠিয়েছে।"

গ্যাসম্যান তার হাত থেকে ধূলা ঝাড়লো। "অন্তত তাদের দুজনকে আমরা সরাতে পেরেছি।" সে ভাবলো ইগিরও তার মতো খারাপ লাগছে কিনা; চেহারা দেখে অবশ্য বুঝা যাচ্ছে না।

"হ্যা, কিন্তু এরপর কি? আমাদের তো এখন যাওয়ারও কোন জায়গা নেই," ইগি বললো। "বাসায় ফিরে যাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে ন তারা খুব সম্ভবত এখন পুরো জায়গাটা ঘিরে আছে। তাহলে কি করা যায়? আর ম্যাক্স ও অন্যরা যদি এসে সোজা একটা অ্যামবুশের মধ্যে পড়ে যায়?"

"আমি জানি না," হতাশ কণ্ঠে বললো গ্যাসম্যান। "ওই ইরেজারগুলোকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছু ভাবি নি আমি। দেখো একটা প্ল্যান বের করতে পারো কিনা।"

ছেলে দুটো আধো অন্ধকার ও ভ্যাপসা বাতাসের মাঝে বসে থাকলো। গ্যাসম্যানের পেট হঠাৎ গুড়গুড়িয়ে উঠলো।

"বলো দেখি কি বের করলে," কনুইয়ে ভর দিয়ে বললো ইগি।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," গ্যাসম্যান হঠাৎ বলে উঠলো। "আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। তবে এটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ আর ম্যাক্স এ ব্যাপারে জানতে পারলে আমাদের নির্ঘাৎ মেরেই ফেলবে।"

কথাটা শুনেই ইগি মাথা তুললো। "বুঝাই যাচ্ছে, আমার খুব পছন্দের হবে আইডিয়াটা।"

অধ্যায় ৪০

চৌদ্দ বছরের এই জীবনে আমি কখনোই স্বাভাবিক বোধ করি নি শুধুমাত্র এলা ও তার মা ডা. মার্টিনেজের সাথে কাটানো দিনটার কথা বাদ দিলে।

প্রথমে, আমরা কিচেন টেবিলে সকালের নাস্তা সারলাম। ফর্ক, ছুরি ও ন্যাপকিন নিয়ে প্লেটে করে খাবার খেলাম আমি। অন্যদিনের মত বারবিকিউ ফর্ক দিয়ে হট ডগ কিংবা দুধ ছাড়া সিরিল খাওয়া নয়। বরঞ্চ এটা ছিল একটা যথার্থ নাস্তা।

তারপর এলা স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো। ওই হারামী ছেলেগুলোকে নিয়ে আমি বেশ শঙ্কিত ছিলাম। কিন্তু সে আমাকে জানালো তার স্যার বাচ্চাদেরকে শায়েস্তা করার কাজে সিদ্ধহস্ত আর তার স্কুল বাসের ড্রাইভারও ঠিক তাই। একটি সত্যিকারের স্কুল বাস! যেরকম টিভি শো'তে দেখা যায়।

বাসায় তখন কেবল আমি ও ডা. মার্টিনেজ। "তো, ম্যাক্স," ডিসওয়াশার খুলতে খুলতে তিনি বললেন।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম।

"তুমি কি কোন কিছু নিয়ে কথা বলতে চাও?"

আমি তার দিকে তাকালাম। তার মুখ তামাটে ও দয়ার্দ্র, চোখগুলো উষ্ণ ও সহানুভূতিপ্রবণ। কিন্তু আমি জানি একবার কথা বলা শুরু করলে আমি আর থামবো না। আমি হয়তোবা ভেঙ্গে পড়ে কাঁদতে শুরু করবো। তাহলে আমি আর ম্যাক্স থাকতে পারবো না, কোন কাজও করতে পারবো না, পারবো না অন্যদের দেখাশোনা করতে। অ্যাঞ্জেলকে উদ্ধার করাও আর সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। যদি কাজটায় ইতিমধ্যেই অনেক দেরি না হয়ে থাকে।

"তেমন কিছু বলার নেই," আমি বললাম।

তিনি মাথা নেড়ে পরিষ্কার প্লেটগুলো এক জায়গায় জড়ো করতে লাগলেন। আমি কল্পনা করছিলাম বাসায় ফিরে যাওয়ার পরও এলা ও তার মা'র সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখার। আমি মাঝে মাঝে এসে তাদের সাথে দেখা করতে পারি...পিকনিকে যেতে পারি, ক্রিসমাস কার্ড বিনিময় করতে পারি...তই না সুনিশ্চিত এই স্বপ্নগুলো। বাস্তবতা ওপর থেকে আমি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি। খুব তাড়াতাড়িই এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার আমার।

ডা. মার্টিনেজ ডিসওয়াশারে নোংরা প্লেট ভরতে লাগলেন। "তোমার কি কোন পারিবারিক নাম আছে?"

আমি চিন্তা করে দেখলাম। আমার যেহেতু কোন 'অফিসিয়াল' পরিচয় নেই তাই এ তথ্য দিয়ে তিনি তেমন কিছুই করতে পারবেন না। কপালটা চেপে ধরলাম আমি নাস্তা খাওয়ার পর থেকেই মাথা ব্যথা করছে।

"হ্যা," অবশেষে বললাম আমি। "নিজে নিজেই এ নাম রেখেছি।"

আমার এগারতম জন্মদিনে (এ দিনটাও আমার নিজেরই বানানো) জেবকে পারিবারিক নামের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমি আশা করছিলাম সে বলবে, "আমার মত তোমার নামও বেচেল্ডার।" কিন্তু সে তা না করে বরঞ্চ বলে উঠে, "নিজেই একটা বেছে নাও।"

তো আমি এ নিয়ে অনেক ভাবলাম।

"আমার পারিবারিক নাম রাইড," এলার মা'কে বললাম আমি। "অনেকটা এস্ট্রোনাট স্যালি রাইডের মত। ম্যাক্সিমাম রাইড।"

তিনি মাথা নাড়লেন। "সুন্দর নাম। তোমার মত কি আরো অনেকে আছে?"

আমি ঠোঁট চেপে ধরে অন্যদিকে তাকালাম। মাথাটা দপদপ করছে। আমি তাকে বলতে চাচ্ছি এটাই সবচেয়ে অস্বস্তিকর। আমার ভেতরের কিছু একটা চাইছে কাউকে সবকিছু খুলে বলতে। কিন্তু এটা সম্ভব না। বিশেষ করে জেব যখন পইপই করে আমাদের বলে দিয়েছিল কাউকে বিশ্বাস না করতে।

"তোমার কি সাহায্য দরকার?" আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। "ম্যাক্স, তোমার ডানা দিয়ে কি তুমি উড়তে পারো?"

"অবশ্যই পারি," আমি বেশ অবাকই হলাম নিজের কণ্ঠস্বর শুনে। এটা কি সত্যিই আমি, যাকে স্টিল-মুখো বলে ডাকা হয়? হ্যা, আমাকে কথা বলানোর জন্য নানা ধরণের বুদ্ধি খাটাতে হবে তোমাকে। তারপর হয়তোবা ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে পারে।

"সত্যি? তুমি কি সত্যিই উড়তে পারো?" তাকে একইসাথে অবাক, শঙ্কিত ও কিছুটা ঈর্ষান্বিত মনে হচ্ছে।

মাথা নেড়ে কথাটায় সায় দিলাম আমি। "আমার হাড়গুলো সরু," আমি বলতে শুরু করলাম, নিজের প্রতি কিছুটা ঘৃণা হচ্ছে আমার। চুপ করো, ম্যাক্স! "সরু ও পাতলা। আমার অতিরিক্ত পেশি আছে। আমার ফুসফুসও যথেষ্ট বড়। সেইসাথে হৃৎপিন্ডটাও। এটা অনেক বেশি কর্মক্ষম। তবে আমাকে খেতে হয় প্রচুর।" হঠাৎ করে আমি থেমে গেলাম, আমার গালে তখন লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ছে। আমার দলের বাইরের কোন ব্যক্তির কাছে এই প্রথম এত বেশি কথা বললাম আমি। তবে যখন কাউকে বলা শুরু করি তখন আর আমার কান্ডজ্ঞান থাকে না। আরেকটু হলে হয়তোবা পেন ভাড়া করে আকাশে

এই কথা লিখেও দিতাম যে, "হে পৃথিবীবাসী! আমি এক রুপান্তরিত জন্তু ।"

"কিভাবে ঘটলো এটা?" এলার মা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন। আপনাতেই চোখ জোড়া বন্ধ হয়ে গেল আমার। একা থাকলে হয়তোবা কানে হাতচাপা দিতাম। খন্ডিত ছবি, স্মৃতি, ভয়, ব্যথ–সব একসাথে মাথার ভিতর ভিড় করতে লাগলো। তোমাদের মনে হয়, সাধারণ টিনএজারদের বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা না জানি কত ঝামেলার। একবার অন্যের ডিএনএ নিয়ে বেঁচে থেকে দেখোই না, যে ডিএনএ আবার স্তন্যপায়ী প্রানীদেরও না।

"মনে নেই," জবাবে বললাম তাকে। কথাটা মিথ্যা।

অধ্যায় ৪১

ডা. মার্টিনেজকে বিপর্যস্ত দেখাল। "ম্যাক্স, তুমি নিশ্চিত আমি কোনভাবে সাহায্যে আসতে পারবো না?"

আমি মাথা নাড়লাম। বেশ বিরক্ত বোধ করছি; নিজের ওপর, তার ওপরও। "নাহ। ব্যাপারটা তো শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমাকে এখান থেকে যেতে হবে। কিছু বন্ধু আমার জন্য অপেক্ষা করছে এবং ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

"তুমি তাদের কাছে কিভাবে যাবে? আমি তোমাকে লিফট দিতে পারি।"

"না, তার দরকার নেই," আহত কাঁধটা চেপে ধরে বললাম আমি। "আমার ওখানে, উম...উড়ে যেতে হবে। তবে মনে হয় না এখনি ওড়াওড়ি করতে পারবো আমি।"

ডা.মার্টিনেজ কপাল কুঁচকে ভাবতে লাগলেন। "ক্ষত পুরোপুরি সারার আগে যদি আবারো আঘাত পাও তাহলে তা বিপজ্জনক হবে। ক্ষতের ভয়াবহতা আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এক্স-রে করলে ব্যাপারটা বুঝা যাবে।"

আমি তার দিকে গম্ভীর মুখে তাকালাম। "আপনার কি এক্স-রে ভিশন আছে?"

তিনি চমকে উঠে হাসলেন। তার দেখাদেখি আমার মুখেও হাসি ফুটে উঠলো।

"না। আমাদের সবার মধ্যে অতিমানবীয় শক্তি নেই," ঠাট্টার ছলে বললেন তিনি। "কিন্তু এক্স-রে মেশিন ব্যবহারের সুযোগ কমবেশি আমাদের সবারই আছে।"

ডা. মার্টিনেজ আরেকজন ডাক্তারের সাথে প্র্যাকটিস করেন। আজ তার ছুটি, তবে হঠাৎ অফিসে হাজির হলে কেউ কিছু মনে করবে না। তিনি আমাকে একটি উইন্ডব্রেকার দিলেন পরার জন্য।

"হাই, বন্ধুরা," অফিসে ঢুকে সবার উদ্দেশ্যে বললেন ডা.মার্টিনেজ। "এ হচ্ছে এলার এক বন্ধু। সে পশুর ডাক্তারদের ওপর একটা রিপোর্ট লিখছে। তাই ভাবলাম আমার অফিসটা তাকে একটু ঘুরিয়ে দেখাই।"

কাউন্টারের পেছনে বসা তিনজন আমার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো। দেখে মনে হচ্ছে তারা কথাটা বিশ্বাস করেছে। হয়তোবা সত্যিই

করেছে।

তবে সেকেন্ড দুয়েক পর আমি দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মুখ ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছে এবং পুরো শরীরে বয়ে বেড়াতে লাগলো ব্যাখ্যাতীত আতঙ্ক।

একটা লোক সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আর সে ঐ বিজ্ঞানীদের মতই সাদা কোট পরে আছে।

ডা. মার্টিনেজ আমার দিকে ফিরে তাকালেন। "ম্যাক্স?"

আমি তার দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইলাম। তিনি আস্তে করে আমার হাত ধরে একটা পরীক্ষাগারে ঢুকালেন। "এখানেই আমরা রোগীদের দেখি," তিনি দরজা লাগিয়ে হালকা সুরে বলে উঠলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে তার গলা নামিয়ে বললেন, "ম্যাক্স, কি ব্যাপার? কি হয়েছে?"

জোর করে ছোট ছোট নিঃশ্বাস নিলাম আমি, হাতের মুঠিটাও খুললাম। "গন্ধের জন্য কি রকম জানি লাগছে," ফিসফিসিয়ে বললাম, কিছুটা লজ্জিত। "কেমিক্যালের এই গন্ধটা অনেকটা ল্যাবের মত। আর সাদা কোট পরা ওই লোকটা। আমার এখান থেকে যেতে হবে, ঠিক আছে? তাড়াতাড়ি যাওয়ার মত কোন রাস্তা কি আছে?" আমি একটা জানালার দিকে তাকালাম।

তিনি সান্ত্বনার সুরে আমার পিঠে হাত বুলালেন। "তুমি এখানে একদম নিরাপদ। আমি তাড়াতাড়ি করে একটা এক্স-রে নিয়ে নেই? তারপর আমরা চলে যাব, ঠিক আছে?"

আমি ঢোক গিলতে চাইলাম, কিন্তু মুখ একদম শুকনো। পাল্লা দিয়ে বুকটাও ধুকপুক করা শুরু করেছে।

"প্লিজ, ম্যাক্স।"

আমি অনেকটা জোর করে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। তখন ডা.মার্টিনেজ আমাকে সতর্কভাবে টেবিলে শুইয়ে দিলেন। আমার মাথার ওপর একটা মেশিন। মনে হলো, আমার স্নায়ুগুলো সব ছিঁড়ে যাবে।

তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি মৃদু গুঞ্জন শুনলাম, তারপর সব শেষ।

দুই মিনিট পর তিনি আমাকে একটি বিশাল কালো শিট দেখালেন যেখানে আমার কাঁধ, বাহু ও ডানার কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। দেয়ালের একটা গ্লাস বক্সে ওটা টাঙ্গিয়ে আলো ফেললেন তিনি। ছবিটা এখন অনেক পরিষ্কার।

"দেখো," তিনি আমার শোল্ডার বেড়ে টোকা মেরে বললেন। "এই হাড়টা ঠিক আছে। শুধুমাত্র পেশিতেই সামান্য ক্ষতি হয়েছে–এই যে এখানে সেখানে ছেঁড়া টিস্যু দেখা যাচ্ছে।"

আমি মাথা নাড়লাম।

"আর তোমার ডানার হাড়," তিনি নিচু স্বরে বলে চললেন, "একদম ঠিক আছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পেশিজনিত ক্ষতি সারতে অনেক সময় লাগে। তবে দেখে মনে হচ্ছে, তোমার ক্ষত সারার ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে অনেক দ্রুত।"

তিনি ভুরু কুঁচকে এক্স-রে রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে রইলেন। "তোমার হাড়গুলো কী সরু ও হালকা," বিড়বিড়িয়ে বললেন তিনি। "সত্যিই সুন্দর। এবং্হুহ। এটা কি জিনিস?"

তিনি একটা উজ্জ্বল সাদা স্কোয়ারের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এটা আধা-ইঞ্চি প্রশস্ত এবং আমার হাতের কব্জিতে আটকানো। "এটা তো কোন গহনা না, তাই না?" তিনি আমার দিকে তাকালেন। "তবে কি এটা উইন্ডব্রেকারের জিপার?"

"না, আমি তো ওটা খুলে ফেললাম।"

ডা.মার্টিনেজ ঝুঁকে চোখ কুঁচকে ছবির দিকে তাকালেন। "এটা...এটা দেখতে অনেকটা" তার কণ্ঠস্বর মাঝপথেই থেমে গেল।

"কি?" আমি কিছুটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলাম।

"এটা একটা মাইক্রোচিপ," তিনি কিছুটা দ্বিধার সুরে বললেন। "আমরা এরকম জিনিস সাধারণত জীব-জন্তুর দেহে ঢুকাই যাতে হারিয়ে গেলে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায়। এটার ভেতরে ট্রেসারও আছে। যার ফলে এর মাধ্যমে খুব সহজেই ট্র্যাক করা যাবে।"

অধ্যায় ৪২

আমার মুখে নেমে আসা ভীতি যেন কিছুটা যেন সতর্ক করে তুললো ডা.মার্টিনেজকে।

"আমি বলছি না যে এটাই সেই মাইক্রোচিপ," তিনি দ্রুত যোগ করলেন। "তবে দেখতে অনেকটা সেরকমই লাগছে।"

"বের করে আনুন," কর্কশ কণ্ঠে বললাম আমি। তারপর হাতা গুটিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম। "দয়া করে এখনই ওটা বের করে আনুন।"

তিনি আবারো এক্স-রে'র দিকে তাকালেন; বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন।

"দুঃখিত, ম্যাক্স," অবশেষে বললেন তিনি। "আমার মনে হয় না এটা সার্জিকালি বের করা সম্ভব। দেখে মনে হচ্ছে এটা অনেক আগে ভেতরে ঢুকানো হয়েছিল যখন তোমার হাত ছিল বেশ ছোট। কিন্তু এখন পেশি, নার্ভ ও রক্ত-কণিকা এমনভাবে এর চারপাশে গড়ে উঠেছে যে যদি আমরা ওটা বের করার চেষ্টা চালাই তাহলে হয়তোবা হাতটা হারাতে হতে পারে তোমাকে।"

তোমাদের হয়তোবা মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্নের সাথে জীবন-যাপন করতে করতে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, কিন্তু আসলে আমি বেশ অবাকই হলাম এটা দেখে যে এত দূরে থেকেও স্কুলের ঐ পিশাচরা আমার ওপর ঠিকই খবরদারি করতে পারছে।

কিন্তু আমি এত অবাকই বা হলাম কেন? নিজেকে তিক্ততার সাথে জিজ্ঞেস করলাম। দু'দিন আগেই তো তারা অ্যাঞ্জেলকে কিডন্যাপ করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলো। অ্যাঞ্জেলের ছোট্ট হাসিমুখখানা আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো। দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি।

তখনই ওয়েটিং রুম থেকে বেশ কয়েকজন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

ভয়ে যেন জমে গেলাম আমি।

ডা.মার্টিনেজ আমার দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে কণ্ঠস্বরগুলো শুনলেন। "এ নিশ্চয় তেমন কিছুই না, ম্যাক্স," তিনি শান্তস্বরে বললেন। "তবে কিছুক্ষণের জন্য তুমি এখানে ঢুকে থাকো।"

ওই ঘরেরই একটা ছোট্ট দরজার ওপাশে ঔষধের স্টোরেজ আছে। বেশ কয়েকটা সাদা কোট ভেতরে ঝুলছে এবং আমি ওগুলোর পিছনে একদম দেয়ালের গা ঘেঁষে আশ্রয় নিলাম।

ডা. মার্টিনেজ আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। প্রায় বিশ সেকেন্ড

পর আমি পরীক্ষাগারে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

"কি হচ্ছে এখানে?" ডা.মার্টিনেজ তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠলেন। "এটা একটা ডাক্তারের অফিস!"

"দুঃখিত, ম্যাম," একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠলো। অতিরিক্ত মোলায়েম লোকটার গলা। আমার বুক ধুকপুক করা শুরু করলো।

"ম্যাম না, ডাক্তার!" চড়া গলায় বললেন তিনি।

"দুঃখিত, ডাক্তার," আরেকটি কণ্ঠস্বর বললো। এর গলা যথেষ্ট সংযত ও শান্ত। "কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। আমাদের দেখে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা হচ্ছি স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য।"

"আমরা অস্বাভাবিক কিছু জিনিসের খোঁজ করছি," প্রথম কণ্ঠস্বরটা বললো। "স্রেফ সতর্কতা হিসেবে। দুঃখিত, এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারছি না।" লোকটা বুঝাতে চাচ্ছে এ সবকিছু টপ সিক্রেট সরকারি কাজ-কারবার।

ঘরে নীরবতা নেমে আসলো। ডা.মার্টিনেজ কি তাদের কথা বিশ্বাস করেছেন? তিনি অবশ্য প্রথম ব্যক্তি হবেন না। ওহ্, ঈশ্বর...

বক্সে টাঙানো এক্স-রে রিপোর্টের কথা হঠাৎ করে মনে পড়লো আমার। চমকে উঠে আমি মুখে হাতচাপা দিলাম। আমার পেট গুড়গুড় করে উঠলো। হয়তোবা পরবর্তী মিনিটেই আমাকে লড়াইয়ে নেমে পড়তে হবে। কিন্তু এই আঁধারে লড়াই করার মত কোন সম্ভাব্য অস্ত্রও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চিন্তা করো, চিন্তা করো...

"অস্বাভাবিক বলতে কি বুঝাচ্ছেন?" ডা.মার্টিনেজ কাটা কাটা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন। "একটি যুগল রংধনু? আধা সেন্টেরও কম মূল্যের গ্যাসোলিন? সুস্বাদু সুগার-ফ্রি সোডা?"

চেষ্টা করেও হাসি থামাতে পারলাম না আমি। কি চমৎকারভাবেই না সবকিছু সামাল দিচ্ছেন তিনি! আর কথা শুনে মনে হচ্ছে ইরেজারদেরকে তিনি সহ্যই করতে পারছেন না।

"না," কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটা বলে উঠলো। "অস্বাভাবিক মানুষ। বাড়ির আশেপাশে হঠাৎ করেই অচেনা আগন্তুকদের উপস্থিতি। যেসব টিন-এজারদের আপনি চেনেন না অথবা যাদেরকে আপনার সন্দেহজনক মনে হয়। অথবা, এমনকি অস্বাভাবিক জন্তুও হতে পারে।"

"আমি একজন ভেটেরিনারি সার্জন," ডা.মার্টিনেজ শীতল কণ্ঠে জবাব দিলেন। "সত্যি কথা বলতে কি, আমি আমার রোগীর মালিকদের খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্যও করি না। আশেপাশে অচেনা আগন্তুকদের

আনাগোনাও লক্ষ্য করি নি আমি। আর অস্বাভাবিক জন্তুর ক্ষেত্রে একথাই বলতে পারি যে গত সপ্তাহে জরায়ুর সমস্যায় আক্রান্ত একটি গাভীর চিকিৎসা করি আমি। এই তথ্য কি কোন উপকারে আসলো আপনাদের?"

নীরবতা। আমি অবশ্যই ডাক্তারের রাগের কোপে পড়তে চাই না।

"উম..." প্রথম কণ্ঠস্বরটি জবাবে বললো।

"এখন যদি আপনারা আমায় একটু রেহাই দেন, আমি এখানে কাজ করছি," মাপা স্বরে বললেন তিনি। "বের হবার দরজা আপনাদের পিছনে

"যদি আপনি অস্বাভাবিক কোন জিনিস দেখেন বা শুনেন, তাহলে দয়া করে এই নাম্বারে ফোন করবেন। সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।"

ভারি পদশব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। মিনিটখানেক পর সামনের দরজা সশব্দে বন্ধ হলো।

"আবারো ঐ লোক দুটাকে দেখলে পুলিশে খবর দেবে," ডা.মার্টিনেজ রিসিপশনিস্টকে বললেন।

তিনি এসে আমাকে স্টোরেজ থেকে বের করলেন। তারপর গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"ঐ লোকগুলো খারাপ," তিনি বললেন, "তাই না?"

আমি মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম। "আমার এখন চলে যাওয়া উচিত।"

তিনি প্রবল বেগে তার মাথা নাড়লেন। "কালকে সকালে যাবে। এতে আরো এক রাত বিশ্রাম নিতে পারবে তুমি। প্রমিজ করো?"

আমি মুখ খুলে তর্ক করতে চাইলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখ ফুটে বেরিয়ে এলো, "ঠিক আছে। প্রমিজ।"

অধ্যায় ৪৩

"নাজ, শেষবারের মত বলছি, চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। এটা একটা ফালতু আইডিয়া," ফ্যাং বললো। "একটা জঘন্য আইডিয়া।"

ভেতরে ভেতরে নাজ বেশ অবাক হচ্ছে এই ভেবে যে ফ্যাং এখনো তার পিছু ছাড়ে নি। সে অবশ্য বেশ কয়েকবার ভয় দেখিয়েছে তাকে। কিন্তু যখন দেখেছে নাজ হুমকি-ধামকিতে মোটেও গা করছে না তখন মুখ গোমড়া করে পিছু পিছু আসছে।

এখন তারা একটা ট্রেলার হোমের কিনার ঘেঁষে আছে। একটা ঠিকানা মনে আছে নাজের আর টিপিস্কো এতই ছোট যে ঠিকানাটা খুঁজে পেতে খুব বেগ পেতে হয় নি। তবে নিজের প্রত্যাশার সাথে ঠিক মিলাতে পারছে না নাজ।

ট্রেলার পার্কটা বেশ কয়েকটা সারিতে বিভক্ত। বেশিরভাগ সারিতে কাঠের সাইন দেয়া। সেসব সাইনে নাম দেখা যাচ্ছে রোডরানার লেন, সেগুরো স্ট্রিট।

"এদিকে আসো," ফ্যাং নরম কণ্ঠে বললো। "আমি চাপারাল কোর্ট দেখতে পাচ্ছি।"

ঝোপঝাড়, লতাপাতা ও পরিত্যাক্ত গাড়ির কঙ্কাল মাড়িয়ে তারা সামনে এগিয়ে গেল। এর চারদিকে কোন বেড়াও নেই।

সবচেয়ে শেষের বাড়িটিতে নাজ ঠিকানা লেখা দেখতে পেল ৪৬২৫। সে ঢোক গিললো। তার বাবা-মা হয়তোবা ওখানেই আছেন। কয়েকটা পেইন্টের ক্যান সরিয়ে, সে ও ফ্যাং একটা বাতিল গাড়ির পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো।

"তারা তো এখান থেকে চলেও যেতে পারে?" বহুবার করা প্রশ্নটা আবারো করলো ফ্যাং। "হয়তোবা তোমার বুঝতে ভুল হয়েছে, এ লোকগুলোর সাথে তোমার আসলে কোন সম্পর্কই নেই?" তারপর অস্বাভাবিক নম্রতায় সে যোগ করলো, "যদি তুমি টেস্ট-টিউব বেবি না হয়েও থাকে যে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে তবুও তোমাকে অন্যের কাছে তুলে দেবার তো কোন কারণ থাকতে পারে তাদের? এখন তারা তোমাকে গ্রহণ নাও করতে পারে।"

"তোমার কি মনে হয় ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখে নি?" সে রাগতস্বরে

জবাব দিলো। "আমি এটা ভালো করেই জানি! কিন্তু আমাকে চেষ্টা করে দেখতে হবে। যদি ক্ষীণতম কোন আশা থেকে থাকে তুমি কি চেষ্টা করতে না?"

"আমি জানি না," কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর উত্তর দিলো ফ্যাং।

"এর কারণ তোমার জীবনে অন্য কারোর প্রয়োজন নেই," নাজ বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বললো। "কিন্তু আমি তোমার মত নই। আমার জীবনে মানুষের প্রয়োজন আছে।"

ফ্যাং নীরব রইলো।

গাছপালা ও গাড়ির দঙ্গলে তারা সামনে ভালো ভাবে দেখতে পারছে না। উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছে নাজ।

ফ্যাং হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো। তখন নাজ শুনতে পেল দরজা খোলার শব্দ। সে দেখলো একজন মহিলাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে। নাজ দ্রুত তার হাতের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো তাদের দুজনের ত্বক মিলে কিনা। কিছুটা মিলে। তবে বলা কঠিন। মহিলাটি সামনের উঠানে বেরিয়ে এসে লন চেয়ারে বসলো।

তার কোঁকড়ানো চুল ভেজা ভেজা, কাঁধে জড়ানো একটি তোয়ালে। চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরালো সে। তারপর একটা সোডার ক্যান খুললো।

"কোক। এটা এখন আর কেউ শুধুমাত্র ব্রেকফাস্টেই ব্যবহার করে না," ফ্যাং ফিসফিসিয়ে বললো। নাজ তাকে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে চুপ করিয়ে দিলো।

হুমম। বেশ অদ্ভুত লাগছে। তার একটা অংশ মনে মনে চাইছে এ যেন তার মা না হয়। ভালো হত যদি মহিলাটি কুকি ভর্তি কোন ট্রে রোদে শুকাতে দিত অথবা বাগানের পরিচর্যা করতো অথবা ওরকম কিছু। মানে মা'রা সাধারণত যা করে থাকে। কিন্তু তার অন্য অংশ চাইছে এ যেন ওর মা-ই হয়। নাই মামার চেয়ে তো কানা মামা ভালো।

নাজের উচিত সামনে এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা, "দশ-এগারো বছর আগে আপনি কি মনিক নামে আপনার কোন মেয়েকে হারিয়েছিলেন?" হ্যা, এইভাবেই তার বলা উচিত। তখন মহিলাটি উত্তরে বলবে, "তোমরা কি কিছু খুঁজছো, বাছারা? দেখে তো মনে হচ্ছে তোমরা তা পেয়েও গেছো।"

তাদের পেছন থেকে ইরেজারদের হাসির আওয়াজ ভেসে এলো।

অধ্যায় ৪৪

নাজ পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। তিনজন ইরেজার তাদেরকে ঘিরে ধরেছে। প্রথম দিকে ওদেরকে দেখতে অনেকটা পুরুষ মডেলের মত লাগছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তাদের মুখের গড়ন বিশ্রীভাবে বেড়ে গেল, রক্তাক্ত মাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো তীক্ষ্ণ দাঁত এবং হাতের নখ পরিণত হলো পশুর ক্ষুরধার নখরে।

"আরি," ফ্যাং অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো।

নাজ ভ্রু কুঁচকে নেতা গোছের ইরেজারটার দিকে তাকালো। তার চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেছে। "আরি!" সে বললো। "তুমি তো পিচ্চি একটা বাচ্চা ছিলে!"

কথাটা শুনে আরি হাসলো। "আর এখন আমি প্রাপ্তবয়স্ক এক ইরেজার," সে বললো। খেলার ছলে দাঁত দিয়ে চুকচুক জাতীয় শব্দ করে উঠলো সে। "আর তুমি এক বাদামী শুকরছানা। ইয়াম।"

"তোমার এ কি হাল করেছে তারা?" নাজ মৃদু গলায় বললো। "আমি দুঃখিত, আরি।"

সে ভ্রু কুঁচকে তাকালো। "এই সমবেদনা নিজের জন্য রেখে দাও। আমি তাই হয়েছি যা সবসময় হতে চেয়েছি। আর তোমাদের জন্য আমি কিছু খবর নিয়ে এসেছি।" সে তার জামার আস্তিন গুটালে বেরিয়ে আসলো পেশিবহুল হাত। "তোমাদের পাহাড়ের ওই বাড়িটা এখন স্রেফ কয়লা ছাড়া আর কিছুই না। তোমাদের বন্ধুদের অবস্থাও সঙ্গিন। তোমরাই কেবল বেঁচে-বর্তে আছে আর এখন তোমরা আমাদের হাতে বন্দী।"

কথাটায় ইরেজাররা খুব মজা পেল। তারা শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলো। এদিকে নাজের মাথায় তখন নানান চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। তোমরাই কেবল বেঁচে-বর্তে আছো? তার মানে কি অন্যরা মারা গেছে? তাদের বাড়িও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে?

সে কাঁদা শুরু করলো। হাজার চেষ্টা করেও কান্না রুখতে পারলো না সে। একসময় সে বাচ্চাদের মতই কাঁদতে থাকলো।

সে উদ্বিগ্ন হয়ে ফ্যাংয়ের দিকে তাকালো। কিন্তু ফ্যাং তখন আরিকে দেখছে; তার হাত মুষ্টিবদ্ধ, চোয়াল টানটান শক্ত।

"পিনহুইল," বিড়বিড়িয়ে বলে উঠলো ফ্যাং।

কথাটা শুনে আরি ভ্রু কুঁচকালো। নিশ্চয়ই ভাবছে, পিনহুইলের মানে কি।

“প্রথমে শলা’র জন,” নাজও বিড়বিড়িয়ে জবাব দিলো। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না এত সাহস কোথা থেকে পেল সে। দলের বাদবাকি সবাই মারা গেছে? এটা হতে পারে না। কোনমতেই হতে পারে না!

“তিন গোনা পর্যন্ত,” ফ্যাং নির্বিকার মুখে বললো। এর মানে আসলে এক গোনা পর্যন্ত।

আরি বিদ্যুৎবেগে ফ্যাংয়ের কাঁধ আঁকড়ে ধরলো। “চুপ করো!”

“এক,” দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে বললো ফ্যাং। তৎক্ষণাৎ নাজ ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্বিতীয় ইরেজারটির বুকে ধাক্কা মারলো। হঠাৎ সজোরে ধাক্কা খেয়ে ইরেজারটি সোজা শলা ক্যাকটাসের উপর গিয়ে পড়লো। ক্যাকটাসের তিন ইঞ্চি পরিমাণ কাঁটা শরীরে ঢুকে গেলে অনেকটা নিয়ন্ত্রণহীন ট্রেনের মত তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো সে।

পরবর্তী সেকেন্ডে নাজ নিজের শরীর বাতাসে ভাসিয়ে দিলো, মনে মনে প্রার্থনা করছে যাতে ফ্যাং তাকে শূন্যে ধরে ফেলে।

ধরলো সে ঠিকই। হাত দুটো ধরে ফ্যাং তাকে ঘুরাতে লাগলো। ঘুরন্ত অবস্থায় সে পা দিয়ে লাথি মারলো আরি’র গলায়। লাথি খেয়ে আরি’র প্রায় বেহুঁশ হওয়ার দশা হলো; ভালো করে সে নিঃশ্বাসও নিতে পারছিল না।

এরপর ফ্যাং তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নাজকে ঘুরাতে লাগলো। আর নাজ তার ডানা মেলে রেখে ইরেজারদের মেরে যেতে থাকলো।

“তোরা আমার হাতে মরবি, কীটের দল,” আরি হিসহিসিয়ে বললো। তারপর ফ্যাংয়ের পা লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। ধাক্কা সামলাতে না পেরে দুজনই হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এরপর ফ্যাংয়ের বুকের উপর বসে থেকে ধমাধম ঘুষি চালানো শুরু করলো সে। একসময় ফ্যাংয়ের নাক ফেটে রক্ত পড়তে দেখা গেল। ভয় পেয়ে মুখে হাত চাপা দিলো নাজ। দ্বিতীয় ইরেজারটি সজোরে লাথি মারলো ফ্যাংয়ের বুকে; একবার, দু’বার, বারবার।

নাজের মাথা খারাপ হওয়ার দশ–এ তো রীতিমত এক বিপর্যয়। ট্রেলার পার্কের অধিবাসীরা যে কোন সময় তাকে দেখতে পাবে গাছের উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে। ফ্যাং আরেকটা ঘুষি খেল, তার মাথা দু’পাশে পেন্ডুলামের মত দুলছে। তারপর সে আরি’র মুখে রক্তমাখা থুতু মারলো। আরি গর্জন ছেড়ে তার দু হাত প্রচণ্ড জোরে নামিয়ে আনলো ফ্যাংয়ের পাঁজরে। হুশশ শব্দ করে ফ্যাংয়ের নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসার শব্দ শুনলো নাজ।

কি করা যায়? সে যদি এখন মাটিতে নেমে যায় তাহলে তারও একই দশা হবে। সে যদি কেবল...

তখন তার মনে পড়লো মাটিতে পড়ে থাকা স্প্রে পেইন্টের ক্যানের কথা। হয়তোবা ওগুলো খালি। হয়তোবা না।

মুহূর্তেই সে নিচে নেমে হাতের কাছে যে ক্যান পেল সেটা নিয়ে নিল। তারপর আবারো শূন্যে সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে উঠে গেল। সে ক্যানটা ভালোমত ঝাঁকিয়ে কয়েক ফুট নিচে নেমে আরি'র মুখ বরাবর সই করলো। সবুজ রং বাতাস কেটে নিচে নেমে গেল। চিৎকার করে আরি উঠে দাঁড়ালো, নখরযুক্ত হাত দিয়ে তখন সে পাগলের মত চোখ ঘষছে।

চোখের পলক ফেলার আগেই ফ্যাং উঠে দাঁড়িয়ে ডানা মেলে নাজের দিকে রওয়ানা দিলো। নাজ আরেকজন ইরেজারের মুখে রং মারতে পারলো। তারপর ফুরিয়ে গেল সব রং। তখন শূন্য ক্যানটাই সে ছুঁড়ে মারলো আরির মাথায়। আরির স্বাস্থ্যবান সবুজ চুলে লেগে তা মাটিতে পড়ে গেল।

ততক্ষণে নাজ ও ফ্যাং অনেক উপরে উঠে গেছে। আরি তখনো দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার সাগরেদ মাটিতে বসে থেকে গালিগালাজের তুবড়ি ছুটাচ্ছে ও চোখ থেকে রং মুছছে। আর ক্যাকটাসের ওপর পড়া ইরেজারটির অবস্থা আরো ভয়াবহ। রক্তের লাল রং ও সবুজ রংয়ের পেইন্টে ইরেজাররা মাখামাখি।

"তোরা শীঘ্রই মরবি, কুৎসিত জন্তুর দল," হিসহিসিয়ে বললো আরি। তার চোখ রক্তবর্ণ আর লম্বা হলুদ দাঁত যেন মুখেই আঁটছে না।

"ওহ, আর তুমি যেন কুৎসিত জন্তু না," নাজ অনুত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো। "নিজের চেহারা একবার আয়নায় দেখে নিয়ো, কুকুর কোথাকার!"

আরি জ্যাকেট হাতড়ে পিস্তল বের করলে নাজ ও ফ্যাং অনেকটা উল্কার বেগে সেখান থেকে উড়ে চলে আসলো। নাজের কান ঘেঁষে একটা গুলি গেল। মৃত্যুর সেরকম কাছাকাছিই চলে গিয়েছিল সে।

যখন তারা নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছে, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নাজ বললো, "আমি দুঃখিত, ফ্যাং। আমার ভুলের কারণেই তুমি এমন মার খেলে।"

ফ্যাং থুতু মেরে আরো রক্ত ফেললো। সেই রক্তের ফোঁটা ধীরে ধীরে নিচে পড়তে থাকলো। "তোমার কোন ভুল ছিল না," সে বললো। "তুমি তো স্রেফ বাচ্চা একটা মেয়ে।"

"চলো বাড়ি যাই," নাজ বললো।

"তারা না বললো ওটা পুড়িয়ে ফেলেছে," ফ্যাং ঠোঁট থেকে রক্ত মুছতে মুছতে জবাব দিলো।

"না, আমি ওই বাজপাখিদের গুহার কথা বলছি," নাজ বললো।

অধ্যায় ৪৫

অ্যাঞ্জেল অপলক চোখে তাকিয়েই থাকলো জেব বেচেল্ডারের দিকে।

সে জেবকে চেনে। চার বছর বয়সে সে শেষবার জেবকে দেখে। কিন্তু তবুও সে ভালোই মনে করতে পারে তার মুখ ও হাসি। সে আরোও মনে করতে পারে জেব তার জুতার ফিতা লাগিয়ে দিচ্ছে, লুকোচুরি খেলছে, পপকর্ন বানিয়ে দিচ্ছে। একবার পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিল সে, জেব সাথে সাথে কোলে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিল তাকে। ম্যাক্সও তাকে সময় সময় শুনিয়েছে জেবের ভালোমানুষির বর্ণনা ও কিভাবে সে স্কুলের খারাপ মানুষদের কবল থেকে তাদের সবাইকে বাঁচিয়েছে। কিভাবে সে হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায় আর তারা সবাই মনে করতে থাকে যে জেব মারা গেছে।

কিন্তু সে বেঁচে আছে! এবং সে এখানে! সে ফিরে এসেছে আবারো তাকে রক্ষা করতে! আশায় মনটা ভরে গেল তার। দৌড়ে তাকে জড়িয়ে ধরার জন্য প্রায় চলেই যাচ্ছিল অ্যাঞ্জেল।

দাঁড়াও। একটু চিন্তা করো। এর মাঝে কি একটা যেন ঠিক নেই।

জেবের মনের কথা পড়তে পারছে না সে, একদম ধূসর শূন্যতা। আগে কখনোই এরকম ঘটে নি। তাছাড়া, জেব বিজ্ঞানীদের মতই সাদা কোট পরে আছে। তার গা থেকে এন্টিসেপ্টিকের গন্ধও ভেসে আসছে।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সে এখানে বিজ্ঞানীদের একদম নাকের ডগায় আছে। মাথা ঘুরছে তার, এত তথ্য নিতে পারছে না সে। চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে চেষ্টা চালালো এই রহস্য ভেদ করবার।

জেব তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে। তারপর পিছন থেকে কিছু একটা সামনে নিয়ে আসলো সে।

অ্যাঞ্জেল ফাঁকা চোখে তাকালো জিনিসটার দিকে।

ট্রে-ভর্তি খাবার। জিভে জল আসার মত অনেক খাবার ওখানে সাজিয়ে রাখা, গরম ও ধোঁয়া উড়ছে। ক্ষুধা যেন চাগিয়ে উঠলো অ্যাঞ্জেলের।

সে ট্রের দিকে তাকিয়ে থাকলো, তার মগজে তখন ঘুরপাক খাচ্ছে নানান ধরণের চিন্তা-ভাবনা।

এক, জেবকে দেখে মনে হচ্ছে সে এখন ওদের দলে চলে গেছে। স্কুলের অন্যান্য সাদা কোটধারী বিজ্ঞানীদের মত সেও এখন একজন শত্রু।

দুই, ম্যাক্সকে সবকিছু জানানোর আগে অপেক্ষা করা উচিত। খবরটা

শুনে ম্যাক্স এতই হতাশ ও মানসিকভাবে আহত হবে যে অ্যাঞ্জেল কল্পনাও করতে পারছে না। সে চায় না ম্যাক্স এভাবে আহত হোক।

"অ্যাঞ্জেল, তোমার খিদে লাগে নি? এর আগে তো তোমাকে খুব বেশি খাবারও দেয়া হয় নি, তাই না?" জেবকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। "তারা যখন আমায় বললো যে তোমাকে খাওয়াচ্ছে, আসলে তারা ব্যাপারটা ভালোমত বুঝতে পারে নি, সোনামণি। তারা তো আর তোমার খাদ্যাভাসের কথা জানে না।"

জেব মৃদু হেসে মাথা দুলালো। "আমার মনে আছে একবার আমরা দুপুরে হট ডগ খাচ্ছিলাম। সবাই দুটা করে খাচ্ছিলো। কিন্তু তুমি, তুমি একাই চারটা সাবাড় করে দিলে।" সে আবারো হেসে অ্যাঞ্জেলের দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকালো। "তুমি তখন স্রেফ তিন বছরের। চারটা হট ডগ!"

জেব ঝুঁকে খাবারের ট্রে'টা আরো সামনে বাড়িয়ে দিলো যাতে তা অ্যাঞ্জেলের একদম নাকের নিচে থাকে।

"ব্যাপারটা হচ্ছে, অ্যাঞ্জেল, বয়স অনুপাতে তোমার উচিত দিনে তিন হাজার ক্যালরি গ্রহণ করা। কিন্তু আমি নিশ্চিত তুমি এক হাজার ক্যালরিও গ্রহণ করছো না।" সে আবারো তার মাথা নাড়লো। "এখন আমি যখন এখানে আছি তখন এটার পরিবর্তন হবে। আমি দেখবো তারা যেন তোমার সাথে ঠিকমত আচরণ করে, ঠিক আছে?"

অ্যাঞ্জেল চোখ ছোট ছোট করে তাকালো। এটা একটা ফাঁদ। ম্যাক্স সবসময় এ ধরণের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে আসছে। তবে ম্যাক্সও নিশ্চয় কখনো অনুমান করেনি যে এরকম কিছু জেবের নিকট থেকে আসতে পারে।

কোন কথা না বলে অ্যাঞ্জেল উঠে দাঁড়ালো। তারপর বুকে হাত দিয়ে জেবের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। সে চেষ্টা করলো খাবারের দিকে না তাকাতে, এমনকি গন্ধও না শুঁকতে। অবশ্য জেবকে দেখে সে এতই অবাক হয়েছে যে ক্ষুধা আপনা-আপনি উধাও হয়ে গেছে। তাছাড়া, জেবের ভাবনা পড়তে না পারাটাও তাকে ধন্দে ফেলে দিয়েছে।

জেব বিষন্ন হাসি হেসে অ্যাঞ্জেলের হাঁটুতে মৃদু চাপড় মারলো। "সবকিছু ঠিক আছে, অ্যাঞ্জেল। খেয়ে নাও। তোমার খাবারের দরকার আছে। তুমি ভালো বোধ করো এটাই আমি চাই।"

সে চেষ্টা করলো তার মনের হতাশা মুখে প্রকাশ না করার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেব একটা সাদা পেপার ন্যাপকিন খুলে। তারপর ওখান থেকে ফর্ক বের করে খাবারের পেটে রাখলো। এখন অ্যাঞ্জেলকে স্রেফ ঝুঁকে হাত বাড়াতে হবে...

"আমি জানি তোমার কাছে সবকিছু বিভ্রান্তিকর ঠেকছে, অ্যাঞ্জেল," জেব শান্তস্বরে বললো। "তোমায় সব কথা এখন খুলেও বলতে পারছি না। তবে সবই একসময় তোমার কাছে পরিষ্কার ঠেকবে, তখন তুমি সব বুঝতে পারবে।"

"নিশ্চয়ই।" অ্যাঞ্জেল বিশ্বাসভঙ্গের সমস্ত বেদনা যেন ঐ এক শব্দে প্রকাশ করে দিলো।

"ব্যাপারটা হচ্ছে, অ্যাঞ্জেল," জেব আন্তরিক সুরে বলতে থাকলো, "জীবন হচ্ছে একটা পরীক্ষা। কখনো কখনো কোন কিছু না বুঝেই তোমাকে এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তবে একসময় সবকিছু বুঝতে পারা যায়। তুমি নিজেই তা দেখতে পাবে। এখন খেয়ে নাও। শপথ করে বলতে পারি, এটাতে উলটাপালটা কিছু মেশানো নেই।"

যেন সে তার শপথ বিশ্বাস করবে।

"আমি তোমাকে ঘৃণা করি," সে বললো।

জেবকে মোটেও বিস্মিত মনে হলো না। কিছুটা যেন দুঃখিত, তবে বিস্মিত নয়। "তাতে সমস্যা নেই, সোনামণি। তাতে কোন সমস্যা নেই।"

অধ্যায় ৪৬

"আমি এখন বেহেস্তে," তৃপ্তির শ্বাস ফেলে বললাম।

ডা.মার্টিনেজ হেসে উঠলেন। "এবং সেখানে দেখছি বাদামি কুকি রন্ধন প্রক্রিয়া।"

আমার এই ছুটিটা সম্পূর্ণ করার জন্য ডিনারের পর আমরা তিনজন মিলে চকোলেট চিপ কুকি বানালাম।

প্রচুর পরিমাণে কাঁচা কুকি খেয়ে প্রায় অসুস্থ হতে বসেছিলাম, তখন আবার সঠিকভাবে বেক হতে থাকা কুকির ধোঁয়া গিলে শরীরে সুস্থতা ফিরে পেলাম। ওভেনের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি চকোলেট চিপ গলছে।

নিজেকে স্মরণ রাখতে বললাম নাজ ও অ্যাঞ্জেলকে শেখাতে হবে কিভাবে চক-চিপ কুকি বানাতে হয়।

তবে যদি আবারো অ্যাঞ্জেলকে দেখতে পাই।

এলার মা ওভেন থেকে প্রথম কুকি শিটটা বের করে দ্বিতীয়টা ঢুকালেন। ঠান্ডা হওয়ার জন্য আর তর সইছিল না আমার। তাই দ্রুত হাত বাড়িয়ে একটা খেতে গিয়ে প্রায় জিভই পুড়িয়ে ফেললাম।

চিবাতে চিবাতে মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে আসলো কিছু অস্পষ্ট স্বস্তিদায়ক শব্দ। এলা ও তার মা আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের মুখে হাসি।

"তুমি হয়তোবা ভেবেছিলে আর কখনো বাড়িতে বানানো কুকির স্বাদ পাবে না," এলা বললো।

"কখনো স্বাদ পাইও নি," গিলতে গিলতে কোনরকমে বললাম আমি। আমার খাওয়া জীবনের সবচেয়ে সেরা বস্তু এটা।

"আরেকটা খাও," ডা.মার্টিনেজ বললেন।

"আগামীকালকে আমার চলে যেতে হবে," ওই দিন শুতে যাওয়ার আগে এলাকে বললাম আমি।

"না!" তাকে খুব হতাশ দেখাল। "ভালোই তো মজা হচ্ছিল। তোমাকে আমার কাজিন ভাবতে শুরু করেছিলাম, এমনকি বোনও।"

কখনো কখনো এত চমৎকার কথাও মনের কষ্টটা আরো বাড়িয়ে দেয়। "অনেকেই আমার উপর নির্ভর করে আছে, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

"তুমি কি আর আমাদের দেখতে আসবে?" সে জিজ্ঞেস করলো। "কখনো?"

আমি তার দিকে অসহায় চোখে তাকালাম। জেফকে বাদ দিলে কোন বাইরের মানুষের সাথে এই প্রথম কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করেছি আমি।

তাদের সাথে খুব চমৎকার কিছু সময় কেটেছে আমার। নিঃসন্দেহে, আমার জীবনের সেরা সময়।

সেইসাথে তার মা'ও কি অসাধারণ! কয়েকটা জিনিসের ব্যাপারে তিনি কড় যেমন যেখানে সেখানে মোজা রাখা সম্বন্ধে কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে অত কড়া নন, যেমন আমার দেহে বুলেটের ক্ষত দেখেও তিনি পুলিশ ডাকেন নি। তিনি খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে চান নি, লেকচার মারেন নি, আমার সমস্ত কথা নির্দ্বিধায় বিশ্বাসও করেছেন। এক কথায় বলা যায়, তিনি আমাকে দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেছেন। যেরকমভাবে তিনি এলাকে গ্রহণ করেছেন ঠিক সেরকমভাবে।

"হয়তোবা না," এলার আহত মুখখানা দেখে খুব খারাপ লাগছিল। "মনে হয় না আমার পক্ষে এখানে আসা সম্ভব হবে। যদি পারি, অবশ্যই আসবো, কিন্তু..."

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে লাগলাম। জেব সবসময় বলতো মাথা দিয়ে চিন্তা করার জন্য, হৃদয় দিয়ে নয়। সে ঠিকই বলতো। তাই আমি আমার সমস্ত অনুভূতি একটি বাক্সের মাঝে বন্দী করে রাখলাম।

অধ্যায় ৪৭

নাজ এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যে ম্যাক্স ও অন্যরা মারা গেছে। এ একেবারেই অসম্ভব–সে এই চিন্তাটা ঠিকভাবে সামাল দিতেও পারছে না। তাই জোর করে সে অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করতে লাগলো।

বর্তমানে মরুভূমির মাঝখানে শৃঙ্গশীর্ষের এই অগভীর খাদটাকেই যথেষ্ট আরামদায়ক মনে হচ্ছে নাজের কাছে। সে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে মাটিতে শরীর পেতে শুয়ে আছে, লক্ষ্য করছে পায়ের আঁচড়গুলো। বাইরে প্রখর সূর্যতাপ, কিন্তু ভেতরটা যথেষ্ট ঠান্ডা। এমনকি শীতল বাতাসও বইছে।

তার এই বর্তমান অবস্থা যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে অনেক কিছু দেখিয়ে দিচ্ছে। ভালো থাকার জন্য আগে মনে হত অনেক জিনিসের দরকার,প্রিয় কাপ, সেরা চাদর, সাবান, বাবা-মা, কিন্তু আসলে যা দরকার তা হচ্ছে এমন এক জায়গা খুঁজে বের করা যেখানে ইরেজার নেই।

আরি'র কথা সে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। শেষবার যখন তাকে দেখেছে তখন ছোট্ট একটা বাচ্চা ছিল সে। তার মনে আছে কিভাবে ম্যাক্সের সাথে আরি'র প্রায়ই ঝগড়া লেগে যেত। আর এখন সে প্রাপ্তবয়স্ক এক ইরেজার। মাত্র চার বছরে কিভাবে এটা ঘটলো?

আধা-ঘন্টা আগে সে ও ফ্যাং দূর থেকে একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনেছিল। সাথে সাথে তারা গুহার একদম ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বিশ মিনিট এভাবে কাটানোর পর ফ্যাং সবকিছু নিরাপদ ভেবে খাবার খুঁজতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় । সে মনে-প্রাণে আশা করছে খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসবে সে।

তাদের বাসা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। ফ্যাং ছাড়া আর বাকি সব বন্ধু মৃত। তাদের এখন একলাই জীবন কাটাতে হবে, হয়তোবা চিরকাল।

ফ্যাং প্রায় নিঃশব্দে শৃঙ্গের প্রান্তে এসে নামলো। তাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো নাজ।

"মরুভূমির ইঁদুরের কাঁচা মাংস খাবে?" ফ্যাং তার উইন্ডব্রেকারের পকেটে চাপড় মেরে বললো।

"ওহ্, না!" নাজ মুখ বিকৃত করে বললো।

ফ্যাং তার উইন্ডব্রেকার খুলে কালো টি-শার্ট থেকে ধূলো-ময়লা ঝাড়লো। কিছু একটা মুখে পুরে সশব্দে চিবাতে লাগলো সে। "এর চেয়ে তরতাজা আর

পাওয়া যাবে না," সে হাসিমুখে বলে উঠলো।

"উহহ!" একটা বিরক্তিসূচক ধ্বনি করে নাজ অন্যদিকে মুখ ঘুরালো। ইঁদুর! বাজপাখিদের মত ওড়া এক কথা কিন্তু তাদের মত খাদ্যগ্রহণ তাকে দিয়ে কস্মিনকালেও হবে না।

"ঠিক আছে, তাহলে," ফ্যাং বললো। "কাবাব খেলে কেমন হয়? সাথে কিছু সবজিও পাবে।"

সাথে সাথে মাথা ঘুরালে নাজ দেখতে পেল ফ্যাংকে একটা প্যাকেট খুলতে। আস্তে আস্তে গরুর মাংস ও শাকসবজির গন্ধে মঁ মঁ করতে লাগলো চারপাশ।

"কাবাব!" সে ফ্যাংয়ের পাশে বসার জন্য উঠে দাঁড়ালো। "কোথায় পেলে এগুলো? শহরে যাবার মত সময় তো তুমি পাও নি। ওহ্, এগুলো এখনও গরম হয়ে আছে।"

"শহর থেকে না, একটা ক্যাম্প থেকে সরিয়েছি। ধরে নাও, খাবার গায়েব হতে দেখে কয়েকজন ক্যাম্পার খুব বিস্মিত হবে," ফ্যাং অম্লানবদনে বললো। সে একপাশে মাংস আর অন্যপাশে মরিচ ও পেঁয়াজ আলাদা করে রাখছে।

গ্রিল করা মরিচে এক কামড় বসালো নাজ। এটা ছিল উষ্ণ ও নরম যেনবা বেহেস্তি খানা!

"এসব জিনিসকেই খাবার বলা যায়," নাজ তার চোখ মুদে বললো।

"ম্যাক্সকে খুঁজে বের করা ও অ্যাঞ্জেলকে উদ্ধারের ব্যাপারে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে," ফ্যাং মাংস খেতে খেতে বললো।

"কিন্তু ইরেজাররা না বললো বাদবাকি সবাই মারা গেছে। সেই সবার মধ্যে অ্যাঞ্জেল এবং ম্যাক্সও নিশ্চয় পড়ে?" নাজ কিছুটা বিষন্ন কণ্ঠে বললো।

"এ ব্যাপারে কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না," ফ্যাং জবাব দিলো। "ম্যাক্স আমাদের সাথে নাই, তার মানে কি সে মারা গেছে? তারাই বা ওকে কোথায় খুঁজে পেল? অ্যাঞ্জেল... সে হঠাৎ থেমে গেল। "আমরা জানি, অ্যাঞ্জেল তাদের জিম্মায় আছে। হয়তোবা এত সময়ে তার খারাপ কিছু হয়েও যেতে পারে।"

নাজ তার মাথা চেপে ধরলো। "আমি আর ভাবতে পারছি না।"

"বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার," সে কথা থামিয়ে চোখ কুঁচকে দূরে তাকিয়ে রইলো।

তার দেখাদেখি নাজও তাকালো। অনেক দূরে দুটা বিন্দুই স্রেফ দেখতে পাচ্ছে সে। তো এতে কিইবা হলো? নিশ্চয়ই বাজ পাখি।

সে বসে পড়ে পেঁয়াজের শেষ টুকরোটা খেল। তারপর প্যাকেটটাও চেটেপুটে খেল সে। ফ্যাংয়ের কোন একটা প্ল্যান বের করতে হবে, না হলে সব শেষ।

কিন্তু ফ্যাং আকাশের দিকে তাকিয়েই আছে।

ভুরু কোঁচকাল নাজ। সেই দুই কালো বিন্দু এখন আরো বড় এবং আরো কাছে। দেখে মনে হচ্ছে বিশাল কোন বাজপাখি। হয়তোবা ওগুলো ঈগল!

হঠাৎ ফ্যাং উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ছোট্ট একটা আয়না বের করলো। হাত বাড়িয়ে সে আয়নায় সূর্যরশ্মি ফেলার চেষ্টা চালালো।

আয়নায় আলো প্রতিফলিত হয়ে একবার ঝলসে উঠলো, তারপর থামলো তা, আবারো ঝলসালো, আবারো থামলো।

বাজপাখিগুলো এখন আরো কাছে। এখন ওগুলো তাদের দিকেই ছুটে আসছে।

হে ঈশ্বর, ওগুলো যেন উড়ন্ত ইরেজার না হয়, নাজ আতঙ্কিত হয়ে ভাবলো। অবশ্য পরে বুঝতে পারলো ইরেজারদের তুলনায় এ প্রাণীগুলো বেশ বড়, আকার-আকৃতিও অন্যরকম।

তারপর তার মুখ হাঁ হয়ে গেল। আধ মিনিট পরে ইগি ও গ্যাসম্যান ধূলোবালি উড়িয়ে শৃঙ্গের কিনারে এসে নামলো। নাজ তাদের দিকে স্রেফ তাকিয়ে রইলো, আনন্দে সে বাক্যহারা।

"তোমরা মারা যাও নি," সে বলে উঠলো।

"না। তুমিও তো মারা যাও নি," ইগি বিরক্ত হয়ে জবাব দিলো। "তা, স্রেফ 'হ্যালো' বললে কেমন হয়?"

"হাই, বন্ধুরা," গ্যাসম্যান তার মাথার চুল থেকে ধূলা ঝেড়ে বললো। "বাসায় থাকতে পারলাম না, কারণ পুরো পাহাড় ভরে গেছে ইরেজারে। তাই এখানে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারো এতে কোন সমস্যা আছে?"

অধ্যায় ৪৮

পরের দিন সকালে আমি আমার নতুন সোয়েট শার্টটা পরলাম। ইতিমধ্যেই একবার ওড়ার চেষ্টা করে দেখেছি আমি। উড়তে ঠিকই পেরেছি তবে ব্যথার জায়গাটা শক্ত হয়ে আছে।

যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ায় নিজেকে বেশ মুক্ত মনে হচ্ছে। আমি জানি ফ্যাং ও নাজ আমার উপর খাপ্পা হয়ে আছে। এও জানি অ্যাঞ্জেলের প্রতি দায়িত্ব উপেক্ষা করেছি আমি। তবে এ কাজ করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না।

ডা.মার্টিনেজ একটা ছোট ব্যাকপ্যাক আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। "এটা একটা পুরনো ব্যাকপ্যাক, তাছাড়া আমি আর তা ব্যবহারও করি না," যাতে আমি মানা করতে না পারি সেজন্য তিনি দ্রুত বলে উঠলেন। "প্লিজ এটা নাও।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যেহেতু প্লিজ বলেছেন সেহেতু নেওয়াই যায়," আমি বিড়বিড়িয়ে বললাম। তিনি হেসে উঠলেন।

এলা কাঁধ নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। আমিও চেষ্টা করছিলাম তার দিকে না তাকাতে।

"তোমার যদি কখনো কোনকিছুর দরকার হয় তাহলে দয়া করে আমাদের ফোন দিও," এলার মা বললেন। "ফোন নাম্বার তোমার ব্যাকপ্যাকে ঢুকিয়ে দিয়েছি।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম যদিওবা আমি জানি ওই নাম্বার আমি কখনো ব্যবহার করবো না। তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু আমার চেষ্টা করতে হবে কিছু একটা বলার।

"আপনারা আমাকে সাহায্য করেছেন," আমার গলা নির্বোধের মত শোনাচ্ছে, "তখন আপনারা আমাকে ভালোমত চিনতেনও না। সাহায্য না পেলে আমার অবস্থা অনেক অনেক খারাপ হত।" দেখে নাও, আমি কী রকম বাগ্মী বক্তা!

"তুমি আমাকে সাহায্য করেছো," এলা বিষয়টা যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো। "আর তখন তুমি আমাকে চিনতেও না। আমার জন্য তুমি

গুলিও খেয়েছো।"

আমি শ্রাগ করলাম। "যাই হোক, ধন্যবাদ। সবকিছুর জন্য ।"

"তোমাকেও," এলার মা হেসে বললেন। "তোমাকে সাহায্য করতে পেরে আমরা খুশি। আর যাই ঘটুক না কেন আমাদের তরফ থেকে শুভ কামনা রইলো।"

আমি মাথা নাড়লাম। তারপর তারা দুজন আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আবারো আমার কান্না আসার উপক্রম হলো তবে চোখ পিটপিট করে তা কোনমতে প্রতিহত করা গেল। কিন্তু আমিও তাদেরকে জোরে জড়িয়ে ধরে এলার কনুইয়ে মৃদু চাপড় মারলাম। মিথ্যা বলবো না, এইভাবে জড়িয়ে ধরে মনটাই খুশি খুশি হয়ে উঠলো। আবার সেইসাথে খারাপও লাগলো। আমি জানি তাদের সঙ্গ আর কখনো পাবো না, এর চেয়ে বেদনাদায়ক আর কিইবা হতে পারে?

তাদের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা খুললাম আমি। বাইরে সূর্যের আলোয় ভাসছে চারপাশ। আমি তাদের দিকে হাত নেড়ে উঠানের দিকে পা বাড়ালাম, সিদ্ধান্ত নিলাম তাদেরকে একটা উপহার দেয়ার। আমি জানি এটা ওদের প্রাপ্য।

আমাকে কি ভূতুড়ে দেখাবে তাদের কাছে? বাইরের মানুষরা আমাদের দেখলে কি ভাবে? এ ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই, আর এ নিয়ে চিন্তা করার মত সময়ও নেই আমার হাতে। আমি নিজের শার্ট ও ব্যাকপ্যাক ঠিক করে নিলাম। তারপর ঘুরে তাকালাম। এলা ও তার মা আমার দিকে ঔৎসুক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

আমি কয়েক পা দৌড়ে গিয়ে লাফ মারলাম, সেইসাথে বাতাসে ভাসিয়ে দিলাম ডানাগুলো। ক্ষতস্থানের ব্যথায় ভ্রু কুঁচকে উঠলো আমার। পুরোপুরি মেলে ধরলে আমার বাদামি-সাদা ডানাগুলো প্রায় তের ফিট লম্বা।

নিচের দিকে একবার ডানা ঝাপটানো, আউচ, তারপর উপর দিকে, আউচ, তারপর আবারো নিচে। সেই পুরনো ছন্দ। এলার বিস্মিত মুখখানা খুশিতে ভরপুর, দু'হাত জড়ো করে রেখেছে সে। ডা.মার্টিনেজ চোখের পানি মুছছেন, তার মুখও হাসি হাসি।

মিনিটখানেক পর আমি অনেক উঁচুতে উঠে গেলাম। নিচে তাকিয়ে দেখলাম এলাদের ছোট্ট বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো বিন্দু আকৃতির মানবকাঠামো আমার দিকে হাত নাড়ছে। আমিও হাত নাড়লাম। তারপর

আরো উপরে উঠে গেলাম। ওড়ার সেই স্বাধীন পরিচিত স্বাদটা আবারো ফিরে পেয়েছি আমি। নাজ ও ফ্যাংয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমি উত্তর-পশ্চিম দিকে রওয়ানা দিলাম, মনে মনে আশা করছি যেখানে অপেক্ষা করার জন্য বলেছিলাম সেখানেই পাবো ওদেরকে।

ধন্যবাদ, এলা, আমি ভাবলাম। সবকিছুর জন্য তোমাদের দু'জনকেই ধন্যবাদ।

অ্যাঞ্জেল, অবশেষে তোমাকে উদ্ধারের জন্য আমি আসছি ।

অধ্যায় ৪৯

আধা ঘণ্টা পর মনে হলো ডানার সমস্ত জড়তা আমি কাটিয়ে উঠেছি। আমি জানি আগামীকাল ঐ জায়গা ফুলে উঠবে। কিন্তু এখন আমার খুব একটা খারাপ লাগছে না, আর এখনকার অবস্থাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি দ্রুত উড়ে যেতে থাকলাম, সেইসাথে বাতাসের প্রবল কোন বেগ পেলে সেখানে গা ভাসিয়ে দিলাম।

এবার আমি আর নিচের দিকে তাকাচ্ছি না।

এক ঘণ্টা পর আমাদের সাক্ষাত করার জায়গার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমি, মনে মনে প্রার্থনা করছি নাজ ও ফ্যাংকে যেন অপেক্ষারত অবস্থায় দেখতে পাই। আমি এমনিতেই দু'দিন দেরি করে এসেছি। তাই তারা যদি আমাকে ফেলেই চলে যায় তাহলে তাদেরকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু তারা একা একা অ্যাঞ্জেলকে উদ্ধার করতে চলে গেছে, এটা ভাবতেও মন সায় দিচ্ছিল না আমার।

দেখা করার জায়গায় পৌছে আমি বড় বড় বৃত্ত রচনা করে উড়তে থাকলাম এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলাম চারপাশের জায়গা, শৃঙ্গশীর্ষ ও ছায়া। কিছুই নেই।

জনমানবের কোন চিহ্নের খোঁজে আমি গভীর গিরিখাতটি ভালো করে দেখলাম। কিন্তু আবারো আমাকে হতাশ হতে হলো। আতঙ্কিত হয়ে উঠছি আমি। কি গাধামিই না করেছি।

ওহ্ ঈশ্বর, এমনও তো হতে পারে যে তারা এখানে আসতেই পারে নি? এমনও তো হতে পারে,

একটা ছায়া আমার উপর পড়লো। তৎক্ষণাৎ মুখ তুলে তাকালাম, ভাবছি হেলিকপ্টার কি না! না, হেলিকপ্টার না, এক পাল বাজপাখি ডানা মেলে উড়ছে।

ভ্রু কুঁচকে আমি তীক্ষ্ণ চোখে তাকালাম। কয়েকটা বাজপাখি অদ্ভুতভাবে বড় ও দেখতে অন্যরকম। কিন্তু ওগুলো ঠিকই অন্যদের সাথে উড়ছে এবং তাদেরকে দলের অংশ বলেই মনে হচ্ছে। আমি আরো উপরে উঠে ভালো করে তাকালাম।

আমার বুক ধুকপুক করে উঠলো, দলটির সাথে চারটা বিশাল বাজপাখি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে বাজপাখিরা দেখতে এতো অদ্ভুত হয় না। আর তারা পায়ে স্নিকারও পরে না।

তারা ঠিকই আমার জন্য অপেক্ষা করেছে, তারা নিরাপদেও আছে। আমার সারা শরীরে স্বস্তি ও আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। এখন আমরা অ্যাঞ্জেলকে উদ্ধার করতে যাব। তারপর আবারো আমাদের দল সম্পূর্ণ হবে।

অধ্যায় ৫০

তারা আমাকে দেখতে পেয়েছে। গ্যাসম্যান ও নাজের মুখে উজ্জ্বল বোকা বোকা হাসি ফুটে উঠলো।

ইগি অবশ্যই আমাকে দেখতে পায় নি আর ফ্যাং কোন সময়ই হাস্যমুখর কেউ নয়। সে আমাকে দেখে চোখ দিয়ে ইশারা করলো পাশের একটা শৃঙ্গের দিকে। মাত্র দুই দিনই তো হয়েছে তাকে দেখি নি, অথচ এই কয়দিনেই সে যেন ওড়াওড়িতে নতুন উদ্যম ও প্রাণশক্তি খুঁজে পেয়েছে, তার চৌদ্দ-ফুট লম্বা ডানা সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে। কাছাকাছি আসতেই নাজের আনন্দিত চিৎকার শোনা গেল। "ম্যাক্স! ম্যাক্স! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?"

ফ্যাং প্রথমে নামলো, তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্য তার হদিসই খুঁজে পাওয়া গেল না। যখন আমি শৃঙ্গশীর্ষ থেকে ফিট বিশেক দূরে তখন তাকে খাড়া পাহাড়ের একটা ফোঁকরে আবিষ্কার করলাম। সত্যিই চমৎকার অপেক্ষা করার জায়গা বেছে নিয়েছে তারা।

একের পর এক আমরা ওই ফোকরে গিয়ে নামলাম এবং আশ্রয় নিলাম গুহার অভ্যন্তরে। আবারো আমরা সবাই একত্র এবং নিরাপদ।

"ম্যাক্স!" নাজ কেঁদে ছুটে আসলো আমাকে জড়িয়ে ধরার জন্য। তার সরু বাহু দিয়ে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো সে, আমিও তাকে জড়িয়ে ধরলাম। "তোমাকে নিয়ে খুব চিন্তা করছিলাম আমর আমি জানতাম না তোমার কি ঘটেছে, আমরা বুঝতে পারছিলাম না কি করবো আর ফ্যাং বলছিল আমাদের ইঁদুর খেতে হবে আর..."

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। সবকিছু ঠিক আছে," আমি তাকে বললাম। ফ্যাংয়ের দিকে তাকিয়ে ইঁদুর শব্দটা নিঃশব্দে উচ্চারণ করলাম আমি। তার মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। আমি নাজের বড় বড় বাদামি চোখের দিকে আবারো ফিরে তাকালাম। "তোমাকে নিরাপদ দেখে খুব খুশি লাগছে আমার," তাকে বললাম আমি। গ্যাসম্যান ও ইগির দিকে দৃষ্টি দিলাম। "তোমরা দুজন এখানে কি করছো? বাসায় থাকলে না কেন?"

"আমরা থাকতে পারি নি," গ্যাসম্যান বেশ আন্তরিকভাবে বলা শুরু করলো। "সারা পাহাড় ইরেজারে ছেয়ে গেছে। তারা আমাদের খুঁজছে। আমরা ওখানে থাকলে কুকুরের খাবারে পরিণত হতাম।"

"কবে থেকে তোমাদের খুঁজতে শুরু করলো তারা?" আমি অবাক হয়ে

জিজ্ঞেস করলাম। "আমরা আসার পর থেকে?"

"না," গ্যাসম্যান আস্তে করে বললো। সে একবার চোরা চোখে ইগির দিকে তাকালো যে কিনা নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে তার প্যান্টের অদৃশ্য ধূলো ঝাড়ছে।

"কি?" আমি বললাম, মনে তখন সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। "কবে থেকে তোমাদের পিছু নিল তারা?"

"ওটা কি...ওটা কি হামার ক্র্যাশ করার পর?" গ্যাসম্যান ইগিকে জিজ্ঞেস করলো।

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো আমার। হামার ক্র্যাশ?

ইগি তখন গাল চুলকাতে চুলকাতে ভাবছে।

"হয়তোবা ঐ বোমা মারার পর," গ্যাসম্যান নীচু স্বরে বললো।

"আমার মনে হয় বোমা মারার পর," ইগি তার সাথে একমত হলো। "ওটাই ওদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।"

"বোমা?" আমার গলায় অবিশ্বাসের সুর স্পষ্ট। "বোমা? তোমরা বোমাও ফাটিয়েছো নাকি? এ থেকেই তো ইরেজাররা তোমাদের অবস্থান পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে। তোমাদের উচিত ছিল লুকিয়ে থাকা।"

"তারা আমাদের অবস্থান আগে থেকেই জানতো," গ্যাসম্যান ব্যাখ্যা করলো। "তারা আমাদের সবাইকে দেখেছে এবং এও জানতো আমরা এই এলাকাতেই আছি।"

"এটা ওদের কাছে ছিল স্রেফ সময়ের ব্যাপার," ইগিও কথাটার সায় দিলো।

আমি বুঝতে পারছিলাম না কি বলবো। সত্যি কথা বলতে কি, আমি কখনো চিন্তাও করি নি যে ইরজাররা আমাদের বাসা খুঁজে পাবে। কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে গিয়েও কথা খুঁজে না পেয়ে নিশ্চুপই রইলাম আমি।

"যাই হোক, আমি খুশি যে তোমরা নিরাপদে আছো," আমি বেশ দুঃখিত কণ্ঠে বলে উঠলাম। ফ্যাংয়ের হাসির আওয়াজ শোনা গেল। আমি সেটা উপেক্ষা করে বললাম, "এখানে চলে এসে ভালোই করেছো। চমৎকার বুদ্ধিরও পরিচয় দিয়েছো।"

আমি গ্যাসম্যানকে জড়িয়ে ধরলাম, তারপর ইগিকে, যে কিনা আমার চেয়ে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। আমি নাজকে আবারো আলিঙ্গন করলাম আর সেও আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকলো। "ঠিক আছে, সোনামণি," আমি নরমস্বরে বললাম।

অবশেষে সে আমাকে ছাড়লে আমি ফ্যাংকে আলিঙ্গন করার জন্য এগিয়ে

গেলাম। আলিঙ্গন করার জন্য ফ্যাং ঠিক উপযুক্ত ব্যক্তি নয়, সে অনেকটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে, তোমাকেই যা করার করতে হয়। আমি সাধ্যমতো তাই করলাম।

তারপর আমি আমার বাম হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে সামনে মেলে ধরলে বাদবাকি সবাই তাদের বাম হাত এর উপরে রাখলো। আমরা সবাই অন্য জনের হাতে দু'বার করে টোকা দিয়ে বাতাসে হাত ছুঁড়ে মারলাম।

"অ্যাঞ্জেলের জন্য!" আমি চিৎকার করে উঠলাম, তাদের কণ্ঠেও একই কথা প্রতিধ্বনিত হলো।

"অ্যাঞ্জেলের জন্য! অ্যাঞ্জেলের জন্য!"

তারপর আমরা একের পর এক পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফ মেরে ডানা মেলে দিলাম, রওয়ানা দিলাম ঘৃণিত সেই স্কুলের পথে।

অধ্যায় ৫১

"আচ্ছা," বেশ উঁচুতে ওঠার পর বললাম। "এখন কয়েকদিনের রিপোর্ট দাও দেখি।"

"আমি আমার আম্মুকে খুঁজে বের করতে গিয়েছিলাম," নাজের ত্বড়িৎ জবাব।

"কিইইই?" চোখ দু'টো যত বড় করা সম্ভব ততটুকু বড় করে ফেললাম আমি। "তোমার আম্মু?"

নাজ শ্রাগ করলো। "যখন তোমার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম, তখন আমি ফ্যাংকে নিয়ে টিপিস্কোতে যাই। সঠিক ঠিকানা খুঁজে পাই আমরা। ওখানে গিয়ে একজন মহিলাকে দেখি যার গায়ের রং আমারই মত, তবে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম না। তখন কিছু ইরেজাররা এসে হাজির হয়–ঐ হারামী আরিও ছিল ওদের সাথে। তো ওদেরকে কিছু ধোলাই দিয়ে আমরা সেখান থেকে পালাই।"

খবরটা হজম করতে মিনিটখানেক সময় লাগলো আমার। "তুমি তার সাথে কথা বলো নি? উমম, তোমার আম্মুর সাথে?"

"না।" নাজ তার আঙ্গুলের নখ দেখতে দেখতে বললো।

"তিনি কি দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন?" কৌতূহলে বুক ফেটে যাচ্ছে আমার। সত্যি কথা বলতে কি, বাবা-মা'কে নিয়ে আমরা সবাই আগ্রহী। আমরা তাদের ব্যাপারে সবসময় কথা বলি, তাদের কথা ভেবে কাঁদি।

"পরে একসময় তোমাকে বলবো," নাজ অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দিলো।

আমি গ্যাজি ও ইগির দিকে দৃষ্টি দিলাম। "আমি ভালো করেই জানি তোমরা আসলে কি করে এসেছো," আমি বললাম। গ্যাজি আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসি দিলো।

এখন আমার নিজের খবর বলার পালা।

"আমার হাতে একটা ট্রেসার চিপ ইমপ্লান্ট করা আছে," আমি কোন ভণিতা না করে সোজা বলে দিলাম। "আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই, তবে ওটা এক্স-রে'তে ধরা পড়েছে। দেখে তো ট্রেসার চিপই মনে হয়েছে।"

সবার মুখ হাঁ হয়ে গেল। সবাই চোখভরা আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

"তুমি এক্স-রে করিয়েছো?" ফ্যাং যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "পরে সবকিছু খুলে বলবো। আমার হাতে যদি চিপ থেকে থাকে তাহলে চারপাশে ইরেজারদের এই উপস্থিতির একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। তবে আমাদের খুঁজে পেতে তাদের চার বছর লেগে গেল কেন, সেটার কোন উত্তর মেলে না। আর আমি এও জানি না তোমাদের কারো হাতেও ওটা আছে কিনা।"

কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই নিজের নিজের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত।

"ম্যাক্স? তারপরও কি তোমার মনে হয় আমাদের কোন সুযোগ আছে?" গ্যাসম্যান জোর করে মনে সাহস আনার চেষ্টা করছে। এইজন্যই এই পিচ্চিটাকে এত পছন্দ করি।

"আমি জানি না। তবে, আশা তো করি," আমি সত্য কথাটাই বলার চেষ্টা করলাম। সততা সবসময়ই ভালো, তবে মাঝে মাঝে মিথ্যা বলাটা শ্রেয়তর। "জানি আমি তোমাদের দু'দিন দেরি করিয়ে দিয়েছি। এজন্য আমি খুবই দুঃখিত। যা করা দরকার বলে মনে হয়েছে, তাই করেছি আমি। কিন্তু আমরা এতদূর চলে এসেছি, এখান থেকে আর ফিরে যাওয়া উচিত নয়। যাই ঘটুক না কেন, আমরা অ্যাঞ্জেলের খোঁজেই যাচ্ছি।"

কিছু সময়ের জন্য নীরবতা নেমে এলো আমাদের মাঝে, যেনবা সবাই সাহস সঞ্চয় করে নিচ্ছে। আমিও চেষ্টা করছি নিজের সমস্ত শক্তি একত্র করতে যা আমাকে দিনভর টেনে নিয়ে যাবে আর সাহস যোগাবে আমাদের সবচেয়ে ভীতিকর দুঃস্বপ্নের মোকাবেলা করার।

বিশ্বাস করো, যে কারোর জন্যই এটা সবচেয়ে ভীতিকর দুঃস্বপ্ন।

অধ্যায় ৫২

আমাদের দলের সবার মধ্যেই সঠিক দিক নির্ণয়ের জন্মগত ক্ষমতা আছে। আমি জানি না এটা কিভাবে কাজ করে। তবে আমরা কেমন করে জানি সবসময়ই বুঝতে পারি কোনদিকে যাচ্ছি। তো আমরা উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় দু'ঘণ্টা যাবত উড়ে চললাম। পাহাড়ের সেই বাজপাখিগুলো আমাদের সাথে সাথে উড়ে চলেছে। আমাদের নতুন দোস্ত।

"আমরা বাজপাখিদের কাছ থেকে বেশ কিছু জিনিস শিখেছি," ফ্যাং বললো। "ওড়ার কিছু নতুন নিয়ম, কিভাবে তারা কথা-বার্তা বলে, এইসব আর কি।"

"তারা সত্যিই দারুণ," নাজ আমার পাশে এসে যোগ করলো। "তারা লক্ষ্যস্থির করার জন্য পালক ব্যবহার করে। আমরাও ব্যাপারটা চেষ্টা করে দেখেছি এবং তা চমৎকার কাজে দিয়েছে। এই সামান্য একটা ব্যাপার যে কত বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে তা ভাবাই যায় না। আমি এমনকি জানতামও না যে পালকগুলো এভাবে নাড়ানো যায়।"

"যা শিখেছো তা কি তুমি আমাদের শেখাতে পারবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যা, নিশ্চয়ই," ফ্যাং জবাবে বললো।

মধ্য আকাশে থাকতেই আমরা নিজেদের শেষ গ্রানোলা বারটা খেলাম। আমরা উড়ে পেরিয়ে যেতে লাগলাম মরুভূমি, পাহাড়, নদীনালা, সমতলভূমি। স্রেফ দরকার হলেই নিচের দিকে তাকালাম আমি আর প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম এলা বা তার মা'র কথা চিন্তা না করতে।

বাজপাখিদের দেখে দেখে তাদের ওড়ার কায়দা-কানুন অনুকরণ করলাম আমি। বেশ রোমাঞ্চিত বোধ করছিলাম এই হিংস্র পাখিদের সাথে থাকতে পেরে। যখন তারা তাদের সীমানার শেষ প্রান্তে এসে আমাদের সঙ্গ ছাড়ে, তখন বেশ খারাপই লাগছিল ওদের চলে যেতে দেখে।

পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে আমি কিছুটা দুর্বল বোধ করছিলাম। অন্যদেরকে ইশারা করে নিচের দিকে নামতে লাগলাম আমি। লক্ষ্য একটা টিলার পেছনের ছোট জঙ্গল।

জায়গাটা জনবহুল না, তেমন একটা মানুষের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। স্রেফ মাইলখানেক দূরে একটা মল দেখা যাচ্ছে।

আমরা নেমে চারপাশে তাকালাম। নিজের আহত কাঁধ ঘষে নিলাম আমি। "আমাদের খাবারের প্রয়োজন। আর একটা স্ট্রিট ম্যাপ পেলেও মন্দ হয় না।"

"ম্যাপে অবশ্যই স্কুল খুঁজে পাওয়া যাবে না," ফ্যাং বললো।

"আমি জানি। তবে ওটার অবস্থান আমাদের মোটামুটি জানা আছে, ম্যাপে নিশ্চয়ই একটা ফাঁকা জায়গা থাকবে। ওটা দিয়েই রাস্তা খুঁজে বের করা যাবে," আমি বললাম।

পনেরো মিনিট হেঁটে আমরা মলের পিছনে এসে হাজির হলাম। বেশ সুন্দর জায়গাটা এখানে একটা ডলার স্টোর, গ্যাস স্টেশন, ব্যাংক মেশিন, ড্রাই ক্লিনার এবং বিউটি সেলুন আছে। গ্যাস স্টেশন স্টোরটা বাদে আর কোথাও খাবার নেই।

"কেশ পরিচর্যা করবে?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো। আমি তাকে কনুই মেরে থামিয়ে দিলাম। যেন আমি জীবনে কত চুলের পরিচর্যা করেছি। খুব বেশি বড় হয়ে গেলে কাঁচি দিয়েই চুল কেটে আসছি।

"তো, এখন কি?" গ্যাসম্যান জিজ্ঞেস করলো। "আমরা কি হাঁটতেই থাকবো?"

"একটু চিন্তা করতে দাও," মলের উপর থেকে নিচটা ভালো করে দেখতে দেখতে বললাম আমি। হিচহাইকিং করা যাবে না, হয়তোবা কোন একটা খাদে পড়েই মারা যাবো। এখান থেকে স্কুলের দূরত্ব দশ মাইলের মতো। আমরা উড়ে যেতে পারি, তবে আকাশপথে ওখানে যেতে যাচ্ছি না। তো শেষপর্যন্ত আমাদের হেঁটেই যেতে হবে, তবে এতে অনেক সময় লাগবে আর তাছাড়া আমরা এখন যথেষ্ট ক্ষুধার্ত।

"ঠিক আছে," আমি অবশেষে বললাম। "দেখে মনে হচ্ছে আমাদের,"

একটা গাড়ির গর্জন শুনে মাঝপথেই থেমে গেলাম আমি। কোন কথা না বলে আমরা দালানের পাশে একটা ঝোপের পিছনে এসে আশ্রয় নিলাম। একটা ধূসর বাদামি গাড়ি উৎকট আওয়াজ তোলে ব্যাংক মেশিনের পাশে এসে থামলো।

জানালা খুলে গেলে গগনবিদারী গানের শব্দে ভরে উঠলো চারপাশ। কানে সেলফোন ধরে রেখে একজন রোগা-পটকা লোক মেশিনের দিকে ঝুঁকলো।

"চুপ করো, গর্দভ কোথাকার!" লোকটা বলছিল। "তুমি কার্ড না হারালে আমার নগদ টাকার দরকার পড়তো না।"

লোকটি হাত বাড়িয়ে একটি কার্ড মেশিনে ঢুকালো। তারপর কোড নাম্বার

পাঞ্চ করে কিছু সময় অপেক্ষা করলো। "তোমাকে বিশ্বাস করার এই হচ্ছে ফল!" সে ফোনে ধমক দিয়ে উঠলো। "তুমি সকালে উঠে তাড়াতাড়ি রেডিও হতে পারো না!"

"হারামজাদা," নাজ ফিসফিসিয়ে বললো। তার কথায় আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

অনেকটা ম্যাজিকের মতই মেশিন থেকে সবুজ ডলারের নোট বেরিয়ে আসলে লোকটা ছোঁ মেরে ওগুলো হাতে নিয়ে গোনা শুরু করলো। পরবর্তী মুহূর্তেই একটা বিশাল কালো পিকআপ ট্রাক পার্কিংলটে এসে ঢুকলো। টায়ারের গর্জন ছাপিয়ে আমাদের কানে এলো ট্রাকের সাথে গাড়ির মৃদু সংঘর্ষের শব্দ।

ঝোপঝাড়ের পিছনে আমরা আরো নিচু হয়ে বসে রইলাম। ভয়ে নিঃশ্বাস যেন আটকে গেল আমার। ইরেজার? আমার হাতে অবশ্য বেছে নেয়ার মত একটা সুযোগ আছে। আমি ঝেড়ে দৌড় দিতে পারি যাতে দলের বাদবাকি সব সদস্যদের পিছনে ফেলে ইরেজাররা আমার পিছু নেয়।

"লোকটা প্রচণ্ড ক্ষেপে যাবে," ফ্যাং মৃদুভাবে তার ভবিষ্যৎ আশঙ্কার কথা জানালো।

গাড়ির সেই লোকটা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ট্রাকের দিকে তাকিয়ে গালিগালাজের তুবড়ি ছুটাতে লাগলো, তার গলার রগ যেন ছুটেই বেরিয়ে আসবে। একটি নতুন গালি মুখস্থ করার চেষ্টা চালালাম আমি যাতে ভবিষ্যতে কোন একদিন ব্যবহার করতে পারি।

পিকআপ ট্রাকের কালো জানালা নিচে নেমে গেল।

"কি বললি, বানচোত?" মুখে ভীতিকর এক হাসি ঝুলিয়ে বললো আরি।

অধ্যায় ৫৩

ঢোক গিললাম আমি, হাত রাখলাম গ্যাজির কাঁধে। "শশশ। শশশশ।"

বাদামি গাড়ির মালিকের চোখ যেন কপাল ঠিকরে বেরিয়ে আসবে, তার পা গ্যাস পেডালে চেপে বসলো। গাড়িটি লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো।

আরি ম্যানিয়াকের মতো হেসে উঠলো। তারপর নুড়িপাথর ছিটিয়ে গাড়িটির পিছু নিল কালো পিকআপ ট্রাক। কয়েক মুহূর্ত পর আমরা শুনতে পেলাম রাস্তা দিয়ে উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলা দুটি ইঞ্জিনের গর্জন।

"সে এদিকেই থাকে," ফ্যাং নীচু স্বরে বললো।

"আরি'র চুল কি সবুজ ছিল?" আমি কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যা," নাজের ত্বরিৎ জবাব।

ইগি বাদে আমরা চারজনই পরস্পরের দিকে তাকালাম, তারপর আমাদের সম্মিলিত দৃষ্টি গিয়ে পড়লো এটিএম বুথের দিকে।

ওটা মৃদু বিপ বিপ করছে। আমরা একবার চারপাশে তাকালাম। স্টোরের ভিতরে মানুষ আছে তবে তারা এদিকে তাকাচ্ছে না। কোন কথা না বলে আমরা নিচু হয়ে পার্কিংলটের এপাশে আসলাম।

আমরা কেউই কখনো এসব জিনিস ব্যবহার করিনি। কোন এক অদ্ভুত কারণে স্কুলের ঐ উন্মাদ বিজ্ঞানীরা আমাদের জন্য ব্যাংক একাউন্ট কিংবা ট্রাস্ট ফান্ডের ব্যবস্থা করেন নি।

সৌভাগ্যজনকভাবে মেশিনটা বানানোই হয়েছে আহাম্মকদের ব্যবহারের জন্য।

আপনি কি আরেকবার লেনদেন করতে চান? কমলা রংয়ের অক্ষরে জিজ্ঞেস করছে মেশিন।

"নগদ অর্থ উঠিয়ে নাও," ফ্যাং অনর্থক উপদেশ দিলো।

"ও, তোমার তাই মনে হয়?" আমার গলায় বিদ্রুপের ধ্বনি।

"জলদি করো," গ্যাসম্যান বলে উঠলো।

আমি উইথড্রয়াল বাটনে টিপলাম।

দয়া করে যে পরিমাণ অর্থ তুলতে চান তা উল্লেখ করুন।

আমি একটু ইতস্তত করলাম। "ষাট ডলার?" এতেই তো অনেক খাবার কেনা যাবে, তাই না?

"সে ছিল একটা আস্ত হারামজাদা," ফ্যাং বললো। "যা আছে সব নিয়ে নাও।"

হাসিতে দাঁত বের হয়ে গেল আমার। "তুমি একটা শয়তান। তবে প্রস্তাবটা আমার মনে ধরেছে।" আমি খুঁজে একাউন্ট ব্যালেন্স বের করলাম। ব্যালেন্স দেখে শিস দিয়ে উঠলো সবাই।

"ওহ্, ইয়েহ, ওহ্, ইয়েহ," নাজ গান গাওয়া শুরু করলো। "আমরা ধনী হয়ে গেছি, এখন গাড়ি কিনবো, ওহ, ইয়েহ।"

তোমরা হয়তোবা জানো না, এই এটিএম বুথগুলোর একটা বিল্ট-ইন সিস্টেম আছে যা দ্বারা এটা নির্ধারণ করা হয় একবার লেনদেনে সর্বোচ্চ কত ডলার দেয়া যায়। তাই গাড়ি-বাড়ি কেনার স্বপ্ন শুরুতেই ভেঙ্গে গেল। তবে এটা আমাকে সর্বোচ্চ ২০০ ডলার দিতে চাইল।

যখনই অর্থের পরিমাণ পাঞ্চ করলাম তখনই নিরাপত্তার খাতিরে একসেস কোড চেয়ে বসলো মেশিন।

"ওহ, না," হতাশায় গুঙ্গিয়ে উঠলাম আমি। "কেউ কি দেখেছো?"

"আমি শুনেছি," ইগি আস্তে করে বললো।

"আমার যতদূর মনে হয় দু'বারের বেশি ভুল কোড দিলে পুরো মেশিন বন্ধ হয়ে যাবে," ফ্যাং বললো।

"তুমি কি করতে পারবে?" আমি ইগিকে জিজ্ঞেস করলাম।

"উম, চেষ্টা করবো..." ইগি ইতস্তত করে তার হাত কি-প্যাডের উপর রাখলো। সে কি-গুলোর সাথে নিজের আঙ্গুলগুলোকে অভ্যস্ত করে নিলো।

"খুব বেশি ভেবো না, ইগ," ফ্যাং বলে উঠলো। "স্রেফ নিজের সেরাটা উজাড় করে দিয়ো।" মাঝে মাঝে ফ্যাং প্রচণ্ড সহযোগিতা প্রবণ, শুধু আমার সাথে ছাড়া।

ইগি পাঁচটা নাম্বার পাঞ্চ করলো, আমরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রইলাম।

প্রত্যাখ্যাত। দয়া করে সঠিক পিন নাম্বার দেখে নিয়ে আবার চেষ্টা করুন।

"আবার চেষ্টা করো," আমি দুরু দুরু বুকে বলে উঠলাম। "পুরো দুনিয়ায় তোমার মত শ্রবণশক্তি তো আর কারো নেই।"

আরো একবার কি-বোর্ডের উপরে ইগির ফ্যাকাসে হাতখানা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সে গভীরভাবে মনোসংযোগ করে পাঁচটা নাম্বার পাঞ্চ করলো।

কিছুই হলো না। সমস্ত আশা-ভরসা যেন এক ফুৎকারে নিভে গেল।

তারপরই মেশিন মৃদু গুঞ্জন করে উঠে বিশ ডলারের একতাড়া নোট বের হয়ে আসলো।

“জোস!” বাতাসে ঘুষি ছুঁড়ে বললো ফ্যাং।

“পকেটে ভরে জলদি চলো!” আমি বললাম। নাজও সাথে সাথে ডলারগুলো বের করে পকেটে ভরতে লাগলো। যখন আমরা দৌড়ে পালানোর জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছি তখন মেশিনটা আবারো বিপ করে উঠলো।

আমাদের সাথে লেনদেন করার জন্য ধন্যবাদ। দয়া করে আপনার কার্ড নিন।

“ঠিক আছে, তোমাকেও ধন্যবাদ,” আমি কার্ডটা নিতে নিতে বললাম। তারপর আমরা জঙ্গলের উদ্দেশ্যে দৌড় দিলাম। আসলে, কিছুটা দৌড়ে উড়লাম।

অধ্যায় ৫৪

কোন এক অদ্ভুত কারণে লোকটার পয়সা চুরি করার পরও মোটেও খারাপ লাগছে না। হয়তোবা লোকটাকে একটা হারামজাদা মনে হচ্ছিল তাই। আমরা যেন তার পাপের কর্মফল হিসেবে শাস্তি দেবার জন্য ফিরে এসেছি।

আমি জানি না কেন আমার খারাপ লাগছে না। কিন্তু আমি এটা জানি এলা ও তার মা'র কাছ থেকে আমি এমনকি একটা পিনাট বাটারের জারও চুরি করবো না। কখনোই না। কোনভাবেই না।

"আহারে, এর চেয়ে বেশি পাওয়া গেল না," ফ্যাং ডলার গুনতে গুনতে বললো।

"চলো গ্যাস স্টেশনে ফিরে গিয়ে কিছু খাবার কিনি," নাজের অনুরোধ।

আমি মাথা নাড়লাম। "ওখানকার লোকেরা হয়তোবা আমাদের দেখে ফেলেছে। তাই এখান থেকে আমাদের যত দ্রুত সম্ভব চলে যাওয়া উচিত।"

আমরা যখন জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছি তখন একটা লাল ভ্যান স্টোরগুলোর পিছনে এসে হাজির হলো। একজন তরুণ ভ্যানের পিছন থেকে কিছু জিনিসপত্র নামিয়ে একটা স্টোরের ভিতরে ঢুকলো। দরজাটা বন্ধ করার আগে তাকে একটা টাইম কার্ড পাঞ্চ করতে দেখা গেল।

কাজেই সে অন্তত দু'ঘণ্টা ধরে কাজ করে যাবে, তার প্রথম বিরতির পূর্ব পর্যন্ত।

আর তার ভ্যানটা সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, চালকহীন অবস্থায়।

আমি ও ফ্যাং মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

"একজন হারামীর কাছ থেকে পয়সা নেয়া এক কথা," আমি বললাম। "আর একজন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে গাড়ি চুরি করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।"

"আমরা কয়েক ঘণ্টার জন্য ওটা স্রেফ ধার নেব," ফ্যাং বললো। "গাড়ি ভাড়া বাবদ কিছু পয়সাও নাহয় রেখে যাব।"

"আমরা কি ঐ গাড়িটা চুরি করছি?" গ্যাসম্যান জিজ্ঞেস করলো। "চলো তাহলে।"

আমি ভ্রু কোঁচকালাম। "না। আমরা চিন্তা করছি ওটা ধার নেয়া যায় কিনা।" একদিকে আমি মোটেও চাচ্ছি না একজন টিনএজ ক্রিমিনাল হিসেবে আর্বিভূত হতে। অন্যদিকে, প্রতিটি মিনিট অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে বিকৃত কিছু বিজ্ঞানীদের হাতে গিনিপিগ হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে অ্যাঞ্জেলের।

"এটা অনেকটা গ্র্যান্ড থেফট অটোর মতো," গ্যাসম্যান উৎসাহের সাথে বললো। "আমি এটা টিভিতে দেখেছি। বাচ্চারা খুব পছন্দ করে এই সিরিয়াল।"

"করলে একটু তাড়াতাড়ি ধার করো," ইগি পরামর্শ দিলো। "আমি চপারের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।"

আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ নিলাম। আর হ্যা, আমি জানি, আমাকেও এর কর্মফল ভোগ করতে হবে।

ফিল্মে মানুষেরা সবসময় ড্যাশবোর্ড থেকে কয়েকটা তার ছিঁড়ে জোড়া লাগিয়ে গাড়ি 'ধার' নেয়। কিন্তু বাস্তবে এর সাথে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আর স্টার্টারও লাগে ইঞ্জিন ঠিক করতে। আমার বিবেক এর চেয়ে বেশি তথ্য দিতে নিষেধ করছে। কারণ আমি মোটেও চাই না এই বই পড়ে আমেরিকা জুড়ে গাড়ি চুরির মহোৎসব লেগে যাক।

যাই হোক, আমি যখন ইঞ্জিনের বন্দোবস্ত করছি তখন ড্রাইভারের সিটে বসে ইগি গ্যাস পেডালে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। মোটরটায় প্রাণ সঞ্চারিত হলো। আমি হুড লাগিয়ে সবাইকে নিয়ে ভ্যানে উঠলাম।

আমার বুকে ধ্রিম ধ্রিম করে আওয়াজ হচ্ছে।

তারপর আমি কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

"হে ঈশ্বর," ফ্যাং বলে উঠলো। "আমরা তো কেউই কখনো গাড়ি চালাইনি।"

এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভুলে যাওয়ার কথা নয় ফ্যাংয়ের।

"টিভিতে আমি মানুষদের গাড়ি চালাতে দেখেছি," আমি চেষ্টা করছি কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস আনার। "কিইবা এমন কঠিন হবে তা?" নিউট্রাল, পার্ক ও ড্রাইভের ব্যাপারগুলো আমার জানা ছিল। তাই ডি'তে চাপ দিলাম।

"ঠিক আছে, বন্ধুরা," আমি বললাম। "শুরু করলাম অগস্ত্য যাত্রা।"

অধ্যায় ৫৫

তোমরা হয়তোবা নাও জানতে পারো, ফুট পেডাল ছাড়াও গাড়ির একটা পৃথক পার্কিং ব্রেক থাকে। খালি চোখে ঐ ব্রেকটা প্রায়ই নজরে আসে না।

পার্কিং ব্রেক রিলিজ না করে গাড়ি চালানোর প্রচেষ্টাকে তুলনা করা যেতে পারে বিশালাকায় কুকুর সেইন্ট বার্নাডকে টেনে-হিঁচড়ে বাথটাবে নামানোর সাথে।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা ভালোই করছি," বিশ মিনিট পর পার্কিং ব্রেক খুঁজে পেয়ে তা রিলিজ করার পর বললাম আমি। আমার মনে হচ্ছে আমি একটা বিশাল মত্ত হাতিকে সামলাচ্ছি।

দর দর করে ঘামছি আমি, সেইসাথে গাড়ি চালানো নিয়ে বেশ আতঙ্কিতও বটে। কিন্তু আমি চেষ্টা করছি নিজেকে অনেক শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী দেখানোর। "হয়তোবা এটা ওড়ার চেয়ে ভালো নয়, তবে হাঁটার চেয়ে অনেক ভালো।"

আমি ফ্যাংয়ের দিকে তাকিয়ে একটা সাহসী হাসি দিলাম, দেখলাম ফ্যাং এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। "কি?"

"আর একটু সহজভাবে বাঁক ঘুরতে পারো না তুমি?" সে বললো।

"আস্তে আস্তে আমার ড্রাইভিং ভালো হচ্ছে," আমি বললাম। "আমার স্রেফ কিছু সময় অনুশীলনের দরকার।"

"আমি জানতাম না মাত্র দুই চাকার উপর ভর দিয়ে একটা ভ্যান এত দীর্ঘ সময় ধরে চলতে পারে," নাজ বললো।

"আমি কোন ধার করা গাড়িতে বমি করতে চাচ্ছি না," গ্যাসম্যান বললো।

আমি ঠোঁট চেপে রাস্তার দিকে মনোযোগ দিলাম। "পাঁচশ গজ সামনে আমাদের পুব দিকে বাঁক নিতে হবে," জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বিড়বিড়িয়ে বললাম আমি।

আরো আধা মাইল পর গাড়ি থামিয়ে আমি স্টিয়ারিং হুইলে মাথা রাখলাম। "আরে বালের রাস্তা গেল কই?" হতাশায় আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। "এখানে তো কোন রাস্তাই নেই।"

"তুমি তোমার নিজের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী গাড়ি চালাচ্ছিলে," ফ্যাং ব্যাপারটা দেখিয়ে দিলো।

"আর তোমার যেখানে মনে হয় সেখানে তো রাস্তা পয়দা হবে না." ইগি বুদ্ধিমানের মত যোগ করলো।

দুজনকেই থাপ্পড় লাগাতে ইচ্ছে করছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি গাড়ি চালু করলাম ও একটা ইউ-টার্ন নিলাম।

"একটা অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর রুট নিতে হচ্ছে আমাকে," আমি বললাম। ধীরে ধীরে যে সময় চলে যাচ্ছে, এটা আমাকে শঙ্কিত করে তুলছে। তাছাড়া আমি তো এও জানি না অ্যাঞ্জেল বেঁচে আছে কিনা। এর চেয়েও বিভীষিকাময় ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা ক্রমান্বয়ে সেই অভিশপ্ত স্কুলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যেখানে আমাদের জীবনের জঘন্য সব ঘটনা ঘটেছে। মনে হচ্ছে আমরা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আর এ ব্যাপারে আমাদের তেমন কিছু করারও নেই।

"ধ্যাত!" আরেকটা অপ্রত্যাশিত বাঁক নিয়ে ও প্রত্যাশিত রাস্তার খোঁজ না পেয়ে গাড়ি থামালাম আমি। তারপর স্টিয়ারিং হুইলে দমাদম ঘুষি মারতে লাগলাম। আমার প্রত্যেকটা পেশি উত্তেজিত হয়ে আছে গাড়ি চালানোর ধকল ও অজানা আশঙ্কায়। সেইসাথে মাথাটাও প্রচণ্ড ধরেছে। গত কয়েকদিন যাবত বেশ মাথা ব্যথা করছে। জানি না কেন।

"ঠিক আছে, ম্যাক্স," গ্যাসম্যান ভীত গলায় বললো।

"সে কি স্টিয়ারিং হুইলে ঘুষি মারছে?" ইগি জিজ্ঞেস করলো।

"দেখো," একটা সাইন দেখিয়ে বললো ফ্যাং। "সামনেই একটা শহর। চলো ওখানে গিয়ে কিছু খাই এবং একটা সত্যিকারের ম্যাপ খুঁজে বের করি। কারণ এভাবে ঘুরে কোন লাভ হচ্ছে না।"

বেনেট একটা ছোট্ট শহর। আমি ড্রাইভিং সিটে বসে ভ্রু কুঁচকে চারিদিকে তাকালাম। এখানে খাওয়ার অনেক জায়গা আছে। আমি একটা পার্কিংলটে ঢুকে একদম পিছনের দিকে ভ্যানটা রাখলাম।

ইঞ্জিন বন্ধ করলাম আমি, নাজ ও ইগি সাথে সাথে দরজার দিকে ছুটলো। "আমরা বেঁচে আছি!" গ্যাসম্যান চিৎকার করে উঠলো।

"দাঁড়াও!" আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম। "দেখো, আমরা স্কুলের খুব কাছাকাছি আছি। তাই এটা মনে রেখো, যে কেউ ইরেজার হতে পারে এবং তারা যে কোন জায়গায় থাকতে পারে। তোমরা অবশ্য ব্যাপারটা ভালো করেই জানো। সেজন্য আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে।"

"আমাদের খাওয়া দরকার," নাজ চেষ্টা করছে ঘ্যানঘ্যান না করার। অবশ্য এটা তার জন্য যথেষ্ট কঠিন, মনে হচ্ছে তার ক্যালোরি অন্য যে কারো চেয়ে অনেক দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে।

"আমি জানি, নাজ," আমি কোমল কণ্ঠে বললাম। "আমরা খেতেই যাচ্ছি। আমি শুধুমাত্র বলছি তোমাদের সতর্ক থাকার জন্য। চোখ-কান খোলা রাখবে, পালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে, ঠিক আছে? মনে রেখো, যে কেউ ইরেজার হতে পারে।"

তারা সবাই মাথা নেড়ে সায় দিলো। আমি ভিজর নামালাম যাতে আয়নায় নিজেকে দেখতে পারি, তখনই ছোট অথচ ভারি একটা কিছু আমার কোলে পড়লো।

আমি ভয়ে জমে গেলাম, গলায় নিঃশ্বাস যেন আটকে গেল। কি?

অতি সর্ন্তপণে নিচে তাকালাম আমি। না, কোন গ্রেনেড না। এটা ছিল একটা চাবির রিং। এই ভ্যানটার চাবি। আমি এর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

"আমাদের কাজটা এখন অনেক সহজ হয়ে গেল," ফ্যাং বললো।

অধ্যায় ৫৬

“আমি চাই আমার ঘরে সবসময় এরকম গন্ধ ভেসে থাকুক,” ব্রয়েল করা বার্গার ও গরম গরম ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের সুগন্ধ নিতে নিতে বললো ইগি।

“সেটা হলে তো দারুণ হতো,” মেন্যু বোর্ড পড়তে পড়তে বলে উঠলাম আমি। আমার পাকস্থলীর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ওটা নিজেই নিজেকে খেয়ে ফেলবে। অতিরিক্ত উদবেগ ও আড্রেনালিনের ক্ষরণে রীতিমত কাঁপছি আমি।

ভিড়বাট্টা ও হট্টগোলে পরিপূর্ণ এই রেস্টুরেন্টটা। সাধারণ মানুষদের ভীড়ে আমরা সবসময়ই শঙ্কিত বোধ করি। আমরা লাইন ধরে এগিয়ে গেলাম, নিজেদের যাতে সন্দেহজনক মনে না হয় তার আপ্রাণ চেষ্টাও চালিয়ে গেলাম। যতদূর মনে হয় এখানে কোন ইরেজার নেই।

কিন্তু এটাও মাথায় রাখা উচিত যে ইরেজারদের সহজ-স্বাভাবিকই মনে হয়যতক্ষণ না তারা তাদের দেহাকৃতি পরিবর্তন করে তোমাকে আক্রমণ করে।

“আমি আর মাংস খাই না,” নাজ ঘোষণা দিলো। আমার ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে সে বলে যেতে লাগলো, “ঐ বাজপাখিদের সাপ-খরগোশ খেতে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে।”

ফ্যাং সামনে এগিয়ে গিয়ে ডাবল চিজবার্গার, একটা চকোলেট শেক, ক্যাফেইন ও চিনি মিশ্রিত সোডা, তিনটা ফ্রাই ও তিনটা আপেল পাইয়ের অর্ডার দিলো।

“এক দঙ্গল লোককে খাওয়াচ্ছেন বুঝি?” কাউন্টারের পেছনের মহিলাটি জিজ্ঞেস করলো।

“হ্যা, ম্যাম,” ফ্যাং মিষ্টি সুরে জবাব দিলো।

বহুরুপী ফ্যাং, মনে মনে ভাবলাম আমি। তারপর, নাজের দিকে ফিরে তাকালাম।

“ঠিক আছে,” চেষ্টা করছি নেতাসুলভ ভাব নিয়ে আসার। “কিন্তু তবুও তোমার প্রচুর প্রোটিন দরকার।”

ফ্যাংয়ের মত একই জিনিস অর্ডার করলো ইগি। খাবার হাতে নিয়ে নিলে ফ্যাং তাকে একটা প্রাইভেট বুথে নিয়ে গেল।

“উম, আচ্ছা,” আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে বললাম। “দুটা ফ্রাইড চিকেন

স্যান্ডউইচ, দুটা ডাবল চিজবার্গার, চারটা ফ্রাই, ছয়টা আপেল পাই, দুটা ভ্যানিলা শেক, একটা স্ট্রবেরি শেক, এবং দুইটা ট্রিপল চিজবার্গার দেয়া যাবে কি?"

"তার মানে, শুধু চিজবার্গার? মাংস ছাড়া?"

"হ্যা, এতেই চলবে।" আমি নাজের দিকে তাকালাম, সে তার সম্মতি জানালো।

খাবারের সুঘ্রাণ আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো যে কোন সময় বেহুঁশ হয়ে যাবো। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা গ্যাসম্যান অস্থির হয়ে নিজের দেহের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাচ্ছে। প্রায় অনন্তকাল পর আমরা আমাদের খাবারের ট্রে পেলাম, তারপর পয়সা মিটিয়ে দিয়ে পিছনে ফ্যাং ও ইগির সাথে যোগ দিলাম।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম সুখি পরিবারের খন্ড খন্ড ছবি। বাচ্চারা স্ট্রেপার খুলছে, মহিলারা পরস্পরের সাথে কথা বলছে আর আমাদের মত কিশোর-কিশোরীরা গুলতানিতে ব্যস্ত। আমি সাবধানে বসে পড়লাম, আমার পাশে বসলো নাজ। গ্যাসম্যান চেপেচুপে নাজের পাশে এসে বসলো।

আমি কি শক্ত-সমর্থ? মানসিকভাবে সবল? অবশ্যই।

আমি কি গরম চিকেন স্যান্ডউইচে দাঁত ঢুকিয়ে আনন্দে প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলাম? নিশ্চিত হতে পারো।

নাজ তার চিজ ছিঁড়ে খাচ্ছে, ফ্যাং খাচ্ছে তার দ্বিতীয় বার্গারটি, ইগি এত বেশি খাবার মুখে নিয়েছে যে ঠিকমত নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, আর গ্যাসম্যান একটার পর একটা ফ্রাই মুখে পুরছে। আমাদের দেখে হয়তোবা ক্ষুধায় কাতর এতিম শিশুদের মতো লাগছে। হেই! আমরা তো সত্যিই ক্ষুধায় কাতর কয়েকজন এতিম শিশু। কয়েক মিনিট ধরে শুধু শোনা গেল চিবানোর বিরক্তিকর শব্দ। হঠাৎ ফ্ল্যাশব্যাকের মতো এলা ও তার মা'র সাথে ভদ্রভাবে খাওয়ার দৃশ্যর কথা মনে পড়লো যখন আমরা ন্যাপকিন ব্যবহার করতাম এবং অক্ষরে অক্ষরে পালন করতাম টেবিল ম্যানার্স।

দারুণ। আর এখন আমি একসাথে এত বেশি খাবার খাচ্ছি যে গিলতেই অসুবিধা হচ্ছে।

হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম আমার কাঁধের পেশি কেন জানি টানটান হয়ে উঠছে। আমি ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম। সে তখন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে খেতে আমার দু'পাশে তাকাচ্ছে। আমি তার এই চোখের দৃষ্টি চিনি।

খুবই স্বাভাবিক থেকে আমি চারপাশে আবারো তাকালাম। আমাদের পাশে যে দুই পরিবার বসে খাচ্ছিলো, তারা এখন আর নেই। এখন দেখে মনে হচ্ছে এক পাল পুরুষ মডেল টেবিল ভর্তি করে আমাদের ঘিরে রেখেছে।

লোকগুলো দেখতে সুদর্শন, তাদের মাথা-ভরতি ঘন চুল আর চোখগুলো মায়াকাড়া ও বড় বড়।

ওহ্, ঈশ্বর। আমার পেট অজানা আশঙ্কায় গুরগুর করে উঠলো।

অধ্যায় ৫৭

আমি ফ্যাংয়ের উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালাম, চোখ দিয়ে ইশারা করে দেখিয়ে দিলাম পিছনের ফায়ার এক্সিট ডোর। চোখ পিটপিট করে সে সবকিছু বুঝতে পেরেছে এটা জানিয়ে দিলো। তারপর ইগির হাতে টোকা দিলো সে।

"নাজ," আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম। "গ্যাজি। মুখ তুলে তাকিয়ো না। তিন সেকেন্ড পর, লাফ মেরে ফ্যাংয়ের কাছে পৌছাবে এবং পিছনের এক্সিট ডোর দিয়ে বেরিয়ে যাবে।"

আমার কথা শুনতে পেয়েছে এটা বুঝতে না দিয়ে নাজ ও ইগি খাবার চিবিয়ে যেতে লাগলো। নাজ এক চুমুকে ভ্যানিলা শেক খেয়ে নিলো। তারপর হঠাৎ ঝটকা মেরে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, ফায়ার ডোর ভেঙ্গে ছুট লাগালো সে। তার পিছু পিছু চললো গ্যাসম্যান।

সঙ্গীদের নিয়ে রীতিমত গর্ব বোধ হচ্ছিল আমার।

ততক্ষণে অ্যালার্ম বাজতে শুরু করেছে, কিন্তু আমি ওদের পিছন পিছন এগিয়ে যাচ্ছি আর ফ্যাং ও ইগিও আমার পিছু পিছু আসছে। ইরেজাররা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই আমরা ভ্যানের কাছে পৌছে গেলাম।

ভেতরে ঢুকে আমি ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে ইঞ্জিন চালু করলাম। ইরেজাররা ততক্ষণে পঙ্গপালের মত পার্কিংলটে ঢুকছে, তাদের অনেকেই ইতিমধ্যেই নেকড়েতে রুপান্তরিত হয়েছে।

গ্যাস পেডালে চাপ দিয়ে আমি গাড়ি বিপরীত দিকে নিতে চাইলাম, আর্তনাদ করে উঠলাম যখন বুঝতে পারলাম একজন ইরেজারের গায়ে ধাক্কা লেগেছে। তারপর গিয়ার স্টিক টান মেরে ডি'তে নিয়ে এসে, পার্কিংলটের চারদিকের ঝোপঝাড় মাড়িয়ে, আমি রাস্তায় নেমে এলাম। টায়ারের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল পিছনের গাড়িগুলোর হর্নের কানফাটানো শব্দ।

কোণার দিকের গ্যাস স্টেশন ছাড়িয়ে আমি ডান দিকে মোড় নিলাম। একটুর জন্য আরো কয়েকটা গাড়ির সাথে সংঘর্ষের হাত থেকে বেঁচে গেলাম আমি। ওদিকের রাস্তায় নেমে গাড়ির ভিড়ে মিশে যেতে চাইলাম।

"ম্যাক্স!" নাজের তীক্ষ্ণ চিৎকার। কিন্তু আমিও সামনের সেমিট্রেইলারটা দেখেছি এবং একদম শেষ মুহূর্তে ওটার পথ থেকে সরে দাঁড়ালাম। আমাদের পিছনেই ট্রাকের সাথে গাড়ির সংঘর্ষের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারপর এঁকেবেঁকে ট্রাফিক মাড়িয়ে সামনে এগুতে থাকলাম আমি, মনে মনে তখন

আফসোস করছি কেন ড্রাইভিংটা ভালো মত শিখি নি আর কেনইবা ভ্যানের বদলে অন্য কিছু চুরি করলাম না।

"ভ্যানটার পেট এত মোটা!" আমি হতাশায় গুঙিয়ে উঠলাম। আবারো বাঁক ঘুরতে গিয়ে আমাদের ভ্যান দুই চাকায় ভর দিয়ে প্রায় শূন্যে উঠে গেল। তবে এখন বেশ দ্রুত বাঁক নেয়া যাচ্ছে।

"ভ্যান তো মোটা হবেই," ফ্যাং বললো, যেনবা কোন রেস কার চুরি না করার জন্য আমাকে দুষছে।

আমরা শহরের বাইরে চলে এলাম যানবাহনের এই দঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসাটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। স্টিয়ারিং হুইলে আমার এঁটে থাকা হাতগুলোকে মনে হচ্ছিল শক্ত তারের মত। আমাদের ভ্যানটাকে ছেড়ে দেয়া উচিত।

"আমি থামছি!" ইঞ্জিন গর্জন ছাপিয়ে বলে উঠলাম আমি। "যত দ্রুত পারো লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে ওড়া শুরু করো!"

"ঠিক আছে!" পুরো দলের সম্মিলিত চিৎকার।

রিয়ারভিউ মিররে চোখ বুলিয়ে দেখলাম তিনটা কালো গাড়ি আমাদের পিছু পিছু আসছে, আস্তে আস্তে মাঝখানের ব্যবধানও কমাচ্ছে। আমাদের চেয়ে অনেক দ্রুত এগুচ্ছে ওরা। যে কোন উপায়ে আমার কিছু সময় বের করতে হবে।

দাঁতে দাঁত চেপে হঠাৎ গাড়ি নিয়ে আমি নেমে গেলাম ভুট্টা ক্ষেতে। ক্ষেত মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে চললাম আমরা, সহ্য করতে থাকলাম উইন্ডশিল্ডের ওপর আছড়ে পড়া গুঁড়ো-গাড়া শস্য দানা। যতোটা সম্ভব এঁকেবেঁকে যেতে থাকলাম আমি এবং সামনে থেকে ভেসে আসা মৃদু আলো আমাকে আশান্বিত করে তুললো নতুন কোন রাস্তার।

আমি রিয়ারভিউ মিররে কোন গাড়িকে পিছু নিয়ে আসতে দেখলাম না। আর তাছাড়া ভুট্টাদানা ফাটার শব্দ এত বিকট যে অন্য গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনার কথাও না। আমরা কি ওদেরকে খসাতে পেরেছি? অবশেষে একটা রাস্তা পাওয়া গেছে! চমৎকার!

ঝাঁকুনি খেতে খেতে ভ্যান রাস্তায় উঠলো। সামনের টায়ার রাস্তায় পড়ার সাথে সাথে আমি গ্যাস পেডালে চাপ দিলাম

তখনই একটা সেডান আমাদের সামনে এসে হাজির হলো।

ষাট মাইল স্পিডে সেডানটাকে গিয়ে ধাক্কা দিলাম আমি।

অধ্যায় ৫৮

নিজের প্রতি নোট   নতুন কোন গাড়ি চুরি করলে এয়ারব্যাগ অক্ষম করে দেবে।

এয়ারব্যাগের ব্যাপারে একটা জিনিস হচ্ছে, যখন তুমি কোন কিছুকে পঞ্চাশ-ষাট মাইল বেগে ধাক্কা মারো, তখন ওগুলো ফুলে গিয়ে এত জোরে মুখে এসে আঘাত করে যে তোমার চেহারার দফারফা হয়ে যেতে পারে। আমার ক্ষেত্রে ঠিক এটাই ঘটেছে, নাক থেকে পড়তে থাকা রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা চালাতে চালাতে ভাবলাম আমি।

"রিপোর্ট করো," দুর্বল কণ্ঠে বললাম আমি।

"আমি ঠিক আছি," আমার পাশে বসা ফ্যাং বললো। তার গলায় সিটবেল্ট অনেকটা ফাঁসের মতই আঁটকে আছে।

"আমিও ঠিক আছি," ব্যাকসিট থেকে নাজের ভীত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম। তাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, শুধুমাত্র চোট লাগা কপাল বাদে। আমার রক্তমাখা চেহারা দেখে সে আৎকে উঠলো।

"আমার নাকটাই কেবল ফেটেছে," আমি তৎক্ষণাৎ তাকে আশ্বস্ত করলাম। "মাথা ফাটলে আরো বেশি রক্তপাত হতো। এই দেখো, এটা থেমেও যাচ্ছে।" মিথ্যা কথা।

"নিজেকে পুডিংয়ের মত লাগছে," ইগি গুঙ্গিয়ে উঠলো। "যে পুডিংয়ের আবার স্নায়ু আছে। যে পুডিং ব্যাথায় কাতর।"

"আমার অসুস্থ লাগছে," গ্যাসম্যান বললো, তার মুখ সাদা, ঠোঁট ফ্যাকাশে আর রক্তশূন্য।

ক্র্যাশ!

আমাদের চারপাশের জানালাগুলো বিকট শব্দে ভেঙ্গে গেল আর আমরা ভয়ে লাফ দিয়ে উঠে মুখের ওপর হাত চাপলাম। আমি দেখতে পেলাম বন্দুক দিয়ে গ্লাসে ধাক্কা মারা হচ্ছে। তারপর নখরযুক্ত লোমশ কয়েকটি হাত দরজা খুলে দিলো।

একটা লাথি মারারও সময় পেলাম না, ফ্যাং ও আমাকে ভ্যান থেকে বের করে এনে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলা হলো।

"দৌড়াও!" আমি জোরে চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু নাকে প্রচণ্ড এক আঘাত খেয়ে থেমে যেতে হলো আমায়।

তাকিয়ে দেখলাম ভ্যানের পেছনের দরজা খুলে গেল এবং ইগি ও গ্যাসম্যান সাঁই করে আকাশে উঠে পড়লো। সাথে সাথে অনাবিল আনন্দের ছটা আমার মুখময় ছড়িয়ে গেল, কিন্তু তাজা রক্ত মুখে চলে আসায় হাসি থামাতে হলো আমাকে।

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ইরেজাররা তাদের উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়া শুরু করলো। কিন্তু ইগি ও গ্যাজি আরো উপরে উঠতে থাকলো। দারুণ, দারুণ, দারুণ!

হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে থাকা নাজকে ভ্যানের পেছন থেকে পাকড়াও করে নিয়ে এসে আমার পাশে ধাক্কা মেরে ফেলা হলো। তার চোখ অশ্রুসজল। আমি হাত বাড়ালাম তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য।

ইটালিয়ান বুট পরিহিত একজন ইরেজার সজোরে লাথি মারলো আমাকে। আউ!

"তোমাকে ট্যাগ করা হলো," আরি বললো। তার কথা শুনে দানবীয় উত্তেজনায় সবাই হেসে উঠলো।

"দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি স্কুলে যেতে চাচ্ছো না," সে কথা চালিয়ে গেল। তার ক্ষুরধার হলদেটে দাঁত দেখা যাচ্ছে, এমনকি বিন্দু বিন্দু লালাও ঝরছে মুখ থেকে।

তারা সবমিলে পাঁচ জন আর আমরা তিন জন। আমার দৈহিক গঠনের তুলনায় আমি যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী, কিন্তু আরির ওজন আমার চেয়ে প্রায় ১৬০ পাউন্ড বেশি। তাছাড়া সে তার জুতাওয়ালা পা আমার কপালে ঠেস দিয়ে রেখেছে। শুধু যদি একটা আঘাত হানতে পারতাম, একটা ভয়ঙ্কর মোক্ষম আঘাত।

আমি ফ্যাংয়ের চোখের দিকে তাকালাম, তার চোখদুটো কালো ও অভিব্যক্তিহীন। তারপর নাজের দিকে দৃষ্টি দিলাম। চেষ্টা করলাম তাকে আশ্বস্ত করার মত এক হাসি দিতে কিন্তু আমার রক্তে রঞ্জিত চেহারা তার মুখে প্রফুলতা এনে দিতে ব্যর্থ হলো।

তখনই আমরা শুনতে পেলাম একটি অগ্রসরমান চপারের ভীতিকর সেই শব্দ। শব্দ শুনে ইরেজাররা চিৎকার করে হাত নাড়তে লাগলো।

"কি করুণ দৃশ্য," আরি আমার দিকে তাকিয়ে বললো। "আমরা সবাই বাসায় ফিরে যাচ্ছি। সেই পুরনো দিনের মতো।"

অধ্যায় ৫৯

অ্যাঞ্জেল বেঁচে আছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে বেঁচে আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে কোন কিছুর সাথে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত আমি।

জানি সে বেঁচে আছে কারণ আমার খাঁচার পাশেই তার ছোট্ট খাঁচাটি রাখা। খাঁচার শিক গলিয়ে হাত বাড়ালে ইঞ্চিখানেক দূরত্বে থাকি আমরা।

"তারা তোমাকে অন্তত বড় একটা ক্রেট দিয়েছে," মৃদু খসখসে কণ্ঠে বলে উঠলো সে। "আমারটা মাঝারি।"

আমার গলা বুজে এলো। এই দুঃসময়েও তার সাহসী কথা-বার্তা আমাকে প্রচণ্ড নাড়িয়ে দিলো। এত দেরি করে এখানে পৌঁছানোয় আমার লজ্জা লাগতে লাগলো, লজ্জা লাগতে লাগলো এত সহজে ইরেজারদের হাতে ধরা পড়ে যাওয়ায় ও ব্যর্থ হিসেবে প্রতীয়মান হওয়ায়।

"এতে তোমার কোন ভুল ছিল না," আমার চিন্তা পড়ে সে বলে উঠলো। তাকে বিশ্রি দেখাচ্ছে। তার চোখ দুটো কোটরে বসা, মুখের একপাশের একটা ক্ষতে হলদেটে ভাব। অ্যাঞ্জেলকে দেখতেও অনেক শুকনা লাগছে যেনবা এই কয়েকদিনে সে একটা পাতায় পরিণত হয়েছে। তার পাখনার পালকগুলোতে জমেছে ময়লা।

অন্যপাশে, নাজ ও ফ্যাংকে আলাদা দু'টি ক্রেটে রাখা হয়েছে। নাজকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে, যদিওবা সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে তার ভীতিকে ঢাকার কিন্তু লড়াইটাতে হেরে যাচ্ছে সে। ফ্যাং তার হাঁটুর উপর হাত রেখে বসে আছে। অ্যাঞ্জেলকে দেখামাত্রই তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল কিন্তু এরপর থেকেই সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

"আমি দুঃখিত, ম্যাক্স," অ্যাঞ্জেল ফিসফিসিয়ে বললো। "আমার ভুলের কারণেই এমনটা ঘটলো।"

"বেকুবের মত কথা বলো না," আমি বললাম। ফাটা নাকের কারণে আমার কণ্ঠস্বরটা ফাঁপা শোনাচ্ছে। "আমাদের যে কারোরই এমনটা হতে পারে। আর আমার ভুলের কারণেই ফ্যাং, নাজ ও আমি ধরা পড়েছি।"

আমার চারপাশে ধাতব পদার্থ ও এন্টিসেপ্টিকের গন্ধ কয়েক বছর আগেকার বিভীষিকাময় স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। মনে ভেসে বেড়াচ্ছে ব্যথা ও ভয়ের খন্ড খন্ড ছবি। আমার নাকের রক্তপড়া অবশেষে বন্ধ হয়েছে কিন্তু এখনও ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। আমার মাথাব্যথাটাও ফিরে এসেছে, আর

কেন জানি চোখের সামনে উলটাপালটা জিনিসের ছবি দেখছি। এগুলো কি হচ্ছে?

"ম্যাক্স, তোমাকে একটা কথা বলা দরকার।" অ্যাঞ্জেল কাঁদতে শুরু করলো।

"শশশ," আমি সান্ত্বনার সুরে বললাম। "পরে বলবে। এখন বিশ্রাম নাও। এতে ভালো লাগবে তোমার।"

"না, ম্যাক্স, এটা খুবই দরকারি,"

তখনই দরজা খুলে গেল এবং লিনোলিয়ামের টাইলে ভারি পদশব্দ শোনা যেতে লাগলো। সাথে সাথে অ্যাঞ্জেলের ছোট্ট মুখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। খেপে গেলাম আমি, এত ছোট একটা মেয়ের মনে যারা ভীতি সঞ্চার করে তাদের প্রতি খেপে যাওয়াটা বেশ স্বাভাবিক।

আমি পেশি টানটান করে ভীষণমূর্তি ধারণ করলাম। অ্যাঞ্জেলের সাথে তেড়িবেড়ি করার জন্য তাদেরকে খুব পস্তাতে হবে। এমনকি তারা যে এখনও বেঁচে আছে তার জন্যও তাদেরকে পস্তাতে হবে।

হাত দুটো মুঠো করে নিলাম আমি। তারপর কুঁজো হয়ে বসে রইলাম যাতে কেউ ক্রেটের দরজা খুললে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কলিজা ছিঁড়ে নিতে পারি। ঐ বানচোত আরিকে দিয়েই শুরু করবো।

অ্যাঞ্জেল বসে বসে নিঃশব্দে কাঁদছে। আর আমি তখন আকাশ-পাতাল চিন্তা করছি তারা তাকে নিয়ে কি করেছে এ ভেবে।

এক জোড়া পা আমার ক্রেটের সামনে এসে থামলো। হাঁটু ছুঁই ছুঁই সাদা ল্যাব কোটের প্রান্ত দেখতে পাচ্ছি আমি।

লোকটা হাঁটু গেড়ে আমার ক্রেটের দিকে তাকালো।

হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেল আমার, হোঁচট খেয়ে পিছনে পড়েও গেলাম আমি।

"ম্যাক্সিমাম রাইড," জেব বেচেল্ডার বলে উঠলো। "তোমাকে অনেক মিস করেছি আমি।"

অধ্যায় ৬০

এ নিশ্চয়ই হ্যালুসিনেশন, স্তম্ভিত হয়ে ভাবলাম আমি।

আর সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল। শুধুমাত্র জেবকে আমার ক্রেটের ওপাশ থেকে হাসিমুখে তাকাতে দেখলাম।

আমার জীবনে বাবা-মা'র অভাব জেব পুষিয়ে দিয়েছিল। চার বছর আগে সে আমাদের ছয় জনকে স্কুল থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়, লুকিয়ে রাখে পর্বতের ঐ বাড়িটিতে। সে-ই আমাদের উড়তে শিখিয়েছে। সে আমাদের খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত করেছে, কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করেছে এবং শিখিয়েছে বেঁচে থাকার নিয়মকানুন, সেইসাথে কিভাবে লড়তে হয় ও পড়তে হয়। সে আমাদেরকে গল্প পড়ে শোনাতো, খেলতে দিত ভিডিও গেমস। আমাদের ডিনার সে-ই বানাতো, তারপর ঘুমানোর আগে বিছানাও প্রস্তুত করতো। যখন আমি ভয় পেতাম তখন নিজেকে মনে মনে প্রবোধ দিতাম যে জেবই আমাদের সবকিছু থেকে রক্ষা করবে আর সাথে সাথে আমার ভয় কেটে যেত।

দুই বছর আগে সে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়।

আমরা এতদিন জানতাম, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমরা আরও জানতাম যে আমাদের অবস্থান প্রকাশের চেয়ে মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করে নেবে সে। এরকমও মনে করতাম, আমাদেরকে বাঁচাতে গিয়েই মারা গিয়েছে সে। এ ধরণের কিছু একটাই আমরা ধরে নিয়েছিলাম।

গত দুই বছর আমরা জেবকে অনেক মিস করেছি, মনে হত যেন আমাদের বাবা-মা মারা গিয়েছেন। যখন সে বাড়িতে ফিরে এলো না তখন প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগতো। তারপর আমরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম যে সে আর ফিরে আসবে না।

গত চার বছর ধরে সে-ই ছিল আমার আদর্শ।

এখন আমার চোখ বলছে সে ওদের একজন হয়ে গেছে। হয়তোবা সে সবসময়ই ওদের একজন ছিল। হয়তোবা এতদিন ধরে ওর সম্পর্কে যা যা জানতাম সবই চরম ভাঁওতাবাজি ছাড়া আর কিছু ছিল না।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম অ্যাঞ্জেলের কথা, তার ভয় ও কান্না। সে জানতো।

খুব ইচ্ছা করছিল অ্যাঞ্জেল, ফ্যাং কিংবা নাজের দিকে তাকিয়ে তাদের

প্রতিক্রিয়া দেখতে।

কিন্তু জেবকে এই সন্তুষ্টি আমি দিচ্ছি না।

এতদিন ধরে আমার মনের যে অংশ জেবকে ভালোবাসতো ও বিশ্বাস করতো তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই জায়গায় জন্ম নিলো ব্যাখ্যাতীত এক ঘৃণা।

"আমি জানি তুমি অবাক হয়ে গেছো," সে হাসিমুখে বললো। "এদিকে আসো। তোমার সাথে আমার কথা আছে।"

সে আমার ক্রেটের দরজা খুলে দিয়ে মেলে ধরলো। সেকেন্ডের মধ্যে আমি একটা প্ল্যান ঠিক করে নিলাম : কোন কিছু করবো না। স্রেফ চুপচাপ ওর কথা শুনে যাব। সবকিছু গিলবো কিন্তু কোনকিছু উগরাবো না।

ধীরে ধীরে আমি ক্রেট থেকে বের হয়ে এলাম। দাঁড়াতে গিয়ে সমস্ত শরীরে ব্যথা অনুভব করলাম আমি। বেরিয়ে আসার সময় যদিওবা আমি আমার দলের দিকে তাকাইনি তবে ডানহাত পেছনে নিয়ে দুই আঙ্গুল এক করে রাখলাম।

এর অর্থ হচ্ছে 'অপেক্ষা করো।'

জেবই আমাদের এই প্রতীক শিখিয়েছিল।

অধ্যায় ৬১

জেব ও আমি এক সারি কম্পিউটারকে পাশ কাটিয়ে সবার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলাম। দূরপ্রান্তের একটি দরজার ওপাশে একটি ছোট রুম অবস্থিত যেখানে কয়েকটি কাউচ, টেবিল, চেয়ার, একটি সিঙ্ক আর মাইক্রোওয়েভ ওভেন আছে।

"বসো, ম্যাক্স," সে একটি চেয়ার দেখিয়ে বললো। "আমি এই ফাঁকে হট চকোলেট বানাই।" সে আগে থেকেই জানে খাবারটা আমার খুব প্রিয়।

"ম্যাক্স, কথাটা স্বীকার করতেই হবে তোমাকে নিয়ে আমি খুব গর্বিত," সে মাইক্রোওয়েভে মগ রাখতে রাখতে বললো। "তুমি যে এত ভালো করবে তা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। না ভুল বললাম, আমি ঠিকই বিশ্বাস করতে পারছি কারণ আমি জানতাম তুমি পারবে। তবে তোমাকে শারীরিক াবে এত সুস্থ-সবল ও নেতৃত্বের দিক দিয়ে এত দক্ষ হিসেবে দেখতে পেরে আমার খুব গর্ব বোধ হচ্ছে।"

বিপ করে উঠলো মাইক্রোওয়েভ। একটা ধূমায়িত কফির মগ আমার সামনের টেবিলে এনে রাখলো জেব। আমরা এই মুহূর্তে ডেথ ভ্যালির মাঝখানে একটা টপ সিক্রেট ফ্যাসিলিটিতে আছি, যার অস্তিত্ব কোন ম্যাপে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ সে এখানে বসেই কি চমৎকার মার্শম্যালো বানিয়ে ফেললো!

আমি হট চকোলেট উপেক্ষা করে তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম।

সে কিছুক্ষণ আমার উত্তরের অপেক্ষা করে টেবিলের অপর পাশে বসে পড়লো। এ সত্যিই জেব, আমার মস্তিষ্ক অবশেষে তিক্ত সত্যটা মেনে নিলো। আমি চিনতে পারলাম তার চোয়ালে গোলাপী ক্ষতের দাগ, তার ঈষৎ বাঁকা নাক ও ডান কানের কুঁচকানো ভাব। এ তার কোন শয়তান যমজ ভাই নয়। এটা সে নিজেই। সে-ই শয়তান।

"তোমার মনে নিশ্চয়ই অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে," সে বললো। "কোথা থেকে শুরু করবো সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। আমি আমি খুব দুঃখিত এ সবকিছুর ব্যাপারে। আমি যদি সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারতাম যদি দুই বছর আগে, আর কেউ না হোক তোমাকে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারতাম। আরো যদি ব্যাখ্যা করতে পারতাম তোমার মুখে আবারো হাসি দেখার জন্য কি কি করতে পারি।"

তোমার মাথায় একটা বারি মারতে পারলে হাসি ফিরে আসবে।

"সময় হলেই সবকিছু বুঝতে পারবে, ম্যাক্স। এটা আমি অ্যাঞ্জেলকেও বলেছি। আমি তাকে বলেছি, এ সবকিছু একটি পরীক্ষা। মাঝে মাঝে না বুঝে-শুনে আমাদের অনেক কিছু করতে হয়। পরে একসময় সব পরিষ্কার হয়ে আসে। এ সবই ছিল একটা পরীক্ষা।" সে যেন অস্পষ্ট কোন কিছুর উদ্দেশ্যে তার হাতটা নাড়লো।

আমি ওখানে ঠায় বসে রইলাম। আমার ভালোই খেয়াল আছে যে আমার শার্ট ভরে আছে ছোপ ছোপ রক্তে, আমার মুখে ব্যথা ও পেটে অসহনীয় ক্ষুধা। সেইসাথে এটাও খেয়াল আছে, এর আগে কখনো কাউকে এভাবে হত্যা করার চিন্তা মনে জাগে নি যতটা এখন জাগছে; এমনকি গত গ্রীষ্মে ইগি যখন আমার প্রিয় প্যান্টটা ছিঁড়ে ফেলে তখনও এমন চিন্তা আমার মাথায় আসে নি।

আমি কিছুই বললাম না, নির্লিপ্ত মুখে বসে রইলাম।

সে আমার দিকে একবার তাকালো, তারপর বন্ধ দরজার দিকে দৃষ্টি দিলো। "ম্যাক্স," কণ্ঠে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে বললো সে। "ম্যাক্স, কিছুক্ষণের মধ্যে বেশকিছু লোক তোমার সাথে কথা বলার জন্য আসবে। কিন্তু তার আগে তোমাকে কিছু কথা বলা দরকার।"

তুমিই যে শয়তান লুসিফার এই কথাই কি বলবে?

"এমন কিছু কথা যা আমি তোমাকে আগে বলতে পারি নি, ভেবেছিলাম পরে কোন একসময় বলবো।"

সে চারপাশটা একবার ভালো করে দেখে নিলো, যেনবা নিশ্চিত হতে চাইলো কেউ আমাদের কথা শুনছে কি না। সে হয়তোবা আমাদের সমস্ত সার্ভেইল্যান্স লেসনের কথা ভুলে গেছে, যেখানে আমরা শিখেছিলাম গুপ্ত মাইক ও সেন্সরের ব্যাপারে যা দেয়াল ভেদ করে সব দেখতে পারে। বা সেইসব দূরপাল্লার আড়ি পাতার যন্ত্রের ব্যাপারে যা কিনা আধা-মাইল দূরের শব্দ ধরতে পারে।

"ব্যাপারটা হচ্ছে, ম্যাক্স," আবেগমিশ্রিত গলায় বললো সে, "আমি যা সবসময় বলে আসছি তার চেয়ে তুমি অনেক বিশেষ একজন। তোমাকে একটা কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বাঁচিয়েও রাখা হয়েছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে।"

সে ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে আমার দিকে গভীর চোখে তাকালো। আর আমি আস্তে আস্তে মুছে ফেললাম তার সম্পর্কিত সমস্ত সুখকর স্মৃতি ও হাসি-আনন্দের মুহূর্ত।

"ম্যাক্স, সেই কারণ, সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবী রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে।"

অধ্যায় ৬২

আমি হাজার চেষ্টা করেও রুখতে পারলাম না। আমার মুখ হা হয়ে গেল। আমি দ্রুত তা বন্ধ করে দিলাম।

"আমি এর চেয়ে বেশি কিছু এই মুহূর্তে বলতে পারছি না," জেব আরেকবার পিছন দিকটা দেখে নিয়ে বললো। "তবে এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানা দরকার ছিল তোমার। তুমি বিশেষ একজন, ম্যাক্স। এমন এক ভাগ্য নিয়ে জন্মেছো তুমি যা এক কথায় অকল্পনীয়।"

হয়তোবা আমি এই জন্যই তা কল্পনা করতে পারছি না কারণ আমি এখনো পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যাই নি।

"ম্যাক্স, এ পর্যন্ত তুমি যা যা করেছো বা যা যা করার ক্ষমতা তোমার আছে, সবই এই ভাগ্যের সাথে জড়িত। তোমার জীবন হাজারটা জীবনের সমান। তুমি যে বেঁচে আছো এটাই আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি।"

আমার কাছ থেকে কোন আনন্দে উদ্বেলিত জবাব পাওয়ার জন্য তাকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে, আমার নির্লিপ্ত আচরণে বেশ হতাশ।

"ঠিক আছে," সে যেন বুঝতে পেরে বললো। "আমি জানি না তুমি এখন কি ভাবছো। আর তাতে কোন সমস্যা নেই। আমি চাচ্ছিলাম নিজেই তোমাকে এই খবরটা দিতে। পরে, আরো অনেকে তোমার সাথে কথা বলতে আসবে। তবে তুমি এর মধ্যেই যথেষ্ট চিন্তা করার সময় পাবে। কিন্তু এ সবকিছু এখনই তোমার দলের কাউকে বলার দরকার নেই। এটা আপাতত গোপনই থাক, ম্যাক্সিমাম। খুব শীঘ্রই ব্যাপারটা পুরো বিশ্ব জানবে। তবে ঠিক এখন না।"

চুপচাপ কথা শুনে যাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ দক্ষ হয়ে উঠছি আমি।

সে দাঁড়িয়ে আমাকে চেয়ার থেকে উঠতে সাহায্য করলো। কনুইয়ে তার হাতের স্পর্শে গা রি রি করে উঠলো।

আমরা চুপচাপ ক্রেটের সারির দিকে হেঁটে গেলাম। সে আমার ক্রেটের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইলো যাতে আমি ভেতরে ঢুকতে পারি। কি চমৎকার এক ভদ্রলোক।

দরজা লাগিয়ে দিয়ে সে ঝুঁকে এলো কিছু একটা বলার জন্য। "মনে রেখো," সে ফিসফিসিয়ে বললো। "আমার উপর বিশ্বাস রাখো। স্রেফ এইটুকুই আমার চাওয়া। আমার উপর বিশ্বাস রাখো আর নিজের মনের কথা শুনে যাও।"

কতবার আমি তার মুখ থেকে এই কথা শুনেছি? তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে আমি চিন্তা করতে লাগলাম। এই মুহূর্তে আমার মন বলছে এক জোড়া পায়ার্স দিয়ে তার কলিজা টেনে বের করতে।

"তুমি কি ঠিক আছো?" অ্যাঞ্জেল তার খাঁচায় মুখ লাগিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

আমি মাথা নেড়ে হ্যা বলে ঘরের ওপাশে ফ্যাং ও নাজের দিকে তাকালাম।

"আমি ঠিক আছি। তোমরা সবাই মন শক্ত করে রাখো, ঠিক আছে?" নাজ ও অ্যাঞ্জেল সায় জানিয়ে মাথা দোলালো। তবে ফ্যাং আমার দিকে তাকিয়েই থাকলো। আমি জানি না সে কি ভাবছে। সে কি ভাবছে আমি বিশ্বাসঘাতক কি না? সে কি ভাবছে জেব আমাকে তার দলে টানতে পেরেছে কি না, অথবা জেবের দলে আমি শুরু থেকেই আছি কি না?

সে খুব শীঘ্রই এর উত্তর পেয়ে যাবে।

অধ্যায় ৬৩

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগলো। ক্রেটের ভিতর বসে বসে আমি চিন্তায় মশগুল হয়ে রইলাম। আমার ভাগ্যে কি আছে, মৃত্যুবরণ নাকি পৃথিবীর ত্রাণকর্তা হিসেবে আর্বিভূত হওয়া।

আমি আমার এই চিন্তার কথা অন্য কাউকে বলতেও পারছি না, এমনকি ফিসফিস করেও না। জেব যদি এটা ভান করে যে নিচুস্বরে কথা বললেই কেউ শুনতে পাবে না, তাহলে তার জন্য তা ঠিক আছে। কিন্তু আমি সব জানি। যে কোন জায়গায় ক্যামেরা কিংবা মাইক লুকানো থাকতে পারে, এমনকি আমাদের ক্রেটেও। তাই আমি কোন প্ল্যান বানাতে পারলাম না, পারলাম না তাদেরকে কোন প্রকার সান্ত্বনা দিতে।

যখন অ্যাঞ্জেল ফিসফিসিয়ে বললো, "গ্যাজি আর ইগি কই?" তখন আমি স্রেফ শ্রাগ করলাম। সে বেশ হতাশ হয়ে পড়লো। আমি তার দিকে দৃঢ় চোখে তাকালাম। তারা পালিয়ে গেছে। ভালোই থাকার কথা তাদের।

সে আমার চিন্তা পড়তে পেরে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো। তারপর ক্রেটের এক কোণায় গিয়ে বসে পড়লো।

এরপর আমি তাদের সাথে শুধু অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে যাই।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে।

আমার মাথাব্যথা আবারো ফিরে এসেছে, চোখ বন্ধ করলেই ভয়াবহ সব দৃশ্য চোখের পাতায় নেচে বেড়াতে লাগলো।

কোন এক সময়ে একজন বিজ্ঞানী এসে আরেকটা 'এক্সপেরিম্যান্ট' আমার ক্রেটের পাশেরটাতে রেখে গেল। আমি কৌতূহলী হয়ে একবার আড়চোখে তাকালাম। অবশ্য সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলাম আমি। দেখতে অনেকটা পিচ্চি বাচ্চার মত লাগলেও আসলে জিনিসটাকে একটা ভয়ানক ছত্রাক বলাই শ্রেয়। এর হাতে কয়েকটা আঙ্গুল আছে আর পায়ে মাত্র একটাই আঙ্গুল। বোধহীন নীল চোখ মেলে ওটা আমার দিকে তাকালো, চোখ পিটপিট করলো।

আধা-ঘণ্টার মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম ঐ 'এক্সপেরিম্যান্ট'টা আর শ্বাস নিচ্ছে না। আমার খাঁচার ঠিক পাশেই ওটা মারা গেছে।

হতবিহ্বল হয়ে আমি অ্যাঞ্জেলের দিকে তাকালাম। দেখলাম, সে কাঁদছে। সেও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে।

অনেকক্ষণ পর ল্যাবের দরজা খুলে গেল। একটা ছোটখাট দঙ্গল সামনে এগিয়ে আসলো। ওখান থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর ও ইরেজারের হাসির আওয়াজ শোনা গেল। দুই চাকাওয়ালা একটা গাড়ি আমাদের ক্রেটের সামনে এনে রাখলো তারা।

"মাত্র চারজনই তো দেখতে পাচ্ছি," একজন মানুষের উৎকণ্ঠিত গলা শোনা গেল।

"দু'জন পালিয়ে গেছে," আরি বললো। কথাটা বলেই সে আমার খাঁচায় লাথি মেরে বসলো। "হাই, ম্যাক্স। আমাকে খুব মিস করছিলে, তাই না?"

"ডিরেক্টর কি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত?" একজন মহিলা জিজ্ঞেস করলো। "আমরা ওদের কাছ থেকে আরো অনেক কিছু শিখতে পারতাম।"

"হ্যা, ডিরেক্টর নিশ্চিত," তৃতীয় একজন বলে উঠলো। "ব্যাপারটা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে ঐ পিচ্চিটার অসহোযোগিতার কথা বিবেচনায় আনলে।"

আমি অ্যাঞ্জেলের দিকে তাকিয়ে একটা থাম্বস-আপ দিলাম। তার মুখে একটা দুর্বল হাসি ফুটে উঠলো।

তারপর তার খাঁচাটা খুব রুক্ষভাবে তুলে এনে চাকাওয়ালা গাড়িটাতে রাখা হলো, যেন ওটা একটা লাগেজ। গালে আঘাত পেলে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো সে, এবং পুরো ব্যাপারটা দেখে মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার।

পরের সেকেন্ডে আরি আমার ক্রেট ধরে অ্যাঞ্জেলের পাশে এনে রাখলো। সে এতো জোরে আমার ক্রেটটা নামালো যে ঠোঁট কামড়ে ধরলাম আমি। আমার দুরাবস্থা দেখে হাসির চোটে তার দাঁত বেরিয়ে গেল। তার দাঁত যে হলদেটে, এই ফাঁকে এটাও দেখে নিলাম। "ষাঁড়ের মত শক্তিশালী," সে গর্বিত কণ্ঠে বললো।

"তোমার আব্বা নিশ্চয়ই খুব গর্ব বোধ করতেন," আমি অবজ্ঞার সুরে বললাম। সাথে সাথে ক্ষেপে গেল সে, এতো জোরে আমার খাঁচায় ঘুষি মারলো যে আমি প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম।

"আস্তে," একজন সাদা কোট পরিহিত বিজ্ঞানী বিড়বিড়িয়ে বললো। আরির খুনে দৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়লো।

তারপর আরো দুজন ইরেজার নাজ ও ফ্যাংকে আমাদের পাশে এনে রাখলো। তারা আমাদের ধাক্কিয়ে দরজার দিকে নিয়ে গেল, পেছন পেছন আসতে লাগলো ক্ষিপ্ত আরি। বাইরের হল প্রচণ্ড উজ্জ্বল, ফ্লোর ক্লিনার ও অফিস মেশিনের গন্ধে ভরে আছে তা।

আমি ক্রেটের শিক ধরে বাইরের দিকে উঁকি দিলাম, চেনার চেষ্টা করলাম

স্কুলের কোন জায়গায় আছি আমরা। ইরেজাররা শিকের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে আমাদের খামচি দেয়ার চেষ্টা করলো। তাদের ঠেলা-ধাক্কার তীব্রতায় খাঁচা রীতিমত কাঁপছে। আমি ভাবলাম ওদের কারো আঙ্গুল ভেঙ্গে দিলে কেমন হয়।

আমরা বামদিকে একটা মোড় নিলাম পেরিয়ে আসলাম বেশ কয়েকটা দরজা। তারপর আমরা বাইরে বের হয়ে এলাম। আমি বুকভরে নিঃশ্বাস নিলাম, কিন্তু স্কুলের বাইরের বাতাসও যেন বিষাক্ত।

চোখ কুঁচকে আমি কোন পরিচিত স্থাপনা খুঁজতে লাগলাম। আমাদের পিছনেই ল্যাব বিল্ডিং। আমাদের সামনে, প্রায় একশো মিটার দুরত্বে একটা লাল ইটের বিল্ডিং অবস্থিত। আমরা এই মুহূর্তে স্কুলের পেছনের উঠানে আছি।

গভীর রাতে ল্যাবের জানালা দিয়ে এই উঠানের দিকেই আমি তাকিয়ে থাকতাম।

এই উঠানেই ইরেজারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো কিভাবে শিকারকে ধরে ছিঁড়ে খুবলে ফেলতে হয়।

এই জন্যই হয়তোবা তারা এত হাসাহাসি করছে।

অধ্যায় ৬৪

আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে এক মজার ব্যাপার ঘটে। পরিপার্শ্বের আর সবকিছুকেই তখন আমরা ভুলে যাই।

এই মুহূর্তটার কথাই ধরা যাক। আমার সামনে দু'টা পথ খোলা–হয় সব আশা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করা অথবা যা কিছু আছে তাই নিয়ে লড়াই করা।

আমি দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিলাম।

আমি যখন এসব নিয়ে ভাবছি তখন একটি ছায়া সূর্য আড়াল করে দাঁড়ালো।

"দৌড়ানোর জুতা পরে আছো তো, শূকরছানা?" আরি তার লোমশ আঙ্গুলগুলো খাঁচার ফাঁক গলিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করলো। "ব্যায়াম করতে মন চায়? রেস খেলতে চাও? নাকি খাবার নিয়ে লড়াই? অবশ্য তুমিই হচ্ছো সেই খাবার!"

আমার মুখে শয়তানী হাসি ফুটে উঠলো। তারপর নিচে ঝুঁকে আরির আঙ্গুলে কামড় বসালাম। সে ভয়ানক ব্যথায় তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো। আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করে আরো জোরে কামড়ে ধরলাম। একসময় আমার দাঁত তার চামড়া ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেলে রক্তের বিশ্রি স্বাদ পেলাম আমি। কিন্তু এতে কোন ভ্রুক্ষেপ করলাম না। আরিকে যন্ত্রণা পেতে দেখা সত্যিই আনন্দদায়ক।

গাড়ি দূর্ঘটনার পর কোন কিছু কামড়াতে গেলে অনেক ব্যথা হয়। কিন্তু আমি সমস্ত ব্যথা উপেক্ষা করে আমার চোয়ালে রাগ ঢেলে দিলাম। আরি অন্য হাত দিয়ে আমার খাঁচা প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকাচ্ছে, খাঁচার ভেতর আমি ভয়ানকভাবে দুলতে লাগলাম।

কিন্তু তবুও আমি কামড় মেরে ধরে থাকলাম।

সাদা কোটধারীরা আমাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করছে এখন। চিৎকার করতে থাকা আরি তখন আমার খাঁচায় উন্মত্তভাবে লাথি মারা শুরু করেছে। হঠাৎ আমি দাঁতের বাঁধন আলগা করে দিলাম। আরির পরবর্তী লাথিতে আমার ক্রেট এপাশ-ওপাশ দুলতে লাগলো। এটা দু'বার গড়িয়ে গিয়ে থামলো।

আমি অ্যাঞ্জেলের ক্রেটের দরজার পাশে উলটা হয়ে গিয়ে পড়লাম। কয়েক সেকেন্ড লাগলো আমার দরজার ছিটকিনি খুলে দিতে।

"যাও!" আমি নির্দেশ দিলাম। "যাও! তর্ক করো না!"

সে দরজা খুলে বাইরে বের হওয়ার সাথে সাথে আমার ক্রেটের ওপর আরি ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি কোনমতে শরীরের ভারসাম্য ধরে রাখতে চাইলাম, কিন্তু সে যেন ক্রেটটাকে ছিঁড়েখুড়ে ফেলতে চাইছে। ঘাসের ওপর পড়ে ক্রেটটি ভয়াবহভাবে ঝাঁকুনি খেতে লাগলো এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি আকাশ দেখতে পেলাম। আকাশ ভরে আছে দ্রুতগামী কালো মেঘে।

আরি তখন উন্মাদের মত চিৎকার করছে, রক্তাক্ত আঙ্গুল দিয়ে শিক নাড়াতে নাড়াতে গালি-গালাজের তুবড়িও ছোটাচ্ছে।

কিন্তু আমি প্রতি উত্তরে হেসে উঠলাম। গত কয়েকদিনের ভেতর এরকম নির্মল হাসি আমার মুখে ফুটে ওঠে নি।

আমি জানি ঐ দ্রুতগামী কালো মেঘগুলো কি।

ওরা হচ্ছে বাজপাখি, ইগি ও গ্যাসম্যান তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। তারা স্কুলের পানে ধেয়ে আসছে আমাদেরই বাঁচানোর জন্য।

অধ্যায় ৬৫

হয়তোবা আমায় পাগল বলবে, তবে এটা দেখা সত্যিই উপভোগ্য যখন কোন প্রাণী ইরেজারের মাংস টেনে ছিবড়ে ফেলতে থাকে।

আরি যেই আমার ক্রেটের শিক ভেঙ্গে ফেলতে সমর্থ হয়েছে, ঠিক সেই সময় রেজরের ন্যায় ধারালো ঠোঁটের অধিকারী এক বাজপাখি তাকে আক্রমণ করে বসলো। আমি বাইরে বেরিয়ে দেখলাম সে উবু হয়ে বসে ছোট বাচ্চার মত তারস্বরে কাঁদছে আর বাজপাখিটি তার ঘাড় ফালি ফালি করে যাচ্ছে।

"অ্যাঞ্জেল! পালাও এখান থেকে!" আমি চিৎকার করে বললাম তাকে।

দু'জন সাদা কোটধারী তাকে ধাওয়া করছে, কিন্তু আমি তাদের আগে পৌছে গেলাম। আমি কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে একজনকে সরিয়ে দিলাম। তারপর অ্যাঞ্জেলের কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে আকাশে ছুঁড়ে মারলাম।

এরপর আমি ফ্যাংয়ের ক্রেট খুলে দিলাম। সাদা কোটধারীরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ কিভাবে ক্ষিপ্ত ম্যাক্সের সাথে পেরে উঠবে? আমি একজনের চোয়ালে এক ঘা বসিয়ে কয়েকটা দাঁত খসিয়ে ফেললাম। অন্যজনের গালের ঠিক নিচে আমি লাথি বসালাম। সে অনেকটা কাটা কলা গাছের মত মাটিতে পড়ে গেল।

ফ্যাং খাঁচা থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে একজন সাদা কোটকে পাকড়াও করলো। তারপর তাকে গাড়ির ওপর আছড়ে ফেলে কয়েকটা ঘুষি বসিয়ে দিলো। ফ্যাংকে দেখে মনে হচ্ছে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

নাজের কাছে পৌছাতে খুব বেশি সময় লাগলো না। ইগি ও গ্যাসম্যান যখন দ্বিতীয়বারের মত বাজপাখির ঝাঁক নিয়ে হামলে পড়ছে তখন নাজ হোঁচট খেতে খেতে তার ক্রেট ছেড়ে বেরিয়ে আসলো।

আমার কাছেই একজন সাদা কোটধারী নারী টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। আমি তার দিকে ছুটে গিয়ে শূন্যে লাফ দিলাম, আমার ডান পা লাথি মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আমি তার বুকে আঘাত করলাম, হুয়াম! সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল, তার চোখেমুখে বিস্মিত অভিব্যক্তি।

"এটাকে মেশিন কতৃক বিপর্যয় হিসেবে ধরে নে, ডাইনি!" আমি হিসহিসিয়ে উঠলাম। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দলের অন্যান্যদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম।

ফ্যাং তখন আরির ওপর হামলে পড়ে মনের সুখ মেটাচ্ছে। আরি দু'হাত

জড়ো করে মাথা রক্ষা করার চেষ্টা চালাচ্ছে আর ফ্যাং লাথির পর লাথি বসিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা ক্রেট তুলে সে শয়তান ইরেজারটার মাথায় আছড়ে ফেললো। দেখে মনে হচ্ছে আরি ক্রেটের ভেতর আটকা পড়েছে।

আমি ডানা মেলে উপরে উঠে গেলাম। চারপাশে হিংস্র বাজপাখিদের উপস্থিতি আমায় ভরসা জোগাচ্ছে। চারজন সাদা কোট, আরি ও তিনজন ইরেজার মাটিতে পড়ে আছে, কিন্তু দুজন ইরেজার তখনো দন্ডায়মান। এদের একজন বন্দুক বের করলো কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার কব্জিতে আক্রমণ চালিয়ে বসলো এক বাজপাখি। ওহ। প্রচণ্ড ব্যথা লাগার কথা।

"ফ্যাং!" আমি জোরে চিৎকার করে উঠলাম। "ইগি! গ্যাজি! চলো যাই! চলো, চলো, চলো!"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা উপরে উঠতে শুরু করলো। ইগি বাজপাখিদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কোন একভাবে সে ওদেরকে বুঝালো যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এই সুন্দর পাখিগুলো এক অস্বাভাবিক মাধুর্যময়তায় উপরে উঠতে লাগলো, তাদের বুনো আওয়াজে ভরে গেল আমার কান।

"এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ," আমি আমার নিজের দলকে একত্র করে গুনতে লাগলাম, বললাম আরো উপরে উঠার জন্য। "ফ্যাং! অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে আসো!" অ্যাঞ্জেল যদিওবা শূন্যে ভেসে আছে কিন্তু ধীরে ধীরে উচ্চতা হারাচ্ছে ও। সাথে সাথে গ্যাসম্যান তার একপাশে গিয়ে হাজির হলো, ফ্যাং অন্যপাশে। তারা দু'জন উপরে উঠার সময় অ্যাঞ্জেলকে ধরে রাখলো।

আরো অনেক সাদা কোটধারী ও ইরেজারের দল পিলপিল করে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছি। চিরজীবনের জন্য স্কুল শেষ, আমি ভাবলাম।

"ম্যাক্স!"

পরিচিত গলাটা শুনে আমি নিচের দিকে দৃষ্টি দিলাম।

জেব ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে নিশ্চয়ই বাজপাখিদের আক্রমণের মাঝখানে পড়ে গিয়েছিল, কারণ তার সাদা কোট শতছিন্ন ও কাঁধ রক্তে রঞ্জিত। "ম্যাক্সিমাম!" সে আবারো চিৎকার করে উঠলো। তার মুখের অভিব্যক্তিতে কোন রাগ নেই, বরঞ্চ ওখানে এমন একটা কিছু আছে যা আমি ধরতে পারছি না।

"ম্যাক্স! প্লিজ! এ সবই এক পরীক্ষা! তুমি কি তা বুঝতে পারছো না? তুমি এখানে যথেষ্ট নিরাপদ! এ সবই ছিল এক পরীক্ষা! আমার কথা বিশ্বাস করে এখানে আমিই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য! প্লিজ! ফিরে এসে আমাকে সব ব্যাখ্যা করার সুযোগ দাও।"

আমি তার দিকে তাকালাম। এই লোকটাই চার বছর আগে আমার জীবন

বাঁচিয়েছিল, আমাকে সবকিছু হাতে ধরে শিখিয়েছে, বিপদে সান্ত্বনা জুগিয়েছে, লড়াই করার সময় উৎসাহ দিয়েছে। আমার বাবার অভাব পূরণ করে দিয়েছিল ও।

"আমার তা মনে হয় না," আমি ক্লান্ত স্বরে জবাব দিলাম। তারপর নিচের দিকে সজোরে ঠেলা মেরে ডানা মেলে ধরলাম যা আমাকে আমার দলের কাছে নিয়ে যাবে।

অধ্যায় ৬৬

ঘণ্টা দুয়েক পর লেক মিড নজরে আসলো। সেইসাথে নজরে আসলো বিশাল বিশাল বাজপাখিতে ভর্তি ঐ পাহাড়চূড়াও যারা আমাদের উদ্ধার করেছে। আমরা ছয়জন গুহা কিনারে গিয়ে নামলাম।

অ্যাঞ্জেল গুহার ধূলাময় মেঝেতে গিয়ে পড়লো। আমি তার পাশে বসে তার চুলে হাত বুলাতে লাগলাম।

"আমি মনে করেছিলাম আর কখনো তোমার সাথে দেখা হবে না," সে বললো। তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। "তারা আমার ওপর নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে, ম্যাক্স। ভয়াবহ। ভয়াবহ। ভয়াবহ।"

"তোমাকে উদ্ধার করার আশা আমি কখনোই ছাড়তাম না," আমি তাকে বললাম। "তোমাকে তারা কোনভাবেই আটকে রাখতে পারতো না। এর জন্য তাদেরকে আগে আমাকে হত্যা করতে হতো।"

"তারা তা প্রায় করেই ফেলেছিল," সে ভাঙ্গা গলায় বলে উঠলো। আমি তাকে দীর্ঘক্ষণ জড়িয়ে ধরে রাখলাম।

"এরকমই আমাদের আজীবন থাকা উচিত," ইগি বললো। "সবাই একসাথে।"

আমি ফ্যাং যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে তাকালাম। সে আমার দৃষ্টি অনুভব করে ঘুরে দাঁড়ালো। আমি আমার বাম মুঠি সামনে বাড়িয়ে দিলাম। হাসি মুখে সে সামনে এগিয়ে আসলো এবং তার বাম মুঠি আমার মুঠির ওপর রাখলো। একের পর এক, সবাই এসে আমাদের সাথে যোগ দিলো। আমি আমার ডান হাত অ্যাঞ্জেলের চুলের মধ্য থেকে মুক্ত করে হাতের উলটো পিঠে টোকা দিলাম।

"আমি সত্যি খুব কৃতজ্ঞ," আমি বললাম। নাজ আমার দিকে কিছুটা অবাক হয়ে তাকালো। হ্যা, এটা ঠিক যে আমি নিজের মনের কথা খুব একটা প্রকাশ করি না। তবে আমি আমার পরিবারকে খুব ভালোবাসি এবং সবসময় চেষ্টা করি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করার। কিন্তু এই ভালোবাসার কথা সবসময় মুখ ফুটে বলা হয়ে উঠে না।

হয়তোবা আমার উচিত এই জিনিসটা পালটানো।

"মানে," আমি বলতে থাকলাম, "এই ঘটনাটা আমাকে বুঝিয়েছে যে একে অপরকে আমাদের কতটা প্রয়োজন। তোমাদের সবাইকে আমার

প্রয়োজন। তোমাদের সবাইকে আমি ভালোবাসি। পাঁচজন, তিনজন কিংবা দু'জন মিলে আমরা নই। আমরা হচ্ছি সব্বাই...ছয়জন।"

ফ্যাং তার স্নিকার জোড়া খুব আগ্রহসহকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ইগি কিছুটা উৎকণ্ঠিত ভাবে নিজের পায়ে টোকা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি জানি আমার বন্ধুরা আমার কথা ঠিকই বুঝতে পেরেছে।

নাজ দু'হাত বাড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। "আমিও তোমাকে ভালোবাসি, ম্যাক্স! আমিও আমাদের সবাইকে ভালোবাসি।"

"হ্যা, আমিও," গ্যাসম্যান বললো। "আমরা নিজেদের বাড়িতে থাকি, অথবা পাহাড়চূড়ায় থাকি অথবা কার্ডবোর্ডের বাক্সেই থাকি তাতে কিছু যায় আসে না। বাড়ি হচ্ছে সেটাই যেখানে আমরা সবাই আছি।" আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। সেও আমাকে খুশিমনে জড়িয়ে রইলো।

পরে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর রাতে প্রবল বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল আমাদের। আমরা সবাই গুহার কিনারায় এসে জড়ো হয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলাম। বৃষ্টি ধুয়ে মুছে দিলো রক্ত, ময়লা ও দুঃসহ স্মৃতি। যদিওবা বৃষ্টির ফোঁটায় নাকে ব্যথা লাগছিল তবুও আমি দু'হাত মেলে ধরলাম।

আমি ঠান্ডায় কেঁপে উঠলাম। ফ্যাং আমার কাঁধ ঘষে দিলো। আমি তার দিকে তাকালাম, তার চোখজোড়া রাতের আকাশের মতই অন্ধকার। "জেব আমাদের বাসা চেনে," আমি কোমল গলায় বললাম।

ফ্যাং আমার কথায় সায় জানালো। "ওখানে আর ফিরে যেতে পারবো না। মনে হচ্ছে আমাদের নতুন একটা বাড়ি দরকার।"

"হ্যা," আমি চিন্তা করতে করতে বললাম। আমি চোখ বন্ধ করে, মুখটা সামান্য খুলে দিয়ে ঠান্ডা, বৃষ্টস্নাত বাতাস বুকভরে গ্রহণ করলাম। চোখ আবারো খুললাম আমি। "পুব দিকে," আমি বললাম। "আমরা পুব দিকে যাব।"

অধ্যায় ৬৭

মেঘের উপরে নীল আকাশ। বাতাস যথেষ্ট ঠান্ডা, কিন্তু এত উপরে সূর্য বেশ প্রখর। বাতাস একদম হালকা, অনেকটা শ্যাম্পেনের মত। মাঝে মাঝে এই অভিজ্ঞতাটা চেখে দেখতে পারো।

আমার খুব খুশি লাগছে। আমরা এই ছয়জন গৃহহীন, লক্ষ্যহীন, ফেরারী এবং হয়তোবা আজীবন তাই থেকে যাব। কিন্তু

গতকাল আমরা স্কুলের নারকীয়তা থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছি। তাছাড়া, বন্ধু বাজপাখিদের হাতে সাদা কোটধারী ও ইরেজারদের নিগৃহীত হতে দেখার আনন্দময় অভিজ্ঞতাও হয়েছে আমাদের।

আমরা অ্যাঞ্জেলকেও ফিরে পেয়েছি।

আমি তার দিকে তাকালাম, সে এখনো যথেষ্ট এলোমেলো অবস্থায় আছে। এত নির্যাতন সহ্য করার পর, সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে তার এখনো অনেক সময় লাগবে। যখনই আমি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করি, আমার পুরো শরীর রাগে কাঁপতে থাকে। আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি, এটা বুঝতে পেরে অ্যাঞ্জেল ঘুরে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো। আঘাতের কারণে তার একপাশের মুখমন্ডলে সবুজ ও হলুদাভ আভা।

"হে ঈশ্বর!" আমার গতির সাথে তাল মিলাতে মিলাতে বললো নাজ। "কি অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা, বুঝতে পারছো?" সে চমৎকার সৌকর্যে নিচে নেমে আবারো উপরে উঠে আমার পাশে পাশে উড়তে লাগলো।

"হ্যা, আমি বুঝতে পারছি," আমি হাসতে হাসতে বললাম তাকে।

"মানে, আমরা কত উপরে আছি এবং আবারো সবাই একসাথে উড়ছি আর কেউ আমাদের পিছুও নিচ্ছে না।" সে আমার দিকে তাকালো, তার চোখজোড়া উজ্জ্বল ও নিরুদ্বেগ। "মানে আমি যা বুঝাতে চাচ্ছি তা হচ্ছে, আমরা এখানে কত স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াচ্ছি অথচ অন্যান্য বাচ্চারা হয়তোবা স্কুলে আটকে আছে অথবা, নিজের ঘর পরিষ্কার করছে। তুমি তো জানোই নিজের ঘর পরিষ্কার করতে কি বিশ্রি লাগতো আমার।"

যখন তার একটা ঘর ছিল। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এ নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করো না।

পরবর্তী মুহূর্তে, আমার নিঃশ্বাস আটকে আসলো। মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করার পর, ভয়ানক ব্যথা যেন আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলো।

"ম্যাক্স?" নাজ চিৎকার করে উঠলো।

আমি চিন্তা করতে পারছিলাম না, কথা বলতে পারছিলাম না, পারছিলাম না কোন কিছু করতে। আমার ডানাগুলো ভাঁজ হয়ে আসলো কাগজের মত এবং আমি নিচে পড়তে থাকলাম।

কিছু একটা বিগড়ে গেছে।

ইতিমধ্যেই।

অধ্যায় ৬৮

আমার চোখ বেয়ে অঝোরে পানি পড়তে লাগলো। দু'হাত দিয়ে আমি মাথা চেপে ধরলাম যাতে এই অসহনীয় ব্যথা আমার খুলিকে দু'ভাগ করে দিতে না পারে।

তখনই ফ্যাংয়ের কঠোর হাত আমাকে জড়িয়ে ধরলো এবং আমি উপরে উঠতে শুরু করলাম। আমার ডানাগুলো আমাদের মাঝখানে চাপা পড়ে গেছে কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ আমার মস্তিষ্কের জায়গায় তখন অনুভব করছি তীব্র যন্ত্রণা। তবে নিজের লজ্জাজনক বিলাপ শোনার মত হুঁশ-জ্ঞান ছিল আমার।

ভালোই হতো তখন মারা গেলে!

জানি না কত সময় ধরে ফ্যাং আমাকে বহন করেছে। ধীরে ধীরে ব্যথা কমতে শুরু করলো। আমার চোখজোড়া ইঞ্চিখানেক ফাঁক করতে পারছি আমি। ঢোক গিলতেও পারছি। অতি সর্ন্তপণে আমি মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিলাম, মনে ক্ষীণ আশা হয়তোবা হাতে খুলির টুকরো-টাকরা লাগানো দেখবো।

আমি চোখ পিটপিট করে ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম, ফ্যাংও কালো চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে তখনো উড়ছে এবং আমাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

"তোমার ওজন তো মাশাল্লাহ এক টনেরও বেশি হবে," সে আমাকে বললো। "কি খাচ্ছো ইদানিং? পাথর?"

"কেন, তোমার মাথার পাথরগুলোর কয়েকটা কি হারিয়ে ফেলেছো?" আমার কর্কশ জবাব। তার গম্ভীর মুখে হাসির আভা খেলে গেল।

"ম্যাক্স, তুমি কি ঠিক আছো?" নাজের চেহারায় পরিষ্কার ভীতির ছাপ।

"উহ-হুহ," কোনমতে বললাম আমি। স্ট্রোক অথবা ওরকম কিছু হয়েছে আমার।

"নিচে নামার জন্য জায়গা খুঁজো," আমি ফ্যাংকে বললাম। "প্লিজ।"

অধ্যায় ৬৯

প্রায় দেড় ঘণ্টা পর মনে হলো সুস্থ হয়ে উঠেছি। আমরা তখন রাতের জন্য ক্যাম্প বানাচ্ছিলাম।

"এই, দেখেশুনে করো!" আমি বললাম। "ঐ ডালগুলো সরাও, পুরো জঙ্গলে নিশ্চয়ই আগুন ধরাতে চাও না।"

"বুঝাই যাচ্ছে, নিজের পুরনো রুপ ফিরে পেয়েছো তুমি," ফ্যাং বিড়বিড় করে উঠলো। ইগি যেখানে বসে আগুন জ্বালাচ্ছিল সেখান থেকে কয়েকটা মরা ডাল সরিয়ে দিলো সে।

আমি তার দিকে কঠোরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, নাজ ও অ্যাঞ্জেলকে দাহ্য কাঠ সংগ্রহ করার কাজে সাহায্য করলাম। হয়তোবা প্রশ্ন করতে পারো অন্ধ ইগি কেন আগুন নিয়ে খেলছে? কারণ সে এই ব্যাপারে খুব দক্ষ। যদি আগুন জ্বালানো, বিস্ফোরণ ঘটানো বা ফিউজ সম্বন্ধে কোন কাজ করার দরকার হয়, তাহলে ইগিই হচ্ছে উপযুক্ত ব্যক্তি।

মিনিট বিশেক পর আমরা আলোচনা করছিলাম খোলা আগুনে কাঠের লাঠির সাহায্যে কি কি জিনিস রান্না করা যেতে পারে।

"জিনিসটা খুব খারাপ না," রোস্ট করা বোলোগনা মুখে পুরে বললো গ্যাসম্যান।

"কলাকে এভাবে সসেজ বানানোর দরকার নেই," নাজ সর্তক করে দিলো।

"সি'মোরে," চকোলেট ও মার্শম্যালো স্যান্ডউইচের উপরে এক ফালি গ্রাহাম ক্র্যাকার রেখে মধুর কণ্ঠে বলে উঠলাম আমি। কামড় দেয়ার সাথে সাথে অপূর্ব তৃপ্তিতে ভরে উঠলো মুখ।

"খুব ভালো লাগছে এখানে," গ্যাসম্যান আনন্দিত কণ্ঠে বললো। "মনে হচ্ছে এটা কোন সামার ক্যাম্প।"

"হ্যা, ক্যাম্পের নাম ক্যাম্প হতাশা," ফ্যাং বললো। "আর এটা নির্মিত হয়েছে অদ্ভুত রুপান্তরিত প্রাণীদের জন্য।"

আমি স্নিকার দিয়ে তার পায়ে গুঁতো দিলাম। "এটা এর চেয়ে অনেক গুণ ভালো। সত্যিই জায়গাটা জোশ।"

ফ্যাং আমার দিকে 'তুমি যদি তাই বলো' ধরণের দৃষ্টি দিয়ে আগুনের ওপর ঝুলানো বেকনটা উল্টে-পাল্টে দিতে লাগলো।

হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম আমি। এখন বিশ্রাম নেয়ার সময়। আমি জানি না কেন ওরকম করে ব্যথা পেলাম। তবে এখন আমি সুস্থ, তাই এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাই না।

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার হাঁটু দু'টা রীতিমত কাঁপছে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে, স্কুলের 'বিজ্ঞানীরা' প্রচণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন, মানুষের ডিএনএ'র সাথে মিশাচ্ছিলেন পশু-পাখির ডিএনএ। আসলে, জোড়া লাগানো জিন এক সময় খুলে যায় এবং সেই প্রাণী নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে। আমি ও আমার দল লক্ষবার এই ঘটনাটা ঘটতে দেখেছি খরগোশ-কুকুরের সংমিশ্রণ এরকম খারাপ খবরই বয়ে এনেছিল, একই কথা ভেড়া-বানরের মিশ্রণের ক্ষেত্রেও খাটে। ইঁদুর-বিড়ালের এক্সপেরিম্যান্ট থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এমন এক প্রজাতির বিশাল, হিংস্র ইঁদুরের যারা কোন শস্যদানা বা মাংস হজম করতে পারতো না। ফলস্বরুপ, ওগুলো না খেতে পেয়ে মারা যায়।

ইরেজাররাও এ থেকে ব্যতিক্রম নয়। এমনিতে তারা যথেষ্ট সফল হলেও একটা সমস্যা কিন্তু তাদের ঠিকই আছে–আয়ু। সদ্য ভূমিষ্ঠ বাচ্চা থেকে একজন ইরেজারের পাঁচ সপ্তাহ সময় লাগে শিশুতে পরিণত হতে। আর শিশু থেকে কিশোরে পরিণত হতে সময় নেয় মাত্র চার বছর। সাধারণত ছয় বছরের মাথায় তারা মারা যায়। তবে দিনকে দিন তাদের আরো উন্নতি করা হচ্ছে।

আর আমাদের অবস্থাটা? আমরা কত বছর বাঁচবো? আমার জানামতে, আমরাই হচ্ছি স্কুল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সবচেয়ে পুরনো রিকমবিন্যান্ট গ্রুপ।

আর আমরা যে কোন সময় মারা যেতে পারি।

হয়তোবা আমার বেলায় সেই প্রক্রিয়া আজ থেকে শুরু হয়ে গেছে।

"ম্যাক্স, উঠো," অ্যাঞ্জেল আমার হাঁটুতে টোকা মেরে বললো।

"আমি জেগেই আছি।" আমি উঠে বসলাম। অ্যাঞ্জেল হামাগুড়ি আমার কোলে এসে বসলো। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখের ওপর থেকে কোঁকড়ানো চুলের গোছাগুলো সরিয়ে দিলাম। "কি হয়েছে, অ্যাঞ্জেল?"

বড় বড় চোখের গভীর দৃষ্টি দিয়ে সে আমার দিকে তাকালো। "স্কুলে থাকাকালীন সময়ে আমি একটা গোপন তথ্য জানতে পেরেছি। তথ্যটা আমাদের সম্বন্ধে। আমরা কোথা থেকে এসেছি?"

অধ্যায় ৭০

"মানে, কি বলছো তুমি, সোনামণি?" আমি মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম। আবার নতুন কি নারকীয় খবর দিবে সে?

অ্যাঞ্জেল তার শার্টের প্রান্ত মোচড়াতে লাগলো, আমার চোখের দিকে সে তাকাচ্ছে না। আমি নিজের সকল ভাবনা থামিয়ে দিলাম যাতে অ্যাঞ্জেল আমার মনের কথা পড়ে আতঙ্কিত না হতে পারে।

"আমি নানান কথা শুনেছি," ফিসফিসিয়ে বললো সে।

আমি তাকে কাছে টেনে নিলাম। ইরেজাররা অ্যাঞ্জেলকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর মনে হয়েছিল কেউ যেন আমার হাত কেটে ফেলেছে। তাকে উদ্ধার করার পর নিজেকে নতুন করে খুঁজে পেয়েছি আমি।

"মানুষের মুখের কথা নাকি তাদের মনের কথা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তাদের মনের কথা," সে জবাবে বললো। লক্ষ্য করলাম, তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। হয়তোবা এই ব্যাপারটা আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা যেতে পারে।

"না, আমি এখনই তোমাকে বলতে চাই," সে আমার মনের কথা বুঝতে পেরে দ্রুত বলে উঠলো। "মানে, আমি যা শুনেছি তা পুরো বুঝতেও পারি নি। কথার কিছু কিছু অংশ অস্পষ্ট ঠেকেছে। আর কথাটা আমি দু'জন ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছ থেকে শুনেছি।"

"জেবের কাছ থেকে?" আমি শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

অ্যাঞ্জেল আমার চোখের দিকে তাকালো। "না। আমি তার মনের কথা একটুও ধরতে পারি নি। একদম কিছুই না। মনে হচ্ছিল যেন সে মারা গেছে।" অ্যাঞ্জেল বলতে থাকলো। "তারা একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকে আর আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। তারা আমাদের দলটাকে নিয়েও চিন্তা করছিল। যেমন তুমি কোথায় আছো এবং আমাকে উদ্ধার করতে আসবে কিনা...এটা নিয়ে তারা প্রচুর মাথা ঘামাচ্ছিল।"

"উদ্ধার তো আমরা ঠিকই করেছি," আমি গর্বিত কণ্ঠে বললাম।

"হ্যা," সেও আমার কথায় সায় দিলো। "যাই হোক, আমি জানতে পেরেছি অন্য একটা জায়গায় আমাদের সম্বন্ধে তথ্য আছে, যেমন ধরো, আমরা কোথা থেকে এসেছি।"

আমার মস্তিষ্ক যেন সাথে সাথে জেগে উঠলো। "কিইই?" আমি বললাম। "কিংবা আমাদের আয়ুষ্কাল? অথবা আমাদের ডিএনএ তারা কোথা থেকে পেল?" আমি কি সত্যি সত্যিই আমাদের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে জানতে চাই? আমি ঠিক নিশ্চিত নই।

অ্যাঞ্জেল সায় জানালো আমার কথায়।

"তাহলে দেরি করছো কেন? ঠিকনাটা বলে ফেলো," ইগির অধৈর্য কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এতসময় সে জেগে জেগে আমাদের কথা শুনছিল। আমি তার দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকালাম অবশ্য, ইগির দিকে এভাবে তাকানো অর্থহীন। এখন সবাই জেগে গেছে।

"আমাদের সমস্ত তথ্য তাদের ফাইলে আছে," অ্যাঞ্জেল বললো। "আর ফাইলগুলো রাখা আছে নিউ ইয়র্কে। ইন্সটিটিউট নামক এক জায়গায়।"

"ইন্সটিটিউটে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "নিউইয়র্ক শহরে নাকি মেট্রোপলিটান এরিয়ার উত্তর দিকে?"

"আমি জানি না," অ্যাঞ্জেল বললো। "আমার মনে হয় ওটাকে ইন্সটিটিউট নামে ডাকা হয়।লিভিং ইন্সটিটিউট বা ওরকম কিছু একটা।"

ফ্যাং আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। আমি জানি সে ইতিমধ্যেই ওখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঈষৎ মাথা দুলিয়ে আমি তার সিদ্ধান্তে সায় দিলাম।

"আরো কিছু ব্যাপার আছে," অ্যাঞ্জেল বললো। তার গলা কেঁপে উঠলো এবং সে তার ছোট্ট মুখখানা আমার কাঁধে রাখলো। "তুমি তো জানোই আমরা সবসময় কিভাবে নিজেদের বাবা-মা'র ব্যাপারে কথা বলতাম। কিন্তু আমাদের জন্ম টেস্টটিউবে কিনা এটা আমরা সঠিকভাবে জানতাম না।" অ্যাঞ্জেল বললো। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"জেবের পুরনো ফাইলে আমি আমার নাম দেখেছি," নাজ জোর গলায় বললো। "আমি সত্যিই দেখেছি।"

"আমি জানি, নাজ," আমি বললাম। "এখন অ্যাঞ্জেলের কথাটা একটু শুনো।"

"নাজ ঠিকই বলছে," অ্যাঞ্জেল বলে উঠলো। "আমাদের বাবা-মা আছে, সত্যিকারের বাবা-মা। টেস্ট-টিউবে আমাদের জন্ম হয় নি। বরঞ্চ সত্যিকারের বাচ্চাদের মতই আমাদের জন্ম হয়েছে। মানুষ মায়ের গর্ভেই আমাদের জন্ম।"

অধ্যায় ৭১

এখন যদি কোন ডাল ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পাওয়া যেত, তাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ ১০ ফুট উপরে উঠে যেতাম।

"তুমি গতকাল থেকে এই কথাটা মনের ভেতর নিয়ে ঘুরছো?" ইগিকে ক্ষিপ্ত দেখাচ্ছে। "কি সমস্যা তোমার? তুমি সবচেয়ে ছোট তার মানে এই না যে সব বেকুবি কাজ তুমিই করবে।"

"দেখো," আমি লম্বা করে নিঃশ্বাস টেনে বললাম। "সবাই শান্ত থাকো এবং অ্যাঞ্জেলকে কথা বলতে দাও।" আমি তার মুখের ওপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিলাম। "তুমি কি আমাদের সবকিছু খুলে বলবে?"

"আমি স্রেফ খন্ড খন্ড অংশ শুনতে পেয়েছি," সে অপ্রস্তুত কণ্ঠে বললো। "আমি দুঃখিত। আমার খুব খারাপ লাগছিল...আর এ সবকিছু আমায় প্রচণ্ড বিমর্ষ করে তুলছিল। আমি আর কাঁদতে চাই না। আহ, আমি আবারো কাঁদতে শুরু করেছি।"

"ঠিক আছে, অ্যাঞ্জেল," ফ্যাং তার নীচু, কোমল কণ্ঠে বলে উঠলো। "আমরা বুঝতে পারছি। তুমি আমাদের সাথে এখন নিরাপদে আছো।"

নাজকে দেখে মনে হচ্ছে এখনই তার মধ্যে কোন একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। আমি তার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলাম, একটু সবুর করো। গ্যাসম্যান আমার কাছ ঘেঁষে আসলো। আমি তার কাঁধে এক হাত রেখে অন্য হাত দিয়ে অ্যাঞ্জেলকে ধরে রাখলাম।

"শুনে মনে হলো," অ্যাঞ্জেল ধীরে ধীরে আবারো শুরু করলো, "আমরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এসেছি, ভিন্ন ভিন্ন হাসপাতাল থেকে। জন্ম হওয়ার পরই তারা আমাদের পায়। আমরা কোন টেস্ট-টিউব বেবি না।"

"তারা আমাদেরকে কিভাবে পেল?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো। "আর পাখির জিন আমাদের দেহে ঢুকালোই বা কেমন করে?"

"আমি এটা আসলে ভালো করে বুঝতে পারি নি," অ্যাঞ্জেল বললো। "শুনে মনে হলো, তারা আমাদের জন্মের আগেই পাখির জিন কোনভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে।" সে কপাল ঘষতে লাগলো। "কোন একটা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষার নামটা জানি কি? এমিনো...এমো..."

"এমনিওসেনটেসিস?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। মেরুদন্ড বেয়ে শীতল রাগ বয়ে যাচ্ছে।

"হ্যা," অ্যাঞ্জেল বললো। "এটাই এর নাম। এর মাধ্যমেই তারা

আমাদের শরীরে পাখির জিন ঢুকায়।"

"ঠিক আছে, বলতে থাকো," আমি বললাম। ব্যাপারটা ওদেরকে পরেও ব্যাখ্যা করা যাবে।

"তো আমাদের জন্ম হলে ডাক্তারেরা আমাদেরকে স্কুলে দিয়ে দেন," অ্যাঞ্জেল বলে যেতে থাকলো। "আমি শুনেছি...আমি শুনেছি, তারা নাকি নাজের বাবা-মা'কে বলেছে যে নাজ মারা গেছে অথচ সে মারা যায় নি।"

নাজ ঢোক গেলার মত আওয়াজ করলো, তার বাদামী চোখজোড়া পানিভরতি। "আমার আব্বা-আম্মা ছিল," সে ফিসফিসিয়ে বললো। "সত্যিই ছিল।"

"আর ইগির মা?"

আমি ইগিকে উদ্বিগ্ন হয়ে যেতে দেখলাম। সে কান খাড়া করে আছে অ্যাঞ্জেলের ছোট্ট কণ্ঠস্বর শোনার জন্য।

"মারা গেছেন," অনেক কষ্ট করে শ্বাস নিয়ে বললো অ্যাঞ্জেল। "ইগির জন্মের সময়ই তিনি মারা গেছেন।"

অসহায়ের মত দেখলাম ইগির মুখ বিষাদ ও হতাশায় ভরে যেতে। আমি বুঝতে পারছিলাম না কি করবো বা কি বলবো। আমি শুধু চাচ্ছিলাম সবার ব্যথা মুছে ফেলতে।

"আর আমাদের ব্যাপারটা?" গ্যাসম্যান জিজ্ঞেস করলো। "তারা আমাদেরকে কিভাবে পেল?"

অ্যাঞ্জেল চোখের পানি মুছলো। "আমাদের বাবা-মা স্বেচ্ছায় আমাদের স্কুলে দিয়ে দেন," সে একথা বলার পর আবারো কাঁদতে শুরু করলো।

গ্যাসম্যানের মুখটা হাঁ হয়ে গেল। "কি?"

"তারা স্কুলকে সাহায্য করতে চাচ্ছিলেন," কান্না আটকে কোনমতে বললো সে। "আমাদের শরীরে পাখির জিন ঢুকানোর অনুমতি তারাই দেন। এবং অর্থের বিনিময়ে আমাদেরকে তাদের হাতে তুলেও দেন।"

আমার হৃদয় যেন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। গ্যাসম্যান আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার, কিন্তু সে তো স্রেফ ছোট্ট একটি বাচ্চা। সে আমার কাঁধে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

"তুমি কি আমার ব্যাপারে কিছু শুনেছো? অথবা, ম্যাক্সের ব্যাপারে?" ফ্যাং খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একটা ছড়ির বাকল তুলছে। তার কণ্ঠস্বর যথেষ্ট স্বাভাবিক, কিন্তু মুখটা শক্ত হয়ে আছে।

"নাজের মা'র মতো তোমার মা'ও মনে করেছিলেন, তুমি মারা গেছো," অ্যাঞ্জেল বললো। "তোমার মা তখন ছিলেন অল্পবয়স্ক এক তরুণী। আর

তোমার বাবার পরিচয় তারা জানে না। তারা তোমার মা'কে বলে যে তুমি মারা গেছো।"

ফ্যাংয়ের হাতের ছড়িটা শব্দ করে ভেঙ্গে গেল। তার কালো চোখের তারায় বেদনার স্পষ্ট ছাপ দেখতে পেলাম। বেদনা ও দুঃখ।

আমি গলা পরিষ্কার করলাম। "আর আমার ব্যাপারে কি শুনেছো?" আম্মুকে নিয়ে নানান স্বপ্ন দেখেছি আমি। জানি স্বপ্নগুলো খুবই হাস্যকর। কিন্তু আগে আমি মনে মনে আশা করতাম যে কোন একদিন তিনি আসবেন এবং জেবকে বিয়ে করবেন। তারপর আমাদের সবার দেখভাল করবেন। স্বপ্নটা খুবই মর্মান্তিক, তাই না?

অ্যাঞ্জেল আমার দিকে দৃষ্টি ফেরালো। "আমি তোমার সম্বন্ধে কিছুই শুনি নি, ম্যাক্স। একদম কিছুই না। আমি সত্যিই দুঃখিত।"

অধ্যায় ৭২

"আমি বিশ্বাস করতে পারছি না," গ্যাসম্যান ত্রিশতম বারের মতো বললো। "তারা আমাদেরকে এভাবে দিয়ে দিলো! নিশ্চয়ই তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত ছিল। বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন ভয়ংকর দুই উন্মাদ। আমি খুশি যে তাদেরকে আমি চিনি না।"

"আমি দুঃখিত, গ্যাজি," আমিও ত্রিশতম বারের মতো বললাম। তার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি, কিন্তু এভাবে সান্ত্বনা দিতে দিতে রীতিমত ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমি।

যাই হোক, আমি তার পাতলা চুলে হাত বুলিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। তার মুখমন্ডল নোংরা, চোখজোড়া অশ্রুসিক্ত। আহা, আমরা যদি আমাদের পাহাড়চূড়ার সেই বাড়িটাতে ফিরে যেতে পারতাম! কিন্তু ইরেজাররা সেই বাড়িটার খবর জানে। আমরা আর কখনোই ওখানে ফিরে যেতে পারবো না। কিন্তু আমার এই মুহূর্তে বড়ো বেশি ইচ্ছা করছে গ্যাজিকে ভালোভাবে গোসল করিয়ে নরম কোন বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে দিতে।

কিন্তু সেইদিন চলে গেছে।

"অ্যাঞ্জেল? রাত হয়ে গেছে, সোনামণি। এখন একটু ঘুমানোর চেষ্টা করে দেখো, ঠিক আছে? আসলে আমরা সবাই ঘুমানোর চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

"আমিও ঘুমাতে যাচ্ছি," বললো নাজ। কান্নার ফলে তার গলাটা এখনো ভারি হয়ে আছে। "আমি শুধু চাই এই দিনটা শেষ হয়ে যাক।"

আমি চোখ পিটপিট করে তাকালাম। এটাই নাজের মুখ থেকে শোনা সবচেয়ে সংক্ষিপ্ততম বাক্য।

আমরা ছয়জন একপাশে জড়ো হলাম। আমি নিজের বাম মুঠো সামনে এগিয়ে ধরলাম এবং ফ্যাং তার মুঠো এর ওপরে রাখলো। তারপর একে একে সবাই আমাদের অনুসরণ করলো। মুঠোর গাদা বানানো শেষ হয়ে গেলে ডান হাতের সাহায্যে পরস্পরকে টোকা দিলাম আমরা।

যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সবসময় এটা করি। অভ্যাস। অ্যাঞ্জেল গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লো। আমি তার শরীর ঢেকে দিলাম আমার সোয়েট শার্ট দ্বারা। গ্যাসম্যান তার পাশেই শুয়ে পড়লো এবং নাজও একপাশে জায়গা করে নিল। আমি হাঁটু মুড়ে তার পাশে বসে গলার কলার ঠিক করে দিলাম।

বেশিরভাগ সময়েই আমি সবচেয়ে শেষে ঘুমাই। আমি আগুন উসকে দিতে লাগলাম। তখন ফ্যাং এগিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করলো।

"তো হয়তোবা ডিমে তা দিয়ে দিয়ে তোমাকে বের করা হয়েছে," ফ্যাং বললো। আমরা ছয়জন পরস্পরকে প্রায়ই এই বলে খেপাতাম যে, ডিম ফুটে আমাদের সবার জন্ম হয়েছে।

আমি শুষ্ক এক হাসি দিলাম। "হ্যা, হয়তোবা তাই। কিংবা তারা আমাকে কোন বাঁধাকপির ক্ষেতে খুঁজে পেয়েছে।"

"এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, তুমি ভাগ্যবতী," সে মৃদু কণ্ঠে বললো। "কোন কিছু না জানাটাই ভালো।"

বিশ্রি লাগে যখন সে আমার মনের কথা বুঝে ফেলে। এমন তো না যে তার মনের কথা বুঝবার ক্ষমতা আছে।

"এর ফলে সব সম্ভাবনার দরজাই খোলা থাকলো," সে বলে যেতে লাগলো। "তোমার কাহিনী আমাদের সবার চেয়ে অনেক খারাপ হতে পারে, আবার প্রচণ্ড ভালোও হতে পারে।"

বসে বসে আগুনের দাপাদাপি দেখতে লাগলো ফ্যাং। তারপর একটু উষ্ণতা দেয়ার জন্য ডানাগুলো মেলে ধরলো। "একজন অল্পবয়স্ক তরুণী! জিসাস!!" সে বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো। "সে হয়তোবা মাদকাসক্ত ছিল বা ওরকম কিছু।"

অন্যরা জেগে থাকলে সে এ ধরণের কথা কখনো বলতো না। কিছু কিছু জিনিস আছে যা আমরা নিজেদের মধ্যে রেখে দেই।

"হয়তোবা না," আমি বললাম। "তিনি হয়তোবা খুবই ভালো একজন মেয়ে ছিলেন যিনি হঠাৎ একটা ভুল করে বসেন। তিনি তো তোমাকে নয়মাস গর্ভে ধারণ করে ছিলেন জন্ম দেয়ার জন্যই। হয়তোবা তিনি তোমাকে নিজের কাছে রেখে দিতেন অথবা কোন একটা ভালো পরিবারে দত্তক দিয়ে দিতেন।"

অবিশ্বাসে হেসে উঠলো ফ্যাং। "এক দিকে আছে এক কাল্পনিক ভালো পরিবার যে কিনা আমাকে দত্তক নিতে চায়। অন্যদিকে, এক দঙ্গল উন্মাদ বিজ্ঞানী যারা নিষ্পাপ শিশুদের ওপর জেনেটিক এক্সপেরিমেন্ট চালাতে মরিয়া। এখন অনুমান করো, কার খপ্পরে আমি পড়েছিলাম?"

ক্লান্ত দেহে সে গ্যাজির পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করলো।

"আমি দুঃখিত, ফ্যাং," আমি নিঃশব্দে বলে উঠলাম।

আমি নিজেও অ্যাঞ্জেলকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লাম। খুবই ক্লান্ত লাগছে। এতই ক্লান্ত লাগছে যে একটু আগের রহস্যময় অসুস্থতা নিয়ে চিন্তা করতে ইচ্ছা করছে না। এতই ক্লান্ত লাগছে যে নিউইয়র্কে গিয়ে ইন্সটিটিউট কিভাবে খুঁজে বের করবো তা ভাবতে ইচ্ছা করছে না। এবং এতই ক্লান্ত লাগছে যে আমি কিভাবে দুনিয়াকে রক্ষা করবে এ নিয়ে মাথা ঘামাতেও ইচ্ছা করছে না।

অধ্যায় ৭৩

“এই!” আমি উচ্চস্বরে বললাম। “ওঠো, উঠে পড়ো সবাই।”

তোমরা জেনে আশ্বস্ত হবে যে আমার এই চিন্তা করার অনীহা পরবর্তী সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পুরোপুরি কেটে যায়। আমি উঠে পড়ে আবারো আগুন জ্বালালাম। তারপর আদর করে মৃদু চড়-থাপ্পড় মেরে সবাইকে ঘুম থেকে তুললাম।

অনেক অসন্তুষ্ট বিড়বিড়ানি ও গোঙ্গানি শোনা গেল। কিন্তু আমি সেসব মোটেও পাত্তা দিলাম না। বরঞ্চ আমি তখন ব্যস্ত একটা প্যানে করে পপকর্ন ভাজতে। সকালের নাস্তায় পপকর্ন! কেন নয়? এটা এক প্রকার ‘খাদ্যশস্য’ যা অনেকটা যবের মতো। তবে যবের চেয়ে এর আত্মমর্যাদা বেশি।

তাছাড়া, কারো পক্ষেই মেশিনগানের আওয়াজের ন্যায় পপকর্ন ফাটার আওয়াজ শুনে শান্তিতে ঘুমানো সম্ভব নয়। শীঘ্রই দলের বাদবাকি সদস্যরা বিষন্ন মুখে আগুনের পাশে এসে জড়ো হলো। অনেকে তখনো চোখ কচলিয়ে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করছে।

“আমরা নিউইয়র্ক শহরের দিকে যাচ্ছি, বন্ধুরা। যে শহর কখনো ঘুমায় না। আমার মনে হয়, নিউইয়র্ক থেকে ছয়-সাত ঘণ্টা দূরে আছি আমরা।”

মিনিট বিশেক পর আমরা একে একে আকাশ পানে যাত্রা শুরু করছি। আমি ছিলাম সবার শেষে। বিশ ফিটের মতো দৌড়ে গিয়ে আমি ডানা মেলে উপরে উঠতে লাগলাম। যখন আমি মাটি থেকে দশ ফিটের মতো উপরে উঠেছি তখন আবারো ব্যাপারটা ঘটলো কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমার মাথায় লোহার শিক ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

আমি ব্যথায় চিৎকার করে উঠলাম। তারপর ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়তে থাকলাম। একসময় আমার দেহ মাটিতে সজোরে এসে আঘাত করলো।

মাথাটা চেপে ধরে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকলাম আমি। অনুভব করলাম আমার চোখ বেয়ে অনর্গল পানি পড়ছে, আপ্রাণ চেষ্টা চালালাম গলা ফাটিয়ে চিৎকার না করার।

“ম্যাক্স?” ফ্যাংয়ের কোমল আঙ্গুল আমার কাঁধ স্পর্শ করলো। “এটা কি আগের সেই ব্যথার মতো?”

আমি এমনকি মাথাও নাড়তে পারলাম না। শুধু পারলাম মাথাটা চেপে ধরে রাখতে যাতে হঠাৎ করে মগজ বিস্ফোরিত হয়ে আমার বন্ধুদের উপর না

পড়ে।

আমি চোখের তারায় দেখতে পেলাম লাল ও কমলা রংয়ের নাচানাচি যেনবা কেউ আতশবাজি পোড়াচ্ছে। তারপর মনে হলো কেউ যেন আমার চোখের রেটিনায় একটা মুভি স্ক্রিন বসিয়ে দিয়েছে। বিদ্যুৎবেগে কিছু ছবি ভেসে বেড়াতে লাগলো। বেশিরভাগ ছবিই আমি ভালো করে বুঝতে পারলাম না ভাসা ভাসা বিল্ডিং, কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতি, অচেনা মানুষের মুখ, খাবার, পেপারের হেডলাইন, সাদা-কালো কিছু ছবি, মাথা নষ্ট করে দেয়ার মত কিছু জিনিসের অবয়ব...

আমি জানি না ঠিক কত সময় ধরে এই ব্যাপারটা ঘটেছে কয়েক বছর যাবত? ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম আমি নাড়াচাড়া করতে পারছি। বুঝতে পারার সাথে সাথে আমি হামাগুড়ি দিয়ে একটা ঝোপের দিকে অগ্রসর হলাম এবং চেষ্টা করলাম কিছুটা ধাতস্থ হতে।

তারপর চোখ বন্ধ করে মুখ হা করে শ্বাস নিতে থাকলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলাম নীল আকাশ, সাদা মেঘপুঞ্জ এবং পাঁচটি উদ্বিগ্ন মুখ।

"ম্যাক্স, কি হয়েছে তোমার?" ভীত অ্যাঞ্জেল ততোধিক ভীত কণ্ঠে বললো।

"তোমার কি মনে হয় ডাক্তার দেখানো উচিত?" ফ্যাং মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো। সে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে যেন আমার ভেতরের সবকিছু দেখে নিচ্ছে।

"ওহ্, হ্যা, সত্যিই চমৎকার একটি প্রস্তাব," আমি দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিলাম। "ডাক্তারের কাছে যাই আর সবাই আমাদের ব্যাপারে জেনে যাক!"

"দেখো," ফ্যাং শুরু করতে গেল কিন্তু আমি তাকে থামিয়ে দিলাম।

"আমি এখন ঠিক আছি," মিথ্যা কথা বলে তাকে আশ্বস্ত করতে চাইলাম। "হয়তোবা এটা পেটের পীড়া জাতীয় কিছু।" হ্যা, এটা সেই ধরণের পেটের পীড়া যা ব্রেইন ক্যান্সার ঘটায় এবং যার আর্বিভাব ঘটে মৃত্যুর ঠিক পূর্বে।

"আগে নিউইয়র্ক পৌছাই, তারপর দেখা যাবে," আমি বললাম।

অধ্যায় ৭৪

বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে ফ্যাং শ্রাগ করে গ্যাসম্যানকে ইশারায় রওয়ানা দেয়ার জন্য বললো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্যাসম্যান ডানা মেলে উপরে উঠলো। তারপর একে একে সবাই অনুসরণ করলো তাকে। "তোমার পর," ফ্যাং আমার উদ্দেশ্যে বললো।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর দুর্বলভাবে দৌড়ে ডানা মেলে বাতাসে ঝাঁপ দিলাম। মনে মনে তখন প্রস্তুত হয়ে আছি ব্যথাটার পুনরাগমনের জন্য। কিন্তু সেরকম কিছু আর ঘটলো না। তবুও আমার মনে হলো যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে আর মাঝ আকাশে সেরকম কিছু ঘটলে কি ভয়ংকর ব্যাপারটাই না হবে।

"তুমি কি ঠিক আছো?" আমরা সবাই উপরে উঠে গেলে নাজ জিজ্ঞেস করলো। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"আমি আমার বাবা-মা'র ব্যাপারে ভাবছিলাম," সে বললো। "তারা যদি মনে করে থাকেন আমি এগার বছর আগে মারা গেছি, তাহলে বাজি ধরে বলতে পারি আবার আমাকে দেখে তারা খুব খুশি হবেন। মানে, তারা যদি এই কয়েক বছর মনে মনে আশা করতেন আমি তাদের সাথে বাড়িতে ফিরে গেছি, আস্তে আস্তে বেড়ে উঠছি, তাহলে আমাকে দেখে তাদের তো খুশি হওয়ারই কথা, তাই না?" আমি জবাবে কিছুই বললাম না।

"যদি না..." সে ভ্রু কোঁচকালো। "মানে, আমি যেরকম হয়ে গেছি সেরকম কাউকে তো তারা ঠিক আশা করছেন না। কিন্তু আমার যে ডানা আছে, এর জন্য তো আমাকে দোষও দেয়া যায় না।" *হ্যা*, ভাবলাম আমি।

"তারা আমাকে ফিরে না-ও চাইতে পারেন যদি আমার ডানা থাকে এবং আমি এত অদ্ভুত কিসিমের হয়ে থাকি," নাজ নীচুস্বরে বললো। "তারা হয়তোবা চাইবেন সহজ-স্বাভাবিক মেয়ে, আমার মতো ভূতুড়ে কাউকে নয়। তোমার কি মনে হয়, ম্যাক্স?"

"আমি জানি না, নাজ," বললাম আমি। "আমার শুধু এটাই মনে হয়, তারা যদি তোমার বাবা-মা হয়ে থাকেন তাহলে তাদের উচিত তোমাকে ভালবেসে গ্রহণ করে নেয়া, তা তুমি যতই অস্বাভাবিক হও না কেন।"

আমি ভাবলাম এলা আমার সমস্ত অস্বাভাবিকতাকে কিভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। আর ডা. মার্টিনেজ চিরদিনই আমার মনে একজন খাঁটি মা'র

প্রতিচ্ছবি হিসেবেই বেঁচে থাকবেন। তিনিও আমাকে ভালোভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

চোখে পানি আসার উপক্রম হলো আমার। দ্রুত চেষ্টা করলাম তা রুখতে। বিড়বিড় করে নিজেকেই গালি দিতে লাগলাম আমি।

ভাবতে থাকলাম কিভাবে এলা, তার মা ও আমি মিলে চকোলেট-চিপ কুকি বানিয়েছিলাম। এক ব্যাগ ময়দা ও কয়েকটা ডিমই ছিল আমাদের রসদ। বেক করার সময় ওগুলো থেকে কি অবিশ্বাস্য এক সুগন্ধই না ভেসে আসছিল! ওই গন্ধ মনে করিয়ে দিচ্ছিল বাড়ির কথা। একটি সত্যিকারের বাড়ি থেকে এরকম গন্ধই ভেসে আসার কথা।

ওই কুকিগুলো ছিল আমার খাওয়া সবচেয়ে সেরা কুকি।

অধ্যায় ৭৫

"ওহ্‌, ঈশ্বর," নিচের বাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললাম আমি। নিউইয়র্ক সিটির অধিকাংশ এলাকা অবস্থিত একটা লম্বা, সরু দ্বীপের নিচের দিকে, যার নাম ম্যানহাটন আইল্যান্ড। এটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তা বাতির ঔজ্জ্বল্য দেখে সহজেই বলে দেয়া যায়। হীরকচ্ছটার মতো গাড়ির হেডলাইট শহরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর দেখে মনে হচ্ছে প্রতিটি বিল্ডিংয়ের প্রত্যেকটি জানালায় একটা করে বাতি জ্বলছে।

"এ তো প্রচুর মানুষ," ফ্যাং আমার পিছন থেকে বলে উঠলো। আমি জানি সে কি ভাবছে। প্রচুর লোকের ভিড়ে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে। জেব সবসময় আমাদের সতর্ক করে আসছে অচেনা লোকদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে। সেইসাথে এইসব অচেনা লোকদের কেউ কেউ যে যেকোন সময় ইরেজারে রুপান্তরিত হয়ে যেতে পারে, সেটাও জানা আছে আমাদের।

"ওহ্‌ ঈশ্বর, ওহ্‌ ঈশ্বর," নাজ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো। "আমি নিচে নামতে চাই! আমি ফিফথ এভিনিউয়ে হাটতে চাই! আমি চাই মিউজিয়ামে যেতে!" সে আমার দিকে তাকালো, তার মুখ প্রত্যাশায় ভরপুর। "আমাদের হাতে কি কিছু টাকা-পয়সা রয়ে গেছে? আমরা কি খাবার কিনে খেতে পারি? অথবা, কেনাকাটা করতে যেতে পারি?"

"হ্যা, আমাদের হাতে কিছু টাকা-পয়সা রয়ে গেছে," আমি তাকে বললাম। "অবশ্যই আমরা খাবার কিনে খেতে পারি। কিন্তু মনে রেখো, আমরা এখানে ইন্সটিটিউট খুঁজে বের করার জন্য এসেছি।"

নাজ সায় জানালো আমার কথায়, তবে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি আমার অর্ধেক কথাই সে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছে।

"এই শব্দটা কিসের?" ইগি কান খাড়া করে জিজ্ঞেস করলো। "এ তো গানের আওয়াজ। নিচে কি গান হচ্ছে? আমরা এত উপর থেকে কিভাবে শুনতে পাচ্ছি?"

আমাদের ঠিক নিচেই সেন্ট্রাল পার্ক যা আয়তাকার ও বিশাল। এর এক পাশে আমি প্রচুর লোকের ভিড় দেখতে পেলাম। তাদের ওপর ফ্ল্যাডলাইটের আলো নেচে বেড়াচ্ছে।

"আমার মনে হয় কোন কনসার্ট হচ্ছে," আমি ইগিকে বললাম। "পার্কে,

একদম উন্মুক্ত স্থানে কনসার্টটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।"

"ওহ্, জোশ!" নাজ বললো। "আমরা কি ওখানে যেতে পারি? প্লিজ, ম্যাক্স, প্লিজ? একটি সত্যিকারের কনসার্ট!" কারো পক্ষে যদি উড়তে উড়তে প্রবল উত্তেজনার বশে ওপর-নিচ করা সম্ভবপর হয় তবে নাজ ঠিক তাই করছে।

পার্কটি বেশ অন্ধকার। হাজার হাজার লোক আছে ওখানে। এই ভিড়ের মাঝে এমনকি ইরেজারদের পক্ষেও আমাদের খুঁজে বের করা দুষ্কর হবে।

আমি দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিলাম। "হ্যা। চেষ্টা করো কোন একটা ফ্ল্যাডলাইট বিমের ঠিক পিছনে নামতে যাতে করে কেউ আমাদের দেখতে না পায়।"

আমরা কয়েকটা ওক গাছের মাঝখানে নিঃশব্দে গিয়ে নামলাম। তারপর সময় নিয়ে পা ঝেড়ে জড়তা কাটালাম, ডানা ভাঁজ করে উইন্ডব্রেকারের আড়ালে রাখলাম। সবাই নেমেছে কিনা সেটা একবার দ্রুত দেখে নিয়ে ভীড়ের দিকে এগিয়ে চললাম, চেষ্টা করছি নিজেদেরকে সহজ-স্বাভাবিক রাখার। যেমন, উড়তে পারি কিনা? আমি? মাথা খারাপ!

প্রচণ্ড জোরে গান বাজছে। স্পিকারগুলো ইগির প্রায় তিনগুন লম্বা। এত জোরে গান শুনে মনে হচ্ছে মাটিও যেন এর প্রচণ্ডতায় কাঁপছে।

"এটা কার কনসার্ট?" ইগি আমার কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বললো।

আমি হাজার হাজার মাথার ওপর দিয়ে উঁকি মেরে স্টেজটা দেখার চেষ্টা করলাম। আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির জোরে গায়ক-গায়িকাদের চিনে নিতে খুব একটা অসুবিধা হলো না। তাছাড়া একটা ব্যানারে লেখা দেখলাম, নাটালি ও ট্রেন্ট টেলর। "এটা টেলর টুইনসের কনসার্ট," তাদেরকে জানালাম আমি। খবরটা শুনে তারা শিস দিয়ে উঠলো। টেলর টুইনসকে প্রচণ্ড ভালোবাসে তারা।

অ্যাঞ্জেল আমার হাত ধরে পাশেই থাকলো। ধাক্কাধাক্কি থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমরা স্টেজ থেকে কিছুটা দূরে থাকলাম। ইগি তার কাঁধের ওপর গ্যাসম্যানকে তুলে নিল। তারপর, অন্যান্য লোকদের মত তার হাতে একটা জ্বলন্ত লাইটার ধরিয়ে দিলো। গ্যাসম্যান লাইটারটা ওপরে তুলে ধরে গানের তালে তালে দুলতে লাগলো।

একবার সে আমার দিকে তাকালো। এত আনন্দ তার সারা মুখে ছড়িয়ে আছে যে আমি খুশিতে প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলাম। কতবার আমি তাকে এত আনন্দিত হতে দেখেছি? দু'বার? গত আট বছরে?

কনসার্ট শেষ হওয়া পর্যন্ত আমরা নাটালি ও ট্রেন্টকে শুনে যেতে লাগলাম। যখন মানুষের স্রোত নিজ নিজ বাড়ি অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো, তখন আমরা গাছপালার আড়ালে আশ্রয় নিলাম। মাথার ওপরে গাছের ডালপালাগুলো যথেষ্ট প্রশস্ত। আমরা উড়ে গিয়ে সেগুলোর কয়েকটাতে আরাম করে বসলাম।

"সত্যিই দারুণ একটা কনসার্ট ছিল," নাজ উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলো। "বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, এত লোক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গান শুনছে। আর জায়গাটা কখনো নীরব হয় না। আমি শুনতে পাচ্ছি মানুষের আওয়াজ, ট্রাফিক ও সাইরেনের আওয়াজ এবং কুকুরের ডাক। অথচ বাড়িতে সবকিছু কত নীরবই না ছিল!"

"একটু বেশিই নীরব ছিল," গ্যাসম্যান বললো।

"কিন্তু আমার ঘেন্না লাগছে জায়গাটা," ইগি অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললো। "যখন সবকিছু নীরব থাকে তখন আমি সহজেই বুঝতে পারি মানুষের অবস্থান বা অন্যান্য জিনিসের অবস্থান। কিন্তু এখানে আমাকে যেন ঘিরে রেখেছে শব্দের ভারি এক দেয়াল। আমি এখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব চলে যেতে চাই।"

"ওহ্, ইগি, না," নাজ প্রতিবাদ করে বললো। "এই জায়গাটা অসাধারণ। দেখো, তুমি একসময় অভ্যস্ত হয়ে যাবে।"

"আমরা এখানে এসেছি ইন্সটিটিউট সম্বন্ধে জানার জন্য," আমি তাদের দুজনকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। "আমি দুঃখিত, ইগি, কিন্তু অভ্যস্ত হওয়ার কাজটা অন্য কোন এক সময়ের জন্য রেখে দাও। আর নাজ, এটা কোন আনন্দ ভ্রমণ না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, ইন্সটিটিউট খুঁজে বের করা।"

"আমরা কিভাবে সেটা খুঁজে বের করবো?" অ্যাঞ্জেল জিজ্ঞেস করলো।

"আমার মাথায় একটা প্ল্যান আছে," আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম। হায় ঈশ্বর, মিথ্যা আশ্বাস দেয়াটা আমাকে ভালো করে রপ্ত করতে হবে।

অধ্যায় ৭৬

যদি তুমি নিউইয়র্ক সিটির চারিদিকে বেড়া তুলে দাও, তাহলে তুমি তোমার আয়ত্তে পাবে দুনিয়ার সর্ববৃহৎ সার্কাস।

যখন আমরা পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠলাম, তখন সেন্ট্রাল পার্ক মুখরিত হয়ে উঠেছে প্রাতঃভ্রমণকারী, সাইকেল আরোহী, এমনকি অশ্বারোহীদের ভিড়ে। আমরা গাছ থেকে নেমে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

এক ঘণ্টার ভেতরে, অনেক স্পিড স্কেটারের দেখা মিললো। তারা স্কেটিং করতে করতে নানা ধরণের কসরতও দেখাচ্ছে। কুকুরদের নিয়ে বেড়াতে বের হওয়া আরোহী ও স্ট্রলারে করে বাচ্চাদের নিয়ে হাঁটতে বের হওয়া মায়েদের ভিড়ে ভরপুর হয়ে উঠলো পার্কের পথ।

"ওই মহিলার কাছে ছয়টা সাদা পুডল আছে!" নাজ হিসহিসিয়ে বলে উঠলো। "ছয়টা সাদা পুডল দিয়ে সে কি করবে?"

"হয়তোবা সে ওগুলো বিক্রি করবে," আমি জবাবে বললাম।

"দারুণ একটা কিছুর গন্ধ পাচ্ছি," মাথা এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়ে গন্ধের উৎস অনুসন্ধান করতে করতে বললো ইগি। "কি এটা? গন্ধটা এদিক থেকে আসছে।" সে আমার বামদিকটা ইশারায় দেখালো।

"একটা লোক খাবার বিক্রি করছে," আমি বললাম। "মধু দিয়ে রোস্ট করা বাদাম।"

"চমৎকার," বললো ইগি। "আমাকে কি কিছু টাকা দিতে পারো?"

ইগি, অ্যাঞ্জেল ও আমি ছয় ব্যাগ রোস্ট করা বাদাম কিনতে গেলাম আর ফ্যাং, নাজ ও গ্যাসম্যান গেল একজন ক্লাউনের বেলুন বিক্রি করা দেখতে।

আমরা তিনজন যখন বাদাম কেনা শেষ করে অন্যদের সাথে যোগ দিতে যাচ্ছি তখন ক্লাউনটার কিছু একটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সে পার্কের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকা এক কালো-চুলো লোকের দিকে তাকাচ্ছে। তাদের মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হলো।

আমার মেরুদন্ড বেয়ে যেন শীতল স্রোত বয়ে গেল। ঠিক এভাবে সারা দিনের আনন্দেরও বারোটা বাজলো। আর সেখানে জায়গা করে নিল রাগ, ভীতি ও আত্মরক্ষার নানা কলা-কৌশল।

"ইগি, মাথা তুলো," আমি ফিসফিসিয়ে বললাম। "অন্যদের নিয়ে আসো।"

আমার পাশেই অ্যাঞ্জেলের দেহ শক্ত হয়ে গেল, সে আমার হাত আরো জোরে চেপে ধরলো। আমরা অন্যদের দিকে দ্রুত হাঁটতে থাকলাম। আমার মুখের গুরুতর অভিব্যক্তি দেখে ফ্যাং আমাদের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। পরবর্তী মুহূর্তে সে নাজ ও গ্যাসম্যানের কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে দিলো এবং দ্রুত উল্টাদিকে হাঁটা শুরু করলো।

আমরা রাস্তায় মিলিত হলাম এবং আমাদের হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। একবার পিছনে তাকিয়ে দেখলাম ঐ কালো-চুলো লোকটা আমাদের অনুসরণ করছে। শীঘ্রই তার সাথে যোগ দিলো সুঠাম দেহের অধিকারী এক মহিলা।

আমার মগজ খিস্তি-খেউড়ের বন্যায় ভেসে যেতে লাগলো। পালানোর পথ খোঁজার জন্য আমি চারপাশ দেখে নিতে থাকলাম।

তারা আমাদের আরো নিকটবর্তী হচ্ছে।

"দৌড়াও!" আমি বললাম। যে কোন গড়পড়তা মানুষের চেয়ে আমরা ছয়জন অনেক দ্রুত দৌড়াতে পারি কিন্তু ইরেজারদেরও একই সক্ষমতা আছে। পালানোর কোন পথ খুঁজে না পেলে আমরা শেষ।

এখন তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনজনে, আরেকজন পুরুষ আগের দু'জনের সাথে যোগ দিয়েছে। তারা ধীরে ধীরে আমাদের মাঝখানের দূরত্ব কমাচ্ছে।

এক পথ গিয়ে মিশেছে অন্য এক পথে। রাস্তা কখনো সরু হয়ে এসেছে, কখনোবা প্রশস্ত। বাঁক ঘোরার সময় বারবার আমরা দ্রুতগামী বাইকার ও স্কেটারদের সাথে সংঘর্ষের হাত বাঁচতে থাকলাম।

"তারা এখন চারজন," ফ্যাং বললো। "পা চালাও, বন্ধুরা।"

আমরা আমাদের গতি আরো বাড়িয়ে দিলাম। তারা আমাদের প্রায় গজ বিশেক পিছনে। আর তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে পৈশাচিক হাসি।

"ছয়জন!" আমি বললাম।

"তারা অনেক দ্রুত," ফ্যাং আমাকে জানালো। "আমাদের মনে হয় ওড়া উচিত।"

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। কি করা যায়, কি করা যায়। তারা আরো কাছে এগিয়ে আসছে...

"আটজন!" ইগি বললো।

অধ্যায় ৭৭

"বামে!" ইগি বলে উঠলো আর আমরা সাথে সাথে কোন প্রশ্ন না করে বাম দিকে মোড় নিলাম। বুঝতে পারলাম না সে এটার অবস্থান কিভাবে বুঝতে পারলো।

আমাদের পথ হঠাৎ গিয়ে মিশেছে এক প্রশস্ত প্লাজাতে, এর দুপাশে দোকানদাররা নানা জিনিস বিক্রি করছে। বামদিকে কয়েকটা লাল ইটের বিল্ডিং এবং একটা ধাতব গেটের মধ্য দিয়ে এক দঙ্গল বাচ্চাকে ঢুকতে দেখা যাচ্ছে।

আমি একটা সাইন দেখতে পেলাম : সেন্ট্রাল পার্ক চিড়িয়াখানা।

"মিশে যাও!" আমি ফিসফিসিয়ে বললাম এবং চোখের পলকে আমরা স্কুলের ঐ বাচ্চাদের ভিড়ে মিশে গেলাম। ফ্যাং, ইগি, নাজ ও আমি মাথা নিচু করে রাখলাম যাতে আমাদের ছোট দেখায় এবং ভিড়ের মাঝামাঝি এসে আশ্রয় নিলাম। আমাদের চারপাশে বাচ্চারা গিজগিজ করছে। তারা কেউই আমাদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো না, সব মিলে প্রায় দুইশো জন বাচ্চা দল বেঁধে গেটের ভিতর ঢুকছে।

একবার পিছন ফিরে তাকালাম। ইরেজাররা হন্য হয়ে আমাদের খুঁজছে, তাদের চোখেমুখে হতাশার ছাপ।

তাদের একজন চেষ্টা করলো গেট দিয়ে চিড়িয়াখানার ভেতরে ঢুকতে কিন্তু পুলিশ তার পথরোধ করে দাঁড়ালো। "আজ স্কুল ডে," আমি পুলিশটিকে বলতে শুনলাম। "কোন বয়স্ক লোকের ঢোকার অনুমতি নেই। ওহ্ আচ্ছা, আপনি ওদের তত্ত্বাবধায়ক? তাহলে পাস দেখান।"

হতাশায় গুঙ্গিয়ে উঠে ইরেজারটি পিছু হটলো এবং যোগ দিলো তার সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে। খুশিতে আমার দাঁত বের হয়ে আসলো। নিউইয়র্কের পুলিশ দিলো সব বাহাদুরি খতম করে! এগিয়ে যাও পুলিশ ভায়ারা!

আমরা গেটে পৌছে গেলাম আমাদের আমলনামা পরীক্ষার সময় উপস্থিত হলো।

আমাদেরকে হাত নেড়ে ভেতরে ঢুকতে বললো!

"যাও, যাও, ভেতরে যাও," গেটের লোকটি আমাদের দিকে ভালো করে না তাকিয়েই ভেতরে ঢোকার জন্য ইশারা করলো।

চিড়িয়াখানায় ঢুকে আমরা একপাশে জড়ো হলাম। তারপর আমরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম।

“ইয়েস!” গ্যাসম্যান বলে উঠলো। “আজ স্কুল ডে! ইয়েস! আমি জায়গাটিকে এখনই ভালোবাসতে শুরু করেছি!”

“চিড়িয়াখানা!” উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে নাজ বললো। “আমি সবসময় চেয়েছি একটা চিড়িয়াখানা দেখতে! আমি এটার সম্পর্কে পড়েছি, টিভিতেও দেখেছি। সত্যিই দারুণ! ধন্যবাদ, ম্যাক্স।”

যদিওবা চিড়িয়াখানায় আসার ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না তবুও আমি হাসিমুখে তার ধন্যবাদ গ্রহণ করলাম : দয়ালু ম্যাক্স।

“চলো, আরো ভেতরে যাই,” ইগি বললো। “ইরেজারদের ও আমাদের মধ্যে আরো দূরত্ব বাড়াই। হে ঈশ্বর, ওটা কি সিংহের আওয়াজ? খাঁচার ভিতর আছে তো ওটা?”

“এটা একটা চিড়িয়াখানা, ইগি,” নাজ তার হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। “এখানে সবকিছুই খাঁচার ভিতরে।”

যেমন আমরা একসময় থাকতাম।

অধ্যায় ৭৮

"ওহ্, দেখো দেখো, শ্বেতভাল্লুক!" গ্যাসম্যান এনক্লোজারের গাসে মুখ ঠেকিয়ে বিশাল সাদা ভাল্লুকটিকে বড় পুলে সাঁতরাতে দেখছে। ভাল্লুকটি তখন বিয়ারের খালি মগ নিয়ে পানিতে খেলছে।

সোজাসুজি বলে দেই আমরা বাস্তব জীবনে এরকম কোন জন্তু দেখি নি। আমরা কখনো কোন দিন ফিল্ড ট্রিপে যাই নি, রবিবারে চিড়িয়াখানায় ঘুরতেও আসি নি। এ আমাদের জন্য এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জগত যেখানে বাচ্চারা নিজেদের ইচ্ছেমাফিক চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, জীবজন্তুরা বন্দী হয়ে আছে কিন্তু তাদের ওপর কোন পরীক্ষা চালানো হচ্ছে না আর আমরা আরামসে ঘুরে বেড়াচ্ছি; আমাদের গায়ে লাগানো নেই কোন ইইজি মনিটর কিংবা রক্ত পরীক্ষা করার যন্ত্রপাতি।

চিড়িয়াখানাটাতে জঙ্গলের আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে।

যেমন এই ভাল্লুকটার কথাই ধরা যাক। আসলে মোটমাট দুইটা ভাল্লুক । একটা বড়, আরেকটা ছোট। তাদের জন্য বিশাল জায়গা বরাদ্দ করে দেয়া যেখানে আছে বড় বড় পাথুরে চাঁই, বিরাট স্যুইমিং পুল, প্রচুর খেলনা।

"এরকম একটা পুল থাকলে কি মজাটাই না হতো," গ্যাজি বিষন্ন কণ্ঠে বললো।

অথবা, একটা বাড়ি? পর্যাপ্ত নিরাপত্তা? প্রচুর খাবার?

সুইমিং পুলের মত এগুলোও আমাদের জন্য পাওয়া অসম্ভব। আমি গ্যাজির কাঁধে হাত রাখলাম। "আসলেই জোশ হতো," আমি কথাটা মেনে নিলাম।

এইসব এনক্লোজারে বন্দী জন্তুরা হয়তোবা প্রচণ্ড বিরক্ত ও একাকী কিন্তু তবুও তারা আমাদের স্কুলে থাকাকালীন সেই অভিশপ্ত বন্দীজীবনের চেয়ে ভালো আছে। একই সাথে আমার ভেতর রাগ ও ভীতি খেলা করতে লাগলে ইরেজারদের হাতে ধাওয়ার ধকল তখনো ভালো মত কাটিয়ে উঠতে পারি নি আমি। এত এত জীব-জন্তু দেখে আমার ছোটবেলাকার কথা মনে পড়ে গেল যখন আমি এত ছোট্ট একটা খাঁচায় থাকতাম যে ঠিকমত দাঁড়াতেও পারতাম না।

এই স্মৃতি আমাকে মনে করিয়ে দিলো যে আমরা এখানে ইন্সটিটিউট খুঁজে বের করতে এসেছি। হয়তোবা কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা জেনে যাব

আমাদের পরিচয়, কোথা থেকেইবা আমরা এসেছি এবং অতীত জীবনের অজানা কাহিনী।

আমি হাত দিয়ে মুখ ঘষলাম, আমার তখন বেশ মাথা ধরেছে। কিন্তু নাজ, গ্যাসম্যান, অ্যাঞ্জেল ও ইগি সময়টা খুব উপভোগ করছে। নাজ সবকিছুর সবিস্তার বর্ণনা দিচ্ছে ইগিকে আর তারা সবাই হাসাহাসি করতে করতে চারিদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। ঠিক অন্যান্য আর সব সাধারণ বাচ্চাদের মতই।

"এই জায়গাটা আমার মনে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে," ফ্যাং বললো।

"তোমারও একই অবস্থা? আমার তো মাথা খারাপ হওয়ার দশা," আমিও স্বীকার করে নিলাম। "এ যেন ফ্ল্যাশব্যাক নগরী। আর আমার," আমি বলতে চাচ্ছিলাম "মাথা ধরেছে," কিন্তু সেইসাথে শুনতে চাচ্ছিলাম না ডাক্তার দেখানোর জন্য ফ্যাংয়ের ঘ্যানর ঘ্যানর। তাই বললাম "ইচ্ছে হচ্ছে সব কয়টা জন্তুকে ছেড়ে দিতে।"

"ছেড়ে দেবে মানে?" ফ্যাং শুষ্ক মুখে জিজ্ঞেস করলো।

"মানে খাঁচার বন্দীজীবন থেকে মুক্ত করে দিতে চাই," আমি বললাম।

"একদম ম্যানহাটনের মাঝখানে ছেড়ে দিতে চাও?" ফ্যাং যেন আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাইলো। "নিরাপত্তা, পর্যাপ্ত খাবার ও পরিচর্যা ছাড়া ম্যানহাটনে কিভাবে বাঁচবে ওরা? এখানেই তারা ভালো আছে। যদি না তুমি ঘাড়ে করে শ্বেতভল্লুকগুলোকে তাদের বাড়ি গ্রিনল্যান্ডে পৌছে দিতে না চাও।"

যুক্তিতর্ক যে মাঝে মাঝে কত বিরক্তিকর! আমি ফ্যাংয়ের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করলাম।

"আমরা কি এখান থেকে যেতে পারি? আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপ্রাণ চেষ্টা করছি চেহারায় আকুতি প্রকাশ না করতে। কাকুতি-মিনতি তো ঠিক নেতাসুলভ না। "আমি শুধু...এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।"

"তোমাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে," গ্যাসম্যান বললো।

আমার তখন মাথা ঘোরা শুরু হয়েছে। "হ্যা। বমি করার আগে কি আমরা দূরে কোথাও যেতে পারি?"

"এদিকে," ফ্যাং দু'টা মনুষ্যনির্মিত পাহাড়ের ফাঁক দেখিয়ে বললো। এটা এমন এক পথের দিকে গেছে যা সম্ভবত চিড়িয়াখানার রক্ষণা-বেক্ষণকারীরাই ব্যবহার করে থাকে। রাস্তাটা একদম ফাঁকা।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখ থুবড়ে না পড়ে কোন মতে সেখান থেকে যেতে পারলাম আমি।

অধ্যায় ৭৯

"তুমি কি জানো নিউইয়র্কের কোন জিনিসটা আমার সবচেয়ে পছন্দ?" গ্যাসম্যান হট ডগ চিবাতে চিবাতে বললো। "জায়গাটার অধিবাসীরা আমাদের চেয়েও অদ্ভুত।"

"কাজেই অতি সহজেই আমরা ওদের ভিড়ে মিশে যেতে পারি?" ইগি জিজ্ঞেস করলো।

আমি ইগির দিকে তাকালাম। সে এমন একটা কোন আইসক্রিম খাচ্ছে যেটাকে তার ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায় লম্বা, সরু ও ভ্যানিলা রঙয়ের। ইতিমধ্যেই সে ছয়ফুট লম্বা, একজন চৌদ্দ বছর বয়সীর জন্য যা বেশ ভালো। আমি সবসময় ভাবতাম তার উচ্চতা, ফ্যাকাশে চেহারা ও সোনালী চুলের জন্য আমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে নজরকাড়া। কিন্তু এই প্রশস্ত এভিনিউয়ে দাঁড়িয়ে কথাটা পাল্টাতে হলো। এখানে আমাদের চারপাশে সুপারমডেল, পাঙ্ক মিউজিশিয়ান, চামড়ার পোশাক ও স্যুট পরা লোক, ছাত্র, অন্যান্য দেশের মানুষ আর তাদের ভিড়ে উইন্ডব্রেকার, ময়লা কাপড় ও নোংরা শরীরের ছয় বাচ্চাকে ভালো মত লক্ষ্যই করা যায় না।

"ঠিকই বলেছো," আমি বললাম। "অবশ্য তাতে ইরেজারদের ধোঁকা দেয়া যাবে না।" সাথে সাথে আমি একবার চারপাশ ভালো করে দেখে নিলাম।

"ইরেজারদের কথা তোলায় মনে হলো," ফ্যাং বললো, "আমরা এবার মনে হয় ৬ নাম্বার সংস্করণের সাথে লড়াই করছি।"

"আমিও একই কথা ভাবছিলাম," জবাবে বললাম। "এবারের ইরেজারগুলোকে আরো বেশি মানুষের মত মনে হয়। আর এখন মহিলা ইরেজারও আছে। ওটাকে বেশ ফালতু মনে হলো।" কথা বলতে বলতে আমি চারপাশের সব মুখ খুঁটিয়ে দেখছিলাম, লক্ষ্য করছিলাম তাদের কারো মুখে পৈশাচিক আভা খেলা করছে কিনা।

"হ্যা। আমরা তো সবাই জানি মেয়েরা কি রকম রক্ত-পিপাসু হতে পারে। চুলো-চুলি এবং এরকম আরো অনেক কিছু," ফ্যাং বললো।

আমি বিরক্তিতে চোখ উল্টালাম। ভাঁড় একটা!

"আমি কি একটা বুরিটো কিনতে পারি?" নাজ রাস্তার এক দোকানির দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো। সে ঘুরে আমার দিকে তাকালো। "নিশ জিনিসটা আবার কি? আমি তো একটা বুরিটো নিতে পারি, তাই না?"

“নিশ না, ক্যানিশ,” আমি তার ভুল শুধরে দিলাম। “এটা অনেকটা চৌকোণা ভাজা আলুর মত।” আমি প্রত্যেকটা বিল্ডিং মনোযোগ দিয়ে দেখছি কি জন্য, তা জানি না। বিল্ডিংয়ের সামনে বড় করে সাইনবোর্ড টাঙানো থাকবে ইন্সটিটিউট?

“সাওয়ারক্রাউট কি?” অ্যাঞ্জেল জিজ্ঞেস করলো।

“তোমার ভালো লাগবে না,” আমি বললাম। “বিশ্বাস করো।”

আমরা সবাই একটা করে কাগজে মোড়ানো বুরিটো কিনলাম।

“রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে খাবার কিনতে আমার খুব ভালো লাগে,” নাজ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো। “দুই বক হাঁটলেই কোন না কোন দোকানদার পাওয়া যায় যে কিনা খাবার বিক্রি করছে। আর ডেলি। ডেলি আমার খুব ভালো লাগে। সব জায়গায় ওগুলো পাওয়া যায়। যেখানেই যাও না কেন, সবকিছুই তোমার হাতের নাগালে খাবার, ডেলি, ব্যাংক, সাবওয়ে স্টপ, বাস, স্টোর, ফলের দোকান। আর সবকিছু রাস্তার পাশে। এ এক দারুণ জায়গা। হয়তোবা আমাদের এখানেই থাকা উচিত।”

“তাতে ইরেজারদের খুব সুবিধা হবে,” আমি বললাম। “আর আমাদের কষ্ট করে খুঁজতে হবে না।”

নাজ ভ্রু কোঁচকাল, অ্যাঞ্জেল আমার হাত আঁকড়ে ধরলো।

“তবে তুমি ঠিকই বলেছো নাজ,” আমি বললাম। তার প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস থামিয়ে দেয়ার জন্য বেশ খারাপ লাগছে আমার। “তোমার কথা বুঝতে পেরেছি আমি।” কিন্তু এখানে থাকতে আমাদের অনেক টাকা খরচ হচ্ছে আর আমরা একটা বিশেষ অভিযানে এসেছি।

হঠাৎ করেই আমি থেমে গেলাম।

ফ্যাং আমার মুখ খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। “সেই ব্যথাটা?” সে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে নীচু স্বরে বললো।

আমি মাথা নেড়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। “কুকি!”

ফ্যাং আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

আমি একবার ঘুরে দেখে নিলাম কোথা থেকে গন্ধটা আসছে। আমাদের সামনেই একটা ছোট্ট লাল দোকান। মিসেস ফিল্ডস। কুকির মঁ মঁ গন্ধ দোকান থেকে বাইরের রাস্তায় ভেসে বেড়াচ্ছে। গন্ধটা মনে করিয়ে দিচ্ছে এলার বাড়ির কথা।

“আমার কুকি খেতে হবে,” কথাটা বলে স্টোরে ঢুকে গেলাম আমি। অ্যাঞ্জেল আমার সাথে সাথে আসছে।

কুকিগুলো চমৎকার ছিল। কিন্তু বাড়িতে বানানো কুকির মত অত সুস্বাদু ছিল না।

অধ্যায় ৮০

"তো ইন্সটিটিউট খুঁজে বের করার জন্য তোমার প্ল্যানটা কি?" ইগি জিজ্ঞেস করলো।

"হাটতে হাটতে আমি ক্লান্ত," নাজ বললো। "আমরা কি কিছু সময় এখানে বসতে পারি?" উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে একটা বিল্ডিংয়ের প্রশস্ত সিঁড়িতে বসে পড়লো। সে তার হাতে মাথা রেখে চোখ বুজলো।

"উম..." না পাওয়ার আগে হাটতে থাকি মনে হলো না এ উত্তর খুব একটা সাড়া জাগাবে। কিন্তু ইগি মোক্ষম কথা বলেছে আমি জানি না ইন্সটিটিউট কিভাবে খুঁজে বের করতে হবে। আমি জানি না ওটা দেখতে কেমন কিংবা ওটা নিউইয়র্ক সিটিতে আছে কিনা।

গ্যাসম্যান ও অ্যাঞ্জেল নাজের পাশে বসলো।

"ফোন বুক ব্যবহার করলে কেমন হয়?" ফ্যাং পরামর্শ দিলো। "প্রায়ই ফোন বুক নজরে আসছে আমার।"

"হ্যা, এটা একটা ভালো বুদ্ধি," আমি বললাম। বেশ হতাশ বোধ করছি এর চেয়ে ভালো কোন বুদ্ধি মাথায় আসছে না বলে। আমাদের একটা ইনফরমেশন সিস্টেম দরকার, অনেকটা কম্পিউটারের মত। একটা বিশাল মার্বেলের সিংহ আমার নজরে আসলো; এই বিল্ডিংটায় এরকম মোট দু'টা সিংহ আছে।

আমি চোখ পিটপিট করলাম এবং দেখলাম চারটা সিংহ। আমার চোখের সামনে ওগুলো ভাসতে লাগলো। আমি মাথা নেড়ে আবারো চোখ পিটপিট করলাম। তখন আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এলো। বুঝতে পারছি, আমার মগজ আবারো উলটাপালটা করা শুরু করেছে।

"তো আমরা এখন কি করবো?" ইগি জিজ্ঞেস করলো।

হ্যা, নেতা, পথ দেখান।

উদ্বিগ্ন চোখে আমি সামনের বিল্ডিংটার দিকে তাকালাম। এর নামটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি অভ হিউম্যানিটিজ এন্ড সোশ্যাল সাইন্সেস। একটা লাইব্রেরি।

আমি মাথা দিয়ে ইশারা করে বিল্ডিংটা দেখালাম। "আমরা এখান থেকে শুরু করবো," আমি দ্রুত বলে উঠলাম। "নিশ্চয়ই তাদের কাছে পর্যাপ্ত কম্পিউটার ও ডাটাবেজ আছে..." আমি কথা শেষ না করেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। নাজ, গ্যাজি ও অ্যাঞ্জেল আমার পিছুপিছু আসলো।

"কিভাবে সে এটা বের করলো?" ফ্যাংকে বলতে শুনলাম আমি।

অধ্যায় ৮১

লাইব্রেরির ভেতরটা দেখতে খুব সুন্দর। আমরা কখনো কোনদিন লাইব্রেরির ভেতরে ঢুকি নি, তাই অনেকটা সদ্য গ্রাম থেকে আগত বেকুবদের মতই হা করে তাকিয়ে থাকলাম।

"আমি কি তোমাদের সাহায্য করতে পারি?" পলিশ করা কাউন্টারের পেছনে এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটাকে কিছুটা বিরক্ত দেখাচ্ছে, তবে লোকটার ভাবভঙ্গি এমন না যে সে আমাদের ওপর হামলে পড়বে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সে ইরেজার নয়।

"হ্যা।" সামনে এগুলাম আমি, যতটুকু পারা যায় নিজের চেহারায় একটা ভারিক্কি ভাব নিয়ে আসলাম। "আমি একটা ইন্সটিটিউট সম্বন্ধে কিছু তথ্য পেতে চাচ্ছি যা আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিউইয়র্কে অবস্থিত।" আমি তার দিকে তাকিয়ে উষ্ণ হাসি দিলাম, লোকটা চোখ পিটপিট করে তাকালো। "সমস্যা হচ্ছে, আমি এর পুরো নাম জানি না এবং এও জানি না এটা নিউইয়র্কের কোথায় অবস্থিত। আপনাদের কাছে কি কোন কম্পিউটার আছে যা দিয়ে আমি খুঁজে দেখতে পারি? অথবা কোন ধরণের ডাটাবেজ?"

লোকটা আমাদের সবার দিকে একবার চোখ বুলালো। অ্যাঞ্জেল সামনে এগিয়ে এসে আমার হাতে হাত রাখলো। সে লোকটার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো, তাকে দেব শিশুর মতো লাগছে।

"পাঁচ তলায়," কিছুক্ষণ বিরতির পর লোকটা বললো। "রিডিং রুমের পাশের একটা রুমে কম্পিউটার রাখা আছে। ব্যবহার করতে কোন পয়সা লাগবে না, তবে তোমাদের সাইন করতে হবে।"

"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে," আমি আবারো হেসে তাকে বললাম। তারপর তড়িঘড়ি করে সবাই এলিভেটরের দিকে ছুটলাম।

গ্যাসম্যান পাঁচ নাম্বারে চাপ দিলো।

"একটা তরুণকে কি সুন্দর ভুলালে তুমি!" ফ্যাং আমার দিকে না তাকিয়ে বিড়বিড়িয়ে বললো।

"কি?" আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তবে সে জবাবে কিছু বললো না। আমরা উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। কিন্তু বদ্ধ জায়গায় আমাদের সবারই সমস্যা আছে। তাই পাঁচ তলায় পৌছাতে পৌছাতে ঘেমে উঠছিলাম আমি। যখন পাঁচ তলায় দরজা খুললো তখন সাথে সাথে বাইরে লাফ দিয়ে নামলাম আমরা।

আমরা বেশ দ্রুতই এক সারি কম্পিউটারের দেখা পেয়ে গেলাম,

সেইসাথে কিভাবে ইন্টারনেট সার্ফ করতে হবে সে বিষয়ে একটা নির্দেশিকাও। তবে এর জন্য আমাদের ডেস্কে সাইন ইন করতে হলো। আমি 'এলা মার্টিনেজ' নামে স্বাক্ষর দিলাম, ডেস্ক ক্লার্ক আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো।

পরবর্তী দেড় ঘণ্টায় ঐ হাসিই ছিল আমাদের জন্য একমাত্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। ফ্যাং ও আমি মিলে যত ভাবে খোঁজা সম্ভব ততভাবে খোঁজলাম এবং ম্যানহাটন ও নিউইয়র্ক মিলে প্রায় দশ লাখ ইন্সটিটিউটের সন্ধান খুঁজে পেলাম। কিন্তু কোনটাকেও আমাদের ইন্সটিটিউট বলে মনে হলো না। এর মধ্যে আমার কাছে কোনটা সেরা মনে হয়েছে? আপনার পোষা প্রাণীর সুপ্ত প্রতিভা অনুসন্ধানের জন্য নির্মিত ইন্সটিটিউট। কেউ যদি এই ইন্সটিটিউটের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারো, তাহলে দয়া করে আমাকে জানিয়ো।

অ্যাঞ্জেল ডেস্কের নিচে গুটিশুটি মেরে বসে বিড়বিড়িয়ে আপন মনে কথা বলছে। নাজ ও গ্যাসম্যান একটা ছেঁড়া কাগজে কাটাকুটি খেলছে। মাঝে মাঝেই খেলার ফলাফল নিয়ে তাদের মধ্যে মারামারি লেগে যাচ্ছে।

ইগি চুপচাপ চেয়ারে বসে আছে। তবে আমি জানি সে তার চারপাশের প্রতিটি ফিসফিসানির আওয়াজ, চেয়ার টানার শব্দ ও কাপড়ের মৃদু নাড়াচাড়ার দিকে ঠিকই খেয়াল রাখছে।

আমি আরেকটা সার্চ দিলাম, তারপর হতাশার সাথে দেখলাম কম্পিউটার স্ক্রিনটি ঘোলাটে হয়ে যেতে। কমলা রংয়ের কয়েকটা শব্দ, ব্যর্থ, ব্যর্থ, ব্যর্থ, স্ক্রিনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অবশেষে স্ক্রিন কালো হয়ে নিভে গেল।

"এখন লাইব্রেরি বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে," ফ্যাং বললো।

"আমরা কি এখানে ঘুমাতে পারি?" ইগি নরম কণ্ঠে বললো। "জায়গাটা খুব নিরিবিলি। আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।"

"উহ্, আমার তা মনে হয় না," আমি চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখলাম। আমি এতক্ষণ ধরে বুঝতে পারি নি যে রুমের বাদবাকি সবাই চলে গেছে শুধুমাত্র আমরাই ওখানে বসে আছি। তবে ইউনিফর্ম পরিহিত একজন গার্ড ছাড়া যে কিনা এইমাত্র আমাদের দেখতে পেয়েছে। গার্ডটি আমাদের দিকে আসতে লাগলো। তার শক্ত-সমর্থ দেহ ও দৃঢ় পদক্ষেপ আমাকে ভীত করে তুললো।

"চলো ভাগি," ইগিকে চেয়ার থেকে তুলে ফিসফিসিয়ে বললাম আমি।

আমরা সেখান থেকে দ্রুত বের হয়ে এসে সিঁড়ি খুঁজে পেলাম ও চোখের পলকে নেমেও গেলাম। আমি যেকোন মুহূর্তে ইরেজারদের আশা করছিলাম। কিন্তু সেরকম কোন ঝামেলা ছাড়াই আমরা সন্ধ্যার মৃদু আলোতে এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসলাম।

অধ্যায় ৮২

"আমরা কি সাবওয়ে ধরে পার্কে ফিরে যেতে পারি?" নাজ ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

বেশ রাত হয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আবারো সেন্ট্রাল পার্কে ঘুমানোর। ওই জায়গাটা বিশাল, অন্ধকার ও গাছগাছালিতে ভরা।

"পার্ক থেকে আঠারো বক হাঁটার দূরত্বে আছি আমরা," আমি বললাম। কিন্তু অ্যাঞ্জেলও অনেক ক্লান্ত আর তাছাড়া সে পুরোপুরি ফিটও হয়ে উঠে নি। "চলো আগে দেখি সাবওয়েতে কত টাকা লাগে।"

সাবওয়ের পাঁচ ধাপ নামতে না নামতেই মনের ভেতর অজানা আশঙ্কা এসে ভর করলো। নাজ, অ্যাঞ্জেল ও গ্যাসম্যান এতই ক্লান্ত যে বদ্ধ জায়গা নিয়ে আর তেমন মাথা ঘামালো না কিন্তু ফ্যাং, ইগি ও আমি রীতিমত উসখুস করছি।

ভাড়া জনপ্রতি দু'ডলার করে। শুধুমাত্র যেসব বাচ্চাদের উচ্চতা চুয়াল্লিশ ইঞ্চির নিচে তাদের জন্য ফ্রি। আমি অ্যাঞ্জেলের দিকে তাকালাম। যদিওবা তার বয়স মাত্র ছয় বছর কিন্তু ইতিমধ্যেই তার উচ্চতা চার ফুটের চেয়েও বেশি। কাজেই বারো ডলার দিতে হলো।

কিন্তু ভাড়ার বুথটা ছিল খালি। তাই আমাদের অটোমেটিক মেশিনে ভাড়া মেটাতে হলো।

ভেতরে ঢুকার পর দশ মিনিট কেটে গেল, কিন্তু কোন ট্রেনের দেখা মিললো না। দশ-দশটা মিনিট যেন নরক-যন্ত্রণায় কাটলো। যদি আমাদেরকে অনুসরণ করা হয়, যদি ইরেজাররা আসে...

আমি ইগিকে মাথা ঘুরাতে দেখলাম। সে অন্ধকার টানেলের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছে।

"কি?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"মানুষ," সে জবাব দিলো। "ওখানে।"

"শ্রমিক?"

"আমার তা মনে হয় না।"

আমি অন্ধকারের দিকে তাকালাম। ভালো করে কান পাতলে আমিও

শুনতে পেলাম মানুষের কণ্ঠস্বর। কিছুটা দূরে আমি যেন আগুনের শিখা দেখতে পেলাম।

আমি দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিলাম, এ ধরণের দ্রুত সিদ্ধান্ত আমার দলের সদস্যরা খুব পছন্দ করে।

"চলো যাই," কথাটা বলেই প্লাটফর্ম থেকে লাফ দিয়ে নামলাম। তারপর দৌড়াতে শুরু করলাম ট্র্যাক ধরে অন্ধকারের দিকে।

অধ্যায় ৮৩

"এর মানে কি?" গ্যাসম্যান একটা ছোট্ট ধাতব বোর্ডের দিকে দেখিয়ে বললো। ধাতব বোর্ডে লেখা : তৃতীয় রেলের নিকট থেকে দূরে থাকুন!

"এর মানে হচ্ছে তিন নাম্বার রেলে সাতশ ভোল্টের কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে," ফ্যাং বললো। "স্পর্শ করলেই তোমার অবস্থা একদম পপকর্নের মত ভাজা ভাজা হয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে," আমি বললাম। "সুন্দর পরামর্শ। সবাই তৃতীয় রেল থেকে দূরে থাকো।"

তারপর আমি ফ্যাংয়ের দিকে কটমট করে তাকালাম, এত সুন্দর করে বর্ণনা দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। সে আমার দিকে তাকিয়ে প্রায় দাঁত বের করে হাসলো।

ইগি সবার আগে অগ্রসরমান ট্রেনের আওয়াজ শুনতে পেল। "সবাই রেল লাইন ছেড়ে দাঁড়াও," সে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ে বললো। আমি হাত ধরে তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসলাম। তারপর আমরা সবাই একটা স্যাঁতসেঁতে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ত্রিশ সেকেন্ড পর, এত দ্রুত একটা ট্রেন আমাদের সামনে দিয়ে গেল যে আমরা রীতিমত দুলে উঠলাম। আমি হাঁটু দিয়ে অ্যাঞ্জেলকে ধরে রাখলাম যাতে সে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে না যায়।

"প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক এক অভিজ্ঞতা," দেয়াল ছেড়ে সতর্কভাবে বের হয়ে এসে বললাম আমি।

"কে ওখানে?" কণ্ঠস্বরটা আক্রমনাত্মক ও খসখসে যেনবা কণ্ঠস্বরটির মালিক বিগত পঞ্চাশ বছর সিগারেট খেয়েই কাটিয়েছে। হয়তোবা সত্যিই তাই।

আমরা অতি সর্ন্তপণে সামনে এগুলাম। ডানাগুলো আস্তে আস্তে করে খুলছি যদি হঠাৎ করে উড়বার প্রয়োজন দেখা দেয়।

"কেউ না," আমি টানেলের বাঁক ঘুরতে ঘুরতে আত্মবিশ্বাস মাখা কণ্ঠে বললাম।

"ওয়াও," গ্যাসম্যানের বিস্মিত গলা শোনা গেল।

আমাদের সামনে একটা শহর। ম্যানহাটনের বেসমেন্টে অবস্থিত একটা ছোট্ট শহর। এক দঙ্গল লোক একটা বড় গুহা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় তিন তলা ওপরে ছাদ যা ভরে আছে স্ট্যালাকটাইট ও উষ্ণ বাষ্পে।

বেশ কয়েকটা নোংরা মুখ আমাদের দিকে তাকালো। তাদের মধ্য থেকে

একজন বললো, "পুলিশ না। কয়েকটা বাচ্চা।"

তারা আগ্রহ হারিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলো। শুধুমাত্র একজন মহিলা বাদে যার গায়ে কয়েক খন্ড কাপড়। "তোমাদের কাছে খাবার আছে?" সে রীতিমত ধমকে উঠলো।

নিঃশব্দে নাজ ন্যাপকিনে মোড়ানো ক্যানিশ পকেট থেকে বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিলো। মহিলাটি কিছু সময় খাবারের দিকে তাকিয়ে থেকে গন্ধ শুঁকলো, তারপর আমাদের দিকে পিছন ফিরে খেতে শুরু করলো।

গুহাটা ভর্তি হয়ে আছে পঞ্চাশটা তেলের ড্রামে যা দিয়ে আগুন ধরানো হয়েছে। ওই আগুনই এখানে একমাত্র আলোর উৎস এবং স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা দূর করতেও তা সাহায্য করছে।

এ সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জগত যেখানকার অধিবাসীরা গৃহহীন ছন্নছাড়া লোক, যাদের আর কোথাও কোন আশ্রয় নেই, যারা নিয়ত পালিয়ে বেড়াচ্ছে...আমরা আমাদের বয়সী কয়েকটা বাচ্চাকে দেখলাম।

আবারো আমার মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে। সারা বিকাল ধরেই এটা ক্রমশ বাড়ছিল, আর এই মুহূর্তে আমি স্রেফ ঘুমাতে চাচ্ছি।

"ওদিকে," ক্যানিশ ভক্ষণরত ওই মহিলাটি ইঙ্গিতে দেখিয়ে বললো। আমরা তাকিয়ে দেখলাম দেয়ালের গা ঘেঁষে একটা সরু কিনারা। প্রায় একশো ফুট লম্বা ঐ কিনারাটিতে কেউ কেউ ঘুমাচ্ছে, কেউবা বসে আছে। তারা কম্বল ও কার্ডবোর্ড বাক্সের সাহায্যে নিজেদের সীমানাও নির্ধারণ করে রেখেছে। মহিলাটা ফুট ত্রিশেক লম্বা, ফাঁকা একটা জায়গা ইঙ্গিতে দেখিয়েছে যা এখনো দখল হয় নি।

আমি ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম, সে শ্রাগ করলো। জায়গাটা হয়তোবা পার্কের মত সুন্দর নয় কিন্তু এটা যথেষ্ট উষ্ণ, শুষ্ক ও মোটামুটি নিরাপদ। আমরা কিনারে গিয়ে সবাই জড়ো হলাম। তারপর সবার দিকে পিছন ফিরে, মুঠি মেলে ধরে দু'বার টোকা দিলাম। প্রায় সাথে সাথেই নাজ হাতটাকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়লো।

ফ্যাং ও আমি দেয়ালের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসলাম। আমি হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে কপাল টিপতে লাগলাম।

"তুমি ঠিক আছো?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা," বিড়বিড়িয়ে বললাম আমি। "আগামীকালের মধ্যে আরো সুস্থ হবো আশা করি।"

"ঘুমিয়ে পড়ো," বললো ফ্যাং। "আমিই প্রথমে পাহারায় থাকি।"

আমি তার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞ এক হাসি দিলাম এবং খুব শীঘ্রই ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলাম।

অধ্যায় ৮৪

ঘুমানোর মাঝেই আবারো প্রচণ্ড মাথা ব্যথা শুরু হলো।

একবার নিজেকে এক স্বপ্নে আবিষ্কার করলাম যেখানে হলুদ ফুলের ভিড়ে আমি হেঁটে বেড়াচ্ছি, আবার পরবর্তীতে নিজেকে আবিষ্কার করলাম বসে থাকা অবস্থায়। মাথা চেপে ধরে বসে আছি আর চিন্তা করছি শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আমার সন্ধান পেয়েছে এবং এটা আর খালি হাতে ফিরে যাচ্ছে না।

হিস হিস শব্দে আমি নিঃশ্বাস নিতে থাকলাম। অসহনীয় ব্যথায় মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে এবং আমি নিজেকে বলতে শুনলাম : দয়া করে তাড়াতাড়ি সবকিছু শেষ করে দাও, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম। দয়া করে শেষ করে দাও, শেষ করে দাও, এখনই সবকিছু শেষ করে দাও। প্লিজ, প্লিজ, প্লি-জ।

"ম্যাক্স?" কানের কাছে ফ্যাংয়ের নিচু কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমি জবাব দিতে পারলাম না। আমার সারা মুখ চোখের পানিতে ভরে গেছে। আমি যদি এখন কোন পাহারচূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতাম তাহলে কেউই আমাকে লাফ দেয়া থেকে বিরত রাখতে পারতো না। এবং অবশ্যই তা হতো ডানা ভাঁজ করা অবস্থায়।

আমার মাথার ভেতরে নানা ছবি ভেসে বেড়াতে লাগলো। এই ছবি, অক্ষর, শব্দের জ্বালায় যেন পাগলই হয়ে যাবো। একটা কণ্ঠস্বর আবোল-তাবোল বকছে। হয়তোবা কণ্ঠস্বরটা আমারই।

যেনবা অনেক দূর থেকে আমি কাঁধে ফ্যাংয়ের হাত অনুভব করলাম। দাঁত এত জোরে চেপে ধরেছি যে চোয়াল ব্যথা করছে। কিছুক্ষণ পর রক্তের নোনা স্বাদ পেলাম আমি ঠোঁটে কামড় দিয়ে ফেলেছি।

কখন আমি অন্ধকার টানেলের ওপাশে সাদা আলো দেখতে পাবো? দেখতে পাবো ওপাশ থেকে মানুষেরা হাসিমুখে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে? ডানাওয়ালা বাচ্চারা কি স্বর্গে যেতে পারে না?

তখনই এক ক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর ব্যথার মধ্য দিয়ে শুনতে পেলাম : "কে আমার ম্যাকের সাথে ফাজলামি করছে?"

অধ্যায় ৮৫

আগের মতই ধীরে ধীরে ব্যথা কমতে শুরু করলো। আর সেইসাথে আমি হতাশায় রীতিমত গুঙিয়ে উঠলাম : যদি ব্যথা কমতেই শুরু করে তাহলে আমি এখনো মারা যাইনি এবং তাহলে আবার আমাকে এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হবে।

চোখের পাতায় আবারো দুর্বোধ্য সব ছবি ভেসে বেড়াতে লাগলো। একা থাকলে এতক্ষণে চিৎকার করা শুরু করতাম। কিন্তু যেহেতু দলবল নিয়ে আছি তাই দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করে যেতে হলো। সেইসাথে এও চেষ্টা চালালাম যাতে বাচ্চাদের ঘুম না ভাঙ্গে (যদি ইতিমধ্যেই তাদের ঘুম না ভেঙ্গে থাকে) ও নিজেদের অবস্থান প্রকাশিত না হয়ে যায়।

"কে তুমি?" সেই রাগত কণ্ঠস্বর আবারো শোনা গেল। "এখানে কি করছো? তোমার জন্য আমার পুরো সিস্টেম ক্র্যাশ হয়ে গেছে, আহাম্মক!"

অন্যসময় হলে আমি অ্যাঞ্জেল ও বাদবাকি সবাইকে নিয়ে এতক্ষণে উঠে পড়তাম, আমার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়তো ক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি।

কিন্তু আজ রাতে আমি ছোট্ট একটা বলের মত গুটিশুটি মেরে পড়ে আছি এবং মাথা চেপে ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করছি নেকু মেয়েদের মতো করে না কাঁদার।

"কি আবোল-তাবোল বকছো তুমি?" ফ্যাংয়ের কণ্ঠ যেন ইস্পাতের মতই কঠিন।

"আমার সিস্টেম ক্র্যাশ করেছে। আমি এর কারণ ট্র্যাক করে দেখলাম যে তোমার জন্যই এটা হয়েছে। কাজেই ভালোভাবে বলছি, ভাগো এখান থেকে নইলে!"

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। একজন অচেনা লোক আমাকে এভাবে দেখছে ভেবে আমি খুব আতঙ্ক বোধ করছি।

"আর ওই মেয়েটার সমস্যা কি? সে কি ড্রাগ-টাগ কিছু খেয়েছে নাকি?"

"সে ভালোই আছে," ফ্যাং কড়া গলায় বললো। "তোমার কম্পিউটারের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। আর তোমার ঘটে যদি সামান্য বুদ্ধি থেকে থাকে তাহলে আর বেশি কথা না বাড়িয়ে এখান থেকে চলে যাবে তুমি।" ফ্যাং যখন চায় তখন ভয়ংকর ধরণের রূঢ় আচরণ করতে পারে।

অন্য লোকটা নির্বিকার মুখে বললো, "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোথাও যাবো না যতক্ষণ না তুমি আমার ম্যাকের সাথে তেড়িবেড়ি করা বন্ধ না করছো।

তুমি তোমার বান্ধবীকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছো না কেন?"

বান্ধবী? হায়, ঈশ্বর। ঐ সামান্য কথাটাই আমাকে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসতে সাহায্য করলো।

"তুমি কোথাকার কোন লাট সাহেব?" আমি গর্জন করতে চাইলাম কিন্তু সেই গর্জন আমার দুর্বল কণ্ঠস্বরের সামনে এসে যেন মিইয়ে গেল। আগন্তুকটির দিকে ভালো করে তাকাতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিলো, টানেলের এই মৃদু আলোও যেন চোখে লাগছিল।

আমার বয়সী একজনের ভাসাভাসা অবয়ব দেখতে পেলাম; রুক্ষ চেহারার বাচ্চাটির পরনে আর্মি প্যান্ট। আর তার কাঁধে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা ছোট নেটবুক জাতীয় কিছু।

"সেটা তোমার জানার বিষয় না!" ছেলেটাও সমান কড়া গলায় জবাব দিলো। "খালি আমার মাদারবোর্ডের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকো।"

তখনো আমার মাথা ঘুরছে, চারপাশের সবকিছু ঝাপসা ঝাপসা লাগছে কিন্তু তবুও আমি পুরো বাক্য বলতে পারলাম। "এসব কি বলছো তুমি?"

"এই যে দেখো!" কথাটা বলেই বাচ্চাটা তার ম্যাকিনটশ কম্পিউটার আমাদের দিকে ঘুরালো। এর স্ক্রিন দেখেই আমি আঁতকে উঠলাম।

স্ক্রিন জুড়ে বিভিন্ন ছবি, ড্রয়িং, ম্যাপ, কোড নাম্বার, ফিল্ম ক্লিপ।

মাথা ব্যথা শুরু হওয়ার সময় এইগুলোই চোখে ভাসতো আমার।

অধ্যায় ৮৬

আমার চোখ ছেলেটার নোংরা মুখের ওপর নিবদ্ধ হলো। "তুমি কে?" কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে আবারো জানতে চাইলাম আমি।

"আমি সেই ব্যক্তি যে তোমার পাছায় ধরাধম লাথি কষাবে যদি না তুমি আমার সিস্টেম নিয়ে এই ফাজলামি বন্ধ না করো," বাচ্চাটা ক্ষিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলো।

সাথে সাথে ছেলেটার কম্পিউটার স্ক্রিন একদম পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর সেখানে ফুটে উঠলো বড় বড় লাল অক্ষর : হ্যালো, ম্যাক্স।

ফ্যাং তৎক্ষণাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি অসহায়ের মত তার বিস্ময়বিমূঢ় চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর দু'জন একসাথে দৃষ্টি দিলাম কম্পিউটারের দিকে। স্ক্রিনে তখন লেখা উঠেছে, "নিউইয়র্কে স্বাগতম।"

আমার মাথার ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, "আমি জানতাম তুমি আসবে। তোমার জন্য আমার অনেক প্ল্যান আছে।"

"তুমি কি শুনতে পাচ্ছো?" আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

"কি শুনবো?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো।

"ঐ কণ্ঠস্বর?" আমি বললাম। মাথা ব্যথাটা চাগিয়ে উঠলো, তবে এখন অবস্থা অনেক ভালো। মনে হচ্ছে বমি করা থেকে বিরত থাকতে পারবো। আমি কপালে হাত বুলালাম, আমার চোখ তখন নিবদ্ধ ম্যাকিনটশ কম্পিউটারের পর্দায়।

"তো ব্যাপারখানা কি?" ছেলেটা জিজ্ঞেস করলো। তাকে এখন কিছুটা কম আক্রমণাত্মক মনে হচ্ছে। তবে তার বিভ্রান্তি যেন আরো বেড়ে গেছে। "ম্যাক্স কে? আর কিভাবেই বা এটা করছো তোমরা?"

"আমরা কিছুই করছি না," ফ্যাং বললো।

মাথায় আবারো নতুন করে ব্যথা হলো, আবারো কম্পিউটার স্ক্রিনে ভেসে উঠলো হিজিবিজি সব ছবি, প্ল্যান, ড্রয়িং। সব কিছু একসাথে কেমন জানি বেখাপ্পাভাবে মিশে আছে।

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এবং কপালে হাত বুলাতে বুলাতে আমি চারটা অক্ষর লক্ষ্য করলাম : ইন্সটিটিউট ফর হাইয়ার লিভিং।

আমি ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম। সে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো। সেও দেখতে পেয়েছে।

তারপর স্ক্রিনটা একদম ফাঁকা হয়ে গেল।

অধ্যায় ৮৭

বাচ্চা ছেলেটা দ্রুত কিছু কমান্ড টাইপ করা শুরু করলো। সে বিড়বিড় করে বলছে, "আমি এটা ট্র্যাক করে বের করবো..."

ফ্যাং ও আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু মিনিট দুয়েক পর হতাশ হয়ে থামলো ছেলেটা। সে সরু সরু চোখে আমার দিকে তাকালো, সবকিছু যেন খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করলো আমার গালে শুকিয়ে যাওয়া রক্ত, আমাদের পাশে ঘুমিয়ে থাকা দলের বাকি সদস্য।

"আমি জানি না তোমরা এটা কিভাবে করছো," তার কণ্ঠে আত্মসমর্পণের সুর স্পষ্ট। "তোমাদের জিনিসপত্র কোথায়?"

"আমাদের কোন জিনিসপত্র নেই," ফ্যাং বললো। "ভূতুড়ে, তাই না?"

"তোমরা কি পালিয়ে বেড়াচ্ছো? বা কোন ধরণের সমস্যায় আছো?"

জেব অনেক আগে আমাদের নামতা পড়ার মতো শিখিয়ে দিয়েছে যে কাউকে কখনো বিশ্বাস না করতে। (এখন আমরা এমনকি জেবকেও বিশ্বাস করি না।) ছেলেটা আমাকে ধীরে ধীরে উদ্বিগ্ন করে তুলছে।

"তোমার এরকম কেন মনে হচ্ছে?" ফ্যাং শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

ছেলেটা বিরক্তিতে চোখ উল্টালো। "হয়তোবা এজন্য এরকম মনে হচ্ছে যে তোমরা কয়েকটা পিচ্চি বাচ্চা একটা সাবওয়ে টানেলে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছো। ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত, তাই না?"

নাহ, ছেলেটার কথায় যুক্তি আছে।

"আর, তোমার কাহিনীটা কি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "তুমিও তো সাবওয়ে টানেলে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছো। তোমার স্কুল নাই?"

বাচ্চাটা হাসার চেষ্টা করলো। "এমআইটি আমাকে লাথি মেরে বের করে দিয়েছে।"

আমি জানি, এমআইটি আঁতেলদের ইউনিভার্সিটি। কিন্তু এই ছেলেটার তো ইউনিভার্সিটিতে পড়ার বয়সও হয় নি।

"উহ-হুহ।" আমি কণ্ঠস্বরটাকে যতটা সম্ভব বিরক্ত করে তুললাম।

"ব্যাপারটা আসলে ঠিক সেরকম না," সে বললো। তাকে এখন বেশ অপ্রস্তুত মনে হচ্ছে। "বয়স হওয়ার আগেই ভর্তির সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। কম্পিউটার টেকনোলজিতে মেজর করার কথা ছিল। কিন্তু আমি বেঁকে বসলাম আর তারাও আমাকে পিছনের দরজা দেখিয়ে দিলো।"

"বেঁকে বসলাম মানে?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো।

সে শ্রাগ করলো। "থোরাজিন নিতে চাচ্ছিলাম না। ওরা বললো, থোরাজিন না নিলে ভর্তি হতে পারবো না।"

জীবনের একটা সিংহভাগ সময় উন্মাদ বিজ্ঞানীদের সাথে কাটানোর ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক কিছুই আমি জানি। যেমন এটা জানি যে, সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত মানুষদের থোরাজিন দেয়া হয়।

"তো তুমি থোরাজিন পছন্দ করতে না," আমি বললাম।

"না।" তার মুখ কঠিন হয়ে উঠলো। "হ্যালডোল, ম্যালেরিল কিংবা জাইপ্রেক্সাও পছন্দ করতাম না। সবকয়টাই ছিল ফালতু। মানুষ চাইতো যে সবসময় আমি চুপচাপ থাকি, তাদের কথামত চলি এবং কোন ধরণের ঝামেলা না পাকাই।"

অদ্ভুত হলেও সত্য যে ছেলেটার সাথে নিজেদের বেশ মিল খুঁজে পেলাম আমি সহজ কিন্তু খাঁচায় বন্দী জীবনের চেয়ে সে কঠিন ও স্বাধীন জীবনই বেছে নিয়েছে।

তবে এটা ঠিক আমরা ওর মতো সিজোফ্রেনিক নই।

"তো তোমার কম্পিউটারের ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। সমস্যাটা কি?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো।

ছেলেটা আবারো শ্রাগ করলো। "এটাই আমার রুটি-রুজির পথ। আমি একজন হ্যাকার, যে কোন জায়গায় অতি সহজে হ্যাক করে ঢুকতে পারি। মাঝে মাঝে মানুষেরা এর জন্য আমাকে টাকা দেয়। টাকার দরকার হলে আমি প্রায়ই এরকম করি।" হঠাৎ ও কথা বলা বন্ধ করে দিলো। "কেন? তোমরা আমার ব্যাপারে এত উৎসুক কেন? কে এসব কথা জানতে চায়?"

"শান্ত হও, বন্ধু," ফ্যাং ভ্রু কুঁচকে বললো। "আমরা স্রেফ কথা বলছিলাম।"

কিন্তু ছেলেটা ততক্ষণে পেছাতে শুরু করেছে, তার চোখেমুখে রাগের স্পষ্ট ছাপ। "কে তোমাদের পাঠিয়েছে?" সে চড়া গলায় জানতে চাইলো। "তোমরা কারা? আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। দূরে থাকো আমার কাছ থেকে।"

তাকে শান্ত করার ভঙ্গিতে দু'হাত তুললো ফ্যাং কিন্তু ছেলেটা তখন ঘুরে দৌড়াতে শুরু করেছে। পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে মাটিতে তার স্নিকারের আওয়াজও আমরা আর শুনতে পেলাম না।

"নিজেদের চেয়ে উদ্ভট কারোর দেখা পাওয়া সবসময়ই সন্তুষ্টির," আমি বললাম। "এরপর নিজেদের কতই না স্বাভাবিক লাগে।"

"কি হয়েছে?" ইগি ঘুম ঘুম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো। ততক্ষণে উঠে বসেছে সে।

ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি ইগিকে সবকিছু খুলে বললাম ছেলেটার কম্পিউটার, মাথায় শোনা সেই কণ্ঠস্বর, মাথাব্যথার সময় দেখতে পাওয়া হিজিবিজি সব ছবি। আমি চেষ্টা করলাম মুখে নির্বিকার ভাব ফুটিয়ে তুলতে যাতে সে আমার ভেতরের কাঁপুনি বুঝতে না পারে।

"হয়তোবা আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি," আমি হালকা চালে কথাটা বললাম। "কিন্তু এটা আমাকে মহত্ত্বের পানে টেনে নিয়ে যাবে। অনেকটা জোয়ান অব আর্কের মতো।"

"কিন্তু অন্য মানুষের কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা?" ইগি সন্দেহের সুরে বললো।

"আমি জানি না এটা কিভাবে সম্ভব হলো," বললাম আমি। "যেহেতু আমি জানি না এটা কে বা কারা ঘটাচ্ছে, তাই কোন সম্ভাবনাই উড়িয়ে দিতে পারছি না।"

"হুমম। তোমার কি মনে হয়, এর সাথে স্কুল বা ইন্সটিটিউটের কোন সম্পর্ক আছে?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো।

"হয় সম্পর্ক আছে অথবা আমি জন্ম থেকেই এরকম," কিছুটা ব্যাঙ্গের সুরে বললাম আমি। "কালকে ইন্সটিটিউটটা খুঁজে বের করতে পারলে অনেক উত্তর পাওয়া যাবে। এখন অন্তত আমরা ইন্সটিটিউটের নামটা জানি।"

ইন্সটিটিউট ফর হাইয়ার লিভিং।

নামটা নজরকাড়া, তাই না?

অধ্যায় ৮৮

আচ্ছা, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তোমাদের কি কখনো ঘুমাতে যাবার সময়ের চেয়েও শতগুণ ক্লান্ত বলে মনে হয়েছে?

পরবর্তী সকালে, যেহেতু আমরা সবাই আড়মোড়া ভেঙ্গে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলাম তাই সকাল বলেই ধারণা হলো আমার,নিজেকে বারোজন নাচুনে রাজকুমারীর একজন বলে মনে হলো যে কিনা সারা রাত ধরে ছিদ্রযুক্ত জুতা পরে নেচে বেড়িয়েছে আর ক্লান্তি দূর করার জন্য পরের দিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। শুধু কয়েকটা ব্যাপারে একটু পার্থক্য নজরে পড়লো

ক). আমি কোন রাজকুমারী নই; খ). সাবওয়ে টানেলে শুয়ে শুয়ে একের পর এক নিত্যনতুন মাথাব্যথা মোকাবেলা করা আর রাতভর নাচানাচি করা এক জিনিস না; এবং গ). আমার কমব্যাট বুটগুলো এখনো ভালো অবস্থায় আছে। এই কয়টা বৈপরীত্য ছাড়া আর সবই খাপে খাপে মিলে গেছে।

"সকাল কি হয়ে গেছে?" অ্যাঞ্জেল হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করলো।

"আমার খিদে পেয়েছে," নাজের গলা শোনা গেল। তার কথাগুলো অবশ্য আমি আগে থেকেই আঁচ করতে পারছিলাম।

"ঠিক আছে, তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসবো," আমি ক্লান্ত গলায় বললাম। "তারপর আমরা ইন্সটিটিউট খুঁজতে বের হবো।"

ফ্যাং, ইগি ও আমি ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে অন্যদেরকে হ্যাকার ছেলেটির ব্যাপারে কিংবা আমার মাথাব্যথা সম্বন্ধে কিছু না বলার। শুধু শুধু তাদেরকে উদ্বিগ্ন করে তো কোন লাভ নেই।

মিনিট দুয়েক টানেল ধরে হাঁটার পর আমরা দিনের উজ্জ্বল আলোয় বেরিয়ে আসলাম। সত্যিই সকালবেলা নিউইয়র্কের রাস্তাগুলো দেখতে কি রকম সজীব ও পরিষ্কারই না লাগে।

"রোদের দেখছি ভালো তেজ," হাত দিয়ে চোখ দুটো আড়াল করে বললো গ্যাসম্যান। তারপর, "মধু দিয়ে রোস্ট করা বাদামের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না?"

রোস্ট করা বাদামের এই জিভে জল আনা সুগন্ধ উপেক্ষা করা কঠিন। যদি কোন ইরেজারও এই বাদাম বিক্রি করতো তবুও আমরা যেতাম। বাদামওয়ালাকে ভালো করে দেখে নিলাম আমি। না, ইরেজার না।

আমরা বাদাম কিনে ফোরটিনথ স্ট্রিট ধরে হাটতে লাগলাম। বাদাম

চিবুচ্ছি আর ভাবছি কিভাবে পুরো শহর জুড়ে চিরুনি অভিযান চালানো যায়। প্রথমত আমাদের দরকার একটা ফোন বুক। সামনেই একটা ফোন বুথ দেখলাম, তবে ভেতরে কোন ফোন বুক নেই। আরে, তথ্যকেন্দ্রে ফোন করলেই তো হয়। পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে ফোন তুলে নিলাম আমি। তারপর ডায়াল করলাম ৪১১-তে।

"নিউইয়র্ক সিটিতে ইন্সটিটিউট ফর হাইয়ার লিভিংয়ের ঠিকানাটা বলতে পারেন?" অপারেটরের গলা শোনা গেলে বললাম আমি।

"দুঃখিত এই নামের কোন ইন্সটিটিউট আমাদের লিস্টে নেই। দয়া করে নামটা ভালো করে চেক করে নিয়ে আবার চেষ্টা করুন।"

হতাশাই এখন আমার নিত্য সঙ্গী। ইচ্ছে করছে গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে। "এখন আমরা কি করবো?" ফ্যাংকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

সে আমার দিকে তাকালো, বুঝতে পারলাম তার মাথায়ও চিন্তার ঝড় বইছে। আমার দিকে একটা ছোট্ট পেপার ব্যাগ এগিয়ে দিলো সে। "বাদাম?"

আমরা হাটতে হাঁটতে বাদাম খেতে লাগলাম আর বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে রাস্তার পাশের দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। দুনিয়ার তাবত সব জিনিসই যেন ফোরটিনথ স্ট্রিটের এই দোকানগুলোতে পাওয়া যায়। অবশ্য কেনার সামর্থ্য আমাদের নেই। কিন্তু তবুও দেখতে ভালোই লাগছে।

"একটু হাসো, তোমার চেহারা টিভি স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে," একটা দোকানের দিকে দেখিয়ে বললো ফ্যাং।

একটা ইলেক্ট্রনিকস স্টোরে শর্ট সার্কিট ক্যামেরা লাগানো। ঐ ক্যামেরার সাহায্যে ধারণকৃত পথচারীদের ছবি কয়েকটা টিভিতে দেখাচ্ছে। অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমরা মাথা নিচু করে সরে দাঁড়ালাম। কেউ আমাদের ক্যামেরায় ধারণ করুক, এটা আমরা চাই না।

হঠাৎ করে কপালে তীব্র ব্যথা শুরু হলে আমার মুখটা কুঁচকে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তে টিভি স্ক্রিনে স্ক্রল করা শব্দগুলো আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আমি অবিশ্বাস ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকলাম এবং দেখলাম প্রত্যেকটা টিভি স্ক্রিনে লেখা উঠেছে, সুপ্রভাত, ম্যাক্স।

"জিসাস," ফ্যাং আচমকা থেমে গিয়ে কোনমতে উচ্চারণ করলো।

ইগি সোজা তার গায়ে ধাক্কা খেয়ে বললো, "কি? কি হয়েছে?"

"ওখানে কি তোমার নাম লেখা? গ্যাসম্যান আমাকে জিজ্ঞেস করলো। "তোমাকে তারা চিনলো কিভাবে?"

খেলতে খেলতে শেখা যায়, ম্যাক্স, আমার মাথার ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো। এটা গতরাতের সেই কণ্ঠস্বর। তবে আমি বুঝতে

পারলাম না কণ্ঠস্বরটার মালিক শিশু না বৃদ্ধ, পুরুষ না মহিলা, বন্ধু না শত্রু। চমৎকার।

খেলাধূলা তোমার সামর্থ্যকে বারবার পরীক্ষার সম্মুখীন করায়। আর তাছাড়া, আনন্দ করা মানুষের সমৃদ্ধির জন্য খুবই দরকারী। যাও আনন্দ করো, ম্যাক্স।

চারপাশের পথচারীদের অবাধ স্রোতের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না দেখিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। "আমি আনন্দ করতে চাই না! আমি চাই কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানতে!" কোন কিছু না ভেবেই বলে উঠলাম।

ম্যাডিসন এভিনিউয়ের বাসে উঠো, কণ্ঠস্বরটা বলে উঠলো। চারপাশের পরিবেশ যখন আনন্দময় মনে হবে, তখন নেমে পড়ো।

অধ্যায় ৮৯

চোখ পিটপিট করলাম আমি, বুঝতে পারলাম দলের বাকি সদস্যরা আমার দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছে।

"ম্যাক্স, তুমি কি ঠিক আছো?" নাজ জিজ্ঞেস করলো।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "মনে হয় আমাদের ম্যাডিসন এভিনিউয়ের বাসে উঠা উচিত," স্ট্রিট সাইনের খোঁজে এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে বললাম আমি।

ফ্যাং আমার দিকে চিন্তিত মুখে তাকালো। "কিন্তু কেন?"

আমি এমনভাবে ঘুরে দাঁড়ালাম যাতে অন্যরা আমাকে দেখতে না পায়। তারপর ফ্যাংয়ের উদ্দেশ্যে মুখ নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিলাম, "সেই কণ্ঠস্বর।"

সে মাথা নাড়লো। "কিন্তু ম্যাক্স," একদম নীচু গলায় ফিসফিসিয়ে বললো সে, "এটা তো একটা ফাঁদও হতে পারে।"

"আমি জানি না!" আমি বললাম। "কিন্তু স্রেফ দেখার জন্য হলেও ওর কথা আপাতত মেনে নেয়া উচিত।"

"কার কথা মেনে নেয়া উচিত?" গ্যাসম্যান জানতে চাইলো।

আমি তখন একটা কর্নারের দিকে হাটা ধরেছি। হাটতে হাঁটতেই আমি ফ্যাংকে বলতে শুনলাম, "ম্যাক্স একটা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। আমরা এখনো জানি না কণ্ঠস্বরটা কার।"

"অনেকটা নিজের বিবেকের মতো?" নাজ জিজ্ঞেস করলো। "আচ্ছা, দোকানের ঐ টিভির সাথে কি এর কোন সম্পর্ক আছে?"

"জানি না," ফ্যাং বললো। "এখন কণ্ঠস্বরটির মালিক চাচ্ছে আমরা যেন ম্যাডিসন এভিনিউয়ের বাসে উঠি।"

চৌদ্দ বক দূরে বাস স্টপের দেখা মিললো। আমরা বাসে উঠে মেশিনে পয়সা ঢুকালাম।ড্রাইভার ভেতরে আসার জন্য হাত ইশারা করলো।

আশা করি কণ্ঠস্বরটা চায় না এভাবে টাকা খরচ হোক, কারণ খুব বেশি অবশিষ্ট নেই।

ছোট, বদ্ধ জায়গায় কিংবা মানুষের ভিড়ে যাদের দম বন্ধ হয়ে আসে তাদের জন্য বাসে চড়া রীতিমত দুঃস্বপ্ন। ভিড় এতই বেশি যে অন্যদের সাথে চাপাচাপি করে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। মাথা ভালো করে ঘুরিয়ে একবার বাসের আরোহীদের ভালো করে দেখে নিশ্চিত হলাম ইরেজার আছে কিনা।

এই যে, কণ্ঠস্বর সাহেব? আমি ভাবলাম। এরপর কি?

শুনে হয়তোবা বিস্মিত হতে পারো, কিন্তু কণ্ঠস্বরটা কোন জবাব দিলো না।

অ্যাঞ্জেল আস্থার সাথে আমার হাত ধরে পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসের জানালা দিয়ে শহর দেখছে। সবকিছু এখন আমারই ওপর নির্ভর করছে। সবার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। আমাকে ইন্সটিটিউটটাও খুঁজে বের করতে হবে। যদি প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় আমি মারা যাই, তাহলে ফ্যাং সবকিছুর দায়িত্ব নেবে। তবে তার আগে আমিই নাম্বার ওয়ান। দলের সবার প্রত্যাশার বেলুনকে আমি নিমেষেই চুপসে দিতে পারি না। তুমি কি শুনতে পাচ্ছো, কণ্ঠস্বর? যদি এটা ফাঁদ হয়ে থাকে তবে পরে এর জন্য তোমাকে পস্তাতে হবে।"

ওহ্, ঈশ্বর, আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছি।

"বন্ধুরা," পিএ সিস্টেমে বাস ড্রাইভারের গলা শোনা গেল। "ফিফটি এইটথ স্ট্রিট। এখান থেকেই সকল আনন্দের শুরু।"

বিস্মিত হয়ে আমি ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম। তারপর সবাইকে নিয়ে বাসের পেছনের দরজা দিয়ে দ্রুত বের হয়ে আসলাম। বাইরে তখন কড়া রোদ। বাস ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে এবং আমরা নিজেদেরকে আবিষ্কার করলাম সেন্ট্রাল পার্কের গোড়ায়।

"কি?" আমি বলতে শুরু করলাম কিন্তু রাস্তার ওপাশে একটা গাসের বিল্ডিং দেখে থেমে গেলাম।

গাসের পিছনে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল টেডি বিয়ার, একটা কাঠের সৈন্য এবং পনেরো ফুট লম্বা এক ব্যালেরিনা।

সামনে সাইনবোর্ডে লেখা : এএফও স্মিথ।

দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা খেলনার দোকান।

হুমম।

অধ্যায় ৯০

আমাদের মত গরীব, সুবিধা-বঞ্চিত পক্ষীশিশুরা কখনো কোনদিন খেলনার দোকানে যায় নি।

আর এএফও স্মিথে এলে বাচ্চারা মনে করে তারা বোধহয় বেহেস্তে এসে গেছে। দোকানের সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে প্রথমেই নজরে পড়ে দু'তলা সমান উচ্চতার একটা ঘড়ি। ঘড়িটা ভরে আছে পশু-পাখির চলন্ত দেহে। কোথায় জানি শব্দ করে "ইটস এ স্মল ওয়ার্ল্ড" গানটা বাজছে।

আমরা এখানে কেন্এ ব্যাপারে আমার কোন ধারণাই নেই। একটা খেলনার দোকান আমাদেরকে ইন্সটিটিউটের কাছে নিয়ে যাবে, এ ধরণের চিন্তা বেশ কষ্টকল্পিতই মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি এর শেষটা দেখে ছাড়ার।

পশু-পাখির এরিয়ায় সারিবদ্ধ করে দাঁড় করানো প্রমাণ সাইজের স্টাফ করা জিরাফ ও অন্যান্য পশু-পাখি। এই জায়গাটা বলতে গেলে আমাদের পুরনো বাসার সমান বড়।

আমি গ্যাজি ও অ্যাঞ্জেলের দিকে তাকালাম। তারা দু'জন মুখ হা করে তাকিয়ে আছে চারপাশের অসাধারণ সব খেলনার দিকে।

"ইগি," গ্যাসম্যান বলে উঠলো, "লেগো ও বায়োনিকলের জন্য আলাদা একটা রুমই আছে।"

"ওদের সাথে যাও," আমি ফ্যাংকে বললাম। "আর একটু চোখ-কান খোলা রেখো, ঠিক আছে?"

সে মাথা নেড়ে ওদের পিছু পিছু লেগো রুমে গেল। অন্যদিকে আমি অ্যাঞ্জেল ও নাজের পিছন পিছন হাঁটতে লাগলাম। ওরা মুগ্ধ নয়নে একটার পর একটা স্টাফ করা পশু তুলে তুলে দেখছে।

"ওহ্ ঈশ্বর," একটা স্টাফ করা ছোট্ট বাঘ হাতে নিয়ে বললো নাজ। "ওহ্ ম্যাক্স, দেখো কি সুন্দর দেখতে! এর নাম হচ্ছে স্যামসন।"

বাঘটা যে দেখতে সুন্দর, এটা নির্দ্বিধায় মেনে নিলাম আমি। তবে সেইসাথে চারপাশে নজর বুলাতে লাগলাম কোথাও ইরেজার আছে কিনা অথবা কোন ধরণের ক্লু খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তা দেখার জন্য।

"ম্যাক্স?" অ্যাঞ্জেল আমার জামার হাতা ধরে টান দিলো। আমি তার দিকে ঘুরে তাকালাম। সে একটা ছোট্ট স্টাফ করা ভালুক হাতে ধরে আছে।

এর গায়ে সাদা গাউন এবং পিঠে ছোট ডানা লাগানো; অনেকটা পরীর সাজে সাজানো হয়েছে ভালুকটাকে।

অ্যাঞ্জেল চোখ দিয়ে অনেক কাকুতি-মিনতি করছে। আমি ভালুকটার দাম দেখে নিলাম। মাত্র ৪৯ ডলারের বিনিময়ে এর মালিকানা অ্যাঞ্জেলের হয়ে যেতে পারে।

"আমি খুব দুঃখিত, অ্যাঞ্জেল," হাঁটু গেড়ে বসে বললাম আমি। "কিন্তু এর দাম ৪৯ ডলার। অথচ আমাদের টাকা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এর কাছাকাছি পরিমাণ টাকাও আমাদের কাছে নেই। আমি সত্যিই দুঃখিত। খুব ইচ্ছা করছে তোমাকে এটা কিনে দিতে। কেননা আমি জানি এ এক পরীর প্রতিকৃতি, ঠিক তোমার মত।" আমি তার চুলে হাত বুলিয়ে ভালুকটা ফিরিয়ে দিলাম।

"কিন্তু আমি এটা চাই," অ্যাঞ্জেল প্রায় চিৎকার করে উঠলো যা তার স্বভাবের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান।

"আমি বলেছি, না। ব্যস, এটাই আমার শেষ সিদ্ধান্ত।"

আমি একটু সামনে এগিয়ে গেলাম, তবে তাদেরকে ঠিক চোখের আড়াল করলাম না। একটা রহস্যময় ডিসপের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমি। ওখানে ৮টা ম্যাজিক বল রাখা। ওগুলোকে ঝাঁকালে একটা ভবিষ্যৎবাণী স্ক্রিনের পর্দায় ভেসে উঠে। আমি একবার ঝাঁকালাম। ভবিষ্যৎবাণী আসলো, "ভালো সম্ভাবনা আছে।" কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রশ্ন করতেই ভুলে গিয়েছিলাম আমি।

আরেকটা খেলা চোখে পড়লে কাবালা। এটা জিপসিদের ভবিষ্যৎবাণী সংক্রান্ত একটা খেলা। সেইসাথে পুরনো একটা খেলাও নজর এড়ালো ন ওইজা বোর্ড। আমি ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে স্টোরের চারপাশটা দেখে নিলাম। আজকের রাতটা এখানে কাটালে মন্দ হয় না।

চোখের কোণা দিয়ে একটা মৃদু নড়াচাড়া নজরে আসলো আমার। আমি সেদিকে ভালো করে তাকালাম। ওইজা বোর্ডের সেই ছোট্ট পয়েন্টারটা, যা দিয়ে 'আত্মারা' বোর্ড জুড়ে বিভিন্ন শব্দের দিকে ইঙ্গিত করে।

পয়েন্টারটা আপনা-আপনি নড়ছে।

কিন্তু কেউ তো আশেপাশে নেই। প্রায় ২০ ফুট দূরে অ্যাঞ্জেল দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে এখনো স্টাফ করা ভালুকটা ধরা। আমি পয়েন্টারটার উপরে একবার হাত নাড়ালাম না, কোন তারও লাগানো নেই। পয়েন্টারটা ইংরেজি S অক্ষর স্পর্শ করলো, তারপর A। আমি গেম বোর্ডটা হাতে তুলে নিয়ে দেখে নিলাম নিচে কোন চুম্বক লাগানো আছে কিনা। এবার, পয়েন্টার এসে হাজির হলো V তে, তারপর ওটা গিয়ে ছুঁলো E।

Save.

আমি তৎক্ষনাৎ বোর্ডটা নামিয়ে রাখলাম যেনবা হাতে আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে।

ত্রিভুজাকৃতির ছোট পয়েন্টারটি এসে থামলো, তারপর গেল H-এ। এরপর ওটা গিয়ে হাজির হলো E তে।

The.

আস্তে আস্তে ওটা W-এর দিকে অগ্রসর হলো। ভ্রু কুঁচকে উঠলো আমার। পয়েন্টার এবার সামান্য উপরে উঠে O ছুঁলো। সাথে সাথে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল আমার। যখন ওটা R-এ এসে পৌঁছুলো তখন ইচ্ছে করলো বোর্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিই। মুখ ভার করে আমি দেখতে থাকলাম পয়েন্টারটিকে একটার পর একটা অক্ষর সাজাতে। L, D। এরপর M, A এবং X

Save the world, Max.

পৃথিবীকে রক্ষা করো, ম্যাক্স!

অধ্যায় ৯১

“ফ্যাং!”

ডাক শুনে সে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। আমার মুখের অবস্থা দেখে সাথে সাথে ইগি ও গ্যাসম্যানের হাতে টোকা দিলো ও। তারপর বিশাল সেই ঘড়ির নিচে নাজ ও আমার সাথে এসে যোগ দিলো তারা।

“চলো এখান থেকে চলে যাই,” আমি বিড়বিড় করে বললাম। “একটা ওইজা বোর্ড এইমাত্র আমাকে পৃথিবী রক্ষার করার জন্য বললো।”

“তুমি তো দেখছি ভালোই বিখ্যাত,” গ্যাসম্যান বললো। বুঝাই যাচ্ছে, আমার আতঙ্ক সে মোটেও অনুভব করতে পারছে না।

“অ্যাঞ্জেল কোথায়?” ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো।

আমি পাশে হাত বাড়ালাম। কিন্তু আমার হাত স্রেফ বাতাসই স্পর্শ করলো। পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি স্টাফ করা পশু-পাখির সেই ঘরের দিকে ছুটলাম। ইতিমধ্যেই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছি আমি ওকে উদ্ধার করার এক সপ্তাহও হয় নি...

একটা প্রমাণ সাইজের শিম্পাঞ্জির পাশে এসে সটান দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। আমার সামনেই অ্যাঞ্জেল একজন বৃদ্ধ মহিলার সাথে কথা বলছে। এত বয়স্ক কোন ইরেজার আমি আগে কখনো দেখি নি।

অ্যাঞ্জেলকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে। সে স্টাফ করা ভাল্লুকটা উঁচু করে ধরলো মহিলাকে দেখানোর জন্য।

“কি করছে সে...” ফ্যাং বলতে শুরু করলো।

মহিলাটি কিছু সময় ইতস্তত করলো, তারপর কিছু একটা বলে উঠলো যা আমি এখান থেকে শুনতে পেলাম না। কথাটা শুনে তৎক্ষণাৎ অ্যাঞ্জেলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে দ্রুত মাথা ওপর-নিচ করলো।

“কেউ অ্যাঞ্জেলকে কিছু একটা কিনে দিচ্ছে,” চোখে দেখতে না পেলেও ইগির কান কিন্তু সজাগ।

আমরা যে তার ওপর লক্ষ্য রাখছি, এটা অ্যাঞ্জেল বুঝতে পেরেছে। কিন্তু ইচ্ছা করেই আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল না সে। তাদেরকে অনুসরণ করে আমরা চেক-আউট কাউন্টারে গেলাম এবং চোখে একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে দেখলাম মহিলাটিকে ওয়ালেট বের করে ভাল্লুকটার দাম মিটাতে। অ্যাঞ্জেল খুশিতে রীতিমত লাফাচ্ছে। ভাল্লুকটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে বারবার বলতে শুনালাম, “ধন্যবাদ।”

কিঞ্চিত বিভ্রান্ত সেই মহিলাটি তখন হেসে মাথা নেড়ে স্টোর থেকে বের হয়ে গেল।

আমরা আমাদের পরিবারের সবচেয়ে ছোট সদস্যটিকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরলাম।

"এসব কি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "ওই মহিলা কেন তোমাকে ভালুকটা কিনে দিলো? ওটার দাম ৪৯ ডলার!"

"কি বলেছো তুমি ওকে?" ইগি জানতে চাইলো। "কেউ আমাদের দয়া করে কিছু কিনে দিতে পারে না।"

"কিছু বলিনি," অ্যাঞ্জেল তার ভালুক ঝাপটে ধরে বললো। "আমি শুধুমাত্র ঐ মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে আমাকে ভালুকটা কিনে দিবে কিনা কারণ আমার খুবই পছন্দ হয়েছে জিনিসটা আর ওটা কেনার মত টাকাও আমার কাছে নেই।"

অ্যাঞ্জেল আর কোন কিছু কেনার আবদার রাখার আগেই সবাইকে নিয়ে সদর দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসলাম আমি।

বাইরে সূর্যের প্রখর তাপ। দুপুরের খাবারের সময়ও হয়ে গিয়েছে। সেইসাথে সময় হয়েছে অভিযানে মনোযোগ দেয়ার।

"তো তুমি একজন অচেনা মানুষকে বললে দামি একটা খেলনা কিনে দিতে আর সেও সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ওটা কিনে দিলো?" আমি অ্যাঞ্জেলকে জিজ্ঞেস করলাম।

অ্যাঞ্জেল মাথা দোলালো। "হ্যা। আমি তাকে জিনিসটা আমার জন্য কিনতে বলেছিলাম। আমার মনের মাধ্যমে এই অনুরোধটা রাখি আমি।"

অধ্যায় ৯২

ফ্যাং ও আমার মধ্যে ত্বরিৎ দৃষ্টি বিনিময় হলো। ব্যাপারটা ভীতিকর। আসলে, অনেক ভীতিকর।

"উম, মানে, কি বললে তুমি?" অ্যাঞ্জেলকে জিজ্ঞেস করলাম আমি। আমি জানি সে মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে। কিন্তু সেইসাথে সে যে মানুষকে তার কোন ভাবনা পাঠাতেও সক্ষম, এটা আমি জানতাম না।

"আমি তাকে মনের মাধ্যমে অনুরোধ করেছিলাম," অ্যাঞ্জেল ভালুকটার ছোট ছোট সাদা ডানা সোজা করতে করতে বললো। "এবং সেও রাজি হয়ে গেল। তারপর সে আমাকে এটা কিনে দিলো। এখন থেকে আমি এটাকে ডাকবো সিলেস্তে বলে।"

"অ্যাঞ্জেল, তার মানে তুমি মহিলার মনকে প্রভাবিত করেছো যাতে সে তোমাকে ঐ ভালুকটা কিনে দেয়? আমি সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

"এর নাম সিলেস্তে," অ্যাঞ্জেল বললো। "প্রভাবিত করা মানে কি?"

"মানে কাউকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নেয়া," আমি বললাম। "শুনে মনে হচ্ছে তুমি তাকে বাধ্য করেছো ভালুকটা কিনে..."

"সিলেস্তে।"

"সিলেস্তে। অনেকটা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এটা করেছো তুমি। আমি কি বলছি বুঝতে পারছো?"

অ্যাঞ্জেল ভ্রু কোঁচকাল। তাকে এখন যথেষ্ট অপ্রস্তুত মনে হচ্ছে। তবে হঠাৎ করেই তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "আসলে, আমি সত্যি সত্যিই সিলেস্তে কিনতে চাচ্ছিলাম। দুনিয়ার অন্য যেকোন জিনিসের চেয়ে।"

যেনবা এই একটা কারণে তার সাত খুন মাফ হয়ে যাবে।

জীবন সম্বন্ধে একটা বড়সড় বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমি মুখ খুললাম, কিন্তু হঠাৎ ফ্যাংয়ের দিকে দৃষ্টি গেল। সে তার মুখের অভিব্যক্তি দিয়েই আমাকে তা করতে বারণ করে দিলো, আমিও চুপ মেরে গেলাম।

এর চেয়ে আমাদের অভিযান নিয়েই মাথা ঘামানো উচিত। আহ্, শুধু যদি জানতাম কোথায় ইন্সটিটিউট খুঁজে পাওয়া যাবে!

আমরা এক জায়গায় থেমে দুপুরের খাবারের জন্য ফালাফেল কিনলাম। তারপর চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে হাটতে হাঁটতে তা খেতে লাগলাম। অ্যাঞ্জেল তার ভালুকটা–সিলেস্তে–প্যান্টে গুঁজে দিলো যাতে সে দু'হাতই খালি রাখতে পারে।

অ্যাঞ্জেলের মাত্র ছয় বছর বয়স এবং এটাও মেনে নিচ্ছি যে তাকে ঠিকভাবে যত্ন করে বেড়ে তোলা হয় নি। কিন্তু তবুও আমার মনে হয় ভালো-মন্দ বোঝার মত তার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম ঐ মহিলাটিকে প্রভাবিত করে সিলেস্তে কেনার ব্যাপারটা যে ভুল একটা কাজ, সেটা সে জানে। যাই হোক!

ব্যথায় মুখ বিকৃত হয়ে উঠলে আমি কপালটা চেপে ধরলাম। তখনই মখমলের মত মসৃণ সেই কণ্ঠস্বর বললো, "এটা তো স্রেফ একটা খেলনা, ম্যাক্স। আর বাচ্চারা তো খেলনা কিনতে চাবেই। তোমার কি মনে হয় না তোমার নিজেরও একটা খেলনা কেনা উচিত?"

"খেলনা কেনার মত বয়স আমার নেই," আমি রাগতস্বরে বিড়বিড় করে জবাব দিলাম। ফ্যাং অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো।

"তুমিও কি খেলনা কিনতে চাচ্ছো?" গ্যাসম্যান যেন কিছুটা বিভ্রান্ত।

মাথা নাড়লাম আমি। আমার ব্যাপারে অত মাথা ঘামিয়ো না, বন্ধুরা। আমি আবারো আমার ছোট্ট কণ্ঠস্বরটির সাথে আলাপে মগ্ন। তাছাড়া, অন্যান্য বারের মত মাথাটা সেরকম ব্যথাও করছে না।

মাঝে মাঝে যে মাথা ব্যথা করে, এ জন্য আমি দুঃখিত, ম্যাক্স। আমি তোমাকে ব্যথা দিতে চাই না। আমি চাই তোমাকে সাহায্য করতে।

ওর কথার উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য ঠোঁট জোরে চেপে ধরলাম আমি। যখন আমি কোন কিছু জানতে চাই তখন সে মুখে খিল এঁটে বসে থাকে; আর যখন ওর কথা শুনতে চাই না, তখন সে একদম কথার দোকান খুলে বসে।

কণ্ঠস্বরটা অনেকটা ফ্যাংয়ের মতই বিরক্তিকর।

অধ্যায় ৯৩

ধীরে ধীরে যেন এক বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হচ্ছি আমি। যেখানেই আমরা যাচ্ছি সেখানেই কোন না কোন বার্তা আমার জন্য অপেক্ষা করে। যদি মাথায় কারো কণ্ঠস্বর না শুনি, তাহলে দেখা যায় টিভি স্ক্রিনে কোন বার্তা ভেসে উঠেছে। সাবওয়ে ট্যানেলের সেই হ্যাকারের কম্পিউটারে দেখা যায় আমারই চিন্তার প্রতিচ্ছবি। এমনকি বাস ড্রাইভারেরাও আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় আমাদের আসল গন্তব্য।

"আমাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে," আমি হাটা না থামিয়ে নীচু কণ্ঠে বললাম।

আমার কথা শুনে ফ্যাং ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে চারদিকটা দেখে নিলো।

"আমরা অনর্থক সময় নষ্ট করছি," হতাশ হয়ে অবশেষে বললাম আমি। "আমাদের ইন্সটিটিউট খুঁজে বের করা দরকার। খুঁজে বের করা দরকার আমাদের অতীত ইতিহাস। খেলনার দোকানে গিয়ে সময় নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই। আমাদের উচিত এ ব্যাপারে আরো অনেক আন্তরিক হওয়া।"

সবকিছুই সময় মত জানতে পারবে, ম্যাক্স।

ফ্যাং জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুললো, কিন্তু আমি আঙ্গুল তুলে তাকে থামিয়ে দিলাম এক সেকেন্ড।

কিভাবে বিনোদিত হতে হয় তা তোমার শেখা উচিত। বিনোদন শিক্ষা ও যোগাযোগের জন্য অতীব জরুরী। বিভিন্ন পরিসংখ্যানেও ব্যাপারটা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তুমি তো মোটেও সেরকম কিছু করছো না।

"আরে তোমার বিনোদনের খেতা পুড়ি!" আমি হিসহিসিয়ে উঠলাম। "আমাদের ইন্সটিটিউট খুঁজে বের করতে হবে। এদিকে হাতে খুব একটা টাকাও নেই। তাছাড়া, বিপদ-আপদ তো লেগেই আছে।"

অন্যরা হাটা থামিয়ে চিন্তিত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ফ্যাং হয়তোবা আমাকে টেনে-হিঁচড়ে পাগলা-গারদে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমি সত্যিই পুরোপুরি পাগলে পরিণত হচ্ছি, তাই না? হয়তোবা মস্তিষ্কে কোনভাবে আঘাত পেয়েছি আমি স্ট্রোক বা ওই জাতীয় কিছু। এই জন্যই হয়তোবা মাথায় বিভিন্ন কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। এই ব্যাপারটা আমাকে দলের অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে ফেলেছে। একটু বেশিই আলাদা। নিজেকে অনেক একাকী মনে হচ্ছে এখন।

বিভিন্ন কণ্ঠস্বর না, ম্যাক্স। একটাই কণ্ঠস্বর। শান্ত হও।

"কি হয়েছে, ম্যাক্স?" গ্যাসম্যান জিজ্ঞেস করলো।

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে একটু ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করলাম। "মনে হচ্ছে যে কোন সময় আমি ফেটে পড়বো," সত্য কথাটাই ওদেরকে বললাম। "তিনদিন আগে অ্যাঞ্জেল বলেছিল সে নাকি শুনেছে যে আমাদের সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য নিউইয়র্কের ইন্সটিটিউট নামক জায়গায় সংরক্ষিত আছে। আরো অনেক তথ্য। হয়তোবা এই তথ্যই আমরা এতদিন ধরে জানতে চেয়েছি।"

"কারণ সংরক্ষিত এই তথ্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের বাবা-মা'র সন্ধান পেয়ে যেতে পারি?" ইগি বললো।

"হ্যা," আমি জবাবে বললাম। "কিন্তু এখন আমরা এখানে এবং বেশ উদ্ভট উদ্ভট জিনিস আমাদের চারপাশে ঘটে যাচ্ছে। আর আমি ঠিক নিশ্চিত নই..."

কোন সতর্কতা ছাড়াই আমার ঘাড়ের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল।

"হ্যালো, বাচ্চারা!"

একটা বিল্ডিংয়ের ভিতর থেকে দু'জন ইরেজার আমাদের সামনে লাফ দিয়ে এসে পড়লো।

অ্যাঞ্জেল চিৎকার করে উঠলো, আমি অনেকটা সহজাতভাবেই তার হাতটা আঁকড়ে ধরে তাকে উলটা দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। সেকেন্ডের মধ্যে আমি নিজেও ঘুরে দাঁড়িয়ে ফুটপাথ দিয়ে প্রাণপণ দৌড়াতে লাগলাম। ফ্যাং ও ইগি আমাদের ঠিক পিছনে আর ওদের দু'পাশে নাজ ও গ্যাসম্যান। ফুটপাথে রীতিমত মানুষের বন্যা যার কারণে ঠিকমত দৌড়ানো যাচ্ছিল না।

"রাস্তা পার হও!" আমি চেঁচিয়ে বলে রাস্তায় নেমে গেলাম। আমরা ছয়জন দুটা চলন্ত ট্যাক্সিকে পাশ কাটালাম এবং শুনলাম ক্ষুব্ধ ড্রাইভারদের হর্নের আওয়াজ। আমাদের পিছনেই ধড়াম করে একটা শব্দ হলো, সেইসাথে গোঙানির আওয়াজ।

"একজন ইরেজার সাইকেলের সাথে ধাক্কা খেয়েছে!" ফ্যাং চেঁচিয়ে বললো।

শুনতে যতই অদ্ভুত শোনাক না কেন, কথাটা শুনে আমি খিলখিলিয়ে হেসে উঠলাম।

কিন্তু দু'সেকেন্ড পর, একটা ভারি নখরযুক্ত হাত আমার চুল ঝাপটে ধরলো এবং হেঁচকা টান দিয়ে পেছনের দিকে টেনে নিল। আমার হাত থেকে অ্যাঞ্জেলের হাত গেল ছুটে, তার তীক্ষ্ণ চিৎকারে বিদীর্ণ হয়ে উঠলো চারপাশ।

অধ্যায় ৯৪

চোখের পলকে শক্তিশালী ইরেজারটি আমাকে তার কাঁধের ওপর তুলে নিল।

তার গা থেকে বুনো জন্তুর গন্ধ পেলাম আমি, দেখলাম তার রক্তবর্ণ চোখ। হাসছে সে, বোঝাই যাচ্ছে আমাকে ধরতে পেরে দারুণ খুশি। তার লম্বা দাঁতগুলো মুখের তুলনায় যেন একটু বেশিই লম্বা। ওদিকে অ্যাঞ্জেল তখনো চিৎকার করে চলেছে।

আমি ইরেজারটিকে লাথি মারলাম, ঘুষি দিলাম, চেঁচালাম এবং খামচালাম কিন্তু জবাবে সে স্রেফ হাসলো। ফুটপাথ দিয়ে যেতে থাকা পথচারীরা আমাদের দিকে ফিরে ফিরে তাকালো। "ফিল্মের শুটিং চলছে নাকি?" আমি একজনকে বলতে শুনালাম।

নাহ, হলিউডের তুলনায় আমাদের ব্যাপারটা একটু বেশিই বাস্তব।

মাথাটা সামান্য উঠালে আমি ফ্যাংকে ছুটে আসতে দেখলাম। যদিওবা সে যথেষ্ট জোরে দৌড়াচ্ছে কিন্তু তবুও আমাদের নাগাল পাচ্ছে না। ইরেজাররা যদি সামনেই কোথাও গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে তাহলে আমার খেল এখানেই খতম। তাই আমি ইরেজারটার সাথে যত পারি ধস্তাধস্তি করতে থাকলাম; ঘুষি দিলাম, খামচি দিলাম, কিন্তু কোন ভাবান্তরই লক্ষ্য করলাম ওর মধ্যে। ওরা কি সর্বংসহা হয়ে গেল নাকি?

"ফ্যাং!" আমাদের মধ্যকার দূরত্ব বেড়ে গেলে জোরে চিৎকার করে উঠলাম আমি। ফ্যাং আমাদের সাথে গতিতে পেরে উঠছে না। আবছাভাবে অ্যাঞ্জেলের চিৎকারের আওয়াজ কানে এলো। মুখ দিয়ে গালিগালাজের তুবড়ি ছুটালাম, সেইসাথে একের পর ঘুষি ও লাথি দিতে থাকলাম। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও ইরেজারটির গতি এতটুকুও কমলো না।

তারপর হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলাম নীচের দিকে পড়ে যাচ্ছি আমরা যেনবা কেউ ইরেজারটির পা-জোড়া কেটে ফেলেছে। ইরেজারটা প্রচণ্ড শব্দ করে মাটিতে পড়লো। তার সাথে আমিও এত জোরে মাটিতে আছড়ে পড়লাম যে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে থাকলাম। আমার পা দুটো ইরেজারটার দেহের নিচে আটকে আছে। আমি পাগলের মত হাত-পা চালিয়ে, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ওর দেহের নিচ থেকে বেরিয়ে আসলাম।

একদমই নড়ছে না ইরেজারটা। বেহুঁশ হয়ে গেল নাকি? কিন্তু কিভাবে?

একটা আর্বজনার ঝুড়ির পাশে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে

আমি এক দৃষ্টিতে ইরেজারটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। সম্পূর্ণ স্থির হয়ে আছে ও, তার চোখ দুটো খোলা আর মুখ বেয়ে রক্ত ঝরছে। কয়েকজন উৎসাহী পথচারী থেমে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে, তবে বেশিরভাগ লোকই ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে সেল ফোনে কথা বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। নিউ ইয়র্ক সিটির সহজ-স্বাভাবিক জীবন।

ফ্যাং কাছে এসে আমাকে টেনে দাঁড় করালো, আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাত ধরে টানাটানি শুরু করলো সে।

"দাঁড়াও!" আমি বললাম। "ফ্যাং, মনে হয় ইরেজারটা মারা গেছে।"

ফ্যাং ইরেজারটির দিকে তাকালো, তারপর পা দিয়ে সেই নিথর দেহে সামান্য ঠেলা দিলো। নাহ, নড়াচড়ার কোন লক্ষণ নেই। ফ্যাং হাঁটু গেড়ে বসে অতি সন্তর্পণে ইরেজারটির হাতের কব্জি পরীক্ষা করলো।

"তুমি ঠিকই বলেছো," উঠে দাঁড়িয়ে বললো সে। "মারা গেছে ও। কিভাবে এর এই দশা ঘটালে?"

"আমি কিছুই করি নি। ধস্তাধস্তি করছিলাম, কিন্তু কোন পাত্তাই দিচ্ছিল না ও। তারপর আচমকা কাটা কলা গাছের মত পড়ে গেল।"

আস্তে আস্তে চারপাশে ছোটখাট ভিড় জমে গেল। দলের বাদবাকি সদস্যরাও ততক্ষণে এসে পড়েছে। অ্যাঞ্জেল লাফ মেরে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করলো। আমি তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে থাকলাম, বার বার আশ্বস্ত করলাম যে সবকিছু ঠিক আছে।

ফ্যাং ইরেজারটার কলার উল্টালো। আমরা দু'জনই ওর ঘাড়ের ট্যাটুটা দেখতে পেলাম : ১১-০০-০৭।

ঠিক তখনই সাইরেন বাজিয়ে একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামলো।

আমরাও আস্তে করে লোকজনের ভিড় ঠেলে হাঁটতে শুরু করলাম।

তারপর হঠাৎ করেই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম আমরা, সামনেই একটা বাঁক পেয়ে মোড় ঘুরলাম। অ্যাঞ্জেলকে নিচে নামিয়ে দিলাম আমি। সে নাক টানতে টানতে আমাদের গতির সাথে তাল মেলানোর চেষ্টা চালিয়ে গেল। আমি তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে তাকে অভয় দেয়ার জন্য একটু হাসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি নিজেই ভয়ে কুঁকড়ে আছি। ইশ, আর একটু হলেই তো ধরা পড়ে যেতাম!

যত দ্রুত সম্ভব ইন্সটিটিউট খুঁজে বের করে এখান থেকে পাততাড়ি গুটাতে হবে আমাদের। তারপর এমন এক জায়গায় যাবো, জিন্দেগিতেও আর খুঁজে পাবে না। পার্কের কাছাকাছি পৌছে গেছি আমরা, এখানেই আমাদের রাত কাটানোর ইচ্ছা। পাশেই রাস্তা দিয়ে গাড়ি ও ট্যাক্সি পার হয়ে যাচ্ছে, হয়তোবা

জানেও না কিছুক্ষণ আগের এক অভূতপূর্ব নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার কাহিনী।

"তো তার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর," ফ্যাং মৃদু গলায় বললো।

মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম আমি। "২০০০ সালের নভেম্বর মাসে বানানো হয়েছে। ব্যাচের সাত নম্বর পণ্য। খুব বেশি টিকছে না ওরা, তাই না?" আমরা আর কতদিন টিকবো? অথবা, আমিই বা কতদিন টিকবো?

গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে চারপাশে তাকালাম আমি। চোখ আটকে গেল একটা ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সির ছাদে একটা বিজ্ঞাপন বোর্ড; এরকম বিজ্ঞাপন বোর্ডে সাধারণত পিৎজা পার্লার বা ক্লিনিং সার্ভিস অথবা রেস্টুরেন্টের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এই বিজ্ঞাপন বোর্ডে বেশ কয়েকটা শব্দ লেখা "প্রতিটি যাত্রাই শুরু হয় একটি ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে।"

এ যেন দুনিয়ার তাবত ট্যাক্সি সম্পর্কে এক মহান বাণী। প্রতিটি যাত্রা এবং একটি ছোট পদক্ষেপ। একটি ছোট পদক্ষেপ। চোখ পিটপিট করলাম।

হঠাৎ করেই থেমে গেলাম আমি। তারপর নিচের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম আমার পদযুগল ছোট ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

তখনই ফুটপাথের একটা গর্তে একটা গাছের দিকে দৃষ্টি গেল আমার। এর চারপাশে একটা ধাতব বেড়া দেয়া। ওই বেড়ার মাঝখানে একটা প্ল-াস্টিকের কার্ড রাখা। তুলে নিলাম জিনিসটা।

একটা ব্যাংক কার্ড, যা সাধারণত এটিএম বুথে ব্যবহার করা হয়। এতে আমার নাম লেখা : ম্যাক্সিমাম রাইড। আমি ফ্যাংয়ের জামার আস্তিন ধরে টান দিয়ে তাকে কার্ডটা দেখালাম। বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার।

আর তখনই, আমার জিগরি দোস্তের মোলায়েম কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম পাসওয়ার্ড যদি বের করতে পারো তাহলে এটা তোমার।

আমি মুখ তুলে তাকালাম কিন্তু সেই রহস্যময় ট্যাক্সিটি ততক্ষণে চলে গেছে।

"পাসওয়ার্ড বের করতে পারলে এটা আমার হয়ে যাবে," আমি ফ্যাংকে বললাম।

সে মাথা নাড়লো। "হুম, ঠিক আছে।"

ঢোক গিলে আমি কার্ডটা পকেটে রেখে দিলাম।

"চলো পার্কে ঢুকি," আমি বললাম। "সুন্দর, নিরাপদ সেন্ট্রাল পার্ক।"

অধ্যায় ৯৫

"কণ্ঠস্বরটা কিভাবে বুঝে যে আমি কোথায় আছি বা কি দেখছি?" আমি ফিসফিসিয়ে ফ্যাংকে বললাম। আমরা ছয়জন সেন্ট্রাল পার্কের একটা ওক গাছের বিশাল ডালে আশ্রয় নিয়েছি। মাটি থেকে প্রায় ৪০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই ডালে বসে আমরা নিরাপদে কথা বলতে পারি, কেউ আমাদের কথা শুনতে পাবে না।

যদি না গাছে আড়ি পাতার যন্ত্র বসানো না থাকে।

বিশ্বাস করো, এ ধরণের চিন্তা-ভাবনায় বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছি আমি।

"এটা তোমার ভিতরে আছে," ফ্যাং গাছের কান্ডের সাথে গা এলিয়ে দিয়ে জবাব দিলো। "তুমি যেখানেই যাও, ওটা সেখানেই থাকে। তাই সে বুঝতে পারে তুমি কোথায় আছো ও কি করছো।"

ওহ্, না, হতাশায় মুষড়ে গিয়ে ভাবলাম আমি। এই ব্যাপারটা তো ভেবে দেখি নি। এর মানে কি নিজস্ব বলে কোনকিছু কখনো ছিল না আমার?

"এমনকি বাথরুমেও?" গ্যাসম্যানের চোখজোড়া ভরে আছে বিস্ময় ও আনন্দে। গ্যাজির দিকে কড়া চোখে তাকাতে গিয়ে দেখলাম নাজ অতিকষ্টে হাসি চাপছে। অ্যাঞ্জেল অবশ্য তার সিলেস্তের গাউন পরিপাটি করার কাজে ব্যস্ত।

আমি ব্যাংক কার্ডটা বের করে পরীক্ষা করে দেখলাম। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে চুরি করা সেই কার্ডটাও আমার কাছে ছিল। দুটো পরীক্ষা করে দেখলাম। নতুন কার্ডটাকে পুরনোটার মতই অরিজিন্যাল বলে মনে হচ্ছে। পুরনোটা ফেলে দিলাম আমি আর তো এটা এমনিতেই ব্যবহার করতে পারবো না।

"তো আমাদের কোনভাবে পাসওয়ার্ড খুঁজে বের করতে হবে," নতুন কার্ডটা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে বললাম আমি। চমৎকার। মাত্র এক হাজার বছরেই এটা বের করা সম্ভব!

প্রচণ্ড ক্লান্ত বোধ করছি। ফুটপাথে মাথা ঠুকে যাওয়ার কারণে মাথাটাও ব্যথা করছে।

কোন কথা না বলে আমি আমার মুঠোবন্দী বাম হাত এগিয়ে দিলাম। ফ্যাং তারটা উপরে রাখলো, তারপর ইগি, তারপর নাজ। গ্যাজি অতি কষ্টে

তার ডাল থেকে ঝুঁকে এসে আমাদের মুঠোগুলো স্পর্শ করলো। অ্যাঞ্জেল উপরের ডাল থেকে ঝুঁকে এসে তার মুঠোটা গ্যাজির উপর রাখলো, তারপর সিলেস্তের থাবা নিজের মুঠোর উপর রাখলো। গ্যাজিকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুনলাম আমি। আমরা নিজেদের হাতে টোকা দিয়ে নিজের নিজের ডালে হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম। অ্যাঞ্জেল ঠিক আমার ডালের উপরেই বসেছে, দেখলাম সে তার সিলেস্তেকে গাছের সাথে দৃঢ়ভাবে হেলান দিয়ে রাখতে।

রাতের শীতল বাতাস বয়ে গেল আমার উপর দিয়ে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে ভাবলাম অন্তত আরেকটা রাত একসাথে কাটাতে পারছি আমরা।

অধ্যায় ৯৬

"সেন্ট্রাল পার্কের গাছে ওঠা আইনে অবৈধ," একটা গমগমে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

চোখ খুলে ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম আমি। তারপর দু'জন মিলে নিচের দিকে দৃষ্টি দিলাম।

একটা সাদা-কালো মিশ্রিত গাড়ি নিচে পার্ক করা, এর বাতি জ্বলছে। মনে হচ্ছে পুরো নিউইয়র্কে এক দঙ্গল বাচ্চাদের ওপর হামলে পড়া ছাড়া পুলিশের আর কোন কাজ নেই।

"আমরা যে উপরে আছি তা তারা বুঝলো কিভাবে?" গ্যাসম্যান বিড়বিড়িয়ে বললো। "কেই বা গাছের উপরটা ভালো করে দেখে?"

ইউনিফর্ম পরা এক পুলিশ পিএ সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলছে। "সেন্ট্রাল পার্কের গাছে উঠা আইনে অবৈধ," সে আবারো বললো। "দয়া করে এক্ষুনি নিচে নেমে আসো।"

হতাশায় গুঙ্গিয়ে উঠলাম আমি। উড়ে নামার বদলে এখন কিনা আমাদের গাছ বেয়ে বেয়ে নেমে আসতে হবে! কত কি যে দেখতে হবে এই দুনিয়ায়।

"ঠিক আছে, বন্ধুরা," আমি বললাম। "নিচে নামো; আর চেষ্টা করো স্বাভাবিক থাকার। মাটিতে নামার পর আমরা পালাতে চেষ্টা করবো। যদি আমরা আলাদা হয়ে যাই, তাহলে কোন এক জায়গায় দেখা করার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধরো, ফিফথ এভিনিউয়ের ফিফটি-ফোরথ স্ট্রিট। বুঝতে পেরেছো?"

তারা সবাই মাথা নাড়লো। প্রথমে ফ্যাং নিচে নামলো, তার পিছু পিছু ইগি। ইগি চারপাশের সবকিছু ভালোভাবে অনুভব করে বেশ সতর্ক ভাবে নিচে নামছে।

এরপর গেল অ্যাঞ্জেল, তারপর নাজ, গ্যাজি এবং সবশেষে আমি।

"প্রত্যেকটা সাইনপোস্টে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে গাছে চড়া নিষিদ্ধ," একজন পুলিশ বেশ ঝাঁঝের সাথে বলা শুরু করলো। আমরা আস্তে আস্তে পেছাতে লাগলাম, অবশ্য ভাব করছি যেন এক জায়গাই দাঁড়িয়ে আছি।

"তোমরা কি বাড়ি থেকে পালিয়েছো?" মহিলা পুলিশটি জিজ্ঞেস করলো।

“আমরা তোমাদেরকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো। সেখান থেকে তোমরা ফোন করে তোমাদের বাবা-মা'র সাথে কথা বলতে পারবে।”

উহ্, অফিসার, এই জায়গায় সামান্য একটু অসুবিধা আছে...

আরেকটা গাড়ি এসে থামলো, সেখান থেকে আরো দু'জন পুলিশ নেমে এলো। ঠিক তখনই ওয়াকি-টকি থেকে গুঞ্জনের আওয়াজ ভেসে এলে প্রথম পুলিশটি সেটা বের করে কথা বলা শুরু করলো।

“দৌড়াও!” আমি ফিসফিসিয়ে বললাম। সাথে সাথে আমরা ছয়জন আলাদা হয়ে প্রাণপণ দৌড়াতে লাগলাম।

“সিলেস্তে!” আমি অ্যাঞ্জেলের আর্তনাদ শুনতে পেলাম। পাক খেয়ে ঘুরে দেখতে পেলাম সে তার ছোট্ট ভালুকটা নিয়ে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দু'জন পুলিশও ইতিমধ্যেই সেদিকে দৌড়াতে শুরু করেছে।

“না!” আমি চিৎকার করে উঠে তার হাত আঁকড়ে ধরলাম। সে হাত ছাড়ানোর জন্য আমার সাথে রীতিমত লড়াই করা শুরু করলো। আমি তাকে কোলে তুলে নিয়ে দৌড়ানো শুরু করলাম। ফ্যাংয়ের কাছাকাছি পৌছালে অ্যাঞ্জেলকে তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম।

একবার পিছন ফিরে দেখলাম মহিলা পুলিশটি ভালুকটা হাতে তুলে নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার পিছনেই অন্যান্য পুলিশরা ধপাধপ নিজের নিজের গাড়িতে উঠছে। বাঁক ঘুরতে গিয়ে দেখলাম এক লম্বা পুলিশকে মাথা নিচু করে গাড়িতে উঠতে। ভয়ে যেন জমে গেলাম আমি। জেব? নাকি অন্য কেউ? আমি মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে আরো জোরে দৌড়াতে লাগলাম।

“সিলেস্তে!” ফ্যাংয়ের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে অ্যাঞ্জেল চিৎকার করে উঠলো। “সিলেস্তে!” তার গলা শুনেই মনে হচ্ছে কি পরিমাণ কষ্ট পাচ্ছে সে। এভাবে তার খেলনা পিছনে ফেলে যেতে আমারও খারাপ লাগছে। কিন্তু অ্যাঞ্জেল অথবা সিলেস্তের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে বেছে নিতে বলা হলে, আমি সবসময়ই অ্যাঞ্জেলকে বেছে নেব। এর জন্য যদি সে আমাকে ঘৃণাও করে, তাও সই।

“আমি তোমাকে আরেকটা কিনে দেব!” দৌড়াতে দৌড়াতেই আমি তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম।

“আমি আর কোনটা চাই না!” ফ্যাংয়ের কাঁধ জড়িয়ে ধরে সে কাঁদতে শুরু করলো।

"আমরা কি ওদেরকে ফাঁকি দিতে পেরেছি?" গ্যাসম্যান সামনে থেকে জানতে চাইলো।

আমি পিছন ফিরে তাকালাম। সাইরেন বাজাতে বাজাতে দুটো পুলিশের গাড়ি যানজট ঠেলে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

"না!" আমি মাথা নিচু করে দৌড়ানোর গতি বাড়িয়ে দিলাম।

কখনো কখনো মনে হয় আমরা কোনদিন মুক্ত হতে পারবো না, পারবো না নিরাপদ জীবন-যাপন করতে। যতদিন বেঁচে থাকবো, এভাবেই জীবন কাটিয়ে যেতে হবে। অবশ্য এই বেঁচে থাকাটা মনে হয় না খুব দীর্ঘ সময়ের হবে।

অধ্যায় ৯৭

আমরা দক্ষিণ দিকে এগুলাম, তারপর পুবে। মনে আশা রাস্তার অসংখ্য মানুষের ভিড়ে লুকিয়ে যেতে পারবো।

ফ্যাং অ্যাঞ্জেলকে কোল থেকে নামিয়ে দিলো। সে খেলনার কষ্ট ভুলে দৌড়াতে লাগলো, তার মুখ চোখের পানিতে চিকচিক করছে। ওর দিকে তাকাতেই খুব খারাপ লাগছে। ইগি আমার সাথে সাথেই দৌড়াচ্ছে। সে আমাদের সাথে তাল মিলিয়ে দৌড়ানোয় এত পারদর্শী যে মাঝে মাঝে ভুলে যাই ও অন্ধ। আমরা ফিফটি-ফোর্থ স্ট্রিট পার হলাম তবে এখনো পুলিশ আমাদের পিছু ছাড়েনি।

"কোন দোকানের ভিতর ঢুকবে?" ফ্যাং আমার পাশে এসে জিজ্ঞেস করলো। "তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম?"

আমি কথাটা চিন্তা করে দেখলাম। শুধু যদি আমরা ডানা মেলে উপরে উঠে যেতে পারতাম এই ঝুটঝামেলা, ভিড়-বাট্টা ও পুলিশদের ছেড়ে উঠে যেতে পারতাম নীল আকাশে...আমার ডানা রীতিমত উশখুশ করতে লাগলো সূর্যের আলোয় বের হয়ে এসে বাতাস কেটে ভেসে বেড়ানোর জন্য।

"হ্যা, দেখা যাক," আমি তাকে বললাম। "ফিফটি ফার্স্টে পৌছে পুব দিকে মোড় নিবো আমরা।"

ফিফটি ফার্স্টে পৌছে আমরা মোড় নিলামও। তারপর ধপাধপ পা ফেলে পেভমেন্ট ধরে দৌড়াতে লাগলাম। আমার প্রচণ্ড হাসি পেল যখন বুঝতে পারলাম এটা একটা ওয়ান-ওয়ে স্ট্রিট পুলিশদেরকে তাহলে ঘুরে আসতে হবে। শুধু যদি আমরা একটা নিরাপদ জায়গা পেতাম...

"এটা কি?" নাজ হাত দিয়ে দেখিয়ে বললো।

দৌড় থামালাম আমি। আমাদের সামনেই একটা বিশাল ধূসর পাথুরে বিল্ডিং। বিল্ডিংটা আকাশ পানে যেন চোখ রাঙ্গাচ্ছে, এর শীর্ষদেশ তীক্ষ্ণ ও চোখা। মনে হচ্ছে যেন ধূসর পাথুরে ক্রিস্টাল আকাশের দিকে বেড়ে উঠেছে এবং উপরের দিকে এসে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। তিনটা খিলান আকৃতির দরজা চোখে পড়লো, এর মধ্যে মাঝখানেরটাই সবচেয়ে বড়।

"এটা কি জাদুঘর?" গ্যাজি জিজ্ঞেস করলো।

আমি সাইনবোর্ডের খোঁজে চারপাশে চোখ বুলালাম। "না," বললাম আমি। "এটা হচ্ছে সেন্ট প্যাট্রিক ক্যাথেড্রাল। একটা গির্জা।"

"গির্জা!" নাজকে যথেষ্ট উত্তেজিত মনে হলো। "আমি কখনো গির্জায় যাই নি। একবার ভেতরে ঢুকে দেখি?"

আমি ওকে মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম যে জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমরা, এখন ট্যুরিস্ট-ট্যুরিস্ট খেলার সময় নেই। কিন্তু তখনই ফ্যাংয়ের গলা কানে এলো, "ওখানে তো আমরা কিছু সময়ের জন্য আশ্রয়ও নিতে পারি।"

হঠাৎ করেই আমার মনে পড়লো, অতীতে গির্জা ছিল মানুষের জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়স্থলের নাম, পুলিশরা এর ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেত না। সেটা প্রায় শত বছর আগের কথা। এখন সম্ভবত এ ধরণের কোন নিয়ম নেই। কিন্তু এর আয়তন বিশাল এবং অসংখ্য ট্যুরিস্টে রীতিমত গিজগিজ করছে। লুকিয়ে থাকার জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হতে পারে না।

অধ্যায় ৯৮

লোকজন স্রোতের ন্যায় মাঝখানের সেই বিশাল দরজা দিয়ে গির্জার ভেতরে ঢুকছে। আমরাও তাদের সাথে মিশে গেলাম। আমরা যখন দরজা পার হচ্ছি, তখন বুঝতে পারলাম ভেতরের আবহাওয়া অনেক ঠান্ডা আর এক ধরণের প্রাচীন ও ধার্মিক গন্ধ চারপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

ভেতরে ঢুকে মানুষেরা বেশ কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে গেল। এক দল গাইডেড ট্যুরের জন্য প্রস্তুতি নিল আর বাকিরা ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো। কেউ প্যাক পড়তে লাগলো, কেউবা প্যাম্পলেট।

অবিশ্বাস্য রকমের শান্ত জায়গাটা; বিশেষ করে যদি আমরা এর সুবিশাল আয়তনের ব্যাপারটা মাথায় রাখি।

সামনের দিকের কয়েকটা বেঞ্চে মানুষেরা বসে আছে, কেউ কেউ হাঁটু মুড়ে প্রার্থনায় রত।

"চলো যাই," আমি কোমল কণ্ঠে বললাম। "ওইদিকে।"

আমরা ছয়জন নিঃশব্দে গির্জার সামনে অবস্থিত সাদা অল্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম। নাজের মুখ হা হয়ে আছে, সে ঘাড় বাঁকা করে গ্লাসের জানালার ওপর সূর্যের আলোকরশ্মির প্রতিফলন দেখছে। আমাদের মাথার উপরের ছাদ প্রায় তিনতলা সমান উঁচু, দেখতে অনেকটা প্রাসাদের মতই কারুকার্যময়।

"জায়গাটা জোশ," নিঃশ্বাস চেপে বললো গ্যাসম্যান। আমিও তার কথায় সায় দিলাম। জায়গাটা বেশ পছন্দ হয়েছে আমার, বেশ নিরাপদও। যদিওবা যে কোন সময় ইরেজার অথবা পুলিশ দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে। কিন্তু জায়গাটা বিশাল এবং ভিড়বাট্টাও প্রচুর। মোটেও খারাপ জায়গা না। ভালো জায়গা।

"এই লোকগুলো কি করছে?" অ্যাঞ্জেল ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"মনে হয় প্রার্থনা করছে," আমিও ফিসফিসিয়ে জবাব দিলাম।

"চলো আমরাও করি," অ্যাঞ্জেল বললো।

"উহ্," কিন্তু সে ইতিমধ্যেই একটা খালি বেঞ্চের দিকে হাটতে শুরু করেছে। বেঞ্চের মাঝখানে গিয়ে বসলো সে, তারপর ঝুঁকে হাঁটু মুড়ে রাখার আসবাবটি খুঁজে বের করলো। আমি দেখলাম সে অন্যদের বসে থাকার ভঙ্গিটি খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। তারপর সেও ওদের মত করে হাঁটু মুড়ে মাথা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখলো।

বাজি ধরে বলতে পারি, সে সিলেস্তের জন্য প্রার্থনা করছে।

আমরাও একে একে বেঞ্চেতে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলাম। ইগি হাত বুলিয়ে গ্যাজির বসে থাকার ভঙ্গিটি বুঝে নিল, তারপর সেও ওভাবে বসলো।

"আমরা কি নিয়ে প্রার্থনা করছি?" মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সে।

"উম তুমি কি কোনকিছু পেতে চাও?" আমি আন্দাজ করলাম।

"আমরা তো ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করছি, তাই না?" নাজ যেন নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে।

"তাই-ই তো করার কথা," বললাম আমি। বিশ্বাস করতে হয়তোবা তোমাদের কষ্ট হবে, তবে এক অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে গ্রাস করলো। মনে হলো, কোন কিছু চাওয়ার জন্য এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। এই উঁচু ছাদ, মার্বেল ও ধর্মীয় সব বাতাবরণের ভিড়ের মাঝে এসে মনে হলো, গৃহহীন ছয় বাচ্চার আকুতি শোনার জন্য এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা।

"হে ঈশ্বর," নিচু কণ্ঠে বললো নাজ। "আমি সত্যিকারের বাবা-মা চাই। তবে তারাও যেন আমাকে মনেপ্রাণে চায়। তারাও যেন আমাকে ভালোবাসে। আমি তাদেরকে ইতিমধ্যেই ভালোবেসে ফেলছি। দয়া করে, একটু দেখো কি করতে পারো। অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। ভালোবাসা নিয়ো, নাজ।"

আমি তো আর এটা বলি নি যে প্রার্থনার উপর আমাদের ডিগ্রি আছে!

"দয়া করে সিলেস্তেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও," অ্যাঞ্জেলের ফিসফিসানি শোনা গেল। "আর বড় হয়ে যেন আমি ম্যাক্সের মত হতে পারি। আর সবাইকে নিরাপদ রেখো। আর ঐ খারাপ লোকদের উচিত শাস্তি দিও যাতে তারা আর আমাদের ক্ষতি করতে না পারে।"

আমিন, ভাবলাম আমি।

অবাক হয়ে দেখলাম ফ্যাংও তার চোখ বন্ধ করে রেখেছে। তবে তার ঠোঁট নড়ছে না। হয়তোবা সে স্রেফ বিশ্রাম নিচ্ছে।

"আমি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেতে চাই," ইগি বললো। "ছোটবেলায় যেমন সবকিছু দেখতে পেতাম। আরো চাই জেবের পাছায় লাথি কষাতে। ধন্যবাদ।"

"হে ঈশ্বর, আমি লম্বা-চওড়া ও শক্তিশালী হতে চাই," গ্যাসম্যান বিড়বিড়িয়ে বললো। তার ফ্যাকাশে চুল ও বন্ধ চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ গলা বুজে আসলো আমার। মাত্র আট বছর বয়স তার, তবে জানি না আর কতদিন দুনিয়ার আলো-বাতাস দেখতে পারবে সে। "যাতে আমি ম্যাক্সকে সাহায্য করতে পারি, সেইসাথে অন্যদেরও।"

চোখ পিটপিট করে না কাঁদার জোর চেষ্টা চালালাম আমি। বুকভরে

নিঃশ্বাস নিয়ে ছাড়লাম, তারপর গির্জার চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখে নিলাম। পুরো ক্যাথেড্রাল শান্ত, নিস্তরঙ্গ ও ইরেজারমুক্ত।

পুলিশদের সাথে ওটা কি জেব ছিল? ওরা কি সত্যিকার পুলিশ ছিল নাকি স্কুলের ভাড়াটে গুন্ডা? সিলেস্তেকে এভাবে ফেলে আসাটা উচিত হয় নি। এতদিনে অ্যাঞ্জেল একটা খেলনা খুঁজে পেল অথচ সেটাই কিনা ভাগ্য তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল।

"দয়া করে সিলেস্তেকে খুঁজে পেতে অ্যাঞ্জেলকে সাহায্য করো," নিজেকে বিড়বিড় করতে শুনলাম আমি। জানি না কার সাথে কথা বলছি, ঈশ্বরে বিশ্বাস করি কিনা এ বিষয়ে আমি কখনো ভেবে দেখি নি। ঈশ্বর কি স্কুলের বিজ্ঞানীদের আমাদের ওপর এই নির্মম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর অনুমতি দিতেন?

কিন্তু এখন আমি প্রার্থনা করার মুডে আছি, তাই চালিয়ে গেলাম। "আর আমাকে একজন ভালো নেতা ও ভালো মানুষে পরিণত করো," নিচু স্বরে বললাম আমি। "আমাকে আরো সাহসী, শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান করে তুলো। যাতে দলের সবাইকে দেখেশুনে রাখতে পারি, সে শক্তি আমাকে দাও। আর কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে আমাকে সাহায্য করো। উহ, ধন্যবাদ।" গলা পরিষ্কার করে নিলাম।

জানি না আমরা কতক্ষণ ধরে এখানে আছি, তবে একসময় হাঁটু ব্যথা করতে লাগলো।

জায়গাটা আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে, মোটেও ইচ্ছে করছিল না এখান থেকে চলে যেতে।

অধ্যায় ৯৯

ক্যাথেড্রালে থাকার ব্যাপারে আমি বেশ গুরুত্ব নিয়েই চিন্তা-ভাবনা শুরু করলাম। এখানেই লুকালাম, সেইসাথে রাতও কাটালাম। উপরে গ্যালারি আছে আর জায়গাটাও বিশাল। হয়তোবা আমরা এখানেই থাকতে পারি। আমি ফ্যাংয়ের দিকে ফিরলাম।

"আমরা কি?" প্রচণ্ড মাথাব্যথা শুরু হলে কথা আর শেষ করতে পারলাম না আমি। ব্যথাটা আগের মত গুরুতর নয়, তবুও আমি চোখ বন্ধ করে রাখলাম।

বিভিন্ন রকমের ছবি মাথায় ভেসে উঠলো। ফিল্মের মতই ছবিগুলো চলতে লাগলো আমার মগজে। বেশ কিছু ড্রয়িং, ব্লুপ্রিন্ট; মনে হলো কোন সাবওয়ে লাইনের। তারপর ডিএনএ'র ঘূর্ণায়মান প্যাটার্ন নজরে এলো যা একসময় ঝাপসা হয়ে পরিণত হলো খবরের কাগজের ক্লিপিংসে। এলেমেলো শব্দ, নিউইয়র্কের রঙ্গিন কয়েকটা পোস্টকার্ড। একটা লম্বা, সবুজাভ বিল্ডিংয়ের ছবি অনেকক্ষণ মনের পর্দায় ভেসে রইলো। এর ঠিকানাও নজরে পড়লো আমার থার্টি-ফার্স্ট স্ট্রিট। তারপর বেশ কিছু নাম্বার। ওহ্ ঈশ্বর, এসবের মানে কি?

আমি বুকভরে নিঃশ্বাস নিলাম, অনুভব করলাম ধীরে ধীরে ব্যথা কমে যাচ্ছে। চোখ খুলে দেখতে পেলাম ক্যাথেড্রালের মৃদু আলো। পাঁচটি শঙ্কিত মুখ তখন গভীর মনোযোগের সাথে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। "তুমি কি হাঁটতে পারবে?" ফ্যাং সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করলো। আমি মাথা দোলালাম। কয়েকজন জাপানি ট্যুরিস্টকে পাশ কাটিয়ে আমরা সদর দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসলাম। আলোর বন্যায় ভাসছে চারপাশ, এত আলো দেখে বাধ্য হয়ে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে নিলাম। কিছুটা অসুস্থ লাগছে নিজেকে।

ভিড়-বাট্টা থেকে কিছুটা দুরে এসে থামলাম আমি। "আমি মাথায় থার্টি-ফার্স্ট স্ট্রিট দেখতে পেলাম," বললাম আমি। "আর কিছু নাম্বার।"

"যার মানে..." ইগি বলতে শুরু করলো।

"আমি জানি না," আসল ব্যাপারটা স্বীকার করে নিলাম। "হয়তোবা ইন্সটিটিউট থার্টি-ফার্স্ট স্ট্রিটে অবস্থিত?"

"সেটা হলে তো ভালোই হয়," ফ্যাং বললো। "পুবে না পশ্চিমে?"

"জানি না।"

"তুমি কি আর কিছু দেখতে পেয়েছো?" সে ধৈর্য সহকারে জিজ্ঞেস করলো।

"বেশ কিছু নাম্বার," আমি আবারো বললাম। "একটা লম্বা, সবুজাভ বিল্ডিং।"

"আমাদের উচিত হেটে সোজা থার্টি-ফার্স্ট স্ট্রিটে যাওয়া," নাজ বললো। "পুরো স্ট্রিটটাতেই আমরা ঐ বিল্ডিংটা খুঁজবো। ঠিক আছে? মানে, তুমি যদি ঐ বিল্ডিংটা দেখেই থাকো, তাহলে নিশ্চয় এর কোন কারণ আছে। নাকি তুমি বেশ কয়েকটা বিল্ডিং দেখেছো, না পুরো একটা শহর?"

"ঐ একটা বিল্ডিংই দেখেছি," আমি বললাম।

নাজের বাদামী চোখজোড়ায় প্রবল বিস্ময়। তবে অ্যাঞ্জেলকে অনেক গম্ভীর দেখাচ্ছে। আমাদের সবারই মনের ভেতর একই রকম অনুভূতি কাজ করছে আকাশ-সমান প্রত্যাশার সাথে সাথে সমপরিমাণ ভয় ও আশঙ্কা। একদিকে, ইন্সটিটিউটই হতে পারে সবকিছুর চাবিকাঠি, আমাদের বাবা-মা ও নিজেদের সম্পর্কে জানতে চাওয়া সকল প্রশ্নের উত্তর। আমরা এমনকি স্কুলের সেই ডিরেক্টরকেও খুঁজে পেতে পারি যার কথা বিজ্ঞানীদের কাছে বহুবার শুনেছি।

অন্যদিকে, এটাও মনে হচ্ছে যে আমরা স্বেচ্ছায় স্কুলের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ছি। যেনবা আমরা শয়তানের হাতে নিজেরাই ধরা দিচ্ছি। আর এই দুই ধাঁচের চিন্তা-ভাবনা আমাদেরকে রীতিমত কুরে কুরে খাচ্ছে।

অধ্যায় ১০০

“তো আমাদের কাছে কি টাকা আছে?” এক সসেজ বিক্রেতাকে পাশ কাটানোর সময় জিজ্ঞেস করলো গ্যাসম্যান।

“মনে তো হয়,” আমি ব্যাংককার্ড বের করে বললাম। “তোমার কি ধারণা?” আমি ফ্যাংকে জিজ্ঞেস করলাম। “আমাদের কি কার্ডটা দিয়ে একটু চেষ্টা করে দেখা উচিত?”

“সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের টাকার দরকার,” সে বললো। “কিন্তু এটা একটা ফাঁদও হতে পারে যার মাধ্যমে তারা আমাদের অবস্থান বের করে ফেলতে পারবে।”

“হ্যা।” আমার ভ্রু কুঁচকে উঠলো।

কোন ভয় নেই, ম্যাক্স। তুমি এটা ব্যবহার করতে পারো, সেই কণ্ঠস্বরটি আবারো আমি শুনতে পেলাম। তবে স্রেফ পাসওয়ার্ড বের করতে পারলেই।

ধন্যবাদ, কণ্ঠস্বর সাহেব, তিক্ত মনে ভাবলাম আমি। দয়া করে হতচ্ছাড়া পাসওয়ার্ডটা কি বলা যায় না? অবশ্যই যায় না। কোন কিছু তো আর এমনি এমনি আমাদেরকে কেউ দেয় না।

আমাদের টাকার খুবই দরকার। আমরা ভিক্ষা করতে পারি তবে এতে স্রেফ পুলিশদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। কোন ধরণের চাকরি পাওয়ারও সম্ভাবনা নেই। চুরি? এটা আমাদের শেষ ভরসার স্থল। তবে এখনো আমাদের অবস্থা অত নিচে নামে নি।

এই ব্যাংককার্ড বেশ কয়েকটা ব্যাংকে কাজ করবে। গভীর ভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে আমি একটা এটিএম বুথের দিকে এগিয়ে গেলাম। কার্ডটা স্লটে ঢুকিয়ে ‘ম্যাক্সরাইড’ লিখে পাঞ্চ করলাম।

কোন উত্তর নেই।

পরে, আমি আমাদের সবার বয়স পাঞ্চ করে একটা চেষ্টা চালালাম ১৪, ১১, ৮, ৬।

ভুল।

আমি ‘পাসওয়ার্ড’ লিখে এবার পাঞ্চ করলাম।

ভুল। মেশিনটা বন্ধ হয়ে গেল, আমাদেরকে বলা হলো কাস্টমার সার্ভিসে যোগাযোগ করার জন্য।

আমরা হাঁটতে থাকলাম। এক দিয়ে দেখতে গেলে আমরা ইচ্ছা করেই

যেন দেরি করছি যাতে ইন্সটিটিউটে যাওয়ার আগে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করতে পারি।

"আমাদের সবার নামের অদ্যাক্ষর দিয়ে চেষ্টা করলে কেমন হয়?" গ্যাসম্যান পরামর্শ দিলো।

"হয়তোবা পাসওয়ার্ডটা 'আমাকে টাকা দাও' জাতীয় কিছুই হবে," নাজ বললো।

আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। "এটাকে আয়তনে আরো ছোট হতে হবে।"

আমার পাশেই অ্যাঞ্জেল মাথা নিচু করে হাঁটছে।

আমার কাছে যদি টাকা থাকতো, তাহলে তাকে অবশ্যই আরেকটা সিলেস্তে কিনে দিতাম।

পরের ব্লকে, অন্য আরেকটি এটিএম-এ আমি আমাদের নামের অদ্যাক্ষর দিয়ে একটা চেষ্টা চালালাম। নাহ্, এটাও হলো না।

তারপর, 'স্কুল' ও 'ম্যাক্সিমাম' দিয়েও চেষ্টা করে দেখলাম।

মেশিনটা আমাকে কাস্টমার সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বললো।

আরো একটু দূরে, আমি 'ফ্যাং,' 'ইগি' ও 'গ্যাসম্যান' লিখে পাঞ্চ করলাম।

পরের বকে আমি "নাজ" ও "অ্যাঞ্জেল" লিখে দেখলাম, তারপর অনেকটা ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে আজকের তারিখ দিয়েও চেষ্টা করলাম।

তারা শুধু আমাকে কাস্টমার সার্ভিসের সাথে কথা বলার জন্য পরামর্শ দিয়ে যেতে লাগলো।

আমি জানি তোমরা কি ভাবছো : আমি কি আমাদের জন্মদিন বা সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার দিয়ে চেষ্টা চালিয়েছি?

না। আমরা কেউই আমাদের সত্যিকারের জন্মতারিখ জানি না, যদিওবা আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের পছন্দমাফিক একটা দিনকে নিজেদের জন্মদিন হিসেবে বেছে নিয়েছি। আর স্কুলের ঐ বানচোতগুলা কোন এক রহস্যময় কারণে আমাদের কাউকেই সোশ্যাল সিকিউরিটি এডমিনিস্ট্রেশনে নিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রার করায় নি।

আমি পরবর্তী এটিএম বুথের সামনে এসে থামলাম এবং হতাশায় মাথা নাড়তে থাকলাম। "কি যে করবো, কিছুই বুঝতেছি না," আমি ব্যাপারটা এক প্রকার স্বীকার করে নিলাম।

অ্যাঞ্জেল তার বিষন্ন নীল দু'চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো। "তুমি 'মা' লিখে পাঞ্চ করছো না কেন?" জিজ্ঞেস করলো সে। তারপর তার স্নিকার

দিয়ে ফুটপাথের একটা ছোট্ট গর্তে নকশা তৈরি করতে লাগলো।

"তোমার এরকম মনে হওয়ার কারণটা কি?" আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

কথাটায় স্রেফ শ্রাগ করলো সে। আমার এবং ফ্যাংয়ের মধ্যে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হলো। তারপর আমি এগিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে ব্যাংক কার্ড স্লটে ঢুকালাম এবং 'মা' শব্দটা পাঞ্চ করলাম।

আপনি কি ধরণের লেনদেন করতে চান? স্ক্রিনে লেখা উঠলো।

বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে আমি ২০০ ডলার উঠালাম এবং তা ভেতরের পকেটে রেখে দিলাম।

"তুমি এটা জানলে কিভাবে?" ফ্যাং অনুত্তেজিত কণ্ঠে অ্যাঞ্জেলকে জিজ্ঞেস করলো। তবে তার হাঁটার ভঙ্গিই তার ভেতরকার উত্তেজনা প্রকাশ করে দিচ্ছে।

অ্যাঞ্জেল আবারো শ্রাগ করলো। তার কাঁধদুটো কেন জানি ন্যুব্জ হয়ে আছে, এমনকি তার কোঁকড়ানো চুলগুলোকেও অনেক বিমর্ষ দেখাচ্ছে। "হঠাৎ আমার মাথায় আসলো," সে বললো।

"কোন কণ্ঠস্বরের মতো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। মনে মনে ভাবছি হয়তোবা আমার সেই কণ্ঠস্বরটাই অ্যাঞ্জেলকে এই বুদ্ধি বাতলে দিয়েছে।

অ্যাঞ্জেল মাথা নেড়ে না বললো। "হঠাৎ করেই শব্দটা আমার মাথায় আসলো। আমি জানি না কেন।"

আবারো ফ্যাং ও আমি পরস্পরের দিকে তাকালাম কিন্তু কোন কথা বললাম না। আমি জানি না সে কি ভাবছে, তবে আমি ভাবছিলাম কয়েকদিন আগে স্কুলে অ্যাঞ্জেলের বন্দী জীবনের কথা। কে জানে ওখানে কি ঘটেছিল? কি ধরণের মর্মান্তিক পরীক্ষা তারা অ্যাঞ্জেলের ওপর চালিয়েছে? হয়তোবা তার দেহেও একটা চিপ ঢুকিয়ে দিয়েছে তারা।

অথবা এর চেয়েও খারাপ কিছু।

অধ্যায় ১০১

আরো কয়েকটা বক পার হয়ে আমরা বাম দিকে মোড় নিলাম এবং হাঁটতে থাকলাম ইস্ট রিভারের দিকে। আমার ভেতরে উত্তেজনা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে, নিঃশ্বাস নেয়ার গতিও কেমন জানি অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা ইন্সটিটিউটের আরো নিকটবর্তী হচ্ছি। এই সেই জায়গা যেখানে আমাদের জীবনের সমস্ত রহস্যের অবসান ঘটবে, মিলবে সকল প্রশ্নের উত্তর।

তবে নিজের সম্বন্ধে সকল প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়ার ব্যাপারে আমি ঠিক নিশ্চিত নই। এমনও তো হতে পারে গ্যাসম্যান ও অ্যাঞ্জেলের মা'র মতো আমার মাও স্বেচ্ছায় আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। আমার বাবা-মা ভয়ানক খারাপ মানুষও হয়ে থাকতে পারেন। অথবা, তারা হয়তোবা অসাধারণ দু'জন মানুষ কিন্তু তারা ১৩ ফুট লম্বা ডানার অধিকারী কোন রুপান্তরিত বাচ্চাকে তাদের কন্যা হিসেবে চান না। তাই, সকল প্রশ্নের উত্তর জেনে ফেলা সবসময় স্বস্তি দায়ক হয় না, বরঞ্চ এক্ষেত্রে উল্টোটাই সত্য।

কিন্তু তবুও আমরা হাঁটতে থাকলাম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বিল্ডিংও দেখলাম। বার বার অন্যরা আমার দিকে তাকালো এবং বার বার আমি তাদের নিরাশ করে দিয়ে না বললাম। এরকম করে আমরা বেশ কয়েকটা লম্বা ব্লক পার হলাম। প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাথে পালা দিয়ে আমার চিন্তাও বাড়তে লাগলো, সেইসাথে বাদবাকি সবারও।

"না জানি ইন্সটিটিউট দেখতে কি রকম হবে," উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলো নাজ। "আমার মনে হয় এটা স্কুলের মতোই দেখতে হবে। আমাদের কি দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকতে হবে? তারা সাধারণ মানুষদের নিকট থেকে ইরেজারদের লুকিয়ে রাখে কেমন করে? আমাদের ব্যাপারে তাদের কাছে কি ধরণের ফাইল আছে বলে তুমি মনে করো? যেমন, আমাদের বাবা-মা'র আসল নাম বা ঐ জাতীয় কিছু?"

"খোদার দোহাই, নাজ, আমার কান ব্যথা করছে!" ইগি বিরক্ত হয়ে বললো।

নাজের মিষ্টি মুখখানা মুহূর্তে কালো হয়ে গেল। আমি তার কাঁধে হাত রাখলাম। "আমি জানি তুমি ভীষণ চিন্তিত," আমি নরম কণ্ঠে বললাম। "আমিও তোমার মতই চিন্তিত।"

সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, তখনই আমি জিনিসটা দেখতে পেলাম ৪৩৩ ইস্ট থার্টি-ফার্স্ট স্ট্রিট।

মাথায় ঘুরতে থাকা সেই হাবিজাবি ড্রয়িংগুলোর মধ্যে এই বিল্ডিংটাই দেখতে পেয়েছিলাম আমি।

বিল্ডিংটা বেশ লম্বা, প্রায় পয়তালিশ তলার মতো। এর বর্হিভাগে সবুজাভ ছাপ, দেখতে কিছুটা যেন পুরনো আমলের।

"এটাই কি সেই বিল্ডিং?" ইগি জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা," আমি বললাম। "তোমরা কি প্রস্তুত?"

"জি, ক্যাপ্টেন!" জোরে কথাটা বলে একটা স্যালুট মারলো ইগি।

তার স্যালুট মারার বহর দেখে বিরক্তিতে চোখ উল্টালাম আমি।

আমরা হনহন করে সিঁড়ি ভেঙ্গে এগিয়ে গিয়ে রিভলভিং ডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরটা একদম পালিশ করা, বেশ কয়েকটা বড় গাছের চারার দেখাও মিললো। মেঝেটা মসৃণ গ্র্যানাইট পাথরের তৈরি।

"এদিকে," একটা বড় ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে ইশারায় দেখিয়ে বললো ফ্যাং। এখানে এই বিল্ডিংয়ের সব অফিস ও কোম্পানির নাম লিপিবদ্ধ করা, সেইসাথে পাশে ফ্লোর ও রুম নাম্বারও দেয়া আছে।

ইন্সটিটিউট ফর হাইয়ার লিভিং নামে কোনকিছু দেখতে পেলাম না। এমনকি কোন ইন্সটিটিউটই ওখানে নেই।

কপালটা চেপে ধরলাম আমি, প্রাণপণ চেষ্টা করছি মুখ দিয়ে যাতে কোন খারাপ কোন কথা বের না হয়। ভেতরে ভেতরে মনে হলো চিৎকার করে কাঁদি, সবকিছু তছনছ করে দিই। তারপর শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ কাঁদি।

এ ধরণের কিছু না করে বরঞ্চ আমি লম্বা করে শ্বাস নিলাম এবং চেষ্টা করলাম মাথা ঠান্ডা করে চিন্তা করার। চারপাশটা একবার ভালো করে দেখলাম। না, আর কোন অফিস লিস্ট নেই।

রিসেপশন ডেস্কে একজন মহিলা বসে আছে, তার সামনে একটা ল্যাপটপ রাখা। লবির অন্যপাশে আরেকটা ডেস্কে একজন সিকিউরিটি গার্ড বসে আছে।

"মাফ করবেন," আমি নম্রভাবে বললাম। "এমন কি কোন কোম্পানি এই বিল্ডিংয়ে আছে যা ঐ বোর্ডে লেখা নেই?"

"না।" রিসেপশনিস্ট একবার আমাদের দিকে তাকালো, তারপর মহাগুরুত্বপূর্ণ কোনকিছু টাইপ করার কাজে মনোযোগ দিলো, হয়তোবা সে নতুন কোন চাকুরির জন্য আবেদন করছে। ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্যত হতেই রিসেপশনিস্টের বিস্ময়ধ্বনি কানে এলো আমার। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম

কম্পিউটারের স্ক্রিন একদম ফাঁকা হয়ে গেছে। পেটটা কেন জানি গুড়গুড় করে উঠলো আমার।

প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার পরে রয়েছে প্রত্যাশিত পুরস্কার, ল্যাপটপ স্ক্রিন ভরে উঠলো বড় বড় লাল অক্ষরে। এই মেসেজটি ভেঙ্গে ছোট অক্ষরে পরিণত হলো তারপর, স্ক্রিন জুড়ে স্ক্রল করে বেড়াতে লাগলো তা।

প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার পরে রয়েছে প্রত্যাশিত পুরস্কার...আচ্ছা, আমাকে সোজাসুজি কোন তথ্য কি দেয়া যায় না? দেয়া যায় না, কারণ এটা একটা ধাঁধাঁ, একটা পরীক্ষা। বিরক্তিতে আমি দাঁতে দাঁত পিষলাম। প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার পেছনে...হুমম।

"এই বিল্ডিংয়ে কি কোন বেসমেন্ট আছে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

রিসেপশনিস্ট আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো, তারপর কড়া দৃষ্টিতে আমাদেরকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।

"তোমরা কারা?" সে জিজ্ঞেস করলো। "কি চাও তোমরা?" সে মুখ তুলে সিকিউরিটি গার্ডের দিকে তাকালো। এরা কি ইরেজার? হ্যা, ইরেজার হওয়ার ভালো সম্ভাবনা আছে। এই পুরো বিল্ডিংটাই ঘৃণিত নেকড়ে মানবে পরিপূর্ণ থাকতে পারে।

"ঠিক আছে, উত্তর দেয়ার কোন দরকার নেই," আমি বিড়বিড়িয়ে বলে সবাইকে রিভলভিং ডোরের দিকে ঠেলতে লাগলাম। সিকিউরিটি গার্ডটা ইতিমধ্যে আমাদের পিছু নিয়েছে। যখন আমরা সবাই রিভলভিং ডোর দিয়ে বের হয়ে আসলাম, তখন দরজার ফোঁকরে একটা কলম রেখে দিলাম। গার্ডটি ভেতরে আটকা পড়লো এবং বাইরে বের হয়ে আসার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগলো।

রাস্তায় নেমেই আমরা দৌড়াতে শুরু করলাম।

অধ্যায় ১০২

দৌড়াতে দৌড়াতে আমার ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেছে। ছয়টা ব্লক পার হওয়ার পর দৌড়ানো থামিয়ে আমরা হাঁটতে থাকলাম। দেখে মনে হচ্ছে না কেউ আমাদের অনুসরণ করছে, ট্র্যাফিক ভেঙ্গে কোন পুলিশের গাড়িও এগিয়ে আসছে না এবং ইরেজারদের নাম-নিশানাও পাওয়া যাচ্ছে না। মাথাটা দপদপ করছে, মনে হচ্ছে যে কোন সময় ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

হঠাৎ করেই গ্যাসম্যান ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা মেইলবক্সে ঘুষি মারলো। "খেতা পুড়ি সবকিছুর!" সে চিৎকার করে উঠলো। "আমাদের কোনকিছুই ঠিকমতো হয় না! সব জায়গায় শুধু দাবড়ানি খাই আমরা! ম্যাক্স মাথায় ব্যথা পেল, অ্যাঞ্জেল সিলেস্তেকে হারালো, এদিকে আমরা সবাই প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত, আমি ঘৃণা করি এই জীবন! ঘৃণা করি সবকিছু!"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তার কাঁধে হাত রাখতেই ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলো তা। অন্য সবাইও আমাদের চারপাশে জড়ো হলো। গ্যাজির এভাবে ভেঙ্গে পড়াটা বেশ অস্বাভাবিক, বরঞ্চ সে সবসময় আমাকে সাহস যুগিয়ে যায়।

বাল।

দলের সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তারা আশা করছে আমি গ্যাসম্যানকে সান্ত্বনা দিবো, সাহস যুগাবো।

আমি দু'হাত দিয়ে গ্যাজিকে জড়িয়ে ধরলাম। তার মাথায় মাথা ঠেকিয়ে শুধু শক্ত করে ধরেই রাখলাম তাকে। তারপর তার চুলে ধীরে ধীরে আঙ্গুল বুলিয়ে যেতে লাগলাম।

"আমি দুঃখিত, গ্যাজি," আমি ফিসফিসিয়ে বললাম। "তুমি ঠিকই বলেছো। সত্যিই আমাদের কোনকিছুই ঠিকমত হয় না। আমি জানি এটা মেনে নেয়া মাঝে মাঝে খুব কঠিন। আচ্ছা, কি করলে এখন তোমার ভালো লাগবে?" কসম কেটে বলছি, সে যদি বলতো, হোটেল রিটজে উঠবো, তাহলে আমি তাই করতাম।

সে ফুঁপিয়ে উঠে নিজের নোংরা জামার হাতায় মুখ মুছলো। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম সবার জন্য নতুন জামা-কাপড় কেনার। কারণ তুমি তো

জানোই আমি এখন মিস. ব্যাংককার্ড।

"সত্যি?" সে ছেলেমানুষের মত বলে উঠলো।

"সত্যি।"

"আমি শুধু চাই...আমি শুধু চাই কোথাও ঠিকমত বসে পেটপুরে খাওয়া। হেঁটে হেঁটে খাওয়া না। আমি চাই কোথাও আরামসে বসে খাবো।"

আমি গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকালাম। "আমার মনে হয় খুব সহজেই এর ব্যবস্থা করা যাবে।"

অধ্যায় ১০৩

আমরা সেন্ট্রাল পার্কের কাছাকাছি জায়গায় ভালো খাবার জায়গা খুঁজতে লাগলাম। ফিফটি-সেভেন স্ট্রিটের একটা হোটেলকে বেশ ভালো মনে হলো, কিন্তু কোন জায়গা খালি নেই। তখন রাস্তার ওপারে একটা রেস্টুরেন্ট চোখে পড়লো। এর আশেপাশের ওক গাছ ভরে আছে হাজার হাজার নীল বাতিতে। গাছগুলোর মাঝখানে একটা বিশাল গ্লাসের বিল্ডিং।

গ্যাজি উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, "জোশ লাগছে দেখতে!"

এরকম কোন জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে আমার সবসময়কার অনীহা। কারণ এসব জায়গা একটু বেশিই বড়, ঝাঁকঝমকপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। আর সেইসাথে এগুলো সবসময় ভরে থাকে স্যুট-কোট পরা মানুষে। এখানে আমরা সহজে মিশতে পারবো না। বরঞ্চ সবার নজর আমাদের দিকেই যাবে।

কিন্তু তবুও গ্যাসম্যান এখানেই খেতে চায়। আর আমিও তাকে খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

"উহ, ঠিক আছে," আমি বললাম। ততক্ষণে আমি বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠেছি। ফ্যাং ভারি গ্লাসের দরজা মেলে ধরলো এবং আমরা সবাই ভেতরে প্রবেশ করলাম।

"ওয়াও," নাজের চোখ যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে।

রিসেপশন এরিয়া থেকেই তিনটা ভিন্ন ডাইনিং রুম দেখা যাচ্ছে। প্রথমটার নাম প্রিজম রুম যা মুড়ে রাখা হয়েছে ক্রিস্টালে ঝাড়বাতি, জানালা সবকিছু। দুই নাম্বার দরজা দিয়ে গার্ডেন রুমে যাওয়া যায়। এই ঘরটা তৈরি করা হয়েছে অনেকটা রেইনফরেস্টের আদলে। আর তৃতীয়টার নাম ক্যাসল রুম। খেতে খেতে যারা নিজেদের রাজসিক ভাবতে চায় তাদের জন্য এই ঘর। প্রত্যেকটা ঘরের ছাদই অনেক উঁচু। ক্যাসল রুমে একটা বিশাল ফায়ারপ্লেস আছে যেখানে চাইলে একটা প্রমাণ সাইজের ষাঁড় রোস্ট করা যাবে।

আমাদের ছাড়াও আরো অনেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক আছে ওখানে, তবে তাদের প্রত্যেকের সাথেই বয়স্ক কেউ আছে।

"আমি কি তোমাদের সাহায্য করতে পারি?" একজন লম্বা, স্বর্ণকেশী তরুণী আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। "তোমরা কি তোমাদের বাবা-মা'র জন্য অপেক্ষা করছো?"

"না," আমি বললাম। "শুধু আমরাই আছি," আমি মিষ্টি করে হাসলাম। "ছয়জনের জন্য কি একটা টেবিল খালি পাওয়া যাবে? আমি আমার জন্মদিনের টাকা দিয়ে সবাইকে খাওয়াচ্ছি।" হেসে অম্লানবদনে মিথ্যা বললাম।

"উম, ঠিক আছে," তরুণীটি বললো। সে আমাদের ক্যাসল রুমের একটা টেবিলে নিয়ে আসলো। রান্নাঘরের পাশেই এর অবস্থান। যেহেতু রান্নাঘর পালিয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাব্য রুট, তাই আমি আর তেমন আপত্তি করলাম না।

আমরা সবাই সিটে বসার পর সে বিশাল বিশাল কয়েকটা মেন্যু আমাদের হাতে ধরিয়ে দিলো। "জেসন তোমাদের সার্ভ করবে।" আরেকবার আমাদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে চলে গেল।

"ম্যাক্স, জায়গাটা সত্যিই অসাধারণ," নাজ উত্তেজিত কণ্ঠে তার মেন্যু ধরে বললো। "আমরা যে সব জায়গায় এ পর্যন্ত খেয়েছি তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে সেরা!"

তা অবশ্য ঠিক, কারণ আমরা অনেক সময় আমাদের লাঞ্চ ডাস্টবিনেই সেরেছি। ফ্যাং, ইগি ও আমাকে ভয়ানক বিশ্রি দেখাচ্ছে। অন্যদিকে নাজ, গ্যাজি ও অ্যাঞ্জেল প্রচণ্ড উৎফুল হয়ে আছে।

যাই হোক মেন্যুতে ফিরে আসি। আমি এটা দেখে বেশ আশ্বস্ত হলাম যে মেন্যুতে বাচ্চাদের জন্য আলাদা একটা সেকশন আছে।

"তোমরা কি তোমাদের বাবা-মা'র জন্য অপেক্ষা করছো?" একজন বেঁটে, গাট্টাগোট্টা গড়নের লাল-চুলো ওয়েটার ইগির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এই-ই সম্ভবত জেসন।

"না, শুধু আমরাই," আমি জবাবে বললাম।

সে ভ্রূ কুঁচকে আমাদের দিকে তাকালো। "আহ্। তোমরা কি অর্ডার দেয়ার জন্য প্রস্তুত?"

"কি খেতে চাও তোমরা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

গ্যাসম্যান মেন্যু থেকে মুখ তুলে তাকালো। "একটা প্লেটে কয়টা চিকেন টেন্ডার থাকে?"

"চারটা।"

"তাহলে আমাকে দু'টা পেটের অর্ডার দিতে হবে," গ্যাসম্যান বললো। "আর ফ্রুট ককটেল। সেইসাথে দুই গ্লাস দুধ।"

"তাহলে তোমার জন্য দু'টা অর্ডার?" জেসন যেন নিশ্চিত হতে চাইছে।

গ্যাসম্যান মাথা নেড়ে সায় দিলো। "এবং ফ্রাই।"

"আমার জন্য হট-ফাজ সানডে," অ্যাঞ্জেল বললো।

"প্রথমে সত্যিকারের খাবার খাও," আমি বললাম। "তোমার শরীরে প্রচুর শক্তির দরকার।"

"ঠিক আছে," অ্যাঞ্জেল কথাটা মেনে নিয়ে বললো। তারপর চোখ পিটপিট করে জেসনের দিকে তাকালো। "আমরা ধনীর বখে যাওয়া পোলাপান না," সে বললো। "আমরা স্রেফ ক্ষুধার্ত।"

জেসনের মুখ হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো, অপ্রস্তুত হয়ে সে দেহের ভার এক পা থেকে অন্য পা'য়ে নিলো।

"আমি প্রাইম রিব নেব," অ্যাঞ্জেল মেন্যুর অন্য পাশটা দেখে বললো। "আর এর সাথে আর যা যা কিছু আছে। সেইসাথে সোডা ও লেমোনেড।"

"প্রাইম রিব তো ষোল আউন্সের," ওয়েটার বললো। "প্রায় এক পাউণ্ড মাংস আছে এতে।"

"উহ-হুহ," অ্যাঞ্জেল বললো। জেসন এ কথার মাধ্যমে কি বুঝাতে চাচ্ছে তাই তখন ভাবছে সে।

"সে এটা খেতে পারবে," বললাম আমি। "নাজ? তুমি কি চাও?"

"লাসাগ্না প্রিমাভেরা," নাজ ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। "হয়তোবা আমার দু'টা লাগবে। এটার সাথে তো সালাদও থাকে, তাই না? এবং রুটি? আর সামান্য দুধ। ঠিক আছে?" সে আমার দিকে তাকালো এবং আমি সায় দিলাম।

জেসন তখন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, সে ভাবছে আমরা বোধহয় তার সাথে ফাজলামি করছি। "দুইটা লাসাগ্না?"

"আপনার মনে হয় এসব কিছু লিখে নেয়া উচিত," আমি তাকে পরামর্শ দিলাম। তাদের অর্ডার লিখে নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি, তারপর বললাম, "আমি শ্রিম্প ককটেল দিয়ে শুরু করবো। তারপর পর্ক রোস্ট, সাথে বাঁধাকপি, আলু ও অন্যান্য সব কিছু। সেইসাথে পনির-মিশ্রিত সালাদ। এবং একটা লেমোনেড ও একটা আইস টি।"

জেসন চোখ বড় বড় করে সবকিছু লিখে রাখলো।

"লবস্টার বিস্ক," ফ্যাং বললো। "তারপর প্রাইম রিব। আর এক বোতল পানি।"

"স্প্যাগেট্টি ও মিটবল," ইগি বললো।

"এটাতো শিশুদের মেন্যুতে আছে," ওয়েটার শঙ্কিত হয়ে বললো। "আর এটা স্রেফ আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের জন্য সীমাবদ্ধ।"

ইগিকে কিছুটা ক্ষিপ্ত মনে হচ্ছে।

"ভেড়ার মাংস নিলে কেমন হয়?" আমি দ্রুত বললাম। "এর সাথে আছে আলু, পালংশাক এবং সস।"

"ঠিক আছে," ইগি বিরক্ত হয়ে বললো। "সাথে দুই গ্লাস দুধ ও কিছু রুটি।"

জেসন তার প্যাড নামিয়ে আমাদের দিকে তাকালো। "মাত্র ছয়জনের জন্য এ অনেক খাবার," সে বললো। "হয়তোবা তোমরা একটু বেশি অর্ডার দিয়ে ফেলেছো।"

"আমি আপনার চিন্তার কারণ বুঝতে পারছি," আস্তে আস্তে আমিও বিরক্ত হয়ে উঠছি। "কিন্তু সব ঠিকই আছে। এগুলো দয়া করে নিয়ে আসেন।"

"খাও বা না খাও, এ সবকিছুর জন্য কিন্তু তোমাদের টাকা দিতে হবে।"

"হ্যা, এভাবেই সাধারণত একটা রেস্টুরেন্ট পরিচালিত হয়," আমি ধৈর্যসহকারে বললাম।

"অনেক টাকা খরচ হবে কিন্তু," সে ঘ্যানর ঘ্যানর করতেই থাকলো।

"বুঝতে পারছি," শান্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি আমি। "আমি পুরো ধারণাটাই বুঝতে পারছি। খাবারের জন্য টাকার দরকার। প্রচুর খাবারের জন্য প্রচুর টাকার দরকার। যা অর্ডার দিয়েছি তা নিয়ে আসেন। প্লিজ।"

জেসন আমার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো এবং রান্নাঘরের দিকে হাঁটতে লাগলো।

"জায়গাটা সুন্দর," আবেগহীন মুখে বললো ফ্যাং।

"আমরা কি খুব বেশি অর্ডার দিয়ে ফেলেছি?" অ্যাঞ্জেল জিজ্ঞেস করলো।

"না," আমি বললাম। "ঠিকই আছে। আমার মনে হয় তারা ভোজন রসিকদের আপ্যায়নে অভ্যস্ত না।"

আয়া জাতীয় একজন এসে দুই ঝুড়ি রুটি এবং ওলিভ অয়েল দিয়ে গেল। এমনকি সেও আমাদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

আমি জোরে টেবিলক্লথ আঁকড়ে ধরলাম। আর সেখান থেকে অবস্থা আরো খারাপ দিকে মোড় নেয়।

অধ্যায় ১০৪

"শুভ সন্ধ্যা।" একজন স্যুট-টাই পরিহিত লোক আমার পাশে এসে উদয় হলো। জেসন তার সাথেই আছে।

"হ্যালো," আমি সতর্কভাবে বললাম।

"আমি এখানকার ম্যানেজার। কোনভাবে কি তোমাদের সাহায্য করতে পারি?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"আমার তো মনে হয় না," আমি জবাব দিলাম। "যদি না আমরা এমন কিছু অর্ডার দিয়ে থাকি যা আপনাদের রান্নাঘরে নেই।"

"আমাদের মনে হচ্ছে তোমরা অস্বাভাবিক পরিমাণ খাবারের অর্ডার দিয়েছো। আমরা চাই না খাবার নষ্ট করতে কিংবা তোমাদের হাতে আৎকে ওঠার মত কোন বিল ধরিয়ে দিতে।" সে আমাদের দিকে তাকিয়ে একটা কৃত্রিম হাসি দিলো।

"সত্যিই চমৎকার ভেবেছেন আপনি," যে কোন সময় আমি রাগে ফেটে পড়তে পারি। "কিন্তু আমরা বেশ ক্ষুধার্ত। আমরা ইতিমধ্যেই অর্ডার দিয়েছি, এখন চাই সেই অর্ডার দেয়া খাবার খেতে। বুঝতে পেরেছেন?"

আমার কথা সাদরে গৃহীত হলো না।

ম্যানেজারকে দেখে মনে হচ্ছে, প্রচণ্ড ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে সে।

"হয়তোবা অন্য কোন রেস্টুরেন্টে গেলে তোমরা খুশি হবে," সে বললো। "কাছেই ব্রডওয়ে আছে।"

আমার পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। "মোটেও না," কড়া গলায় বলে উঠলাম আমি। "আমরা এখন এখানে আছি এবং প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। আর আমার কাছে পর্যাপ্ত টাকাও আছে; আমরা যা অর্ডার দিয়েছি তা আপনি দিবেন কি না?"

ম্যানেজারকে দেখে মনে হলো তিতা কোন কিছু মুখে দিয়েছে সে। "না," সদর দরজার সামনে দাঁড়ানো এক মোটাসোটা লোককে হাত-ইশারায় কাছে ডেকে বললো সে।

চমৎকার, সত্যিই চমৎকার। আমি কপাল টিপে ধরলাম।

"এসবের মানে কি?" ইগি ক্ষিপ্ত হয়ে বললো। "চলো, ফুটি এখান থেকে। গ্যাজার, চলো এমন কোন এক জায়গায় যাই যেটা নাৎসিরা চালায় না, ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে," গ্যাসম্যান অনিশ্চিতভাবে বললো।

অ্যাঞ্জেল ম্যানেজারের দিকে তাকালো। "জেসন মনে করে আপনার মাথা ভর্তি গোবর আর আপনার গা থেকে হিজড়া-হিজড়া গন্ধ আসে," সে বললো।

জেসনকে ঢোক গিলতে শুনা গেল। ম্যানেজার ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে আগুন-দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

"ভালো," আমি উঠে দাঁড়িয়ে ন্যাপকিন ছুঁড়ে ফেললাম। "আমরা যাচ্ছি। তাছাড়া, এখানকার খাবারও খুব সম্ভবত ফালতু।"

ঠিক তখনই পুলিশ এসে হাজির হলো।

পুলিশে কে খবর দিলো?

এরা কি আসল পুলিশ?

অবশ্য আমার কোন ইচ্ছা নেই এখানে বসে বসে তাদেরকে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার।

অধ্যায় ১০৫

মনে আছে, আমি বলেছিলাম রান্নাঘর পালানোর একটা সম্ভাব্য রুট হতে পারে? রান্নাঘর দিয়েই পালানো যেত কিন্তু পুলিশরা ভাগাভাগি করে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। দু'জন আসে সদর দরজা দিয়ে, আর অন্য দু'জন আসে রান্নাঘর দিয়ে।

আমাদের চারপাশের টেবিলের মানুষেরা মুখ হা করে তাকিয়ে আছে। হয়তোবা পুরো সপ্তাহে এর চেয়ে উত্তেজনাকর কিছু তাদের জীবনে ঘটে নি।

"উপরে উঠে ভাগো," ফ্যাং বললো, আমি তার কথায় অনিচ্ছার সাথে মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম।

নাজ ও ইগিকে বিস্মিত মনে হলো, গ্যাজির মুখে আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি আর অ্যাঞ্জেলের মুখে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতার ছাপ।

"ঠিক আছে, বাচ্চারা," একজন মহিলা পুলিশ টেবিলের মাঝখান দিয়ে আসতে আসতে বললো। "তোমাদেরকে আমাদের সাথে যেতে হবে। স্টেশনে পৌঁছে আমরা তোমাদের বাড়িতে ফোন দিবো।"

জেসন আমার দিকে তাকিয়ে এক ধরণের তাচ্ছিল্যের হাসি দিলো, তা দেখে হঠাৎ করেই মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। খুব বেশি কিছু চিন্তা না করে আমি ওলিভ অয়েলের গামলাটা হাতে নিয়ে তার মাথায় ঢেলে দিলাম। অনেকটা ইংরেজি O অক্ষরের মত তার মুখটা হা হলো এবং মুখ বেয়ে পড়তে লাগলো ফ্যাকাশে সবুজ তেল।

এই ঘটনা যদি তাকে বিস্মিত করে থাকে তবে পরবর্তী ঘটনা তার দুনিয়া নাড়িয়ে দিবে।

আমি দ্রুত চেয়ারের উপর লাফ দিয়ে উঠে টেবিলে পা রাখলাম, তারপর নিজেকে ছুঁড়ে দিলাম বাতাসে। ডানাদুটো তখন মেলে ধরেছি ও জোরে জোরে ঝাপটাচ্ছি। হঠাৎ করেই আমি ঝপ করে নিচের দিকে পড়ে গেলাম, কিন্তু আবারো ডানা দিয়ে জোরে ঠেলা দিতেই উপরে উঠতে থাকলাম।

অ্যাঞ্জেল আমার সাথে যোগ দিলো, তারপর ইগি, গ্যাসম্যান, নাজ এবং ফ্যাং।

নিচে সবার মুখের অবস্থা দেখে হাসি আটকাতে পারলাম না আমি। শুধু "বিস্মিত" বললে পুরোপুরি বলা হয় না। একদম নিরেট বেকুবের মত হতবিহবল হয়ে তাকিয়ে আছে তারা।

"শূয়োর!" গ্যাসম্যান চিৎকার করে উঠে ম্যানেজারের ওপর রুটি ছুঁড়তে লাগলো।

ফ্যাং সিলিং জুড়ে ঘুরে বের হওয়ার পথ খুঁজছে। অন্যদিকে, এত সময়ে পুলিশের বিহ্বল ভাব কেটেছে। তারা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমি মিথ্যা বলবো না তোমায়, সত্যিই খুব মজা লাগছে। হ্যা, আমরা বেশ ঝামেলার মাঝে আছি, হ্যা, এটা একটা বিপর্যয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু নিচের এই হ-য-ব-র-ল অবস্থা এবং সবার বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি দেখে স্বীকার করে নিতেই হলো, নিউ ইয়র্কে আসার পর এটাই আমাদের সবচেয়ে সেরা অভিজ্ঞতা।

"এদিকে!" একটা স্টেইনড গ্লাস স্কাইলাইট দেখিয়ে চেঁচিয়ে বললো ফ্যাং।

"চলে এসো সবাই!" যখন বুঝতে পারলাম ক্যামেরা দিয়ে অনেক মানুষ আমাদের ছবি তুলছে তখন চিৎকার করে বললাম আমি। "চলো যাই!"

ফ্যাং হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সোজা জানালার দিকে উড়ে গেল। প্রচণ্ড শব্দে ভাঙলো তা এবং গ্লাসের গুঁড়ো-গাড়া এদিক সেদিক ছিটকে পড়লো।

নাজের ঠিক পিছনে ইগি। তারা এরপরই উড়ে গেল। শেষ মুহূর্তে দু'জনই ডানা গুটিয়ে নিলো যাতে করে জানালায় না লাগে।

"অ্যাঞ্জেল, যাও!" আমি নির্দেশ দিলাম, সে উল্কার ন্যায় জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেল।

"গ্যাজার! চলে আসো!" আমি তাকে শেষবারের মত নিচে নেমে এক খন্ড পরিত্যক্ত প্যাস্ট্রি নিতে দেখলাম। পুরোটাই মুখে ঢুকিয়ে সে আমার কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জানালার ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল। আমি সবশেষে গেলাম, নিজেকে আবিষ্কার করলাম খোলা আকাশের নিচে। ডানা মেলে ধরে বুকভরে শ্বাস নিলাম। আমি জানি, এইমাত্র আমরা ভয়ানক এক ভুল করলাম, এর পরিণামও আমদের ভোগ করতে হবে।

কিন্তু তবুও এর দরকার ছিল।

বিশেষ করে, রেস্টুরেন্টের মানুষদের মুখের ঐ অভিব্যক্তির জন্য হলেও।

অধ্যায় ১০৬

“গাছের দিকে যাও,” আমি ফ্যাংকে বললে সে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো। তারপর বিশাল বৃত্ত রচনা করে উত্তর দিকে উড়তে শুরু করলো। বেশ কুয়াশা পড়েছে আজ, কিন্তু আমরা অত উপরে উঠি নি যে পরস্পরকে দেখতেই পাবো না। আশা করছি নিচের কেউ উপরের দিকে তাকাচ্ছে না।

একটা লম্বা ম্যাপল গাছে নামলাম আমরা।

“ভালোই সময় কাটলো,” কাঁধ থেকে গ্লাসের টুকরা ঝেড়ে ফেলে বললো ফ্যাং।

“এসব আমারই ভুলের কারণে হয়েছে,” গ্যাসম্যান বললো। তার মুখে চকোলেট লেগে আছে। “আমিই ওখানে যেতে চাচ্ছিলাম।”

“এটা ওদের ভুল, গ্যাজি,” আমি বললাম। “বাজি ধরে বলতে পারি, ওরা আসল পুলিশ না। তাদের গায়ে কেমন জানি স্কুল-স্কুল গন্ধ।”

“ওয়েটারের মাথায় ওলিভ অয়েল ঢালার আগে নিশ্চয়ই এটা তোমার মাথায় আসে নি, তাই না?” ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো।

আমি তার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেঙ্গালাম।

“আমি এখনো...” মাঝপথেই কথাটা থামিয়ে দিলো নাজ। খুব সম্ভবত সে বলতে চাচ্ছিলো “ক্ষুধার্ত,” কিন্তু সে বুঝতে পেরেছে যে একথা বলার জন্য এটা খুব একটা ভালো সময় না।

কিন্তু আমরা এখনো ক্ষুধার্ত। আমাদের খাবারের দরকার। যখন আমার মাথাটা একটু ঠান্ডা হবে তখন আমি নিচে গিয়ে কোন মুদির দোকান খুঁজে বের করবো।

“লোকজন ক্যামেরায় ছবি তুলছিল,” ইগি বললো।

“হ্যা,” আমি হতাশ গলায় বললাম। “বিপর্যয় হিসেবে এটাও বেশ উপরের দিকেই থাকবে।”

“এবং অবস্থা আরো খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে,” একটি মসৃণ ও মোলায়েম কণ্ঠ বলে উঠলো।

আমি লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে নিচে তাকালাম।

ইরেজাররা আমাদের গাছ ঘিরে ফেলেছে।

আমি একটু নিরাশ হয়ে চকিতে ইগিকে দেখে নিলাম সে-ই সাধারণত আমাদের আগাম সতর্কবার্তা দেয়। সে যদি এদের আসার শব্দ শুনতে না পায় তাহলে মাটি ফুঁড়েই বোধহয় এসেছে তারা।

একজন ইরেজার সামনে এগিয়ে এলো। আরি।

"তুমি দেখছি বারবার বেহায়ার মত আমাদের কাছে ফিরে আসছো," আমি বললাম।

"আমিও তোমাকে একই জিনিস বলতে যাচ্ছিলাম," মুখভর্তি শয়তানী হাসি নিয়ে জবাব দিলো সে।

"আমার মনে পড়ে তোমার বয়স যখন তিন বছর ছিল," আমি কথা চালিয়ে গেলাম। "তখন তোমার চেহারা কতই না মিষ্টি ছিল, আর এখন তো একদম নেকড়েদের মত হয়ে গেছো!"

"আহ্, যেন তুমি আমার দিকে কত মনোযোগ দিতে," সে বললো। আমি বেশ অবাক হলাম তার গলায় তিক্ততার সুর ধরতে পেরে। "আমিও ওই জায়গায় আটকা পড়েছিলাম, কিন্তু তখন তুমি আমাকে কোন পাত্তা দাও নি।"

আমার তখন রীতিমত টাশকি খাওয়ার দশা। "কিন্তু তুমি তো স্বাভাবিক ছিলে," বললাম আমি। "আর জেব ছিল তোমার বাবা।"

"হ্যা, জেব আমার বাবা," সে হিসহিসিয়ে উঠলো। "আমি যে বেঁচে আছি, এটাও সে জানে কিনা সন্দেহ। যখন তোমরা আমার বাবার সাথে স্কুল থেকে পালিয়ে অন্য জায়গায় বসবাস করতে শুরু করলে, তখন আমার কি হয়েছিল এটা কি কখনো ভেবে দেখেছো? তোমার কি মনে হয় আমি হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিলাম?"

"আরি, তখন আমার বয়স ছিল দশ বছর," আমি আস্তে করে বললাম। "এই পুরনো কাসুন্দির জন্যই কি তুমি আমাদের পিছু নিয়েছো? এই জন্যই কি তুমি আমাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করছো?"

"অবশ্যই না," আরি মাটিতে থুতু ফেললো। "আমি তোমাদের পিছু নিয়েছি কারণ এটাই আমার কাজ। আর এই পুরনো কাসুন্দি কাজটাকে অনেক উপভোগ্য করে তুলেছে।" তার মুখে বাঁকা হাসি ফুটলো।

আমি তাকে মধ্যম আঙ্গুলি দেখিয়ে দিলাম।

আস্তে আস্তে তার রুপান্তর ঘটছে এবং সে পরিণত হচ্ছে নেকড়ে-মানবে। হঠাৎ সে তার পেছন থেকে একটা ছোট্ট জিনিস বের করে নিয়ে আসলো। জিনিসটা দেখতে...

"সিলেস্তে!" অ্যাঞ্জেল আর্তনাদ করে নিচের দিকে নামতে লাগলো।

"অ্যাঞ্জেল, না!" আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম এবং ফ্যাং চেঁচিয়ে বললো, "জায়গা থেকে নড়ো না!"

কিন্তু সে ইতিমধ্যেই লাফ দিয়েছে। আরির কয়েক ফুট দূরে গিয়ে নামলো সে।

অ্যাঞ্জেলকে দেখেই অন্যান্য ইরেজাররা সামনে এগুতে গেল, কিন্তু আরি

হাত ইশারায় তাদেরকে থামিয়ে দিলো। তারা থেমে তাদের শীতল চোখ নিবদ্ধ করলো অ্যাঞ্জেলের ওপর।

আরি খেলাচ্ছলে সিলেস্তেকে নাড়াতে লাগলো। সাথে সাথে সামনে পা বাড়ালো অ্যাঞ্জেল।

আর উত্তেজনা সইতে না পেরে আমি নিজেই মাটিতে নেমে গেলাম। আমাকে দেখেই ইরেজারের দলটা আবারো সামনে এগুলো এবং আবারো আরি তাদেরকে থামিয়ে দিলো।

"অ্যাঞ্জেলকে যদি স্পর্শও করো তাহলে আমি তোমাকে খুন করবো," আমি ঘুষি পাকিয়ে বললাম।

আরির মুখে ব্যাঙ্গাত্মক হাসি ফুটে উঠলো, তার কালো কোঁকড়ানো চুলে শেষ বিকেলের রোদ। সে আবারো সিলেস্তেকে নাড়ালো, তা দেখে আমার পাশেই দাঁড়ানো অ্যাঞ্জেল যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

"ভাল্লুকটা আমাকে ফিরিয়ে দাও," অ্যাঞ্জেলের গলার স্বর নিচু কিন্তু তীক্ষ্ণ।

হেসে উঠলো আরি।

অ্যাঞ্জেল আর এক পা সামনে বাড়লো কিন্তু আমি তার কলার আঁকড়ে ধরলাম।

"ভাল্লুকটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।" অ্যাঞ্জেলের কণ্ঠস্বরটা কেমন জানি অদ্ভুত শোনাচ্ছে আর সে একদৃষ্টিতে আরির চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। আরির মুখের হাসি মুহূর্তেই মুছে গেল, সে জায়গাটা দখল করে নিল বিভ্রান্তি। আমার মনে পড়লো কিভাবে অ্যাঞ্জেল সেই মহিলাকে প্রভাবিত করেছিল তাকে সিলেস্তে কিনে দিতে।

"তুমি," আরি বলতে শুরু করলো, তারপর দেখে মনে হলো যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার। কাশতে কাশতে নিজের গলা আঁকড়ে ধরলো সে। "তুমি,"

"এখনই ভাল্লুকটা হাত থেকে ফেলে দাও," অ্যাঞ্জেলের গলার স্বর যেন কংক্রিটে রুপান্তরিত হয়েছে।

তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন আরির নখরযুক্ত শক্তিশালী হাত মুক্ত হলো এবং সেখান থেকে সিলেস্তে মাটিতে এসে পড়লো।

চোখের নিমেষে সিলস্তেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে গাছে গিয়ে উঠলো অ্যাঞ্জেল।

তার এহেন কান্ড-কারখানায় আরি তো আরি-ই, আমি নিজেও বিস্মিত বোধ করলাম।

অন্যান্য ইরেজাররা এতক্ষণে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠলো, যেনবা তারা হঠাৎই আবিষ্কার করেছে অ্যাঞ্জেল আর নেই। কিন্তু আবারো আরি হাত দিয়ে তাদের আটকালো। একজন তো সোজা আরির হাতের উপর এসে পড়লো।

"তোমরা আমার নির্দেশ শুনেছো!" গর্জে উঠলো সে। "আর কক্ষনো নির্দেশের অন্যথা করবে না!" তারপর সে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকালো। "নির্দেশের অন্যথা করতে পারো না তোমরা," সে একদম স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো। "তা সেই নির্দেশ যতই নির্বোধের মত শোনাক না কেন।"

একজন ইরেজার ক্ষুধার্তের মত শব্দ করে উঠলো যা শুনে শরীরের লোম খাঁড়া হয়ে গেল আমার।

আরি আমার দিকে ঝুঁকে এলো যেনবা গায়ের গন্ধ শুঁকছে। "তোমার সময় ঘনিয়ে আসছে, পক্ষীবালিকা," সে ফিসফিসিয়ে বললো। "আর আমি নিজ হাতে তোমাকে শেষ করবো।"

"এখনই দিবা-স্বপ্ন দেখতে শুরু করো না, কুকুর-বালক।"

আরি মুখ খুললো কিছু একটা বলার জন্য কিন্তু তারপরই মাথাটা বেঁকিয়ে কান খাঁড়া করে যেন কিছু শুনলো।

"ডিরেক্টর, আমাদের সাথে দেখা করতে চান," সে তার দলের উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে উঠলো। "এখনই!"

আরেকবার সে আমার দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে তাকালো, এরপর সে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্যান্য ইরেজারদের পিছু পিছু চললো। তারা গোধূলীর ম্লান আলোয় অনেকটা ধোঁয়ার মত মিশে গেল।

অধ্যায় ১০৭

গাছের উপরে অ্যাঞ্জেল সিলেস্তেকে শক্ত করে ধরে বিড়বিড়িয়ে কিছু একটা বলছে।

"স্কুলে থাকতেও আমি তাদেরকে ডিরেক্টরের কথা বলতে শুনেছি," নাজ বললো। "কে সে?"

আমি শ্রাগ করলাম। "খুব খারাপ কোন এক ব্যক্তি।" আমাদের যারা পিছু নিয়েছে তাদের অন্যতম একজন সে। আমি ভাবলাম, এ-ই জেব কিনা যে একসময় আমাদের রক্ষাকর্তা ছিল এবং পরবর্তীতে বিশ্বাসঘাতকে রূপান্তরিত হয়েছে।

"তুমি কি ঠিক আছো?" ইগি জিজ্ঞেস করলো। ডাল শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে ধরতে তার আঙ্গুল ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছে। আমি হাত দিয়ে তাকে মৃদু চাপড় দিলাম।

"হ্যা, কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত," বললাম আমি। "আর আমি এখনই এখান থেকে চলে যেতে চাই।"

শেষ পর্যন্ত আমরা আপার ইস্ট সাইডের একটা নির্মাণাধীন ৯০ তলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের উপরের তলায় আশ্রয় নিলাম। প্রথম সত্তরটার মত ফ্লোরে জানালা-টানালা লাগানো হয়ে গেছে কিন্তু উপরের দিকটায় এখনো তেমন কিছুই লাগানো হয় নি। চারপাশ খোলামেলা থাকাতে আমরা খুব সহজেই নদী ও সেন্ট্রাল পার্ক দেখতে পেলাম।

আমি এবং নাজ একটা স্থানীয় মুদির দোকানে গেলাম, তারপর সেখান থেকে তিন ব্যাগ খাবার-দাবার বয়ে নিয়ে আসলাম আমরা। এই জায়গাটায় বাতাস খুব বেশি হলেও আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকতে পারছি। সূর্য ডোবা দেখতে দেখতে আমরা সবাই খাবার খেলাম। মাথাটা ব্যথা করছে, তবে সেটা খুব গুরুতর কিছু না।

"আমি ক্লান্ত," অ্যাঞ্জেল বললো। "এখনই আমি ঘুমিয়ে পড়তে চাই।"

"হ্যা, চলো ঘুমানোর চেষ্টা করি," আমি বললাম। "দিনটা ছিল অনেক লম্বা এবং বেশ ফালতু।" আমি আমার বাম মুঠি সামনে বাড়িয়ে ধরলাম, সবাই তার ওপর যার যার মুঠি রাখলো। এভাবে হাত টোকা দেয়া সত্যিই অনেক প্রশান্তির, নিমেষেই আমাদেরকে যেন এক বাঁধনে জড়িয়ে ফেলে তা।

জায়গা বের করার জন্য গ্যাসম্যান ও আমি মিলে নির্মাণ সামগ্রী সরালাম

আর ইগি ও ফ্যাং সরালো পাস্টার বোর্ড। অবশেষে একটা আরামদায়ক জায়গার দেখা মিললে দশ মিনিটের ভেতরে সবাই ঘুমিয়েও পড়লো।

শুধু আমি বাদে।

ইরেজাররা আমাদেরকে এত সহজে খুঁজে পাচ্ছে কিভাবে? দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে আমি আমার বাম কব্জির দিকে তাকালাম, যেনবা দৃষ্টি দিয়েই হাতের চিপটাকে ভস্ম করে ফেলবো। আমিই হয়তোবা নিজের অজান্তে ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছি, আর এ ব্যাপারে তেমন কিছু করতেও পারছি না, দলের সবাইকে ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া। ইরেজাররা আমাদেরকে স্রেফ খুঁজেই বের করছে কিন্তু খুন করছে না। আরি আজ ওদেরকে থামিয়ে দিলো কেন?

আর অ্যাঞ্জেলেরই সাথেই বা এসব কি হচ্ছে? তার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা যেন ক্রমান্বয়ে বেড়েই যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ অ্যাঞ্জেলের কথা চিন্তা করে মনে মনে গুঙ্গিয়ে উঠলাম সে জন্মদিনের জন্য উপহার চাচ্ছে; ডিনারের আগে ফাস্ট-ফুড খেতে চাচ্ছে; আরো চাচ্ছে নজরকাড়া ও কেতাদুরস্ত পোশাক-আশাক।

অনর্থক চিন্তা করো না, ম্যাক্স, সেই কণ্ঠস্বরটি বলে উঠলো।

কি ব্যাপার, অনেক ক্ষণ ধরে কোন খোঁজ-খবর নাই তোমার, আমি ভাবলাম।

দুশ্চিন্তা অফলপ্রসূ। অ্যাঞ্জেলের কি হচ্ছে, তা তুমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। তাই ঘুমাতে যাও, ম্যাক্স। এখন শেখার সময়।

কি শিখবো? আমি জিজ্ঞেস করতে গেলাম, কিন্তু তখনই ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলাম।

অধ্যায় ১০৮

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিছানায় খবরের কাগজ ও নাশতা আবিষ্কার করলাম।

"কিই?" অস্পষ্টভাবে বললাম আমি।

"আমরা নাশতা বানিয়েছি," ফ্যাং মাফিনে কামড় বসিয়ে বললো। "তখন তুমি কুম্ভকর্ণের মত ঘুমাচ্ছিলে।"

যখন আমি নিজের মাফিনে কামড় বসালাম তখন বুঝতে পারলাম সবাই কোন এক কারণে বেশ উত্তেজিত হয়ে আছে। "আর কি?"

ফ্যাং ইশারায় খবরের কাগজ দেখালো।

"তুমি কি ওগুলো কমিকসের জন্য কিনেছো নাকি?" খবরের কাগজের স্তূপ টেনে এনে বললাম আমি।

এতদিন ধরে আমাদের বেঁচে থাকার প্রধান কৌশল ছিল সবার অগোচরে থাকা এবং যতটা সম্ভব নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখা। কিন্তু নিউইয়র্ক পোস্ট-এর সামনের পাতায় আমাদের ছবিসহ বড় বড় হেডলাইন,"একি অলৌকিক না মায়া? অতিমানবীয় কোন কিছু নাকি জেনেটিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল?" এই কৌশলটার বারোটা বাজিয়ে দিলো।

ফ্যাং চারটা খবরের কাগজ সংগ্রহ করেছে এবং প্রত্যেকটার সামনের পাতায় জ্বলজ্বল করছে রেস্টুরেন্টে আমাদের উড়াউড়ির দৃশ্য।

"বাইরে যাওয়ার সময় নজরে পড়লো," একটানে জ্যুস শেষ করে বললো ফ্যাং। "মনে হয় কিছুদিন ঘাপটি মেরে থাকা দরকার।"

"হ্যা, ধন্যবাদ, গাধা কোথাকার," আমি বিরক্ত হয়ে বললাম। মানে, এভাবে ছোট ছোট বাক্যে না বলে পুরো বাক্যে সবকিছু বললে কি কেউ ওকে মেরে ফেলবে নাকি? আমি নিউইয়র্ক টাইমস দেখলাম। আমাদের ওড়াউড়ির একটা ঝাপসা ছবির নিচে লেখা, "কেউ এখনো পর্যন্ত এই বছরের সবচেয়ে সেরা স্টান্টবাজির জন্য কোন কৃতিত্ব দাবি করে নি..."

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি মাফিন হাতে তুলে নিলাম। "সমস্যা হচ্ছে যে, যতই লুকিয়ে থাকি না কেন আমাদেরকে যে কেউ চিনে ফেলতে পারে। তাই আপাতত ইন্সটিটিউট বের করার চিন্তা বাদ দিতে হচ্ছে।" মনে হলো

হতাশায় চিৎকার দিয়ে উঠি।

"আমরা ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারি," গ্যাসম্যান পরামর্শ দিলো।

"হ্যা, যেমন চশমা এবং কৃত্রিম নাক ব্যবহার করা যেতে পারে," অ্যাঞ্জেল কথাটার সায় জানালো।

আমি তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। "তোমাদের তাই মনে হয়?"

অধ্যায় ১০৯

ওইদিন বিকেল বেলা খাবারের জন্য আবার আমাদের বাইরে যেতে হলো। ছয় জোড়া চশমা ও কৃত্রিম নাক সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি, তাই কোন প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ না করেই গেলাম।

সবচেয়ে কাছের দোকান থেকে আমরা স্যান্ডউইচ, পানীয়, চিপস, কুকিজ ইত্যাদি কিনে নিলাম।

"তো আমি চিন্তা করছিলাম, রাত নামার সাথে সাথেই আমরা শহর ছেড়ে চলে যাবো," আমি ফ্যাংকে বললাম।

সে মাথা দুলালো। "কোথায়?"

"খুব বেশি দূরে না," আমি বললাম। "সত্যি কথা বলতে কি, আমি এখনো ইন্সটিটিউট খুঁজে বের করতে চাই। এই ধরো, আপস্টেটে গেলাম? অথবা, সমুদ্রের ধারে কোথাও?"

"তোমরা!"

উদ্ভট চুলের স্টাইলওয়ালা এক যুবক লাফ মেরে আমাদের সামনে এসে হাজির হলো। আমি পিছিয়ে গিয়ে সোডার বোতল ফেলে দিলাম। পিছাতে গিয়ে নাজের সাথে ধাক্কা খেলাম আমি আর ফ্যাং একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

"তোমরা একদম নিখুঁত!" লোকটা উত্তেজিত গলায় বললো।

বেশ ভালো লাগলো তার কথা শুনে। কিন্তু এই চিজটা কে?

"কিসের জন্য নিখুঁত?" ফ্যাংয়ের গলা যেন বরফ-শীতল।

লোকটা তার ট্যাটুযুক্ত হাত নেড়ে একটা দোকান দেখালো। দোকানটার সামনের সাইনবোর্ডে লেখা, ইউ ডু : আগামীদিনের ফ্যাশন।

"আমরা বেশ-ভূষা পরিবর্তনের একটা উৎসব করছি!" লোকটা ব্যাখ্যা করে বললো, তার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা যেন এইমাত্র লটারিতে মিলিয়ন ডলার জিতেছি। "তোমরা ফ্রি-তে নিজেদের চেহারা-সুরত পরিবর্তন করতে পারে তবে এক্ষেত্রে স্টাইলিস্টদের একটু স্বাধীনতা দিতে হবে।"

"আমরা কি কি করতে পারবো?" নাজের গলায় প্রবল আগ্রহ।

"মেকআপ, হেয়ার স্টাইল, সবকিছু!" লোকটা উৎফুল কণ্ঠে বলে উঠলো। "শুধু ট্যাটু বাদে। ট্যাটু করার জন্য তোমাদের বাবা-মা'র অনুমতি লাগবে।"

“তাহলে ট্যাটুর চিন্তা বাদ,” নিচু গলায় বললাম আমি।

“আমি এ সবকিছু করতে চাই!” নাজ বললো। “খুব মজা হবে! আমরা কি এটা করতে পারি, ম্যাক্স? সত্যিই নিজের চেহারা পরিবর্তন করতে চাই আমি!”

“উহ্...” তখনই আমি দু'জন কিশোরীকে ইউ ডু থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। বন্যপশুর মতো লাগছে ওদেরকে। বাজি ধরে বলতে পারি, তাদের বন্ধুবান্ধবরাও এখন আর তাদেরকে চিনতে পারবে না।

অধ্যায় ১১০

"জোশ লাগছে দেখতে," নাজ আমার নতুন জিন্সের জ্যাকেট দেখে বললো। অবশ্য, ডানা বের করার জন্য জ্যাকেটটাতে আরো বড় বড় ফুটো করতে হবে। তবে সেটা ছাড়া, জিনিসটা বেশ চমৎকার হয়েছে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তাকে এখন আর মোটেও নাজের মত লাগছে না। তাই যতবারই তাকে দেখছি, ততবারই বিস্মিত হচ্ছি। তার বাদামী কোঁকড়ানো চুল ড্রাই করার কারণে এখন পরিণত হয়েছে লেয়ারে। সেইসাথে তাতে এখন স্বর্ণালী আভা। এই কয়েকটা পরিবর্তনের ফল অবিশ্বাস্য, মাত্র এক ঘণ্টার ভিতর নোংরা এক মেয়ে থেকে সে রুপান্তরিত হয়েছে ফ্যাশন মডেলে। আমি তার চেহারায় এই বৈশিষ্ট্যগুলো আগে কখনো লক্ষ্য করি নি।

"একবার আমার দিকে দেখো!" গ্যাসম্যান মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্যামোফ্ল্যাজ পরে আছে।

"ভালোই লাগছে," আমি তাকে একটা থাম্বস-আপ দিলাম।

এই সেকেন্ড-হ্যান্ড শপটিতে আমাদের রুপান্তর প্রক্রিয়া চলছে। গ্যাজির সোনালী চুল এখন একদম সাদা। তারা জেল দিয়ে তার চুলকে তাল গাছের মত খাড়া করে ফেলেছে, চুলের প্রান্ত আবার নীল রংয়ে রাঙ্গানো হয়েছে। তবে তার মাথার দু' পাশে চুলগুলো অতিরিক্ত ছোট।

"আমার এখনো মনে হচ্ছে, তুমি যদি মাথার পেছনে 'কামড় দাও' কথাটা শেভ করার অনুমতি দিতে তাহলে আরো ভালো হতো," অভিযোগ করলো সে।

"না," আমি তার কলার ঠিক করতে করতে বললাম।

"ইগিও তো তার কান ফুটো করেছে।"

"নাহ," আমি বললাম।

"কিন্তু সবাই তো এটা করছে!" সে তার স্টাইলিস্টের নিখুঁত অনুকরণ করে বললো।

"মোটেও না।"

হতাশ হয়ে সে ফ্যাংয়ের কাছে এগিয়ে গেল। ফ্যাংয়ের চুলও কেটে ফেলা হয়েছে, স্রেফ সামনের দিকে কয়েকটা চুল ছাড়া। ওই কয়েকটা চুলেই বিভিন্ন শেড দেয়া হয়েছে আর এখন ওটা দেখতে বাজ পাখির পালকের মত লাগছে। এই স্টোরটাতে এসে সে তার পুরনো কালো পোশাকের পরিবর্তে আরো একটু

ভিন্ন রকমের কালো পোশাক বেছে নিয়েছে।

"এই জিনিসটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার," একটা ঝমকালো জ্যাকেট দেখিয়ে বললো অ্যাঞ্জেল। আমি ইতিমধ্যেই তাকে একটা কার্গো প্যান্ট ও টি-শার্ট পরিয়ে দিয়েছি আর এখন সে ভেড়ার চামড়ার একটা ফুলানো জ্যাকেট নিতে চাচ্ছে।

"উম," আমি জ্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে বললাম।

"জিনিসটা খুব সুন্দর, ম্যাক্স," সে আমাকে প্রলুব্ধ করতে চাইলো। "পি-জ?"

বুঝতে পারলাম না সে আমাকেও প্রভাবিত করতে চাইছে কিনা। তার চোখগুলো বড় বড় এবং নিষ্পাপ।

"আর সিলেস্তেরও খুব পছন্দ হয়েছে জ্যাকেটটা," অ্যাঞ্জেল যোগ করলো।

"সমস্যা হচ্ছে, অ্যাঞ্জেল," আমি বললাম, "আমি জানি না উলের এই জ্যাকেট কতটুকু বাস্তবিক হবে, যেহেতু আমরা সবসময় দৌড়ানোর ওপরই থাকি।"

সে জ্যাকেটটার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো। "তাই মনে হয়।"

"আমরা কি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত?" ইগি অধৈর্য গলায় জিজ্ঞেস করলো। "তবে এটা মনে করো না যে আমি কেনাকাটা পছন্দ করি না।"

"তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ইলেকট্রিক শক খেয়েছো," গ্যাসম্যান বললো।

ইগির লালচে-সোনালী চুল গ্যাজির মত করেই স্পাইক করা হয়েছে।

"সত্যি?" ইগি জিজ্ঞেস করলো। "দারুণ!" আমার অগোচরে সে তার কান ফুটা করে ফেলেছে : অবশ্য শুধু তার কানের দুলের জন্যই আমাকে টাকা দিতে হয়েছে।

আমরা শেষ বিকেলের আলোয় বাইরে বেরিয়ে আসলাম। বেশ খুশি খুশি লাগছে নিজেকে, যদিওবা ভালো করেই জানি ইন্সটিটিউট খোঁজার কাজ এই মুহূর্তে স্থগিত। তবে বাজি ধরে বলতে পারি, এমনকি জেবের পক্ষেও এখন আর আমাকে চেনা সম্ভব না।

স্টাইলিস্ট আমার লম্বা ঝুঁটিটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। এখন আমার চুল লেয়ার করা। ওড়ার সময় এখন আর চুল এসে চোখে পড়বে না।

শুধু তাই নয়, তারা চুলে মিশিয়ে দিয়েছে বিন্দু বিন্দু গোলাপী রং এবং আমার আপত্তি সত্ত্বেও মেকআপের যথেচ্ছ ব্যবহার ঘটিয়েছে। তাই এখন আমাকে পুরোপুরি ভিন্ন এক মানুষ মনে হচ্ছে যার বয়স বিশ বছরের

কাছাকাছি। তাছাড়া উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি হওয়ার কারণেও এমনটা মনে হতে পারে।

"সামনেই একটা ছোট্ট পার্ক আছে," ফ্যাং ইশারায় দেখিয়ে বললো।

আমি মাথা দুলালাম। রাস্তার চেয়ে অনেক অন্ধকার হবে জায়গাটা আর মাটি থেকে উড্ডয়নের জন্য যথেষ্ট জায়গাও পাওয়া যাবে। পাঁচ মিনিট পর, আমরা সকল আলো ও কোলাহল পেছনে ফেলে শহরের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। ডানা মেলে দিয়ে ওপর-নিচে ঝাপটাতে কি অসাধারণই না লাগছে! হাঁটাহাঁটি করার চেয়ে এটা লক্ষগুণ ভালো।

স্রেফ মজা করার জন্য আমি বিশাল বিশাল বৃত্ত রচনা করতে থাকলাম, গোত্তা খেয়ে নিচে লাগলাম, সেইসাথে উপভোগ করতে লাগলাম আমার প্রায় ওজনশূন্য চুলকে। স্টাইলিস্ট এর নাম দিয়েছে 'বাতাস-দুলুনি'।

আহ্, নামটা কতটুকু যথার্থ হয়েছে তা যদি সে জানতো।

অধ্যায় ১১১

উপর থেকে ম্যানহাটনের পুরো সীমানা পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। ইস্ট রিভারের ওপাশেই লং আইল্যান্ড যা নিউইয়র্কের চেয়ে আকারে অনেক বড়। আমরা এর উপকূল বরাবর উড়তে লাগলাম, দেখলাম সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ছে। সূর্য তখন ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পর কালো লম্বামতন একটা তীর দেখতে পেলাম আমরা। সামান্য কয়েকটা বাতি জ্বলছে ওখানে, তারমানে কম মানুষ থাকবে। ফ্যাং আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলে আমরা উল্কার বেগে নিচের দিকে নামতে লাগলাম। আমাদের গতির তুলনায় রোলার কোস্টার একদম নস্যি।

"দেখে তো ভালোই মনে হচ্ছে," নরম বালিতে নামার পর সমদ্র সৈকতের চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললো ফ্যাং। এই সৈকতটাকে মনে হয় খুব একটা ব্যবহার করা হয় না, এর সাথে কোন লাগোয়া পার্কিংলট নেই। বিশাল বোল্ডার দিয়ে দু'পাশ বন্ধ করে ফেলা হয়েছে, তাই জায়গাটাকে আরো নিরাপদ মনে হচ্ছে। চারপাশে আরো কিছু বিশাল বোল্ডার একটা প্রাকৃতিক আশ্রয়কেন্দ্রের সৃষ্টি করেছে।

"আহ্ আমাদের বাড়ি," আমি নতুন ব্যাকপ্যাক কাঁধ থেকে নামিয়ে বললাম ।

খাবারের খোঁজে ব্যাকপ্যাকটা হাতড়ালাম আমি, যা পেলাম তা সবাইকে বিলি করে দিলাম, তারপর একটা বিশাল কাঠের গুড়িতে হেলান দিয়ে বসলাম। বিশ মিনিট পর, আমরা আমাদের প্রাত্যহিক মুঠো ঠোকাঠুকি শেষে বোল্ডারের নিচের নরম বালিতে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লাম।

কণ্ঠস্বরটা মাথায় ভেসে বেড়ানোর সময় ব্যথায় মুখটা সামান্য একটু বিকৃত হয়ে উঠলো। *এখন শেখার সময়*, বললো তা।

তারপর আমি তলিয়ে গেলাম অচেতনতার অতল তলে যেনবা আমাকে কেউ সমুদ্রের ঢেউয়ে চুবাচ্ছে। আবছাভাবে কিছু দুর্বোধ্য ভাষা শুনতে পেলাম যার এক বর্ণও বুঝলাম না আমি এবং তখন কণ্ঠস্বরটা বলে উঠলো, সবকিছু প্রয়োজন অনুযায়ী জানানো হবে, ম্যাক্স। আর সবকিছু তোমার জানার প্রয়োজন আছে।

অধ্যায় ১১২

সমুদ্র। আরেকটা নতুন ও অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। চার বছর আগেও আমরা ল্যাবের খাঁচায় বন্দী ছিলাম, তারপর জেব আমাদের চুরি করে নিয়ে আসে। এরপর থেকেই আমরা লুকিয়ে বেড়াচ্ছি, পাশ কাটাচ্ছি নতুন নতুন অভিজ্ঞতাকে।

কিন্তু এখন আমরা প্রতিদিন নতুন কিছু করছি।

"একটা কাঁকড়া!" গ্যাসম্যান তার পায়ের কাছের একটা প্রাণীকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। অ্যাঞ্জেল দৌড়ে গেল কাঁকড়া দেখতে, তার হাতে সিলেস্তে।

"কুকি?" ইগি একটা ব্যাগ ধরে জিজ্ঞেস করলো।

"অবশ্যই," আমি বললাম। সকাল বেলা আমি ও নাজ সবচেয়ে কাছের শহরে গিয়েছিলাম। ওখানকার একটা স্থানীয় দোকান থেকে তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের কুকি আমরা ব্যাগ ভরে নিয়ে আসি।

বলতে কোন দ্বিধা নেই, আমার বর্তমান মিশন হচ্ছে এলা ও তার মা'র সাথে যেরকম সুস্বাদু চকোলেট-চিপ কুকি বানিয়েছিলাম সেরকম কিছু খুঁজে বের করা। তাই প্রায় দুই ডজন কুকি কিনে নিয়ে এসেছি।

কুকিতে একটা কামড় দিলাম। "হুমম," বললাম আমি। "ভ্যানিলার পরিষ্কার গন্ধ, একটু বেশিই মিষ্টি চকোলেট চিপ কুকি যাতে বাদামী চিনির পৃথক একটা আমেজ আছে। ভালো, তবে অসাধারণ কিছু নয়। এটাকে ভান-ভণিতাহীন কুকি হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়।" আমি ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম। "তুমি কি বলো?"

"ভালোই।"

কিছু কিছু মানুষ আছে যারা জানেই না কিভাবে কুকির প্রশংসা করতে হয়।

"আমি এটাকে দশে সাত দিলাম," কথা চালিয়ে গেলাম। "কুকিগুলো গরম গরম হলেও তাদের মধ্যে কি জানি নেই। তাই আমার মিশন অব্যাহত থাকবে।"

ইগি হেসে উঠে আপেলের খোঁজে ব্যাগ হাতড়াতে লাগলো।

নাজ দৌড়ে আসলো, তার জামা পানিতে ভিজে আছে। "এই জায়গাটা অসাধারণ," সে বললো। "আমি সমুদ্র ভালোবাসি! বড় হয়ে আমি একজন বিজ্ঞানী হতে চাই যে সমুদ্র নিয়ে গবেষণা চালাবে। আমি সাগর চষে বেড়াবো,

স্কুবা ডাইভ দিবো এবং বের করবো নতুন নতুন জিনিস। তখন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক আমাকে তাদের দলে নিয়োগ দেবে।"

নিশ্চয়ই, নাজ। যখন আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবো তখন তুমিও ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে কাজ করবে।

নাজ আবারো পানির দিকে ছুটে গেলে ইগি উঠে দাঁড়িয়ে তার পিছু পিছু ছুটতে লাগলো।

"তারা এখানে খুব আনন্দে আছে," ফ্যাং তাদের দিকে তাকিয়ে বললো।

আমি মাথা নাড়লাম। "পছন্দ করার মত সব জিনিসই তো আছে এখানে। সতেজ বাতাস, শান্তি ও নীরবতা, সাগর। এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারবো না, এটা ভাবতেই খারাপ লাগছে।"

ফ্যাং কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। "যদি আমরা এখানে নিরাপদ থাকি?" সে জিজ্ঞেস করলো। "যেমন ধরো, যদি আমরা কোনভাবে জানি যে এখানে আমাদের শান্তি বিঘ্ন করতে কেউ আসবে না। তাহলে কি তুমি থাকবে?"

বেশ অবাক হলাম কথাটা শুনে। "আমাদের ইন্সটিটিউট খুঁজে বের করতে হবে," আমি বললাম। "যদি আমরা কিছু খুঁজে পাই, তাহলে সবাই নিজের নিজের বাবা-মা'কে খুঁজে বের করতে চাইবে। তারপর, জেবকে খুঁজে বের করে তার মুখোমুখিও তো হতে হবে। তাছাড়া, খুঁজে বের করতে হবে ডিরেক্টরের পরিচয়। আর তারা কেনই বা আমাদের নিয়ে এরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালো? কেনই বা তারা বারবার বলছে আমি দুনিয়া রক্ষা করবো?"

ফ্যাং হাত তুলে আমাকে থামালে আমি বুঝতে পারলাম নিজের অজান্তেই উঁচু গলায় কথা বলছিলাম।

"যদি," ফ্যাং আমার দিকে না তাকিয়ে আস্তে করে বললো। "যদি আমরা এ সবকিছু ভুলে যাই?"

আমার মুখ হা হয়ে গেল। কারো সাথে সারাটা জীবন কাটিয়ে তুমি মনে করতে পারো যে সেই মানুষের সবকিছু তুমি জানো। কিন্তু তারপর সেই মানুষটি এমন কিছু করে বসে যে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। "তুমি এসব কি..." আমি বলতে শুরু করলাম কিন্তু তখনই গ্যাসম্যান একটা জীবন্ত কাঁকড়া নিয়ে এসে আমার কোলে ফেলে দিলো। অ্যাঞ্জেলের গলাও শোনা গেল, তার খিদে পেয়েছে। ফ্যাংয়ের কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে চেঁচিয়ে এ কথা বলার সুযোগ পেলাম না আমি, "কে তুমি আর আসল ফ্যাংকে তুমি কি করেছো?"

পরে কোন একসময় করা যাবে।

অধ্যায় ১১৩

পরের দিন সকাল। ফ্যাং শহর থেকে ফিরে এসে আমার পায়ের কাছে নিউইয়র্ক পোস্ট রেখে গেল। আমি পত্রিকাটা উল্টালাম। ছয় নাম্বার পাতায়, আমি দেখলাম "রহস্যময় পক্ষী-শিশুদের খুঁজে বের করা যায় নি।"

"আমাদের জন্য সুখবর," আমি বললাম। "দুই দিন আমরা মোটামুটি সবার অগোচরে থাকতে পেরেছি।"

"আমরা সাঁতার কাটতে যাচ্ছি!" নাজ ইগির হাতে দু'বার টোকা মেরে বললো। ইগি উঠে দাঁড়িয়ে বাকি সবাইকে অনুসরণ করে পানিতে নামলো।

রৌদ্রোজ্জ্বল একটা দিন। যদিওবা সাগরের পানি যথেষ্ট ঠান্ডা কিন্তু তবুও এটা তাদেরকে দমাতে পারলো না। অনর্থক চিন্তা-ভাবনা না করে তারা যে মজা করছে এটা দেখে খুব ভালো লাগছে।

তবে আমি ঠিকই অনর্থক চিন্তা-ভাবনা করে মরছি।

আমার পাশে বসে থেকে ফ্যাং পত্রিকা পড়ছে আর আনমনে বাদাম খাচ্ছে। অন্যরা তখন পানিতে নেমে খেলছে। ইগি ঢেউ থেকে কিছুটা দূরে বালির প্রাসাদ বানাচ্ছে।

ইরেজাররা এখনো আমাদের কিভাবে খুঁজে পেল না? মাঝে মাঝে তারা আমাদের খুব সহজেই বের করে ফেলে, আর মাঝে মাঝে, যেমন এখনকার মতো, আমরা সত্যিকার অর্থে তাদের চোখকে ফাঁকি দিতে সমর্থ হই। আচ্ছা, আমার কব্জির ইমপ্ল্যান্টেড চিপে কি কোন হোমিং সিগন্যাল আছে? যদি থেকেই থাকে তাহলে এতক্ষণে ইরেজাররা আমাদের খুঁজে পেল না কেন? দেখে মনে হচ্ছে, তারা যেন আমাদের সাথে মস্করা করছে, অনেকটা খেলার মতো...

অনেকটা খেলার মতো। কোন এক নিষ্ঠুর খেলা।

স্কুলে জেব একই কথা বলেছিল। এমনকি কণ্ঠস্বরটাও বারবার আমাকে বলে যাচ্ছে যে এ সবকিছুই এক খেলা। আর খেলার মাধ্যমেই শিখতে হবে। সেইসাথে সবকিছু, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সবকিছুই, একটি পরীক্ষা।

হঠাৎ করেই চোখের সামনে যেন হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলে উঠতে দেখলাম আমি। অবশেষে, অবশেষে আমি বুঝতে পারলাম যে এ সবকিছুই হতে পারে এক বিশাল, অসুস্থ ও গুরুত্বপূর্ণ খেলার অংশ।

আর আমি এ খেলার এক অন্যতম প্রধান খেলোয়াড়।

ব্যাপারটা নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। যদি এটা খেলা হয়েই থাকে, তাহলে কি এতে স্রেফ দুটো পক্ষই আছে? কোন ডাবল এজেন্ট কি এখানে আছে?

আমি মুখ খুললাম এ সবকিছু ফ্যাংকে বলার জন্য কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। ফ্যাং আমার দিকে তাকালো, তার কালো চোখজোড়ায় আগ্রহের ছাপ। হঠাৎই এক শীতল আতঙ্ক আমার ওপর এসে ভর করলো। চোখ নামিয়ে নিলাম আমি।

যদি আমরা সবাই একই দলে না থাকি?

এ ধরণের চিন্তা-ভাবনার জন্য বেশ লজ্জিত বোধ করলাম আমি। আবার একইসাথে মনে মনে ভাবলাম, এই ধরণের অসুস্থ চিন্তাই অনেকবার আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে।

আমি সমুদ্র সৈকতের দিকে তাকালাম, সেখানে অ্যাঞ্জেল তখন গ্যাসম্যানের গায়ে পানি ছিটাচ্ছে আর হাসছে। হঠাৎ করেই সে পানিতে ডুব দিলে গ্যাজিও সাথে সাথে তার পিছু ধাওয়া করলো।

স্কুল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার পর কি অ্যাঞ্জেল অন্যরকম আচরণ করছে? আমি গুঙ্গিয়ে উঠে দু'হাতে মাথা রাখলাম। যদি আমি এই পাঁচজনকেই বিশ্বাস করতে না পারি, তাহলে আর বেঁচে থেকে কি লাভ?

"তোমার মাথা কি ব্যথা করছে?" ফ্যাং সতর্কতার সাথে জিজ্ঞেস করলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি মাথা নাড়লাম, তারপর সাগরের দিকে আবার ফিরে তাকালাম। ফ্যাংয়ের উপর আমি অনেক বেশি নির্ভরশীল। আমার তাকে প্রয়োজন আছে। যে কোন ভাবেই হোক আমার তাকে বিশ্বাস করতে হবে।

গ্যাজি পানির ওপর উঠে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে, তাকে বেশ বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে। তারপর সে আমার দিকে তাকালো, তার চোখেমুখে পরিষ্কার আতঙ্ক।

অ্যাঞ্জেল তো এখনো ওপরে উঠে আসেনি। সে এখনো পানির নিচে।

আমি দৌড়াতে শুরু করলাম।

অধ্যায় ১১৪

"অ্যাঞ্জেল!" আমি চিৎকার করে উঠে পানিতে নামলাম। গ্যাজির কাছে পৌঁছে আমি তার কাঁধ আঁকড়ে ধরলাম। "কোথায় সে পানিতে ডুব দিয়েছে?"

"এখানে!" সে বললো। "সে এদিক দিয়েই ডাইভ দিয়ে নেমেছে! আমি তাকে নিচে নেমে যেতে দেখেছি!"

ফ্যাং আমার পিছনে পানিতে এসে নামলো। নাজ ও ইগিও সামনের দিকে এগিয়ে এলো। আমরা পাঁচজন মিলে ঠান্ডা নীল পানির দিকে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে রইলাম। স্রেফ কয়েক ইঞ্চি দেখা যাচ্ছে। একটা ঢেউ আমাদের গায়ে এসে পড়লো।

"আহ্! আমাদের কারো যদি এক্স-রে ভিশন থাকতো!" আমি বিড়বিড় করে বললাম। মনে হচ্ছে যেন একটা শীতল হাত আমার হৃদয় আঁকড়ে ধরেছে।

"অ্যাঞ্জেল!" দু'হাত মুখের কাছে জড়ো করে চিৎকার দিয়ে উঠলো নাজ।

"অ্যাঞ্জেল!" পানি ঠেলে এগুতে এগুতে চেঁচালাম আমি। বড় বড় করে পা ফেলছি, মনে আশা যে যে কোন সময় অ্যাঞ্জেলের শরীরের স্পর্শ পাবো।

ফ্যাং হাত দিয়ে পানি সরিয়ে দেখছে, তার চোখ নিবদ্ধ সাগরের তলদেশে। আমরা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে লাগলাম, সূর্যের প্রখর উত্তাপকে অগ্রাহ্য করে বারবার পানিতে ডাইভ দিলাম।

আমার গলা বুজে আসছে এবং মনে হচ্ছে যে কোন সময় দম বন্ধ হয়ে আসবে। আমার কণ্ঠস্বর হয়ে পড়েছে খসখসে; আর সূর্যের তাপ ও সাগরের লোনা জলে চোখও জ্বালা করছে।

আমরা ত্রিশগজ মতন জায়গা ভালোমত খুঁজলাম কিন্তু কোথাও অ্যাঞ্জেলের টিকিটিরও নাগাল পেলাম না। আমার অ্যাঞ্জেল। আমি সৈকতের দিকে ফিরে তাকালাম যেনবা তাকে বালিতে হাঁটতে দেখতে পাবো। দেখবো সে হেঁটে হেঁটে, কাঠের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাখা, সিলেস্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

একের পর এক মিনিট কাটতে লাগলো।

আমি স্রোতের প্রবল টান অনুভব করলাম। স্রোতের এই প্রবল টানে অ্যাঞ্জেল ভেসে যাচ্ছে, তার চোখেমুখে গভীর আতঙ্ক, অনেক চেষ্টা করেও এই দৃশ্যটা মন থেকে বিদায় করতে পারলাম না। আমরা কি এতদূর এসে এভাবে

তাকে হারিয়ে ফেলবো?

"তুমি কি কিছু দেখতে পেয়েছো?" আমি কান্নাভেজা স্বরে ফ্র্যাংকে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে সে মাথা নাড়লো। তার চোখ তখনো পানিতে নিবদ্ধ, দু'হাত দিয়ে সামনে-পিছনে পানিও সমানে সরিয়ে যাচ্ছে সে।

আবারো আমরা পুরো জায়গাটা চষে বেড়ালাম। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখলাম পানি, সৈকত ও উন্মুক্ত সাগর। তারপর আরেকবার দেখলাম। তারপর আবার।

আমি কিছু একটা দেখতে পেয়ে চোখ পিটপিট করলাম, তারপর ভালোভাবে তাকালাম। এটা..এটা...ওহ্, ঈশ্বর! কয়েক শো গজ দূরে, একটা ছোট্ট ভেজা মাথা পানি থেকে উপরে উঠলো। আমি তাকিয়েই রইলাম। অ্যাঞ্জেল কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে হাত নাড়লো।

আমার হাঁটু যেন কেঁপে উঠলো। পানিতে ধপাস করে পড়েই যাচ্ছিলাম আমি কিন্তু কোনমতে নিজেকে সংযত করলাম।

অ্যাঞ্জেল ও আমি পরস্পরের দিকে ছুটে গেলাম, অন্যরাও তখন পিছু পিছু আসছে।

"অ্যাঞ্জেল," ওর কাছে আসার পর আমার মুখ দিয়ে আওয়াজই বের হচ্ছিল না। "অ্যাঞ্জেল, কোথায় ছিলে তুমি?"

"জানো," সে খুশি খুশি গলায় বললো। "আমি পানির নিচেও শ্বাস নিতে পারি।"

অধ্যায় ১১৫

আমি অ্যাঞ্জেলের ভেজা শীতল দেহখানা জড়িয়ে ধরলাম। "অ্যাঞ্জেল," চেষ্টা করছি না কাঁদার, "আমি মনে করেছিলাম তুমি ডুবে গেছ! কি করছিলে তুমি?"

আমি তাকে ধীরে ধীরে তীরের দিকে নিয়ে চললাম। তীরে পৌঁছে আমরা ভেজা মাটিতে বসে পড়লাম, গ্যাসম্যানকে দেখলাম অনেক কষ্টে কান্না আটকাচ্ছে।

"আমি তো স্রেফ সাঁতার কাটছিলাম," অ্যাঞ্জেল বললো, "তখন দুর্ঘটনাক্রমে সামান্য পানি গিলে ফেললে বিষম খাওয়ার জোগাড় হয়। কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম না গ্যাজি আমাকে খুঁজে পাক। আমরা লুকোচুরি খেলছিলাম তো," সে ব্যাখ্যা করলো। "পানির নিচে। তাই আমি নিচেই থেকে যাই। সে সময় বুঝতে পারলাম যে পানির নিচে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে না। শুধু পানি গিলে ফেললেই হলো।"

"গিলে ফেললেই হলো মানে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি পানি গিলে ফেলে এরকম করি," অ্যাঞ্জেল নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়লো। তার মুখের অবস্থা দেখে আমার হাসি আসার উপক্রম হলো।

"তোমার নাক দিয়ে তা বেরিয়ে আসে?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো।

"না," অ্যাঞ্জেল বললো। "আমি জানি না পানি কোথায় যায়। নাক দিয়ে স্রেফ বাতাস বেরিয়ে আসে।"

আমি ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম। "সে পানি থেকে অক্সিজেন নিচ্ছে।"

"তুমি কি আমাদের দেখাতে পারবে?" ফ্যাং জিজ্ঞেস করলো। অ্যাঞ্জেল উঠে দাঁড়িয়ে তীরের আরো সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কোমর সমান পানিতে নেমে সে ঝাঁপ দিলো। আমি তার থেকে ইঞ্চিখানেক দূরেই থাকলাম, এক সেকেন্ডের জন্যও আর তাকে হারাতে দিচ্ছি না।

সে হাঁটু গেড়ে মুখ ভর্তি করে পানি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। দেখে মনে হলো সে তা গিলে ফেলছে, তারপর নাক দিয়ে বাতাস ছাড়লো সে। আমার চোখদুটো যেন বড় হতে হতে কোটর ছেড়েই বেরিয়ে আসবে অ্যাঞ্জেলের গলা বেয়ে বিন্দু বিন্দু সাগরের পানি বেরিয়ে আসছে।

"হে ঈশ্বর," নিচুস্বরে বললো গ্যাসম্যান।

নাজ কি কি ঘটছে তা ব্যাখ্যা করে ইগিকে বললো। ইগি সব শুনে শিস দিয়ে উঠলো।

"আর আমি এভাবেই পানির নিচে থেকে সাঁতার কেটে যেতে পারি,"

অ্যাঞ্জেল বললো। সে কাঁধদুটো নাড়াচাড়া করে ডানার ভাঁজ খুললো যাতে সূর্যের আলোয় ওগুলো শুকাতে পারে।

"বাজি ধরে বলতে পারি, আমিও এরকম করতে পারবো!" গ্যাসম্যান বললো। "কারণ আমরা ভাই-বোন।"

সে সাগরে নেমে মুখভর্তি করে পানি নিলো। তারপর তা গিলে ফেলে চেষ্টা করলো নাক দিয়ে বাতাস ছাড়ার।

বিষম খেয়ে ভয়ানকভাবে কাশতে লাগলো গ্যাসম্যান। তার নাক দিয়ে সাগরের পানি পড়তে লাগলো, তারপর ওয়াক ওয়াক করতে করতে বমি করার উপক্রম হলো।

"তুমি কি ঠিক আছো?" একসময় শান্ত হয়ে এলে তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মাথা দোলালো সে। তাকে রীতিমত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে।

"ইগি," আমি বললাম, "অ্যাঞ্জেলের গলা ছুঁয়ে দেখো তো কিছু বুঝতে পারো কি না। লোমকূপ থাকার কথা যা দিয়ে পানি বেরিয়ে আসে।"

অনেকটা পালকের মতো অ্যাঞ্জেলের সারা গলায় আঙুল বুলিয়ে গেল ইগি। "কিছুই তো বুঝতে পারছি না," বললো সে। বেশ অবাকই হলাম কথাটা শুনে।

আমরা সবাই এক এক করে চেষ্টা করে দেখলাম আমরাও এভাবে শ্বাস নিতে পারি কি না। না, অ্যাঞ্জেল ছাড়া আর কেউই পারে না।

তো অ্যাঞ্জেল পানির নিচে নিঃশ্বাস নিতে পারে। আমাদের ক্ষমতা এক এক করে উন্মোচিত হচ্ছে, যেনবা প্রোগ্রাম করে রাখা, কখন কোনটা বেরিয়ে আসবে। হয়তোবা কোন একটা নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হলে একটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হই আমরা। কি অদ্ভুত।

অদ্ভুত না, ম্যাক্স, আবারো সেই কণ্ঠস্বর মাঝখানে নাক গলালো। *স্বর্গীয়। এবং অসাধারণ। তোমরা ছয়জন হচ্ছো শিল্পের হাতের ছোঁয়া। তাই উপভোগ করো এসব ক্ষমতা।*

উপভোগ করা যেত, আমি তিক্ত মনে ভাবলাম, যদি আমাকে সারাক্ষণ নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে বেড়াতে না হত। হে ঈশ্বর! শিল্পীর হাতের ছোঁয়া না উন্মাদের হাতের ছোঁয়া? স্বাভাবিক জীবন-যাপনের জন্য কিংবা স্বাভাবিক বাবা-মা'র জন্য আমি আমার ডানা দুটো দিতে সদা প্রস্তুত আছি।

মাথায় একটা হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। আরে, ম্যাক্স, কণ্ঠস্বরটা বললো। আমরা দুজনই জানি যে কথাটা সত্য নয়। একটি স্বাভাবিক পরিবার ও একটি স্বাভাবিক জীবন তোমার মাথা ধরিয়ে দিবে।

"কে তোমার মতামত জানতে চেয়েছে?" আমি রেগে উঠে বললাম

"আমাকে বলছো?" নাজ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"না, কিছু না," আমি অস্ফুট কণ্ঠে বললাম। কিছু কিছু মানুষের কত জোশ জোশ ক্ষমতা আছে যেমন মানুষের মনের কথা বুঝতে পারা কিংবা পানির নিচে শ্বাস নিতে পারা আর কিছু কিছু মানুষ তাদের মাথায় কেবল বিরক্তিকর কণ্ঠস্বরই শুনতে পায়। কি সৌভাগ্য আমার!

তুমি কোন ধরণের ক্ষমতা চাও, ম্যাক্স? কণ্ঠস্বরটা জিজ্ঞেস করলো।

হুমম। আমি আসলে ব্যাপারটা ভেবে দেখি নি। মানে। আমি তো ইতিমধ্যেই উড়তে পারি। হয়তোবা অ্যাঞ্জেলের মতো আমিও মানুষের মনের কথা বুঝতে চাইবো। তাহলে আমি বুঝে নিতাম কে কি ভাবছে, যেমন এমন কেউ যে আমাকে মোটেও পছন্দ করে না কিন্তু ভান করে বসে থাকে যে খুব পছন্দ করে।

হয়তোবা, তুমি আসলে দুনিয়াকে রক্ষা করতে চাও, কণ্ঠস্বরটা বললো। কখনো কি এই ব্যাপারটা ভেবে দেখেছো?

না। আমি ভ্রু কুঁচকে তাকালাম। ওটা বড়দের জন্য ছেড়ে দাও।

কিন্তু বড়রাই তো উল্টা দুনিয়া ধ্বংস করছে, কণ্ঠস্বরটা জবাব দিলো। ব্যাপারটা একটু চিন্তা করে দেখো।

অধ্যায় ১১৬

“দেখো, সাগরতীরে কে এসেছে?”

নিচু কিন্তু শয়তানীতে পূর্ণ একটি কণ্ঠস্বর আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলো। আমি লাফ দিয়ে উঠে বসতে উদ্যত হলাম কিন্তু ঘাড়ে চেপে বসলো একটি ভারি বুটওয়ালা পা।

আরি । এই হারামজাদাটা সবসময়ই কোথা থেকে জানি এসে উদয় হয়।

পরবর্তী মুহূর্তে ফ্যাং এবং ইগি ঘুম থেকে উঠলো আর আমি আমার মুক্ত হাত দিয়ে নাজকে ঠেলে তুললাম।

শিরায় শিরায় এক ধরণের চঞ্চলতা অনুভব করলাম আমি। এর মধ্যে অ্যাঞ্জেল ঘুম থেকে উঠে অনেকটা যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপরে উঠতে শুরু করলো। আমাদের থেকে বিশ ফুট মত উপরে উঠে উড়াউড়ি করতে লাগলো সে, তার এক হাতে সিলেস্তে। আমি তাকে চারপাশে তাকাতে দেখলাম, তার মুখে ফুটে উঠলো আসন্ন বিপদের আগমনী-বার্তা।

আমিও চারপাশে তাকালাম।

এবং আর্তনাদ করে উঠলাম।

আমাদেরকে চারপাশ থেকে ইরেজাররা ঘিরে ধরেছে আর এত ইরেজার আমি জীবনেও দেখি নি। হাজার হাজার ইরেজার। আমার কল্পনাতেও ছিল না যে তারা এত বেশি সংখ্যক ইরেজার বানিয়ে ফেলেছে।

আরি ঝুঁকে এসে ফিসফিসিয়ে বললো, “ঘুমানোর সময় তোমাকে খুব সুন্দর দেখায়, কারণ, তোমার মুখ তখন বন্ধ থাকে। তবে এত চমৎকার চুল কেটে মোটেও ভালো কাজ করো নি।”

“কেউ তোমার মতামত জানতে চায় নি,” আমি কাটাকাটা স্বরে জবাব দিলাম, চেষ্টা করছি ঘাড় থেকে তার বুট সরানোর।

খলখলিয়ে হেসে উঠলো সে। তারপর নিচু হয়ে নখর দিয়ে আমার মুখে আঁচড় কাটতে লাগলো। “আমার ঝগড়াটে মেয়ে খুব পছন্দ।”

“ওর কাছ থেকে সরে যাও!” আরির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ফ্যাং। ঘটনার আকস্মিকতায় আরি রীতিমত তাজ্জব বনে গেছে। তবে সমস্যা হচ্ছে, আরির ওজন ফ্যাংয়ের চেয়ে প্রায় ১০০ পাউন্ড বেশি। কিন্তু ফ্যাং প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে

আছে আর এই মুহূর্তে খুন করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। এ রকম সময়ে ফ্যাংকে খুব ভীতিকর দেখায়।

ইগি ও আমি তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেলাম কিন্তু ইরেজাররা আমাদের আঁকড়ে ধরলো।

"নাজ, গ্যাজি, ভাগো," আমি চেঁচিয়ে বললাম। "এখনই!"

বিনা বাক্যব্যয়ে তারা আমার নির্দেশ মেনে নিলো। শূন্যে শরীর ভাসিয়ে দিয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে তারা অ্যাঞ্জেলের সাথে শামিল হলো। ইরেজাররা ছোঁ মেরে চেষ্টা করলো তাদের পা ধরার। কিন্তু তারা অস্বাভাবিক দ্রুততায় নাগালের বাইরে চলে গেল। বেশ গর্বিত বোধ করলাম তাদের এই কেরামতি দেখে।

আমি মুক্ত হওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগলাম, কিন্তু তিনজন ইরেজার আমাকে শক্ত করে চেপে ধরেছে। "ফ্যাং!" তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। কিন্তু আরির সাথে লড়াইরত ফ্যাং তখন আর কোনকিছু শোনার অবস্থায় নেই। আরি তাকে নিয়ে খেলছে, নখরের আঘাতে আঘাতে তার চেহারার দফারফা বানাচ্ছে।

আমরা ছয়জন অমানুষিক শক্তির অধিকারী। তবে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ইরেজারের সাথে লড়াই করার মত শক্তি আমাদেরও নেই। ফ্যাং তাই শক্তিমত্তায় অনেক পিছিয়ে কিন্তু কিভাবে কিভাবে জানি আরির কলারবোনে একটা কোপ বসিয়ে দিলো সে।

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেল আরি, তারপর কিছুটা ধাতস্থ হয়ে ফ্যাংয়ের মাথায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে বসলো। আমি দেখলাম ফ্যাংয়ের মাথাটা উল্টাদিকে ঘুরে গেল, তারপর কাটা কলাগাছের মত ধপাস করে মাটিতে পড়লো সে।

ফ্যাংয়ের মাথা সজোরে চেপে ধরে একটা পাথরে আঘাত করলো আরি। তারপর আবারো আঘাত করলো।

"তাকে ছেড়ে দাও! থামো! দয়া করে থামো!" আমি চিৎকার করে বললাম। ইরেজারদের হাত থেকে ছোটার জন্য লড়াই করতে লাগলাম আমি, এক পর্যায়ে একজনের পায়ে পাড়া দিয়ে বসলাম। তীব্র চিৎকার করে উঠে আমার হাত মুচড়ে ধরলো সে।

দুর্বলভাবে চোখ মেলে তাকালো ফ্যাং। আরিকে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে তার মুখে বালি ছুঁড়ে মারলো। এরপর সে উঠে দাঁড়িয়ে প্রমাণ

সাইজের এক লাথি বসিয়ে দিলো আরির বুকে। লাথির ধাক্কায় টলোমলো পায়ে কিছুটা পিছিয়ে গেল আরি, তবে দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে কনুই দিয়ে ফ্যাংয়ের মুখে মারলো। রক্ত ছিটকে পড়লো ফ্যাংয়ের মুখ থেকে, আবারো সে মাটিতে পড়ে গেল।

আমি তখন কাঁদছি কিন্তু কথা বলতে পারছি না কারণ একজন ইরেজারের খসখসে, লোমশ হাত আমার মুখ চেপে ধরেছে।

তারপর আরি উবু হয়ে ফ্যাংয়ের নিথর দেহের দিকে তাকালো। তার মুখ খোলা, তীক্ষ্ণ শ্বদন্ত গুলো চিকমিক করছে যা যে কোন সময় ফ্যাংয়ের গলায় নেমে আসবে। "কিরে, শেষ করে দেই এখন?" ভয়ংকরভাবে গর্জে উঠলো আরি।

ওহ্ ঈশ্বর, ওহ্ ঈশ্বর,

"আরি!"

বিস্ময়ে আমার চোখ কপালে উঠলো। এই কণ্ঠস্বরটা তো আমার অতি পরিচিত।

জেব। আমার পালক পিতা। বর্তমানে যে আমার সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু।

অধ্যায় ১১৭

ভয়ানক রাগ ও ঘৃণা নিয়ে আমি জেব বেচেন্ডারকে লক্ষ্য করে গেলাম। সে ইরেজারদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে, অনেকটা যেভাবে মূসা নীলনদ পার হয়েছিলেন। তার প্রতি আমার নতুন এই অনুভূতি বেশ অদ্ভুতই লাগছে, তাকে ঘৃণা করে তো আর ঠিক অভ্যস্ত নই আমি।

আরি থেমে গেল, তার মুখ তখনো ভয়ংকরভাবে ফ্যাংয়ের গলার কাছে ঝুঁকে আছে। ফ্যাংয়ের জ্ঞান এখনো ফেরে নি, তবে তার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক।

"আরি!" জেব আবারো বললো। "যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে অনুযায়ী কাজ করো।"

জেব আমার দিকে এগিয়ে এলো, তবে তার এক চোখ আরির ওপর নিবদ্ধ। যেন অনন্তকাল পর, আরি ধীরে ধীরে ফ্যাংয়ের কাছ থেকে সরে আসলো।

জেব আমার সামনে এসে থামলো।

বহুবার আমার জীবন বাঁচিয়েছে সে। আমাদের সবার জীবনই সে বাঁচিয়েছে। কিভাবে পড়তে হয় তা শিখিয়েছে, শিখিয়েছে ডিম সিদ্ধ করার নিয়ম, তার দিয়ে গাড়ি চালনা। একসময় কতই না নির্ভরশীল ছিলাম তার ওপর! সে-ই ছিল আমার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান।

"এখন কি বুঝতে পারছো, ম্যাক্স?" সে নরম গলায় বললো। "তুমি কি এই খেলার অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যটা দেখতে পাচ্ছো? এখন যে অভিজ্ঞতা তুমি পাচ্ছো তা আগে কেউ পায়নি। এখন কি এসব কিছুর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারছো?"

যাতে আমি কথা বলতে পারি সেজন্য যে ইরেজার আমার মুখ চেপে রেখেছিল সে তার হাত সরিয়ে নিল। সাথে সাথে আমি থুতু ফেলে গলা পরিষ্কার করে নিলাম। জেবের জুতায় লাথি মারলাম আমি।

"না," কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব স্থির রেখে বললাম আমি। যদিওবা ফ্যাংয়ের কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে আছি। "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কখনো বুঝতে পারবোও না। আমি চাই এ সবকিছু থেকে দূরে থাকতে।"

জেবকে প্রচণ্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে, যেনবা ধীরে ধীরে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে তার। "আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, এই পৃথিবীটা বাঁচাতে যাচ্ছো তুমি," সে

বললো। "এটাই তোমার বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য। তোমার কি মনে হয়, একজন সহজ-সাধারণ ১৪ বছর বয়সী এই কাজ করতে সক্ষম? না। তোমাকে এর জন্য হতে হবে সবচেয়ে সেরা, বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। সবকিছুতেই তোমার প্রতিভার চূড়ান্ত প্রয়োগ ঘটাতে হবে।"

হাই তুললাম আমি। জানি জেব এটা দেখে খুব রাগ করবে। এবং হলোও তাই। রাগে জেবের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। "ব্যর্থ হয়ো না," জেবের কণ্ঠে কাঠিন্যের ছোঁয়া। "নিউইয়র্কে তুমি মোটামুটি ভালো কাজই করেছো, কিন্তু সেইসাথে বেশ কয়েকটা ভুলও করেছো। কয়েকটা গুরুতর ভুল। ভুলের মাসুলও হয় কিন্তু চড়া। তাই আরো ভালো সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করো।"

"তুমি আর আমার বাবা নও, জেব," যতটা সম্ভব বিরক্তি আনার চেষ্টা করলাম নিজের কণ্ঠে। "তুমি আর আমার ব্যাপারে দায়বদ্ধও নও। আমি এখন নিজের ইচ্ছেমত সবকিছু করি।"

"আমি তোমার ব্যাপারে সবসময়ই দায়বদ্ধ থাকবো," সে কড়া গলায় জবাব দিলো। "তুমি যদি মনে করো তুমি তোমার জীবনের হর্তা-কর্তা, তাহলে বলতেই হবে যতটা প্রতিভাবান তোমাকে মনে করেছিলাম ততটা তুমি নও।"

"নিজের মন ঠিক করে নাও," আমি পাল্টা জবাব দিলাম। "হয় আমি সবচেয়ে সেরা নতুবা নয়। কোনটা?"

জেব হাত দিয়ে ইশারা করলে ইরেজাররা আমাকে ও ইগিকে ছেড়ে দিলো। ফিরে যাওয়ার সময় আরি মুচকি হেসে আমার দিকে চুমু ছুঁড়লো।

আমি তার দিকে থুতু ছুঁড়লাম। "আব্বা আমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন!" আমি হিসহিসিয়ে বললাম এবং সাথে সাথে তার মুখে অন্ধকার নেমে এলো।

সে আমার দিকে তেড়ে-ফুঁড়ে এগিয়ে আসলো, তার হাত মুষ্টিবদ্ধ। কিন্তু তার এ অগ্রযাত্রা ব্যাহত হলো অন্যান্য ইরেজারদের হস্তক্ষেপে। তারা তাকে টেনে নিয়ে গেল সাগরতীরের শেষ প্রান্তের বোল্ডারটির দিকে। জেবও তাদের সাথেই যাচ্ছে।

অধ্যায় ১১৮

হোঁচট খেতে খেতে আমি ফ্যাংয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। তবে সবার আগে আমি তার ঘাড় পরীক্ষা করে দেখলাম কোন হাড়-টাড় ভেঙ্গেছে কিনা। না, ভাঙ্গে নি। তারপর অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাকে এপাশ ফিরালাম। তার মুখ থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

"ফ্যাং, উঠো," আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

অন্যরা দৌড়ে এলো। "ওর অবস্থা খুব খারাপ মনে হচ্ছে," গ্যাজি বললো। "ডাক্তার দেখানো উচিত।"

কোন হাড় ভেঙ্গেছে বলে মনে হচ্ছে না, শুধু ওর নাকটা ছাড়া কিন্তু তবুও তার হুঁশ ফিরছে না। আমি ওর মাথাটা কোলে তুলে নিলাম এবং আমার শার্ট দিয়ে তার মুখের রক্ত মুছে দিতে লাগলাম।

"আমরা ওকে বয়ে নিয়ে যেতে পারি। তুমি আর আমি মিলে," ইগির ফ্যাকাশে হাতদুটো তখন ফ্যাংয়ের শরীর হাতড়ে বেড়াচ্ছে আঘাতের পরিমাণ অনুধাবনের জন্য।

"কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "আমরা তো ওকে হাসপাতালে ভর্তি করতে পারবো না।"

"না, না, হাসপাতাল না," ফ্যাং জড়ানো গলায় বললো। তবে তার চোখ এখনো বন্ধ।

বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল আমার।

"ফ্যাং!" আমি বললাম। "কি রকম বোধ করছো?"

"খুব খারাপ," অস্পষ্টভাবে বললো সে। তারপরত গুঙ্গিয়ে উঠে অন্যপাশে ফিরতে চাইলো।

"নড়ো না!" আমি তার উদ্দেশ্যে বললাম। কিন্তু সে অন্যপাশে মুখ ফেরালো এবং থুতু দিয়ে বালিতে রক্ত ফেললো। হাত মুখের কাছে নিয়ে এসে থুতু দিয়ে কি জানি ফেললো ও, তারপর ঘুমঘুম চোখদুটো মেললো।

"দাঁত," সে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললো। "বালের মত লাগছে," মাথার পিছন দিকটায় হাত বুলাতে বুলাতে বললো সে।

আমি হাসার চেষ্টা করলাম। "তোমাকে বিড়ালের মত দেখাচ্ছে।"

ইশারায় আমি তাকে বিড়ালের গোঁফের সাথে তার চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়ে দিলাম। সে আমার দিকে তিক্ত চোখে তাকালো।

"ফ্যাং," হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমার গলা ভাঙ্গতে শুরু করেছে। "যেভাবেই হোক বেঁচে থাকো। ঠিক আছে?"

এরপর কোন সতর্কতা ছাড়া, আমি ঝুঁকে তার মুখে চুমু খেলাম।

"আউ," সে তার কাঁটা ঠোঁট স্পর্শ করে বললো। তারপর সে ও আমি পরস্পরের দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলাম।

মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো আমার। আড়চোখে দেখলাম নাজ ও গ্যাসম্যান আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সৌভাগ্যবশত ইগি অন্ধ আর অ্যাঞ্জেল ব্যস্ত ফ্যাংকে পানি দেয়ার কাজে।

আস্তে আস্তে ফ্যাং উঠে বসলো, তার চোয়াল শক্ত হয়ে আছে এবং সারা মুখময় ঘাম। "ওহ্," কেশে বললো সে। "খুবই খারাপ লাগছে।"

নিজের ব্যথার কথা খুব একটা স্বীকার করে না ফ্যাং, খুব সম্ভবত এটাই সর্বপ্রথম। সে টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে অ্যাঞ্জেলের কাছ থেকে পানি নিল। এক ঢোক পানি নিয়ে সে মুখ ধুলো এবং কুলকুচি করে বালিতে ফেললো।

"ঐ হারামজাদা আরিকে আমি খুন করবো," ফ্যাং বললো।

অধ্যায় ১১৯

কোন প্রকার দুর্ঘটনা ছাড়াই ফ্যাং ও আমরা সবাই ম্যানহাটনে ফিরে আসলাম।

"ভালোই গুন্ডাগিরি দেখালে তুমি," অন্ধকার সেন্ট্রাল পার্কে নেমে বললাম আমি। ফ্যাংকে বিধ্বস্ত ও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, তবে কোন ধরণের অভিযোগ ছাড়াই সে এতদূর উড়ে এসেছে।

"এই-ই আমি," বললো সে। কিন্তু সেইসাথে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাতেও ভুললো না ও, যেনবা আমাকে চুমুটার কথা আকারে-ইঙ্গিতে মনে করিয়ে দিলো।

সারা মুখে এক ধরণের গরম আঁচ অনুভব করলাম। সারা জীবনে কখনো এত লজ্জিত বোধ করি নি আমি।

"তুমি কি সত্যিই ঠিক আছো, ফ্যাং?" নাজের কণ্ঠে উদ্বেগের ছোঁয়া। ফ্যাংয়ের একজন সত্যিকার অনুরাগী নাজ।

ফ্যাংকে দেখে মনে হচ্ছে তাকে কেউ পাহাড় থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। তার সারামুখে বেগুনি ক্ষতচিহ্ন, গালে অসংখ্য কাঁটাছেঁড়ার দাগ আর তার হাঁটাচলার মাঝেও এক ধরণের যন্ত্রণার ছাপ বিদ্যমান।

"আমি ঠিকই আছি," জবাবে বললো সে। "উড়ে বেশ ভালো লাগছে।"

"চলো কোন এক জায়গায় ধীরে-সুস্থে বসে বিশ্রাম নেই, তারপর না হয় আরো একবার ইন্সটিটিউট খুঁজে বের করার চেষ্টা করা যাবে," আমি বললাম। "আমাদের এটা খুঁজে বের করতেই হবে, এখন কোনমতেই থামা উচিত হবে না আমাদের। কি বলো তোমরা?"

"হ্যা, ঠিকই বলেছো," নাজ বললো। "কাজটা শেষ করা উচিত। আমি আমার আম্মুর ব্যাপারে জানতে চাই। সেইসাথে অন্য সবকিছুর ব্যাপারেও। আমি আমার পুরো ঘটনাটাই জানতে চাই, তা খারাপ-ভালো যাই হোক না কেন।"

"আমিও," বললো গ্যাজি। "আমি আমার বাবা-মা'কে এই জন্য খুঁজে বের করতে চাই যাতে তাদের বলতে পারি যে তারা কতটুকু ফালতু। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম, হাই, আব্বা-আম্মা, তোমরা জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই নও!"

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে নিরাপত্তার খাতিরে আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা উচিত। সাবওয়ে স্টেশনে পৌঁছে, আমরা প্লাটফর্ম থেকে লাফ দিয়ে নেমে, রেলওয়ে ট্র্যাক ধরে দ্রুত হাটা শুরু করলাম। সবকিছুই খুব পরিচিত লাগছে এবং কয়েক মিনিট হাটার পর আমরা এর উত্তরও পেয়ে গেলাম। ততক্ষণে আমরা হাজির হয়েছি একটা বিশাল গুহাতে যেখানে গৃহহীন লোকেরা থাকে। এই সেই গুহা যেখানে আমরা কয়েকদিন আগে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

"আহ্, এ তো সেই লোভনীয় জায়গা," বললো ফ্যাং, কৃত্রিম উত্তেজনায় দু'হাত ঘষছে সে।

তার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচালাম আমি; আমরা তখন কংক্রিটের সেই পুরনো প্রান্তটিতে উঠছি। তবে ভেতরে ভেতরে এটা দেখে আমি খুশি হলাম যে, ব্যঙ্গ করার মত শক্তি এখনো তার আছে।

হঠাৎ করে নিজেকে খুব পরিশ্রান্ত মনে হলো। তাই প্রাত্যাহিক মুঠো ঠোকাঠুকির জন্য আমি আমার বাম মুঠো এগিয়ে দিলাম। ওই কাজটা করা শেষ হয়ে গেলে অ্যাঞ্জেল আমার কাছে এসে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লো।

আমি সবাইকে ভালো করে দেখে নিয়ে নিশ্চিত হলাম সবাই ঠিক আছে কিনা, বিশেষ করে ফ্যাং, তারপর কংক্রিটের মেঝেতে গা এলিয়ে দিলাম।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বলতে পারবো না। তবে সেই পরিচিত মাথাব্যথা ঘুমেও হানা দিলো। ঠিক এরকম সময়ে আস্তে আস্তে জেগে উঠলাম আমি। চোখ না খুলেই, অনেকটা ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে, হাতটা ঝটকা মেরে সামনে নিয়ে এলাম এবং একজনের কব্জি আঁকড়ে ধরলাম।

শোয়া অবস্থা থেকে দ্রুত উঠে বসলাম ও আগন্তুকের হাত মুচড়ে পিছনের দিকে নিয়ে আসলাম। ঘুম থেকে তখন সম্পূর্ণ জেগে উঠেছি।

"শান্ত হও, আহাম্মক!" হাতের মালিক ক্ষিপ্ত হয়ে বললো। আমি তার হাত আরো জোরে মুচড়ে ধরলাম, যেনবা এক হ্যাচকা টানে ছিঁড়ে ফেলবো। আমার পক্ষে এই কাজটা করা খুবই সহজ।

পাশে ফ্যাং এসে উদয় হলো, তার চোখদুটো সতর্ক। তবে তার নড়াচড়ার গতি কিছুটা মন্থর।

"তুমি আবারো আমার ম্যাকের বারোটা বাজাচ্ছো," সেই হ্যাকারটা বলে উঠলো। তার কথা শুনে আমি হাতের বাঁধন আলগা করলাম। "হে ঈশ্বর, কি হয়েছে তোমার?" ফ্যাংকে উদ্দেশ্য করে বললো সে।

"শেভ করতে গিয়ে কেটে ফেলেছি," ফ্যাং জবাব দিলো।

হ্যাকারটি ভ্রু কুঁচকে তার কাঁধ ঘষতে লাগলো। "তুমি আবার ফিরে এলে কেন?" সে রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করলো। "আমার হার্ডড্রাইভের তো দফারফা করে দিচ্ছো তুমি।"

"দেখি," আমি বললাম এবং ছেলেটা গোমড়া মুখে তার ল্যাপটপ খুললো।

আমার মাথার ভেতরের জিনিসগুলোয় ল্যাপটপের স্ক্রিন ভরে আছে নকশা, শব্দ, ছবি, ম্যাপ, অংকের ফর্মুলা।

ক্ষিপ্ত চোখে তাকিয়ে রইলো হ্যাকার ছেলেটি, তাকে ভয়ানকভাবে বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে। "অদ্ভুত," সে বললো। "তোমাদের কাছে কি কোন কম্পিউটার নেই?"

"না," ফ্যাং বললো। "এমনকি একটা সেল ফোনও নেই।"

"কিংবা পাম পাইলট?" হ্যাকারটা জিজ্ঞেস করলো

"নাহ," আমি বললাম। "আমাদের কাছে এত উঁচু প্রযুক্তির জিনিস নেই।"

"মেমোরি চিপ?" ছেলেটা নাছোড়বান্দার মত লেগে রইলো।

আমার ভেতরটা যেন জমে গেল। ফ্যাংয়ের দিকে একবার তাকালাম আমি।

"কি ধরণের মেমোরি চিপ?" বললাম আমি। স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি তখন।

"যে কোন ধরণের," হ্যাকারটি বললো। "যে কোন ধরণের মেমোরি চিপ যার ভেতরে এমন কিছু ডাটা আছে যা আমার হার্ড ড্রাইভের কাজকে ব্যাহত করবে।"

"আমাদের কাছে যদি চিপ থেকেও থাকে," আমি সতর্কভাবে বললাম। "তুমি কি ওটা খুলতে পারবে?"

"আমি যদি বুঝতে পারি ওটা কি," সে বললো। "তাহলে হয়তোবা পারবো। তোমাদের কাছে কি আছে?"

"ছোট ও বর্গাকার একটা জিনিস," আমি তার দিকে না তাকিয়ে বললাম।

"এরকম?" হ্যাকারটি আঙ্গুল দিয়ে দেখালো।

"এরচেয়েও ছোট।"

এবার আঙুলের আয়তন আরো কমালো সে। "তোমার কাছে এত ছোট একটা মেমোরি চিপ আছে?"

আমি মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম।

"আমাকে দেখাও। কোথায় ওটা?"

আমি বড় করে শ্বাস নিলাম। "আমার ভেতরে। ওটা আমার শরীরে ইমপ্ল্যান্ট করা। আমি এক্স-রে'তে জিনিসটা দেখেছি।"

সে দু'চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। ল্যাপটপটা অফ করে সে এর ডালা লাগিয়ে দিলো। "তোমার শরীরে এত ছোট আকারের একটা মেমোরি চিপ ইমপ্ল্যান্ট করা?" সে যেন নিশ্চিত হতে চাইছে।

আমি আবারো মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালাম।

সে কয়েক পা পিছালো। "এরকম চিপ থাকা মানে খারাপ খবর," সে ধীরে ধীরে বললো। "হয়তোবা এটা এনএসএ'র কাজ। আমি এ নিয়ে কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না। দেখো, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাকো! এরপর তারা হয়তোবা আমার পিছু নিবে।" সে পিছাতে পিছাতে অন্ধকারে মিশে গেল। "আমি ওদেরকে ঘৃণা করি! ঘৃণা করি!" কথাটা বলেই টানেলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লো সে।

"আবার দেখা হবে, দোস্ত," আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

ফ্যাং আমার দিকে বিরক্তি ভরা চোখে তাকালো। "নাহ, তোমাকে নিয়ে আর কোথাও যাওয়া যাবে না।"

ইশ, বড় ইচ্ছা করছিল ওকে আচ্ছামত পেটাতে কিন্তু ইচ্ছেটাকে কবর দিতে হলো।

অধ্যায় ১২০

আমরা ঘুমানোর চেষ্টা করলাম...বিশ্রামের আসলেই দরকার আমাদের। আমি ঝিমাতে লাগলাম। তবে ঠিক ঘুমোচ্ছি না, এ ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিত। আবার ঠিক জেগেও নেই।

আমি যেন অন্য কোন ভূবনে প্রবেশ করেছি যেখানে আমি আমার দেহের উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি এবং বুঝতে পারছি কোথায় আছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও নড়াচড়া করতে পারছি না কিংবা কথা বলতে পারছি না। আমার নিজেরই অভিনীত কোন ফিল্ম যেন আমি দেখছি।

আমি একটা অন্ধকার টানেল ধরে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি অথবা হয়তোবা টানেলটাই আপনা-আপনি এগিয়ে যাচ্ছে আর আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দু'পাশ দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। ও আচ্ছা, তাহলে এটা একটা সাবওয়ে টানেল।

আমি তখন ভাবছি, ঠিক আছে, এটা একটা সাবওয়ে টানেল। কিন্তু তাতে কি হলো?

ঠিক সে সময় আমি ট্রেন স্টেশনটা দেখতে পেলাম থার্টি-থার্ড স্ট্রিট। ইন্সটিটিউটের বিল্ডিং ছিল থার্টি-থার্ড স্ট্রিটে। সাবওয়ে টানেলের সেই অন্ধকারে আমি একটা মরচে-ধরা গ্রেট দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম নিজেকে গ্রেটটা তুলতে। নোংরা বাদামী পানির নহর বয়ে যাচ্ছে। ওয়াক থু ...এটা হচ্ছে পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালী।

হ্যালো।

প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার পিছনে...

বিংগো, ম্যাক্স, আমার মাথার ভেতরকার কণ্ঠস্বরটা বলে উঠলো।

আমার চোখদু'টো খুলে গেল। ফ্যাং আমার দিকে উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। "এখন কি?"

"আমি জানি আমাদের কি করতে হবে," আমি বললাম। "সবাইকে ডেকে তুলো।"

অধ্যায় ১২১

"এই দিকে," টানেলের অন্ধকার ঠেলে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম আমি। মনে হচ্ছে যেনবা একটা ম্যাপ আমার চোখের রেটিনায় গেঁথে আছে আর তা-ই অনুসরণ করে যাচ্ছি আমি। এই রকম ক্ষমতা যদি জীবনের বাকি সময়ও আমাকে বয়ে বেড়াতে হয় তবে আমি নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব কিন্তু এই মুহূর্তে এটা খুব কাজে দিচ্ছে।

আরেকটা জিনিস আমার বলা দরকার...এই মুহূর্তে আমার খুব ভয় লাগছে। আগে কখনোই আমার এত ভয় লাগে নি আর এই ভয়ের কারণটাও আমি ধরতে পারছি না। হয়তোবা আমি সত্য জানতে চাই না। তাছাড়া, মাথাটাও দপদপ করছে এবং এর জন্যও আমি কিছুটা উদ্বিগ্ন বোধ করছি। তবে কি আমার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে? আমি কি মারা যাচ্ছি? আমি কি হঠাৎ ধপাস করে পড়ে গিয়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করবো?

"ঐ কণ্ঠস্বরই কি ব্যাপারটা তোমাকে বলে দিয়েছে, ম্যাক্স?" নাজ আমাকে গুঁতো মেরে জিজ্ঞেস করলো।

"অনেকটা সে রকমই," আমি জবাবে বললাম।

"জোশ," ইগিকে বিড়বিড় করতে শুনলাম। তবে তার এই বিড়বিড়ানি অগ্রাহ্য করলাম আমি। প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা ইন্সটিটিউটের আরো কাছে পৌছে যাচ্ছি...এই ব্যাপারটা আমি ভেতরে ভেতরে অনুভব করতে পারছি। অবশেষে আমরা সব প্রশ্নের জবাব পেতে যাচ্ছি এবং খুব সম্ভবত মুখোমুখি হতে যাচ্ছি আমাদের জীবনের সবচেয়ে শক্ত লড়াইয়ের। কিন্তু আমাদের কৌতূহল অনেক তীব্র আমরা কারা? কিভাবে তারা আমাদেরকে বাবা-মা'র কাছ থেকে নিয়ে আসলো? কে আমাদের শরীরে এভিয়ান ডিএনএ ঢুকালো এবং কেন? আমাদের বাবা-মা কে, এই প্রশ্নটা থেকে ইচ্ছে করেই দূরে থাকলাম আমি। জানি না এই সত্যটা সহ্য করতে পারবো কিনা। কিন্তু অন্য প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি। আমি চাই এর সাথে জড়িত সবার নাম জানতে । সেইসাথে তারা কোথায় থাকে, এটাও জানতে চাই আমি।

"এখানে টানেলটার আরেকটা শাখা দেখা যাচ্ছে," আমি বললাম, "আর আমরা ট্র্যাকবিহীন পথটাই বেছে নিচ্ছি।"

অ্যাঞ্জেল পরম বিশ্বাসে আমার হাত ধরে আছে। গ্যাসম্যান এখনো

ঝিমাচ্ছে, মাঝে মাঝে এর জন্য হোঁচটও খাচ্ছে সে। ইগি ফ্যাংয়ের বেল্ট ধরে এগুচ্ছে।

আমরা ফ্লোরে একটা মরচে-ধরা গ্রেট খুঁজে বেড়াচ্ছি। স্বপ্নে আমি গ্রেটটা দেখতে পেয়েছি যখন টানেলটা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কাজেই গ্রেটটা এখানেই কোথায় থাকার কথা। কিন্তু কোথাও এর দেখা পেলাম না। আমি থমকে দাঁড়ালাম, অন্য সবাইও আমার পিছনে থামলো।

"এখানেই তো এটা থাকার কথা," আমি নিঃশ্বাস চেপে বলে উঠলাম। দু'চোখ তখন অন্ধকারে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কি থাকার কথা, এটা কখনো চিন্তা করো না, ম্যাক্স। বরঞ্চ চিন্তা করো কি আছে।

আমি দাঁতে দাঁত পিষলাম। তুমি কি সোজাসুজি আমাকে কিছু বলতে পারো না? আমি ভাবলাম। সবকিছু এত দুর্বোধ্য করে বলার মানে কি?

আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এখানে কি আছে? চোখ বন্ধ করে অনুভব করার চেষ্টা করলাম কোথায় আছি আমি। নিজেকে নিরেট গর্দভের মত মনে হলো।

তারপর আমি সামনে পা বাড়ালাম, তখনো চোখ বন্ধ করে বুঝার চেষ্টা করছি আমাদের কোনদিকে যাওয়া উচিত। হঠাৎ মনে হলো, আমার এখন থামা উচিত। তাই আমি থামলাম এবং নিচের দিকে তাকালাম।

আমার পায়ের নিচে একটা বিশাল মরচে-ধরা গ্রেটের আবছা কাঠামো দেখা যাচ্ছে।

বাহ্, তুমি তো জোশ, নিজেকেই বললাম আমি। "এদিকে আসো," আমি সবাইকে ডাকলাম।

গ্রেটটাকে সহজেই খোলা গেল। ফ্যাং, ইগি ও আমি মিলে একটা টান দিতেই এর স্ক্রু ঝরঝর করে ঝরে পড়লো। আমরা এটাকে একপাশে সরিয়ে রাখলাম।

এর নিচেই একটা ম্যানহোল। আমি এটার এক প্রান্তে নামলাম। তারপ র নিউ ইয়র্ক সিটির পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীর দিকে যাত্রা শুরু করলাম।

কি ভাগ্য।

শেষ পর্যন্ত, কণ্ঠস্বরটাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হলো। করতেই হলো। আমি কি মারা যাব? এটাই কি এ সবকিছুর উদ্দেশ্য?

একটা বড়সড় যন্ত্রণাদায়ক বিরতি।

তারপর কণ্ঠস্বরটা জবাব দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। হ্যা, ম্যাক্স, তুমি মারা যাবে। পৃথিবীর অন্য সবার মত তুমিও মারা যাবে।

ধন্যবাদ, কনফুসিয়াস।

অধ্যায় ১২২

আমরা একে একে নামতে শুরু করলাম এবং ফুট দুয়েক প্রশস্ত এক কিনারায় এসে দাঁড়ালাম। এই কিনারার নিচেই নোংরা পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

"ওয়াক! থু," বললো নাজ। "কি জঘন্য! এখান থেকে বের হবার পর আমি ডিসইনফ্যাকট্যান্ট দিয়ে গোসল করতে চাই।"

অ্যাঞ্জেল তার শার্টের নিচে সিলেস্তেকে ঢুকিয়ে রাখলো।

"ম্যাক্স?" গ্যাসম্যান বললো। "ওগুলো কি, উম, ইঁদুর?"

চমৎকার। "হ্যা, ওগুলোকে তো ইঁদুর বলেই মনে হচ্ছে। খুব সম্ভবত ধেড়ে ইঁদুর," আমি তড়িঘড়ি করে বললাম, প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছি নেকু মেয়েদের মতো তারস্বরে চিৎকার না করার।

"জিসাস," ইগির গলায় একরাশ বিরক্তি। "তোমার কি মনে হয় ওরা পার্ক বা ওই জাতীয় কোথাও থাকবে।"

আমাদের সামনে টানেলটা চারটি পথে বিভক্ত। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে আমি বামদিকের পথটাই বেছে নিলাম। বেশ কয়েক মিনিট পর, পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে আমি হাঁটা থামিয়ে দিলাম।

হ্যালো, কণ্ঠস্বর? আমি ভাবলাম। দয়া করে একটু সাহায্য করো।

কণ্ঠস্বরটা আমার কথার জবাব দেবে, এই আশা করছিলাম না। আর করলেও উদ্ভট কিছুই বলবে।

নিচের দিকে তাকিয়ে ভিরমি খাবার জোগাড় হলো আমার। পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীর উপরে একটা স্বচ্ছ প্লাটফর্মে আমি দাঁড়িয়ে আছি। ইচ্ছে হলো জোরে চিৎকার দিয়ে উঠি। আমার পায়ের নিচেই আরেকটা ম্যাক্স বেকুবের মতো তাকিয়ে আছে আর দলের বাকি সদস্যদের দৃষ্টিও আমার ওপর নিবদ্ধ। ফ্যাং হাত বাড়িয়ে অন্য ম্যাক্সের হাত ধরলো। আমি ব্যাপারটা অনুভব করতে পারলাম কিন্তু কেউ তো আমার সাথে নেই।

কখন তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করবে, ম্যাক্স? কণ্ঠস্বরটা বললো। কখন তুমি নিজেকে বিশ্বাস করবে?

"হয়তোবা তখন যখন আমার নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মাদ মনে হয় না," আমি দাঁত কিড়মিড় করে জবাব দিলাম।

ঢোক গিলে আমি কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা চালালাম। তারপর আবারো স্বচ্ছ পাটফর্মের দিকে দৃষ্টি দিলাম।

আমি দেখতে পেলাম মৃদু আলোয় আলোকিত আমাদের ফেলে আসা

পথ, অনেকটা যেন সরলরেখার মত এগিয়ে গেছে। এরপর এই সরলরেখার ন্যায় আলোকিত পথটি টানেলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলো যেনবা কোন নিওন সাইন হয়ে আমাদের পথ দেখাচ্ছে।

দ্রুত একবার উপরের দিকে তাকালাম কিন্তু স্রেফ জঘন্য হলুদ টাইলের সেই খিলানই দেখতে পেলাম যা কোন গ্লাস সিলিং দ্বারাও আচ্ছাদিত নয়।

ফ্যাং তখনো আমার হাত ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় দেখছে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে একটা লজ্জিত হাসি হাসলাম। "আমার দিকে এভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকাতে তাকাতে তোমার নিশ্চয় বিরক্তি ধরে গেছে।"

"ব্যাপারটা এখন কিছুটা একঘেয়ে লাগছে," সে বললো। "তা, কি হয়েছে?"

"আমি তোমাকে এমনকি ব্যাখ্যাও করতে চাই না," কপালের ঘাম মুছে বললাম আমি। "বললে তুমি আমাকে কোন পাগলাগারদে দিয়ে আসবে।"

আমি আবারো সবাইকে পথ দেখিয়ে সামনে নিয়ে চললাম। টানেলের কিছু অংশ মৃদু আলোয় আলোকিত, আবার কিছু অংশ অন্ধকারে আছন্ন। কিন্তু কখনো নিজেকে অনিশ্চিত কিংবা পথভ্রষ্ট বলে মনে হচ্ছে না এবং বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর, আমি আবারো থামলাম। কারণ মনে হলো এখন থামার সময় হয়েছে।

ইঁদুরের কিঁচকিঁচ শব্দ অগ্রাহ্য করে আমরা যখন চারপাশ দেখছি তখন আমি বুঝতে পারলাম এখানে আমাদের উপস্থিতির কারণ।

একটা স্যুয়ার দেয়ালের সাথে, প্রায় দেখাই যায় না এমনভাবে লাগানো একটা ধূসর ধাতব দরজা।

"আমরা এসে পড়েছি, বন্ধুরা।"

অধ্যায় ১২৩

খুব বেশি উত্তেজিত হয়ো না। কারণ দরজাটা লক করা।

"ঠিক আছে, বন্ধুরা," আমি নরম গলায় বললাম। "কেউ কি মনের মাধ্যমে দরজার লক খুলতে পারবে? জলদি বলো।"

কেউ পারে না।

"তাহলে ইগি এদিকে আসো।" আমি সামনে থেকে সরে ইগিকে দরজার কাছে নিয়ে আসলাম। তার হাত দরজা হাতড়ে বেড়ালো, অনুভব করলো এর কিনারা, তারপর কি-হোলে খুঁজতে লাগলো। যেনবা কেউ একজন এখনই একটা চাবি নিয়ে হাজির হবে।

"ঠিক আছে," ইগি বিড়বিড়িয়ে বললো। সে তার পকেট থেকে তালা খোলার সরঞ্জামাদি বের করলো। যদিওবা আমি এটা দু'মাস আগে চিরদিনের জন্য বাজেয়াপ্ত করে ফেলেছিলাম যখন সে বাড়িতে আমার আলমারির দরজার লক খুলে ফেলেছিল।

বাড়ি। এটা নিয়ে আর ভেবো না। তোমার এখন আর কোন বাড়ি নেই। এখন তুমি গৃহহীন।

অতি সর্ন্তপণে ইগি একটা সরঞ্জাম বেছে নিল, তারপর সেটা পরিবর্তন করে অন্য আরেকটা বাছলো। অ্যাঞ্জেল শঙ্কিত চোখে ইঁদুরদের দিকে তাকিয়ে আছে এবং ঘন ঘন নিজের দেহের ভার পরিবর্তন করছে। ইঁদুরগুলো কেন জানি আমাদের ব্যাপারে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

"ওরা নিশ্চিত আমাদের কামড়াবে," অ্যাঞ্জেল আমার হাত জোরে চেপে বললো। সে তার শার্টের নিচে লুকানো সিলেস্তেকে মৃদু চাপড় দিয়ে দিয়ে যেন সাহস জোগাচ্ছে। "আমি তাদের মনের কথাও বুঝতে পারি।"

"না, সোনামণি," আমি মৃদুস্বরে বললাম। "তারা আমাদের দেখে ভয় পেয়েছে। তারা তো আগে এত বিশাল, কুৎসিত...কোন প্রাণী দেখে নি। তাই তারা একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।"

আমাকে সে সুন্দর একটা হাসি উপহার দিলো। "তাদের চোখে আমরা আসলেই কুৎসিত।"

পাক্কা তিন মিনিটে ইগি লকটা খুলে ফেললো যা একটা ব্যক্তিগত রেকর্ড। এর আগে আমার আলমারির তিনটা লক খুলতে ওর সাড়ে চার মিনিট লেগেছিল।

দরজার কোন হাতল না থাকাতে আমি, ইগি ও ফ্যাং মিলে এর প্রান্ত ধরে টানতে থাকলাম। ধীরে ধীরে ভারি দরজাটা খুলে গেল।

আমাদের সামনেই একটা লম্বা, অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ি। নিচের দিকে নেমে গেছে।

"এটাই বাকি ছিল," ফ্যাংয়ের বিড়বিড়ানি শুনা গেল। "একটা পাতাল অভিমুখী সিঁড়ি।"

ইগি শব্দ করে নিঃশ্বাস ছাড়লো। "তুমি আগে যাও, ম্যাক্স।"

আমি সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখলাম।

এখন থেকে তোমাকে একলা একলাই সব কিছু সামলাতে হবে, ম্যাক্স, আমার ভেতরকার কণ্ঠস্বরটা বলে উঠলো। পরে কথা হবে।

অধ্যায় ১২৪

আমার মাথাব্যথা আবারো ফিরে এসেছে, আগের চেয়েও তীব্র আকারে। "সবাই পা চালাও," আমি সবার উদ্দেশ্য বললাম।

সিঁড়িতে একরত্তি আলোও নেই, একদম নিকষ কালো আঁধার। সৌভাগ্যজনকভাবে, আমরা সবাই অন্ধকারে ভালোই দেখি। বিশেষ করে ইগি।

মনে হচ্ছে সিঁড়ির ধাপগুলোন অন্তহীন আর লক্ষ্য করলাম হাত রাখার জন্য কোন রেলিং নেই এটাতে। যেই এটা বানিয়ে থাকুক, নিরাপত্তা নিয়ে তার তেমন কোন মাথাব্যথা ছিল না।

"কি করছো, এ ব্যাপারে তোমার কি কোন ধারণা আছে?" ফ্যাং নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো।

"আমার আমাদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি," আমি সামনের ধাপে পা ফেলে বললাম। "যেসব প্রশ্নের উত্তর আমরা সারা জীবনভর পেতে চেয়েছি, তা-ই আমরা এখন পেতে যাচ্ছি।"

"আমরা তাই করছি যা তোমার কণ্ঠস্বর আমাদেরকে করতে বলেছে," সে বললো।

আমি কিছুটা উদ্বিগ্ন বোধ করলাম। "কিন্তু কণ্ঠস্বরটার কথা তো এখন পর্যন্ত ফলে এসেছে, তাই না?"

শেষ পর্যন্ত সিঁড়ির তলায় এসে হাজির হলাম। "এসে পড়েছি," আমার বুক ধুকপুক করছে।

"তোমার সামনেই একটা দেয়াল," ইগি বললো।

আমি অন্ধকারে হাত বাড়ালাম, আমার হাত কয়েক ফুট দূরে একটা দেয়ালের গায়ে ঠেকলো। একটু পর আমি একটা দরজার সন্ধান পেলাম, তারপর একটা হাতলের। "দরজা," আমি বললাম। "তোমাকে আবার প্রয়োজন হতে পারে, ইগি।"

আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য দরজার হাতলটা ঘুরালাম, লে হালুয়া...দরজাটা খুলে গেল।

আমরা সবাই চুপ মেরে গেলাম। কোন ক্যাঁচকোঁচ শব্দ ছাড়াই দরজাটা সটান খুলে গেল এবং দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সজীব, সতেজ বাতাসের অভ্যর্থনা পেলাম। পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীর পূতিগন্ধময় বাতাসের অভিজ্ঞতার পর এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

নিজেকে মনে হচ্ছে *এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড*-এর এলিস যে কিনা এইমাত্র খরগোশের গর্তে পড়েছে। আমি সামনে এগুলাম, আমার পা ডুবে গেল ভারি একটা কার্পেটে। হ্যা, ঠিকই শুনেছো, কার্পেট।

হালকা আলোয় আমি আরেকটা দরজার সন্ধান পেলাম। উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপতে কাঁপতে আমি দরজাটা খুললাম।

সবকিছুকেই কেন জানি খুব সোজা মনে হচ্ছে। একটু বেশিই সোজা।

আমরা দ্বিতীয় দরজাটা পার হলাম, তারপর থেমে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালাম।

আমরা একটা ল্যাবের মাঝখানে আছি। ঠিক স্কুলের সেই ল্যাবের মতো একটা ল্যাব।

"আমরা ইন্সটিটিউটে এসে পড়েছি," আমি বললাম।

"উম, এ কি কোন ভালো সংবাদ?" গ্যাজি জিজ্ঞেস করলো।

অধ্যায় ১২৫

"ধ্যাততারিকা," ফ্যাং হতভম্ব হয়ে বললো।

আমার চেয়ে উঁচু উঁচু কম্পিউটারে পুরো জায়গাটা পরিপূর্ণ। আর টেবিলে রাখা দরুণ দারুণ সব ল্যাব সরঞ্জামাদি। বেশ কয়েকটা বোর্ড ভরে আছে বিভিন্ন নকশায়...মাথা ব্যথার সময় এগুলোই দেখেছিলাম আমি। যন্ত্রপাতি থেকে একটা মৃদু গুঞ্জনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

টেবিলের মাঝখান দিয়ে আমরা পথ করে এগুলাম, চেষ্টা করতে থাকলাম এ সবকিছু মনে গেঁথে নিতে। আমি জানি এ বিল্ডিংয়ে ইরেজার আছে। আমি যেন তাদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি।

তখনই আমি কম্পিউটারটা দেখতে পেলাম। ওটা কোন কারণে বন্ধ করা হয় নি, ওর স্ক্রিন থেকে উজ্জ্বল আভা বের হচ্ছে। এটার মাধ্যমেই অনেক কিছু জানা যেতে পারে...আমাদের অতীত, আমাদের পিতা-মাতার হদিস ও যাবতীয় আনুষঙ্গিক ইতিহাস।

"ঠিক আছে, বন্ধুরা," আমি আস্তে করে বললাম। "চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে নজর রাখো। মনে রেখো, ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি চেষ্টা করছি কম্পিউটারটা হ্যাক করতে।"

আমি কাউন্টারের সামনের টুলে বসে মাউস আঁকড়ে ধরলাম।

পাসওয়ার্ড?

অস্থির হয়ে আমি আঙুল ফুটাতে লাগলাম। পাসওয়ার্ড তো যে কোন কিছুই হতে পারে, আমি ভাবলাম।

আমি টাইপ করা শুরু করলাম।

আমার ব্যর্থতার ইতিহাস বলে তোমাদেরকে বিরক্ত করবো না। তবে আমি কৃতজ্ঞ এ জন্য যে তিনটা ভুল পাসওয়ার্ড দেয়ার পরও সিস্টেম আমাকে লক করে দেয় নি। কিন্তু সুযোগ পাওয়ার পরও 'স্কুল,' 'বেচেল্ডার,' 'মা,' 'ইরেজার' এবং আরো বেশ কয়েকটা শব্দ কোন কাজেই আসলো না।

"এর কোন মানে নেই," আমি হতাশ হয়ে বললাম।

"কি সমস্যা, ম্যাক্স?" নাজ আমার পাশে এসে বললো।

"এই পাসওয়ার্ড কোনভাবেই ক্র্যাক করতে পারছি না। শূন্য হাতে ফিরে যাওয়ার জন্যই কি আমরা এত দূর এসেছি? কত বড় হারু আমি! ভাবতেও কষ্ট লাগছে!"

নাজ আরো কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। মনিটরটা সে এমনভাবে ঘুরালো যাতে

ভালো করে তা দেখতে পারে। স্ক্রিনের লেখা পড়তে লাগলো সে। আমার ইচ্ছা করছিল তাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিতে, কিন্তু ওর প্রতি এত রূঢ় হতে মন চাইলো না।

নাজ তার চোখ বন্ধ করলো।

"নাজ?" আমি ডাকলাম তাকে।

সে তার হাতটা মনিটরে রাখলো, যেনবা মাপজোক করে দেখছে।

"হ্যালো?" আমি বললাম। "কি করছো তুমি?"

"উম, বড় হাতের এক্স, একটা /, ছোট হাতের এন, বড় হাতের পি, নাম্বার সাত, বড় হাতের ও, বড় হাতের এইচ, ছোট হাতের জে এবং নাম্বার চার...এই কয়টা দিয়ে চেষ্টা করে দেখো," সে ফিসফিসিয়ে বললো।

আমি তার দিকে বোকার মত তাকিয়ে রইলাম। রুমের অন্যপাশ থেকে ফ্যাং আমাদের তাকিয়ে আছে এবং তার চোখে চোখ পড়লো আমার।

তড়িঘড়ি করে আমি তার কথামত সবকিছু টাইপ করলাম। পাসওয়ার্ড বক্সে অক্ষরগুলোকে বিন্দুর আকার ধারণ করতে দেখলাম আমি।

এন্টারে চাপ দিলাম আমি এবং কম্পিউটারে যেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হলো। স্ক্রিনের বাম দিকে বেশ কয়েকটা আইকনের দেখা মিললো।

আমরা ভেতরে ঢুকতে পেরেছি।

অধ্যায় ১২৬

আমি তখনো নাজের দিকে তাকিয়ে আছি। সে ধীরে ধীরে তার চোখ দুটো খুললো। প্রসন্ন হাসিতে ভরে আছে তার সারা মুখ। "কাজ হয়েছে?"

"হ্যা, কাজ হয়েছে," আমার বিস্মিত স্বীকারোক্তি। "তুমি এটা কিভাবে পেলে?"

"কম্পিউটারের মাধ্যমে," সে খুশিমনে বললো। "যখন আমি ওটা স্পর্শ করলাম তখন দেখতে পেলাম যে এখানে কাজ করে তার জ্বলজ্যান্ত ছবি। এক লালচুলো মহিলা এখানে কাজ করে। মহিলা প্রচুর কফি খায়। সে পাসওয়ার্ডটা টাইপ করলো আর আমি যেন তা ভেতরে ভেতরে অনুভব করতে পারলাম।"

"ওয়াও," আমি বললাম। "আচ্ছা, অন্য আরেকটা কিছু ছুঁয়ে দেখো তো।" নাজ পাশের চেয়ারে গিয়ে তার হাত রাখলো। সে চোখ বন্ধ করে রাখলো এবং কিছুক্ষণ পর হেসে উঠলো। "এক টাকলু এখানে বসে। সারাক্ষণ দাঁত দিয়ে নখ কাটে সে। কালকে ও আগে-ভাগেই বাসায় চলে গেছে।" চোখ খুলে সে আমার দিকে হাসি মুখে তাকালো। "এখন আমি এক নতুন প্রতিভার অধিকারী! জোশ!" সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলো।

"খুব ভালো খবর, নাজ," আমি বললাম। "তাছাড়া, তুমি এখানে আমাদের চামড়াও বাঁচিয়েছো।"

আমি শেষ পর্যন্ত কম্পিউটারটাতেই নিজের মনোযোগ নিবদ্ধ করলাম। আইকনগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে আমি রাইট ক্লিক করে এক্সপ্লোরার খুললাম। 'এভিয়ান,' 'স্কুল,' 'জেনেটিকস' শব্দগুলো পর পর লিখে সার্চ দিলাম আমি।

তারপর, ওহ্, ঈশ্বর...একের পর এক ফাইলে স্ক্রিন ভরে যেতে লাগলো।

কি-বোর্ডের ওপর দিয়ে আমার আঙ্গুলের ঝড় বয়ে যেতে লাগলো। নাম, তারিখ ও আরো অনেক কিছু লিখে চেষ্টা চালিয়ে গেলাম কোন একটা যোগাযোগ বের করার।

সৃষ্টির ইতিহাস। নামটা দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, সাথে সাথে ক্লিক করলাম ওটাতে। এক নিঃশ্বাসে পড়ে যেতে লাগলাম আমি, এক সময় হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম।

আমি দেখলাম আমাদের নাম, হাসপাতালের নাম, শহরের নাম...এমনকি আমাদের বাবা-মা'র নামও। তারপর নামের পাশে মানুষের ছবিও দেখতে

পেলাম। এরাই কি আমাদের বাবা-মা? তাই-ই তো হওয়ার কথা। ওহ্, ঈশ্বর, ওহ্ ঈশ্বর। এই তথ্যই আমরা খুঁজছিলাম!

আমি প্রিন্টে চাপ দিলে একের পর এক কাগজ বেরিয়ে আসতে লাগলো।

"কি করছো তুমি?" ফ্যাং কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো।

"মনে হয় আমি কিছু একটা খুঁজে পেয়েছি," এক নিঃশ্বাসে বললাম তাকে। ভালো করেই জানি এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ সব তথ্য পড়ার মত সময় আমাদের হাতে নেই। "আমি এগুলো প্রিন্ট করে ফেলছি, তারপর আমরা এখান থেকে ভাগবো। তুমি সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করো।"

প্রিন্টার থেকে আমি কাগজগুলো হাতিয়ে নিতে থাকলাম, তারপর ভাঁজ করে আমার সব পকেটে ঢুকালাম। জানি না কি পরিমাণ কাগজ এখানে আছে তবে এক সময় প্রিন্টার থামলো। পেট ফেটে যাচ্ছে সবাইকে সব কিছু খুলে বলার জন্য, কিন্তু চুপটি মেরে রইলাম আমি। রীতিমত ঠোঁটে কামড় মেরে নিজেকে থামাতে হলো।

"চলো, চলো!" আমি শঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলাম। "চলো ভাগি এখান থেকে!"

"উহ্, এক সেকেন্ড, ম্যাক্স," গ্যাসম্যানের কণ্ঠ যথেষ্ট অদ্ভুত শোনাচ্ছে।

অধ্যায় ১২৭

ফ্যাব্রিকের কাপড়ে আচ্ছাদিত একটা দেয়ালের পাশে গ্যাসম্যান দাঁড়িয়ে আছে এবং কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সে কাপড়টা একপাশে সরিয়ে রেখেছে। ধীরে ধীরে আমরা সবাই তার পাশে এসে দাঁড়ালাম।

ফুট দুয়েক দূরত্বে থাকতেই আমার হৃদস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেল। চিৎকার থামানোর জন্য আমি মুখে হাত চেপে ধরলাম। তবে অ্যাঞ্জেল ঠিকই চিৎকার দিলো, একসময় ফ্যাং এসে তার মুখ চেপে ধরলো।

পর্দার পেছনেই একটা গ্লাসের দেওয়াল। অবশ্য, সেটা কোন সমস্যা না।

কিন্তু গাসের পিছনে আরেকটা ল্যাব রুম। ওখানে আছে ল্যাব স্টেশন, কম্পিউটার এবং...খাঁচা।

ঐ খাঁচায় ঘুমন্ত কয়েকটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে। কাঠামোগুলো দেখতে বাচ্চাদের মতো।

ডজন ডজন বাচ্চা।

রুপান্তরিত বাচ্চা।

ঠিক আমাদের মতো।

অধ্যায় ১২৮

কিছু সময়ের জন্য বাকশক্তি হারিয়ে ফেললাম আমি। আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ গ্ল-াসের দেয়ালে। ওখানে একটা ছোট্ট প্যাড দেখতে পেলাম। সামনে এগিয়ে গিয়ে আগুপিছু কোন কিছু না ভেবেই ওটাতে চাপ দিয়ে বসলাম আমি।

গ্লাসের দেয়ালটা খুলে গেল এবং আমরা পা টিপে টিপে এর ভেতরে প্রবেশ করলাম।

সত্যি সত্যিই, কয়েকটা রুপান্তরিত বাচ্চা খাঁচায় ও ক্রেটে শুয়ে আছে। এদের দেখে আমার ছোটবেলাকার ভয়াবহ স্মৃতির কথা মনে পড়লো। মুহূর্তেই আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি। মিনিটখানেকের জন্য মাথাব্যথার কথা ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু আবারো তা মহাসমারোহে ফিরে আসলো। অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে আমার মগজ যে কোন সময় ফেটে যেতে পারে।

অ্যাঞ্জেল বিমর্ষ চোখে একটা খাঁচার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি সেই খাঁচার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার জানামতে, শত শত জেনেটিক এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে শুধু আমরা ও ইরেজাররাই সফল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছি। আমাদের সামনের খাঁচার মেঝেতে যে ছোট্ট দু'টা প্রাণী ঘুমিয়ে আছে তারা ব্যর্থতার জ্বলজ্যান্ত উদাহারণ। খুব সম্ভবত তারা বেশি সময় বাঁচবেও না। বিশেষ করে যখন তোমার দেহ-অভ্যন্তরের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঙ্গ দেহের বাইরে থাকে। কিডনি, পাকস্থলী, হৃদযন্ত্র। আহ্, দুর্ভাগা বাচ্চারা।

“কি মর্মান্তিক,” ফ্যাং অস্ফুটস্বরে বললো। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম সে একটা বিশালদেহী বিড়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। আগে কখনো আমি সত্যিকারের কোন জন্তু ল্যাবে দেখিনি। যখন এ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম তখন হঠাৎ প্রাণীটা ঘুম থেকে উঠে চোখ পিটপিট করলো। তারপর পাশ ফিরে আবারো ঝিমাতে লাগলো।

আমি প্রচণ্ড জোরে ঢোক গিললাম। এর চোখগুলো মানুষের। বিড়ালটার থাবা আরো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার সময় আরেকটা জিনিস বেরিয়ে আসলো। এটার মানুষের মতো আঙ্গুল আছে।

পাশ ফিরে দেখলাম, অ্যাঞ্জেল আরেকটা ছোট খাঁচার সামনে লাগানো কার্ড পড়ছে। খাঁচার কুকুরসদৃশ বাসিন্দাটি ঘুমের মধ্যেই দৌড়াচ্ছে। “কিরে

কুত্তা," অ্যাঞ্জেল ফিসফিসিয়ে বললো। "তোকে একদম টোটো'র মতো লাগছে। *উইজার্ড অফ দ্য ওজ*-এর টোটো।"

আমি নাজের দিকে এগিয়ে গেলাম। সে স্থানুর মত একটা খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভেতরে তাকালাম।

এই প্রাণীটার ডানা আছে।

ফ্যাংয়ের সাথে আমার দৃষ্টি বিনিময় হলো এবং সেও আমাদের সাথে এসে যোগ দিলো। পক্ষী শিশুটাকে দেখার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লো সে। আমি তার চোখে বিষন্নতা দেখতে পেলাম। খুব ইচ্ছা হলো ফ্যাংকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু আর সেটা আর করা হয়ে উঠলো না।

"তুমি ভালো করেই জানো, আমরা সবাইকে বাঁচাতে পারবো না," সে নরম গলায় আমাকে বললো।

"আমার তো পুরো পৃথিবীটাই বাঁচানোর কথা, মনে আছে?" আমি ফিসফিসিয়ে জবাব দিলাম। "এদের দিয়েই না হয় শুরু করা যাক।"

এই তো, ম্যাক্স, কণ্ঠস্বরটা বললো। এই-ই হচ্ছে তোমার এবং ফ্যাংয়ের মধ্যে তফাৎ।

খবরদার! ফ্যাং সম্বন্ধে উল্টাপাল্টা কিছু বলবে না, আমি ভাবলাম। সে সাধারণত ঠিকই বলে। এবারও খুব সম্ভবত ঠিক বলছে।

সবসময় সঠিক হওয়াটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি সবসময় সঠিক কাজ করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? এ দুটার মধ্যে যে কোন একটা বেছে নেয়া খুবই কঠিন।

যাই হোক। এখন আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। "খাঁচার বাঁধন খোলা শুরু করো," আমি ইগিকে ফিসফিসিয়ে বললাম। সে এই একই কথা গ্যাসম্যানকে ফিসফিসিয়ে বললো এবং এভাবেই চলতে থাকলো।

আমি একটা খাঁচা খুলে ভেতরের প্রাণীটাকে জাগিয়ে তুললাম। "পালানোর জন্য প্রস্তুত হও," আমি ফিসফিসিয়ে বললাম তাকে। "আমরা তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবো।" বেচারা বাচ্চাটা কোনকিছু না বুঝে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

বেশ কয়েকটা প্রাণী ইতিমধ্যেই জেগে গেছে। তারা খাঁচায় মুখ ঠেকিয়ে অদ্ভুত ধরণের আওয়াজ করছে। আমরা তড়িঘড়ি করে একের পর এক দরজা খুলে দিতে লাগলাম। অবশেষে বেশির ভাগ বন্দীকেই মুক্ত করতে সমর্থ হলাম আমরা, তারা এখন খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে ল্যাবের সদরদরজার দিকে ভীতি ও

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

একটা খাঁচায় একজন বয়স্ক বাচ্চাকে দেখলাম আমি। তার দেহের গঠন দেখে মনে হলো সে একজন মেয়ে। মেয়েটার ডানা আছে...দেখতে পেলাম তার দেহের পাশে ডানাদুটো ভাঁজ করে রাখা।

আমি তাড়াতাড়ি খাঁচার দরজা খুলে দিলাম। তবে তার কথা শুনতে পেয়ে রীতিমত বিস্মিত হলাম।

"কে তুমি? আর কেনইবা এগুলো করছো?" সে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"বাচ্চারা খাঁচায় থাকে না," আমি তাকে বললাম। তারপর উচ্চকণ্ঠে সবার উদ্দেশ্যে বলে উঠলাম, "চলো, জায়গাটাকে উড়িয়ে দেই।"

অধ্যায় ১২৯

"এদিকে!" নাজ রুপান্তরিতদের ল্যাব থেকে বের করে নেয়ার জন্য বললো। "ভয় পেয়ো না।"

"আমি গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি," ইগি বললো। "তাই, ভয় পাওয়াই উচিত।"

"হাঁটো, হাঁটো!" আমি নির্দেশ দিলাম। আমার বুক ধুকপুক করছে...এ কি করছি আমি? এ সব বাচ্চাদের কি আমি ঠিকমত দেখভাল করতে পারবো? আমি তো আমার দলকেই ঠিকমতো চালাতে পারি না।

ব্যাপারটা নিয়ে আগামীকালকে চিন্তা করা যাবে।

"নাজ! ফ্যাং! অ্যাঞ্জেল!" আমি ডাক দিলাম। "বাইরে, বাইরে, বাইরে!"

তারা আমাকে পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলো, এবং তারপর আমরা প্রথম দরজাটা পার হয়ে ভারি কার্পেটে আচ্ছাদিত ফ্লোরে এসে ঢুকলাম। "সিঁড়ি দিয়ে উপরে!"

ইগি আমাকে সতর্ক করে দেয় নি। তবে আমি অনুভব করতে পারলাম যে আমাদের দলটা যে কোন সময় ধরা পড়তে পারে। এবং সেটা খুব একটা ভালো অভিজ্ঞতা হবে না।

আগে-ভাগেই পরিকল্পনা করো, ম্যাক্স। চিন্তা করো সবকিছু।

ঠিক বলেছো, কণ্ঠস্বর। ঠিক আছে, প্রথমে সিঁড়ি, তারপর পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালী...বলতে গেলে আমি সবাইকে ঠেলে-ঠুলে সিঁড়ি দিয়ে তুলতে লাগলাম। একটা বাচ্চা ভয় পেয়ে কুঁকড়ে বসে রইলো। আমি তাকে কাঁধে তুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকলাম। এক লাফে দুই ধাপ পার হচ্ছি। আমার মাথায় ইতিমধ্যে বের হবার রাস্তার চিত্র আঁকা হয়ে গেছে।

সামনে ফ্যাং টানেলে বের হবার দরজা খুললো, আমরা সবাই তার পিছনে পিছনে বেরিয়ে আসলাম। সজীব, সতেজ আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে এলাম গরম, ভ্যাপসা আবহাওয়ায়।

"আমরা কোথায় আছি?" মুক্ত হওয়া সেই পক্ষী বালিকাটি জিজ্ঞেস করলো। তার বয়স খুব সম্ভবত দশ বছর আর মুক্ত হওয়া সবার মধ্যে সে-ই মনে হয় একমাত্র কথা বলতে পারে।

“এক বিশাল নগরীর নিচের পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীতে,” আমি সংক্ষেপে তাকে বললাম। “মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেয়ার জন্য আমরা সবাই বাইরে বের হচ্ছি।”

“এখনো বাইরে বের হও নি,” পেছন থেকে আরির হিসহিসানি শোনা গেল। “প্রথমে আমাদের কিছু আলাপ করা দরকার, ম্যাক্সিমাম। তুমি এবং আমি মিলে। পুরনো সময়ের খাতিরে।”

অধ্যায় ১৩০

আমি জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লাম, দেখতে পেলাম মেয়েটার চোখও ভয়ে বড় বড় হতে শুরু করেছে। সে-ও কি আরিকে চেনে? আমি তার হাতে আমার কাঁধের ভীত বাচ্চাটাকে ধরিয়ে দিলাম, তারপর ঘুরে দাঁড়ালাম।

"আবারো ফিরে এসেছো? তা, তুমি এখানে কি করছো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "আমি তো ভাবলাম আব্বা বোধহয় তোমাকে বেতাচ্ছেন।"

আরির হাত মুঠোবদ্ধ হয়ে গেল।

আমার সময় দরকার। এক হাত পিছনে নিয়ে আমি সবাইকে ইশারা দিলাম দৌড় দেয়ার জন্য। "তো কি ঘটেছিল, আরি?" তার মনোযোগ আমার ওপর রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমি। "জেব যখন আমাদের নিয়ে পালালো তখন কে তোমাকে লালন-পালন করলো?"

তার চোখদু'টো সরু হয়ে আসলো। "বিজ্ঞানীরা। এ নিয়ে চিন্তা করো না; আমি দক্ষ লোকদের হাতেই ছিলাম। সবচেয়ে সেরা মানুষদের হাতে।"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম..."আরি, জেব কি তোমাকে ইরেজার বানানোর অনুমতি দিয়েছিল নাকি তার অনুপস্থিতিতে কেউ একজন তোমাকে জোর করে ইরেজার বানিয়ে দেয়?"

আরির পেশিবহুল দেহ রাগে থরথর করে কাঁপছে। "তাতে তোমার কি? তুমি তো নিখুঁত, একজন সফল রিকমবিন্যান্ট। আর আমি তো কেউ না, মনে আছে? আমি সে-ই ছেলে যাকে ইচ্ছে করে পেছনে ফেলে আসা হয়েছিল।"

আমাদের সাথে এতকিছু করার পরও, আরির জন্য কেন জানি একটু মায়া লাগলো। সে ঠিকই বলছে...স্কুল থেকে পালিয়ে যাবার পর তার ব্যাপারে একটুও ভাবিনি আমি। জেব কেন তাকে ফেলে রেখে এলো কিংবা তার কি ঘটলো, এ নিয়ে আমি মোটেও চিন্তিত ছিলাম না।

"কেউ তোমার ওপর বিশ্রি পরীক্ষা চালিয়েছে যখন তোমাকে রক্ষা করার জন্য জেব ছিল না," আমি মৃদু কণ্ঠে বললাম।

"চুপ করো!" ঘেউ ঘেউ করে উঠলো সে। "তুমি কিচ্ছু জানো না! একটা ইটের মতোই আহাম্মক তুমি!"

"হয়তোবা না। কেউ একজন দেখতে চাচ্ছিল একদম শৈশবকাল থেকে শুরু না করলে ইরেজারদের আয়ু বাড়ে কিনা," আমি বলতে থাকলাম। আরি এখন কাঁপছে, তার হাত একবার মুষ্ঠিবদ্ধ হচ্ছে আবার খুলছে। "তোমার তখন

বয়স ছিল তিন বছর। তারা তোমার দেহে ডিএনএ ঢুকিয়ে তোমাকে বানিয়ে দেয় একজন সুপার ইরেজার। ঠিক বলেছি?"

হঠাৎ করেই মুঠো পাকিয়ে আরি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমার রিফ্লেক্স ভালো হওয়া সত্ত্বেও সে আমার গালে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি বসিয়ে দিতে সমর্থ হলো। আমি টানেলের দেয়ালে গিয়ে পড়লাম।

জোরে শ্বাস নিলাম আমি, মনে মনে তখন মারামারি করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। জেব আমাদেরকে মারামারির বেশ কিছু কৌশল শিখিয়েছিল। এর মধ্যে একটা হচ্ছে, কখনো ন্যায়সঙ্গত ভাবে মারামারি করো না...কারণ এভাবে জয়লাভ করা সম্ভব না। বরঞ্চ ব্যবহার করো সব ঘৃণ্য কলা-কৌশল। লড়াইয়ে আহত হবে কিংবা ব্যথা পাবে, সেটাও প্রত্যাশা করো। তুমি যদি ব্যথা পেয়ে বিস্মিত হয়ে যাও, তাহলে পরাজিত হবে।

আমি ধীরে ধীরে আরির দিকে ফিরলাম। "বাস্তব দুনিয়ায় এতো দিনে হয়তোবা তুমি ক্লাস টু'তে পড়তে," মুখে রক্তের নোনা স্বাদ পেয়ে বললাম। "যদি জেব তোমাকে বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে রক্ষা করতে পারতো।"

"বাস্তব দুনিয়ার বাসিন্দারা তোমাকে উদ্ভট প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করে হয়তোবা মেরেই ফেলতো।"

"আর তুমি...জানি কি?" আমি অভিনয় করছি বিভ্রান্ত হবার। "স্বীকার করে নাও, আরি। তুমি স্রেফ একজন বিশালদেহী, লোমশ সাত বছরের বাচ্চাই নও। তুমি আমার চেয়েও বেশি উদ্ভট এক প্রাণী। আর তোমার নিজের বাবাই এটা ঘটতে দিয়েছেন।"

"চুপ করো!" আরি হিংস্রভাবে চিৎকার করে উঠলো।

তার জন্য মায়াই লাগলো।

তবে এটা স্রেফ কয়েক সেকেন্ডের জন্য।

"দেখো, আরি," আমি আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, তারপর হঠাৎই একটা দশাসই লাথি কষিয়ে দিলাম ওর বুকে। এই লাথি খেয়ে যে কোন সাধারণ মানুষের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু আরি স্রেফ এক পা পিছালো।

তবে আরো সঠিক ভাবে বলতে গেল আধা-পা পিছালো।

আমার গলা চেপে ধরলো সে, আর আমি চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। তারপর আমার পেটে সে দুপদাপ কিছু ঘুষি বসিয়ে দিলো। আরি একটা ষাঁড়ের মতোই শক্তিশালী। আর ষাঁড়ের তো অনেক শক্তিশালী হওয়ার কথা, তাই না?

"তুমি আজ আমার হাতে মরবে," আরি গর্জিয়ে উঠলো।

তারপর সে নখর বের করে আমার দিকে ছুটে আসলো...এবং হঠাৎ করেই পা পিছলালো।

শ্যাওলাযুক্ত টানেলে তার জুতা পিছলিয়ে গেল এবং ধপাস করে মাটিতে পড়লো সে। প্রচণ্ড জোরে আঘাত পাবার কারণে সে কিছুক্ষণ চিৎপটাং হয়ে শুয়ে রইলো।

"ওদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাও!" আমি ফ্যাংকে চেঁচিয়ে বললাম। তারপর আরির বুকে নিজের দেহের সমস্ত ভার ছেড়ে দিলাম।

আমি নিজের হৃদয়ের ধুকপুক শুনতে পাচ্ছি, অনুভব করতে পারছি ভেতরকার আড্রেনালিন প্রবাহ। মনে পড়লো, সাগরতীরে ফ্যাংকে কি মারটাই না মেরেছিল আরি...আর সে পুরো ব্যাপারটা খুব উপভোগও করেছে।

আরি উঠে বসার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগলো, চেষ্টা করলো আমাকে ঠেলা মেরে ফেলে দেয়ার। আমি দু'হাত দিয়ে তার মাথা আঁকড়ে ধরলাম।

কিন্তু সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। সে অনেক দ্রুত, আমার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি দ্রুত।

আরি আবারো আমাকে ঘুষি মারলো। মনে হলো আমার পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে, সে আমার হাড়-মাংস আলাদা করে ফেলতে চাইছে। আমাকে সে এত ঘৃণা করে কেন? সব ইরেজাররা আমাদের এত ঘৃণা করে কেন?

"হ্যা, ম্যাক্সিমাম, আমি ব্যাপারটা উপভোগ করছি। আমি চাই এটা দীর্ঘসময় ধরে উপভোগ করতে।"

আমি এখন পরিণত হয়েছি তার ঘুষি প্র্যাকটিস করার ব্যাগে আর এ ব্যাপারে তেমন কিছু করারও নেই আমার। বিশ্বাস করতে পারবে না, কি পরিমাণ ক্ষিপ্ত হয়েই না পেটাচ্ছে আমাকে ও।

সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে যে জিনিসটা আমাকে বাঁচাচ্ছে সেটা হচ্ছে টানেলের পিচ্ছিল মেঝে।

ঠিক তখনই আরি আবারো ভারসাম্য হারালো এবং আমি পেলাম এক সুবর্ণ সুযোগ। সুযোগের সদ্ব্যবহার ঘটিয়ে তার গলায় লাথি মারলাম আমি। যাকে বলা যায়, একটি নিখুঁত লাথি।

আরি নিচের দিকে পড়তে শুরু করলো। আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাথা আঁকড়ে ধরলাম এবং আমরা একসাথে মাটিতে পড়লাম। আরি বিশালদেহী হওয়াতে আওয়াজ হলো প্রচণ্ড, যেনবা এক বস্তা সীসা মাটিতে পড়েছে। ধপাস! আরির ঘাড় যাতে টানেলের কঠিন মেঝেতে জোরে ধাক্কা খায় সেজন্য আমি তাকে চেপে ধরলাম। কোন একটা কিছু ভাঙ্গার বিশ্রি একটা

শব্দে অনুরণিত হতে লাগলো চারপাশ। হতভম্ব হয়ে আরি ও আমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"তুমি সত্যি সত্যিই আমাকে খুব ব্যথা দিয়েছো," হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে, তার কণ্ঠস্বরে ভয়ানক বিস্ময়। "আমি তো তোমাকে কখনোই এভাবে আঘাত করতাম না।" তারপর তার মাথাটা একদিকে কাত হয়ে গেল, শরীরটাও হয়ে পড়লো নিথর। তার চোখ দু'টো উলটে যাওয়াতে সাদা অংশটুকু দেখা গেল।

"ম্যাক্স?" ইগি চেষ্টা করছে শান্ত থাকার। "কি হয়েছে?"

"আমি...আমি..." আমি ঢোক গিললাম। তখনো আরির বুকে বসে আছি, দু'হাত দিয়ে ধরে রেখেছি তার মাথা। "মনে হয় আমি ওর ঘাড় ভেঙ্গে ফেলেছি।"

আবারো ঢোক গিললাম আমি। নিজেকে হঠাৎ করেই অসুস্থ মনে হচ্ছে। "আমার মনে হয় সে মারা গেছে।"

অধ্যায় ১৩১

আমরা কিছু ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম এবং শুনতে পেলাম সিঁড়িতে কারো পায়ের আওয়াজ।

চিন্তা করার মত সময় হাতে নেই।

আমি আরির প্রাণহীন দেহ থেকে লাফ দিয়ে নামলাম এবং অ্যাঞ্জেলের হাত ধরলাম। অ্যাঞ্জেল ইগিকে ধরে দৌড়াতে লাগলো। আমাদের পেছনেই নাজ ও গ্যাসম্যান। সর্বাঙ্গে ব্যথা করছে, কিন্তু তবুও দৌড়াচ্ছি। ফ্যাং ও অন্যান্য বাচ্চাদের কোন নাম-নিশানা খুঁজে পেলাম না...তারা ইতিমধ্যেই চলে গেছে।

"উড়ো!" আমি অ্যাঞ্জেলের হাত ছেড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বললাম। সে তৎক্ষণাৎ ঝটকা মেরে তার ডানা খুলে বাতাসে গা ভাসিয়ে দিলো। তার স্নিকার জোড়ায় পানির ছোঁয়া লাগলো, কিন্তু সে আবারো উপরে উঠতে সমর্থ হলো। টানেল ধরে উড়ে চললো সে, তার সাদা ডানা যেন অন্ধকারে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর পরই গেল গ্যাসম্যান, আর তার পিছু পিছু ইগি।

আমি একটা গমগমে কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

"সে আমার ছেলে ছিল!"

জেবের আর্তনাদ টানেলের পাথুরে দেয়ালে লেগে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। হঠাৎ করেই যেন বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেল। আমি কি সত্যিই আরিকে খুন করেছি? সবকিছুই কেমন জানি অবাস্তব মনে হচ্ছে...স্যুয়ার, ফাইল, রুপান্তরিত বাচ্চা, আরি...আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

নাহ, আমি জেগেই আছি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে জেবের দিকে তাকালাম আমি। এই লোকটা একদা একসময় আমার প্রিয় মানুষ ছিল।

"কেন তুমি এসব করছো?" আমি গলায় সর্বশক্তি ঢেলে চেঁচিয়ে বললাম। "কিসের জন্য এই খেলা? এই পরীক্ষা? দেখো কি করেছো তুমি।"

জেব আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমার মনে পড়ে গেল সেইসব দিনের কথা যখন আমি তাকে বাবা হিসেবে ভাবতাম, বিশ্বাস করতাম। তখন তার আসল অভিপ্রায় কি ছিল? এখনই বা ওর আসল অভিপ্রায় কি?

হঠাৎ করেই সে তার কথার সুর পাল্টে ফেললো। সে এখন আর চিৎকার

করছে না। "ম্যাক্স, তুমি জীবনের নানা রহস্যের উত্তর জানতে চাও। কিন্তু রহস্যের উত্তর জানতে চাইলেই তো আর জানা যায় না। সবার জন্য ঐ একই কথা প্রযোজ্য, এমনকি তোমার জন্যও। আমি তোমার বন্ধু। কখনো এ কথাটা ভুলো না।"

"আমি ইতিমধ্যেই এ কথা ভুলে গেছি!" চিৎকার করে জবাব দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। জেব পেছনে পড়ে রইলো।

"ডানদিকে যাও!" চেঁচিয়ে অ্যাঞ্জেলকে বললাম আমি। সে আমার কথামত ডানদিকে মোড় নিয়ে টানেলের বৃহদাকার অংশে প্রবেশ করলো।

তার পিছু পিছু উড়ে যাওয়ার সময় শেষবারের মত এক গগনবিদারী আর্তনাদ শুনতে পেলাম। জেব আবারো তার সুর পাল্টেছে...এখন সে আমার উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে। আমি মনের পর্দায় তার রাগে লাল হয়ে যাওয়া মুখটা দেখতে পেলাম।

"তুমি নিজের ভাইকে মেরে ফেলেছো!"

অধ্যায় ১৩২

জেবের ভয়ংকর কথাগুলো বারবার আমার মাথায় প্রতিধ্বনি হতে লাগলো আর প্রত্যেকবার এর মর্মার্থ আরো বিভীষিকাময় মনে হলো আমর কাছে। তুমি নিজের ভাইকে মেরে ফেলেছো । কথাটা কি সত্যি? কিন্তু কিভাবে? নাকি এটাও আমাদের পরীক্ষার একটা অংশ?

আমরা কোনমতে রাস্তায় বেরিয়ে আসলাম। ওখানে ফ্যাং আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। মনে হচ্ছে যে কোন সময় মাথা ঘুরে পড়ে যাব আমি তবুও সামনে এগুতে থাকলাম। হঠাৎ মনে পড়লো পকেট ভর্তি করে কি জিনিস বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। নাম, ঠিকানা, ছবি...আমাদের বাবা-মা'র?

"অন্য বাচ্চাগুলো গেল কই?" আমি ফ্যাংকে জিজ্ঞেস করলাম। আমাদের চারপাশে এত কিছু ঘটে যাচ্ছে যে সবকিছু ভালো মতো ঠাহর করে নেয়া মুশকিল। কিন্তু তবুও তা করতে হবে।

"ঐ ডানাওয়ালা মেয়েটা ওদেরকে নিয়ে গেছে।" ফ্যাং শ্রাগ করলো। "সে আমাদের সাথে থাকতে চাচ্ছিল না, আমার কথাও শুনছিল না। চেনো নাকি ওকে?"

আমি তার কথাকে খুব একটা পাত্তা দিলাম না...এই মুহূর্তে এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই না, এই মুহূর্তে কোন কিছু নিয়েই কথা বলতে চাই না।

আমি এখনো মনের পর্দায় আরিকে দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি তার ঘাড় ভাঙ্গার আওয়াজ।

"হাটতে থাকো," বললাম আমি এবং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামনে চলতে লাগলাম।

প্রায় মিনিট দুয়েক পর আমার খেয়াল হলো যে অ্যাঞ্জেল সিলেস্তেকে ছাড়াও অন্য আরেকটা কিছু হাতে নিয়ে হাঁটছে।

"অ্যাঞ্জেল?" আমি ফুটপাথের মাঝখানে থেমে গেলাম। "এটা কি?"

কালো, লোমশ একটা ছোট্ট প্রাণী তার বগলের নিচে ছটফট করছে।

"এটা আমার কুকুর," অ্যাঞ্জেল বললো। কথাটা বলার সাথে সাথে তার গাল শক্ত হয়ে উঠলো, এ হচ্ছে অ্যাঞ্জেলের গোয়ার্তুমির আগাম পূর্বাভাস।

"তোমার কি?" ফ্যাং প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে বললো।

আমরা সবাই অ্যাঞ্জেলকে ঘিরে জড়ো হলাম। তখনই আমার খেয়াল হলো যে জিনিসটা দৃষ্টিকটু দেখাচ্ছে। "হাটতে থাকো," আমি বিড়বিড়িয়ে বললাম। "কিন্তু এ আলোচনা এখনো শেষ হয় নি, অ্যাঞ্জেল।"

ম্যানহাটনের গোড়ায় একটা ছোট, প্রায় পরিত্যাক্ত থিয়েটার আছে। অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা গাছপালা বলতে গেলে ঢেকেই রেখেছে জায়গাটাকে। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে আমরা সবাই মিলে এর নিচে আশ্রয় নিলাম।

"ঠিক আছে," আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, চেষ্টা করছি কণ্ঠে জোর নিয়ে আসার। "অ্যাঞ্জেল, কুকুরের ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করো।"

"ওটা আমার কুকুর," সে দৃঢ় গলায় বললো। "ইন্সটিটিউট থেকে নিয়ে এসেছি একে।"

ফ্যাং আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যার সহজ মানে দাঁড়ায়...তুমি যদি অ্যাঞ্জেলকে কুকুরটা রাখতে দাও, তাহলে কিন্তু খবর আছে।

"অ্যাঞ্জেল, আমরা আমাদের সাথে কোন কুকুর রাখতে পারবো না।"

কুকুরটা অ্যাঞ্জেলের বগলের তলা থেকে বের হয়ে তার পাশে এসে বসলো। দেখতে একে বেশ স্বাভাবিকই লাগছে। কালো, উজ্জ্বল চোখদু'টো দিয়ে আমাকে দেখছে কুকুরটা আর লেজ নাড়ছে। মহানন্দে বাতাসে গন্ধও শুঁকছে ও, যেনবা এত এত নতুন গন্ধ পেয়ে দিশেহারা।

অ্যাঞ্জেল কুকুরটাকে তার কাছে নিয়ে এলো। গ্যাসম্যান এগিয়ে আসলো ওটাকে ভালো করে দেখার জন্য।

"আর তাছাড়া, তোমার তো সিলেস্তে আছে," আমি যুক্তি প্রদর্শন করলাম।

"আমি সিলেস্তেকে ভালোবাসি," অ্যাঞ্জেল বিশ্বস্ততার সাথে বললো। "কিন্তু আমি টোটালকে ফেলে রেখে যেতে পারি না।"

"টোটাল?" ইগি জিজ্ঞেস করলো।

"কার্ডে তো এই নামই লেখা," অ্যাঞ্জেল আমাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলো।

"এ হচ্ছে এমন এক রুপান্তরিত কুত্তা যে কিনা আমাদেরকে ঘুমের মাঝে খুন করবে," ফ্যাং বললো।

কুকুরটা একপাশে মাথা কাত করলো, তার লেজ নাড়াও কিছু সময়ের জন্য থেমে গেল। এর কিছুক্ষণ পরই অবশ্য আবারো লেজ নাড়া শুরু হলো। বুঝাই যাচ্ছে, অপমানটা গায়ে মাখে নি সে।

ফ্যাং আমার দিকে তাকালো   আমাকে এখন খারাপ পুলিশের ভুমিকা নিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে হবে।

"অ্যাঞ্জেল," আমি তোষামোদী গলায় শুরু করলাম। "আমরা সবসময় নিজেদেরই খাওয়াতে পারি না। তাছাড়া, আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি। নানা

বিপদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাদের। ওকে না রাখাটা আমাদের জন্যই ভালো।"

অ্যাঞ্জেল চোয়াল শক্ত করে নিজের স্নিকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। "ও সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর কুকুর," সে বললো। "আমার আর কিছু বলার নাই।"

আমি অসহায় চোখে ফ্যাংয়ের দিকে তাকালাম।

"অ্যাঞ্জেল," ফ্যাং খুব কঠোরভাবে কথা বলা শুরু করলো। ময়লা পোশাক পরিহিত অ্যাঞ্জেল বড় বড় নীল দুই চোখ মেলে তার দিকে তাকালো।

"তুমি যদি ঠিক মতো ওর খেয়াল না নাও, তাহলে ওকে কান ধরে বের করে দেয়া হবে," ফ্যাং বললো। "বুঝতে পেরেছো?"

অ্যাঞ্জেলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে লাফ দিয়ে ফ্যাংয়ের দু'হাতে আশ্রয় নিল। আমি হাঁ হয়ে তাদের কান্ড-কারখানা দেখতে লাগলাম। ফ্যাংও অ্যাঞ্জেলকে জড়িয়ে ধরলো, তখন আমার মুখের অভিব্যক্তি তার নজর কাড়লো। সে শ্রাগ করে অ্যাঞ্জেলকে ছেড়ে দিলো।

"জানোই তো সে চোখ দিয়ে কি কি করতে পারে," ফ্যাং ফিসফিসিয়ে বললো। "চোখ দিয়ে ওরকম করলে কিভাবে না বলি?"

"টোটাল!" অ্যাঞ্জেল খুশিতে চিৎকার করে উঠলো। "তুমি থাকতে পারো!"

সে কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কুকুরের দিকে তাকিয়ে রাজ্যজয়ের হাসি দিলো। টোটালের মুখ থেকে এক ধরণের উচ্ছ্বাসধ্বনি বেরিয়ে এলো। এরপর, সে একটু বেশি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে লাফ দিয়ে বসলো।

আর তার লাফ দেয়ার বহর দেখে আমাদের তো মুখ হা! আমরা সবাই চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইলাম। লাফ দিয়ে টোটাল থিয়েটারের ছাদই প্রায় স্পর্শ করে ফেললো। মাটি থেকে ছাদের উচ্চতা কমপক্ষে ১৬ ফুট হওয়ার কথা।

"ওহ্," অ্যাঞ্জেল বললো। টোটাল মাটিতে নেমে এসে খুশিমনে অ্যাঞ্জেলের মুখ চেটে দিতে লাগলো।

অধ্যায় ১৩৩

ওইদিন রাতে আমরা নিউইয়র্কের একপাশে স্টেটেন আইল্যান্ডে পানির পাশে বসে ক্যাম্পফায়ার তৈরি করলাম। আমরা আমাদের আহত স্থানগুলোতে শুশ্রুষা চালাচ্ছি। বিশেষ করে আমি। আমার সারা শরীর ব্যথা করছে। কিন্তু সেইসাথে ইন্সটিটিউটে যেসব জিনিস খুঁজে পেয়েছি সেগুলোর কথা ভেবে আমি যথেষ্ট উত্তেজনা বোধ করছি।

"আমরা সবাই নিরাপদ ও একত্রিত আছি," আমি গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিলাম। "আমরা ইন্সটিটিউট খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছি, সেইসাথে ওখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যও আমাদের খুব সম্ভবত পূরণ হয়েছে। বন্ধুরা, আমি আমাদের সম্ভাব্য বাবা-মা'র নাম, ঠিকানা ও ছবি খুঁজে পেয়েছি।"

আমি সবার মাঝে বিস্ময়, আনন্দ ও উত্তেজনা লক্ষ্য করলাম। কিন্তু একই সাথে তাদের মধ্যে এক ধরণের ভীতি ও আশঙ্কা কাজ করছে। চিন্তা করতে পারো, তোমার বয়স ছয় থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে আর সেই তুমিই কিনা প্রথমবারের মত নিজের বাবা-মা'র মুখোমুখি হচ্ছো?

"তুমি অপেক্ষা করছো কিসের জন্য?" ইগি জিজ্ঞেস করলো। "প্লিজ, খামটা বের করো। খুলে কেউ জিনিসটা পড়ো এবং আমাকে সবকিছু জানাও।"

পকেট থেকে কাগজগুলো বের করার সময় এক ধরণের উল্লাস অনুভব করলাম আমি। আমাদের জীবনের যাবতীয় রহস্যের সব উত্তর এখানেই তো থাকার কথা, তাই না? অন্যরা আমার পাশে এসে জড়ো হলো, কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি-ঝুকি মারতে লাগলো এবং সাহায্য করলো কাগজের ভাঁজ খলার কাজে।

"ম্যাক্স, জেব কি বুঝাতে চাচ্ছিল...তুমি তোমার ভাইকে মেরে ফেলেছো?" নাজ হঠাৎ করে প্রশ্নটা করে বসলো। "সে নিশ্চয়ই এটা বুঝাতে চায় নি যে আরি তোমার ভাই, তাই না? তোমরা দু'জন কোনভাবে...মানে, ইয়াক..."

আমি হাত তুলে তাকে থামালাম। "আমি জানি না, নাজ," শান্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে চালাতে বললাম আমি। "এই মুহূর্তে আমি এটা নিয়ে চিন্তা করতে চাচ্ছি না। তারচেয়ে চলো এই কাগজগুলো পড়া যাক। কেউ যদি ভালো কিছু পাও তাহলে জোরে চিৎকার দিয়ো।" আমি কাগজের তাড়াগুলো ধরিয়ে দিলাম।

"কে তোমার আব্বু?" গ্যাসম্যান আনন্দিত কণ্ঠে বললো। "কে তোমার আম্মু?"

অধ্যায় ১৩৪

অ্যাঞ্জেল আস্তে আস্তে পড়া শুরু করলো। সে সবার খাতিরে জোরে জোরে পড়ছে। "জিনিসটা ঠিক বুঝতে পারছি না," সে প্রায় দশ সেকেন্ড পড়ার পর বলে উঠলো।

তারপর হঠাৎ গ্যাসম্যান তড়াক করে উঠে বসলো। "এই যে আমি!" সে চিৎকার দিয়ে উঠলো। "এই যে আমি!"

"দেখি, গ্যাজি।"

গ্যাসম্যান আমার হাতে তার কাগজের তাড়াগুলো দিলে আমি ওটাতে চোখ বুলাতে লাগলাম। হ্যা, আমি তার নাম খুঁজে পেলাম "এফ২৮২৪৬ইএফএফ (গ্যাসম্যান)।" জিনিসটা দেখে আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ হবার জোগাড় হলো প্রায়।

"এই যে একটা ঠিকানা!" আমি পৃষ্ঠাটায় আঙ্গুল বুলিয়ে বললাম। "ঠিকানাটা ভার্জিনিয়ার!"

"আমিও একটা ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি, কয়েকটা নাম," ফ্যাং বললো। "এখানে আমার নামও আছে। আর, ওহ্, ছবিও আছে দেখছি।"

"আমাদের দেখাও, আমাদের দেখাও!"

সবাই ফ্যাংয়ের চারপাশে জড়ো হলো। যদিওবা ফ্যাং সবার কাছে শান্ত-শিষ্ট," ধীর-স্থির ও ঠান্ডা মেজাজের একজন মানুষ হিসেবেই বেশি পরিচিত, কিন্তু সেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তেজনায় কাঁপছে। আমরা সবাই কাঁপছি। আমি নিজে এমনভাবে কাঁপছি যে মনে হতে পারে তাপমাত্রা মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

নাজ ফ্যাংয়ের হাতে ধরে রাখা একটা ফটোকপির দিকে ইঙ্গিত করলো। ফটোকপিটাতে একজন পুরুষ ও মহিলার ছবি যাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে বছর তিরিশেক বয়স। "আরে, এদেরকে তো তোমার মতই লাগছে, ফ্যাং। তারা নিশ্চয়ই তোমার বাবা-মা। এতে কোন সন্দেহ নেই।"

তার গলা ধরে এলো এবং হঠাৎ করেই আমরা সবাই কাঁদতে শুরু করলাম। শুধু ফ্যাং বাদে। সে স্রেফ বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, "হয়তোবা, হয়তোবা না।"

তারপর সবাই পৃষ্ঠাগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলো নিজেদের বাবা-মা'র কথা। কেউ কোন শব্দ করলো না। এবং একসময়...

"এই যে তারা! আমার আব্বা-আম্মা!" গ্যাজি চেঁচিয়ে বললো।

"ঠিকানাটা হচ্ছে, ১৬৭ কোর্টল্যান্ড লেন, আলেক্সান্দ্রিয়া, ভার্জিনিয়া! অ্যাঞ্জেল, দেখো! এরাই আমাদের আব্বা-আম্মা। ব্যাপারটা জোশ, না? এ যেন কোন অলৌকিক ব্যাপার। তাদেরকে দেখতে আমার মতই লাগছে। এবং তোমার মতোও, অ্যাঞ্জেল!"

অ্যাঞ্জেল নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর সে কাঁদতে শুরু করলো। আমি তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম, তার চুলে বিলি কেটে দিতে লাগলাম। অ্যাঞ্জেল মোটেও নরম স্বভাবের নয়। তাই তাকে কাঁদতে দেখে খুব খারাপ লাগতে লাগলো।

"এছাড়াও অসংখ্য নাম্বার ও আউল-ফাউল জিনিসে এই পৃষ্ঠাগুলো ভর্তি," ফ্যাংয়ের কথা যেন আমাকে বাস্তব দুনিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে আসলো।

আমিও জিনিসটা দেখতে পেলাম। "কেন স্রেফ সামান্য কিছু তথ্য এখানে দেয়া? এর তো কোনই মানে নেই।"

"কি যায় আসে, বলো?" গ্যাজি খুশিতে চিৎকার করে উঠলো। "আমি আমার আব্বা-আম্মাকে খুঁজে পেয়েছি! ইয়াহু! তাদের প্রতি আমার সমস্ত রাগ আমি ফিরিয়ে নিলাম!"

ফ্যাং, গ্যাজি ও অ্যাঞ্জেলের বরাত খুলে গেছে, তবে এখনো পর্যন্ত ইগি ও আমি কিছুই পাই নি। আর নাজ এখনো ঠিক নিশ্চিত হতে পারছে না তার বাবা-মা পশ্চিমে আছেন কি নেই।

"ইগি! ইগি! তোমার আম্মু! ওহ, আউ...এখানে বলছে তোমার আব্বু মারা গেছেন," গ্যাসম্যান বললো। "তোমার আব্বুর ব্যাপারে দুঃখিত। তবে তোমার আম্মুকে কিন্তু খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।" সে তার মা'র বর্ণনা দেয়া শুরু করলো।

তাহলে শুধু একজনই বাকি থাকলো। ইন্সটিটিউটের ফাইলে শুধু একজনের বাবা-মা'র ব্যাপারে কিছুই লেখা নেই। হ্যা, ঠিক ধরেছো আমি। আমার এখনো কোন বাবা-মা নেই।

আমার খুব বলতে ইচ্ছা করছে, আমি এতই ভালো ও দল অন্তঃপ্রাণ একজন মানুষ যে নিজেকে একদম বঞ্চিত মনে করছি না, হতাশায় মনও গুঁড়িয়ে যাচ্ছে না...কিন্তু মিথ্যা বলে কি লাভ বলো? কারণ আমার এরকমই মনে হচ্ছে, সেইসাথে আরো বেশি কিছু।

কিন্তু তবুও আমি মুখে হাসি ঝুলিয়ে রাখলাম, সবার উচ্ছ্বাসে গলা মিলালাম এবং বারবার করে ফাইলগুলো পড়লাম। আমার বন্ধুদের সৌভাগ্যে সত্যিকার অর্থেই খুশি হলাম আমি কারণ তারা তো তাদের এই কঠিন-কঠোর জীবনে সুখের দেখা খুব কমই পেয়েছে।

তবে তারপরও আমার মন একটা ব্যাপারে ঠিকই খচখচ করছে। "তাহলে

অন্যান্য এই সব তথ্য দেয়ার কি মানে?" অবশেষে আমি আবারো এই প্রশ্নটা করলাম। এ প্রশ্নটা যেন স্রেফ করার জন্য করা। যেনবা আমি আমার মনোযোগ অন্যদিকে নিতে চাচ্ছি।

"হয়তোবা বিজ্ঞানীরা চায় নি এইসব তথ্য কেউ খুঁজে পাক," ফ্যাং কিছুটা বিভ্রান্ত গলায় বললো।

"এসব তথ্য হয়তোবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন...কারা কারা এই প্রজেক্টে অর্থ যুগিয়েছে," আমি ভেবে বললাম। "বা সেইসব হাসপাতালের নাম যারা বাচ্চাদের ধরে ধরে বিজ্ঞানীদের কাছে দিয়েছে। অন্যান্য উন্মাদ বৈজ্ঞানিক যারা এ সব কাজে সাহায্য করেছে। হয়তোবা এই তথ্যগুলো সমগ্র শয়তানী সাম্রাজ্যের চাবিকাঠি।"

"বাব্বা," ইগি উত্তেজিত কণ্ঠে বললো। "আমরা যদি সত্যিই এ সব তথ্য পেয়ে থাকি, তাহলে ওদের সব গুমর ফাঁস করে দিতে পারবো! আমরা এগুলো কোন একটা পত্রিকায় পাঠাতে পারি। এমনকি ঐ মোটকু লোকটা, কি জানি নাম ওর...মাইকেল মুর, ও একটা ফিল্মও বানাতে পারবে।"

ইগির কথা শুনে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

"আমার অবশ্য এসব নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই," নাজ বললো। "আমি শুধু আমার আব্বা-আম্মা'কে ফিরে পেতে চাই। দাঁড়াও, দাঁড়াও! এই যে আমি!" নিঃশ্বাস চেপে রেখে সে একটা তথ্য বারবার পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। ওখানে লেখা এন৮৮০৩৪জিএনএইচ (মনিক)। "একটা জিনিস জানো?" নাজ দ্রুত সব পৃষ্ঠায় একবার চোখ বুলালো। "সব ঠিকানাই ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ড ও ওয়াশিংটন ডিসি'তে। এই সব জায়গাই তো কাছাকাছি, তাই না? তাছাড়া, ওয়াশিংটন ডিসি'তেই আমাদের সরকার বসে, তাই না?"

"ব্যাপারটা জোশ হবে," ইগি বললো। তার চোখে-মুখে সুদূর ভবিষ্যতের ছবি। "প্রথমে আমরা আমাদের বাবা-মা'র সাথে দেখা করবো। আনন্দময় মোলাকাত হবে, কোলাকুলি হবে, অনেক চুমু বিনিময় হবে। তারপর আমরা যাব স্কুল, ইন্সটিটিউট ও ওইসব কুত্তির বাচ্চাদের ধ্বংস করতে যারা আমাদের জীবনটাকে এরকম বানিয়ে দিয়েছে। দারুণ হবে জিনিসটা।"

"তো আমরা এখন কি করবো?" গ্যাসম্যান বললো। হঠাৎই সে প্রচণ্ড গম্ভীর হয়ে গেছে। "সত্যিকার অর্থে?"

"ম্যাক্স যা করবে আমিও তাই করবো," অ্যাঞ্জেল বললো। "সিলেস্তে ও টোটালও তাই করবে।"

নিজের নাম শুনে টোটাল নড়েচড়ে উঠে অ্যাঞ্জেলের হাত চেটে দিতে লাগলো। ইন্সটিটিউটে তাকে নিয়ে যে ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষাই চালানো হোক না কেন, মনে হচ্ছে না সে এগুলো আর মনে রেখেছে। এবার সিলেস্তেকে

চেটে দিতে লাগলো সে।

বেচারা ভাল্লুকটাকে অতি সত্ত্বর গোসল করানো দরকার। আসলে আমাদের সবারই গোসল করা দরকার। আমি আমার দলের দিকে তাকালাম। আমরা এখন নিরাপদ আছি। আমরা সবাই বিচ্ছিন্নও হয়ে যাই নি, একত্রেই আছি। এক ধরণের কৃতজ্ঞতাবোধে আমার সারা অন্তর ছেয়ে গেল।

"আমরা ওয়াশিংটন ডিসি'তে যাব," আমি অবশেষে বললাম। "এবং ওখানে গিয়ে গোসল করবো। তারপর নিজেদের বাবা-মা'দের খুঁজে বের করবো। আমাদের কাছে তো তাদের ঠিকানা আছে, তাই না?"

"ইয়াহু!" গ্যাসম্যান জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলো। তারপর ইগির সাথে একচোট হাই-ফাইভও বিনিময় করলো সে।

আমি তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। আমি তাদেরকে প্রচণ্ড ভালোবাসি এবং মনে-প্রাণে চাই ওরা হাসি-খুশি থাকুক। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার মনে হচ্ছে যেন কোন এক কৃষ্ণগহবরে আমার হৃদয় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আজ আমি একজনকে খুন করেছি। হয়তোবা আমারই আপন ভাই সে। আর এখন আমরা আমাদের অতীত খুঁজে বের করার অভিযানে নামতে যাচ্ছি, কিন্তু আমি ঠিক নিশ্চিত নই আমিও এটা চাই কিনা। কারণ আমার বাবা-মা কে, সে ব্যাপারে আমার যে কোন ধারণাই নেই।

কিন্তু এতে কিছু এসে যায় না, তাই না? এরাই আমার পরিবার। তাদের সকলের স্বপ্ন সত্যি করার কাজে দায়বদ্ধ আমি।

ওইদিন শেষ রাতের দিকে আমি সেই কণ্ঠস্বরের সাথে কথা বলার চেষ্টা চালালাম। হয়তোবা সে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেও দিতে পারে।

তোমার কাছে আমার দুটো প্রশ্ন আছে, ঠিক আছে? স্রেফ দু'টা প্রশ্ন। না, তিনটা প্রশ্ন। আমার আব্বা-আম্মা কোথায়? কেন শুধু আমার সম্বন্ধে কোন ফাইল নেই? কেন হঠাৎ হঠাৎ আমার বিশ্রি মাথাব্যথা করছে? আর তুমিইবা কে? তুমি কি আমার শত্রু? নাকি বন্ধু?

কণ্ঠস্বরটি সাথে সাথে উত্তর দিলো এ তো অনেক বেশি প্রশ্ন হয়ে গেল, ম্যাক্স। আর কে তোমার বন্ধু বা শত্রু, তা নির্ভর করে তুমি তাকে কিভাবে দেখছো সেটার ওপর। তবে তুমি যদি নেহাত জানতেই চাও, আমি নিজেকে তোমার একজন বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করি, যে কিনা তোমাকে খুব ভালোবাসে। আমার চেয়ে বেশি কেউ তোমাকে ভালোবাসে না, ম্যাক্সিমাম। এখন শুনো। এখানে আমিই সব প্রশ্ন করি, তুমি না, কথাটা বলেই হেসে উঠলো কণ্ঠস্বর। তুমি আছো স্রেফ অবিশ্বাস্য সব অভিযানে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য, বুঝলে?

প রি শি ষ্ট

খুব ভোরবেলায় উড়ে বেড়ানোর অভিজ্ঞতার তুল্য আর কিছুই হতে পারে না।

পনেরো হাজার ফুট উপর থেকেও আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি নিচের নিউ জার্সির রাস্তায় হাকড়ে বেড়ানো গাড়ির রং। ডানা মেলে বাতাস কেটে আবারো উড়ে বেড়াতে চমৎকার লাগছে, আস্তে আস্তে সমস্ত জড়তাও কেটে যাচ্ছে। আমরা দুর্বল একটা বৃত্ত রচনা করে উড়ছি এবং কোন কারণ ছাড়াই খলবলিয়ে হেসে উঠছি। আবারো একসাথে আকাশে উড়তে পেরে আমরা খুব খুশি, এটা এমন এক জায়গা যেখানে আমাদের কোন ব্যথা ও বঞ্চনা ছুঁতে পারে না।

আমাদের সাথে ওড়াওড়ি খুব উপভোগ করছে টোটাল আর এত উঁচুতে শ্বাস নিতেও ওর এখনো কোন সমস্যা হচ্ছে না। আমি জানি অন্যান্য সবাই নিজেদের বাবা-মা'কে খুঁজে বের করার ব্যাপারটা নিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়ে আছে এবং এও জানি তাদের এই অভিযানের একজন অংশীদার আমি। আমি চাই এর শেষটা দেখে ছাড়তে।

ফ্যাং আমার দিকে তাকালো, তার মুখ মসৃণ ও নির্বিকার। যদিওবা তার শরীরে যে এক ধরণের চঞ্চলতা কাজ করছে, তা আমি বুঝতে পারছি। আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের তারায় যেন এক চাপা দ্যুতি খেলে গেল।

ফ্যাং। তাকে নিয়ে আমার চিন্তা করা উচিত।

নিজেকে নিয়েও আমার চিন্তা করা উচিত।

আমাদের ওয়াশিংটন ডিসি যাত্রা হয় অবিশ্বাস্য রকমের সফল হবে অথবা হবে এক মর্মান্তিক বিপর্যয়। ইগি ভাবছে যে বাবা-মা'র সাথে দেখা হওয়াটা বোধহয় আমাদের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সুখের পূর্বশর্ত। কিন্তু আমি তার মত অত সরলমনা নই।

জ্ঞান এক সাংঘাতিক বোঝা, ম্যাক্স, আমার কণ্ঠস্বরটা বলে উঠলো। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এ দেখি এখনো আমার সাথে আছে!

জ্ঞান অনেকটা দু'মুখো তলোয়ারের মতো, কণ্ঠস্বরটা তার কথা চালিয়ে গেল। এটা তোমাকে সাহায্য করতে পারে, আবার সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারে।

খাসা বলেছো! কিন্তু তবুও আমাকে এ কাজ করতে হবে।

ম্যাক্স...তোমার দলের সবার বাবা-মা'কে খুঁজে বের করার চেয়েও অনেক

বড় কাজ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। চেষ্টা করো সারা বিশ্বকে সাহায্য করতে, শুধু তোমার বন্ধুদেরকে নয়।

আমি আমার ডানাগুলোকে স্থির রেখে বাতাসে ভেসে বেড়ালাম। মনে হচ্ছে আমি যেন মেঘের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছি! এর চেয়ে ভালো কোন অনুভূতি আর হতে পারে না। বড় ইচ্ছা করছে তুমিও আমার সাথে এই ওড়াওড়িতে শামিল হও। হয়তোবা পরবর্তী কোন এক সময়।

বুঝলে, হে কণ্ঠস্বর, আমি অবশেষে বললাম, আমার বন্ধুরাই আমার পৃথিবী।

মনে আছে আমি শুরুতে কি বলেছিলাম?
এখন, আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি
তুমি এখন বইটা নামিয়ে রাখতে পারো...
কিন্তু তুমি স্রেফ গল্পটার সামান্য অংশই পাবে
বাকি গল্পের জন্য অন্যান্য আরো জায়গায় খুঁজতে থাকো।
আরো গভীরে খুঁড়ো এবং হয়তোবা তাতে তুমি এর অংশে
পরিণত হবে।
সমাধানের জাল তোমার সামনেই আছে।
শুধু যদি তুমি দরজাটা খুঁজে বের করতে পারো।

সতর্ক থেকো। আর বলো না, আমি তোমাকে সাবধান করে দিই নি।

– ম্যাক্স

নিচের ঠিকানাটা ফ্যাংয়ের ব্লগের।
www.maximumride.blogspot.com

যে আবিষ্কার সে ও নাজ মিলে করেছে তা
খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বইয়ের অর্ন্তভুক্ত
হওয়ার জোর দাবিদার।
পারলে একবার ঢুঁ মেরে দেখো।

– ম্যাক্স

জাহিদ হোসেন-এর জন্ম সিলেট জেলায়, পড়াশোনা করেছেন নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটিতে। বই পড়ার আগ্রহ থেকে লেখালেখি শুরু। *অ্যাম্বার রুম* তার প্রথম অনুবাদগ্রন্থ, যা পাঠকমহলে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। অনুবাদের পাশাপাশি মৌলিক গল্প লেখা শুরু করেছেন তিনি। তার আরো কিছু অনুবাদ গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশ হবে।

বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারী ব্যাংকে কর্মরত আছেন।

hussain.zahid@live.com